৺ দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ

প্রণীত।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার দেবশর্ম্ম কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা।

১২২ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট "রাধারমণ যন্ত্রে"

শ্রীনিত্যগোপাল চক্রবর্ত্তী দ্বারা

মুদ্রিত।

বিজ্ঞাপন।

জীবনচরিতপাঠে যে উপকার লাভ হইয়া থাকে, ইতিহাস পাঠে তদপেক্ষা অধিকতর উপকার লাভ হয়। জীবনচরিত পাঠ করিলে কেবল এক ব্যক্তির বিদ্যা, বুদ্ধি আচার, ব্যবহার, ধর্ম্ম প্রভৃতির পরিচয় পাওয়া যায়, ইতিহাস পাঠ করিলে সহস্র সহস্র ব্যক্তির আচার, ব্যবহার, [illegible]তি, বিদ্যা, বুদ্ধি প্রভৃতির পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে। জীবন-চরিতে কেবল এক ব্যক্তির বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়া থাকে, ইতিহাসে সহস্র সহস্র ব্যক্তির বৃত্তান্ত বর্ণিত হয়। ফলতঃ ইতিহাস সহস্র সহস্র ব্যক্তির জীবনচরিতের স্বরূপ। কোন্ জাতি কি গুণ থাকাতে উন্নতি লাভ করিয়া নিকৃষ্ট অবস্থা হইতে উৎকৃষ্ট অবস্থায় আরোহণ করিয়াছে; কোন্ জাতি কি গুণ থাকাতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে; কোন্ জাতি প্রথমে সভ্যপদবীতে অধিরূঢ় হইয়া কি দোষে উৎসন্ন হইয়া গিয়াছে; কোন্ জাতি কি দোষ থাকাতে অতি নিকৃষ্ট অবস্থায় অবস্থান করিতেছে; ইতিহাস পাঠ দ্বারা এই সমস্ত বিষয় সবিস্তর অবগত হওয়া যায়। এই সকল বিষয় অবগত হইলেই মানুষের আপনার অবস্থা সংশোধন করিয়া উচ্চপদে আরোহণ করিতে অভিলাষ হয় এবং যে যে দোষ থাকাতে স্বজাতির ও স্বদেশের অনিষ্ট ঘটনা হইতেছে, তাহার সংশোধনে প্রবৃত্তি জন্মে। অতএব ইতিহাস পাঠ সকলের পক্ষেই সবিশেষ আবশ্যক।

ইতিহাস পাঠ ব্যতিরেকে বিজ্ঞতা জন্মে না এবং অন্তঃকরণের ভ্রমপ্রমাদ দূরীকৃত হয় না, এই সমস্ত আলোচনা করিয়া আমার ইতিহাস লিখিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু ঈশ্বর আমাকে এরূপ ক্ষমতা দেন নাই, আমার এরূপ অবসরও নাই, এবং এরূপ অবস্থাও নহে যে, আমি নানা বিষয়ের গবেষণা করিয়া এবং ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় রচিত মূল গ্রন্থ দেখিয়া কোন নূতন গ্রন্থ রচনা করি; সুতরাং তদ্বিষয়ে নিরস্ত হইয়া অনুবাদে প্রবৃত্ত হই।

প্রায় চারি বৎসর অতীত হইল, শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাকে রোমরাজ্যের ইতিহাস লিখিতে কহেন এবং লিয়োনার্ড স্মিট্জ মহোদয়ের কৃত একখানি রোমের ইতিহাস পুস্তক দেন। আমি সেই গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া এই পুস্তক লিখিয়াছি। স্থানে স্থানে টমাস আনল্ড মহোদয়ের কৃত রোমীয় ইতিহাস হইতে কোন কোন বিষয় গ্রহণ করা গিয়াছে। আমি নানা কারণে এতদিন মুদ্রিত করিতে পারি নাই।

রোমরাজ্যের ইতিহাস অতি বিশাল। নিতান্ত সংক্ষেপে লিখিতে গেলে আবশ্যক বিষয় সকলও পরিত্যাগ করিতে হয়; আর, বিস্তারিত করিয়া লিখিতে গেলে অতি বৃহৎ গ্রন্থ হইয়া উঠে। অতএব মধ্যম ক্রম অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে। রোমকদিগের সহিত যে যে জাতির যুদ্ধ ঘটনা হয়, তাহাদিগের সবিস্তর বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে গেলে গ্রন্থবাহুল্য হইয়া উঠে, এই ভয়ে তাহাদিগের সবিস্তর বৃত্তান্ত বর্ণিত হয় নাই।

রোমে অনন্যদেশসাধারণ ডিক্টেটর ট্রিবিউন [illegible] কয়ে-
কটী পদ ছিল। ঐ সকল পদের অর্থবোধক [illegible] অনন্য-
দেশসাধারণ। সুতরাং ঐ সকল শব্দের ভাষান্তর [illegible] অতি-
শয় দুরূহ; আর, কথঞ্চিৎ ভাষান্তর করিতে পারিলেও তাহা
সকলের বোধগম্য হওয়া সম্ভাবিত নহে। [illegible]
করিয়া আমি ঐ সকল শব্দের ভাষান্তরকরণে [illegible]
ডিক্টেটর, ট্রিবিউন প্রভৃতির অর্থবোধক ল্যাটিন [illegible] সকল
রূপ পরিবর্ত্ত করিয়া ইংরাজী ভাষায় গৃহীত হইয়াছে, আমি
সেই ইংরাজী শব্দগুলি গ্রহণ করিলাম। ইংরাজী শব্দ
গ্রহণের তাৎপর্য্য এই, অনেকে একণে ইংরাজী ভাষা শিক্ষা
করিয়াছেন। ইংরাজী শব্দ তাঁহাদিগের অনায়াসে বোধগম্য
হইবে। গ্রন্থমধ্যে ডিক্টেটর, ট্রিবিউন প্রভৃতির বিষয় বিস্তর
বর্ণিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে অনায়াসেই ডিক্টেটর,
ট্রিবিউন প্রভৃতি শব্দের অর্থপ্রতীতি হইতে পারে। [illegible] নিমিত্ত
ঐ সকল শব্দের অর্থ স্বতন্ত্র [illegible] হইল না। অপর, ব্রাহ্মণ
ক্ষত্রিয়াদি শব্দের ভাষান্তর করিলে যেরূপ অর্থপ্রতীতি হওয়া
দুর্ঘট হয়, পেট্রিসীয়ান, প্লিবিয়ান প্রভৃতি শব্দের ভাষান্তর
করিলেও সেইরূপ হইবার সম্ভাবনা। এই হেতু পেট্রিসীয়ান
প্রভৃতি কয়েকটী শব্দের ভাষান্তর করা হয় নাই। কেবল
এইমাত্র বিশেষ হইয়াছে, পেট্রিসীয়ান ও প্লিবিয়ান এই দুই
শব্দ অবিকল গ্রহণ না করিয়া পেট্রিসীয় ও প্লিবীয় শব্দ ব্যব-
হার করা হইয়াছে।

ইট্রুরিয়া, অষ্ট্রিয়া প্রভৃতি কতকগুলি দেশবাচক শব্দ
আছে। যে যে স্থলে তত্রত্য লোকের কথা উল্লিখিত হইয়াছে,

ইংরাজী ভাষায় তাহার রূপ পরিবর্ত্ত করিয়া ইট্রিউরিয়ান, অম্ব্রিয়ান প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু এ গ্রন্থে ইট্রি-উরিয়ান, অম্ব্রিয়ান প্রভৃতি শব্দ গৃহীত না হইয়া ইট্রিউরিয়, অম্ব্রিয় প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করা গিয়াছে। যে যে স্থলে ইট্রি-উরিয়, অম্ব্রিয় প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ আছে সেই সেই স্থলে তত্রত্য লো[illegible]কে বুঝিতে হইবে।

কলিকাতা [illegible]সংস্কৃত কালেজ।
সন ১২[illegible] ১৬ই বৈশাখ।

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মা।

রোমরাজ্যের ইতিহাস

উপক্রমণিকা।

রোমরাজ্যের ইতিহাস পাঠের আবশ্যকতা। ইটালি এবং ইটালিনিবাসী দিগের বৃত্তান্ত।

গ্রন্থকারদিগের অনেকের এই রীতি দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহারা গ্রন্থের আরম্ভে গ্রন্থের প্রয়োজন এবং প্রতিপাদ্য বলিয়া থাকেন। এই রীতি কোনরূপে নিন্দনীয় নহে। গ্রন্থের বর্ণনীয় বিষয় কি, গ্রন্থপাঠে কি উপকার লাভ হইবে, এ কথা অগ্রে বলিয়া দিলে পাঠকগণের সমধিক উন্মুখতা এবং সাভিনিবেশ-প্রবৃত্তি হইতে পারে। আমি গ্রন্থকারদিগের এই চিরাবলম্বিত প্রথার অনুগামী হইয়া প্রথমে গ্রন্থের সপ্রয়োজন অভিধেয় নির্দ্দেশ করিতেছি। এই গ্রন্থে রোমরাজ্যের পুরাবৃত্ত বর্ণিত হইবে। ইতিহাস পাঠ করিলে যে উপকার লাভ হয়, এই গ্রন্থ পাঠে সেই ফল আপ্তিতরূপে লব্ধ হইবে সন্দেহ নাই।

কত প্রকারে মানুষের অবস্থার পরিবর্ত্ত হইয়া থাকে; মানুষের যত্ন ও বুদ্ধিবলে কতদূর পর্য্যন্ত হইতে পারে; মানুষের সদ্গুণ ও সৎকর্ম্ম দ্বারা কত ইষ্টফল এবং পাপ ও অসৎকর্ম্ম

প্রয়োজন নাই। এ কথা বলিলেও পর্য্যাপ্ত হইতে পারে যে, রোমকেরা অসাধারণ বুদ্ধিবলে যে সভ্যতা প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেই সভ্যতাই ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া অধুনা ইউরোপখণ্ডে বিরাজমান হইতেছে। ফলতঃ ভালরূপে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে এই বোধ হইবে যে, ইংরাজ প্রভৃতি প্রধান প্রধান জাতি অধুনা যে সভ্যতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, রোমকদিগের সভ্যতা তাহার বীজ স্বরূপ।

যে জাতি প্রথমে অতি সামান্য ও অগণ্য থাকিয়াও নিজ গুণে এবং বুদ্ধিবলে তৎকাল পরিজ্ঞাত পৃথিবীর প্রায় সর্ব্ব-স্থলেই স্বাধিকার বিস্তার করিয়াছিল; যে জাতি স্ববুদ্ধি-কল্পিত অদ্ভুত রাজ্য-শাসনপ্রণালী দ্বারা নানা নগরের এবং নানা জনপদের বিভিন্নস্বভাব লোকদিগকে এক নগরের লোকের ন্যায় স্ববশে রাখিয়া সহস্র বৎসর কাল দুর্ব্বহ রাজ্যভার অবলীলাক্রমে বহন করিয়াছিল; যে জাতি বিদ্যা, বুদ্ধি, সভ্যতা প্রভৃতি সর্ব্ব বিষয়েই সর্ব্বোত্তর মহত্ত্বলাভ করিয়া শত শত লোকের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিয়াছিল; যে জাতির সভ্যতামূল হইতে শত শত সভ্যতা-লতা বিনির্গত হইয়া অধুনা ইউরোপখণ্ডের নানা প্রদেশে শোভমান হইতেছে; সেই জাতির পুরাবৃত্ত পাঠ করিলে যে শত শত উপকার লাভ হইবে, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন সন্দেহ নাই।

রোম নগর ইটালির অন্তঃপাতী। অগ্রে ইটালির স্থান-সন্নিবেশাদি বৃত্তান্ত বর্ণন না করিলে রোমের স্থানসন্নিবেশাদি বৃত্তান্ত সমধিক স্পষ্টরূপে বোধগম্য হইবার সম্ভাবনা নাই। এই বিবেচনা করিয়া আমি অগ্রে ইটালির স্থানসন্নিবেশাদি

বৃত্তান্ত বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলাম। ইটালি ইউরোপখণ্ডের দক্ষিণাংশে। ইটালির উত্তর সীমায় আল্প নামে পর্ব্বত শ্রেণী; পশ্চিমে এবং দক্ষিণে ভূমধ্যস্থ সাগর; পূর্ব্বে আড্রিয়াটিক সমুদ্র। ইটালির পূর্ব্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম এই তিন দিকে জল, কেবল উত্তর দিকে স্থল আছে বলিয়া ইহাকে প্রায়োদ্বীপ কহে। ইটালি উত্তর দক্ষিণে দীর্ঘ; কিন্তু সকল স্থানের দৈর্ঘ্য পরিমাণ সমান নহে। যে স্থান অপেক্ষাকৃত অধিকতর দীর্ঘ তথাকার পরিমাণ প্রায় ৩৭৫ ক্রোশ। ইটালি পূর্ব্ব পশ্চিমে প্রশস্ত; সকল স্থানের প্রাশস্ত্য পরিমাণ সমান নয়। মধ্যভাগের প্রাশস্ত্য পরিমাণ প্রায় ৭৫ ক্রোশ। উত্তরাংশে আল্প নামে যে পর্ব্বত শ্রেণী আছে, তাহার পশ্চিমাংশ হইতে বিনিঃসৃত হইয়া অপর এক পর্ব্বত-শ্রেণী দক্ষিণ সীমা পর্য্যন্ত গমন করিয়াছে। ঐ পর্ব্বত-শ্রেণীকে ইটালির পৃষ্ঠবংশের ন্যায় বোধ হয়। উহার নাম আপিনাইন। আপিনাইন হইতে বিস্তর নদ নদী নির্গত হইয়া পূর্ব্ব এবং পশ্চিম দিকে গমন করিয়াছে।

আপিনাইন মধ্যস্থলে থাকাতে ইটালি দুই অংশে বিভাজিত হইয়াছে। ঐ দুই অংশের ভূমি এক রূপ নহে। ইটালির উত্তরাংশে লম্বার্ডি নামে প্রসিদ্ধ এক প্রশস্ত পরিসর ভূমি আছে; উহা আপিনাইন পর্ব্বতের পূর্ব্ব। উহাতে পো নামে নদী এবং ইহার অসংখ্য শাখা-নদী প্রবাহিত হয়। উহার দক্ষিণে আর যত স্থান আছে, তাহা পর্ব্বতময়; কোন স্থানে পর্ব্বত অধিক, কোন স্থানে অল্প। কিন্তু ঐ সকল পর্ব্বতের উপত্যকা এবং তত্রত্য ক্ষেত্র সকল অতি উর্ব্বর। মনোহর চিত্র দর্শন

করিলে অন্তঃকরণে যেরূপ আনন্দোদয় হয়, ঐ পর্ব্বতময় প্রদেশ গুলি দেখিলে মনে সেই রূপ প্রীতি জন্মে। ইটালির প্রায় সমুদয় স্থানেরই জল বায়ু অতি উত্তম। ইটালির মধ্যে বিস্তর নদ নদী এবং নিকটে সমুদ্র আছে, এই নিমিত্ত ঐ দেশ বাণিজ্য ও কৃষিকার্য্যের সবিশেষ উপযোগী। ঐ দেশে অপর্য্যাপ্ত শস্য সম্পত্তি সমুৎপাদিত হয়। যে দেশে কৃষিকার্য্য অল্লায়াসে নির্ব্বাহ হয় এবং বণিক ব্যবসায়ের নানা সদুপায় থাকে সে দেশে জীবনোপায় দুর্লভ হয় না। জীবিকা সুলভ বলিয়া অনেকেই সেই দেশে বাস করিতে উৎসুক হয়। ইটালি বাণিজ্যকার্য্যের উৎকৃষ্ট স্থান; বিশেষতঃ ঐ দেশে কৃষিকার্য্য অল্লায়াসে সম্পাদিত হয়। অতএব ঐ দেশ, বহু লোকের বাসস্থান হইবে বিচিত্র নহে। প্রাচীনকালে ঐ দেশে [illegible]৯৭ টী নগর ছিল।

এক্ষণে যত স্থান ইটালি বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে, প্রথমে তত স্থান ইটালি নাম দ্বারা নির্দ্দেশিত ছিল না। ক্রমে ক্রমে ইটালির সীমা বৃদ্ধি হয়। অতি প্রাচীনকালের লোকেরা ক্রুটিয়মের দক্ষিণাংশকেই ইটালি নাম দ্বারা নির্দ্দেশ করিত। অনন্তর লেয়স্ নদী ও মেটাপণ্টম নগর এই উভয়ের দক্ষিণ যাবতীয় স্থান ইটালি নাম দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হয়। ট্যারেণ্টম তৎকালে ইটালির সীমাবহির্ভূত ছিল। ইহা আয়াপিজিয়ার অন্তর্গত বলিয়া পরিগণিত হইত। পরে লিউকেনিয়া ও ক্রুটিয়ম এই উভয় দেশের লোকেরা এবং সিরাকিউজের অধিপতি ডাইওনিসিয়স ইটালির দক্ষিণে গ্রীসদেশীয়দিগের উপনিবেশিত নগর ও জনপদবাসীদিগের উপরে অতিশয়

উপদ্রব আরম্ভ করিলে তাহারা আত্মরক্ষার্থ যে সময়ে পরস্পর সন্ধিবন্ধন করে, সেই সময়ে পসিডোনিয়ার দক্ষিণ অবধি ট্যারেণ্টম পর্য্যন্ত যাবতীয় স্থান ইটালি নাম দ্বারা নির্দ্দেশিত হয়। অনন্তর খৃষ্টের পূর্ব্ব ২৭৮ অব্দে পির্হিসের সহিত রোমকদিগের যে যুদ্ধঘটনা হয়, তাহার পর রোমকেরা যৎকালে ইটালির সমুদায় দক্ষিণাংশের আধিপত্য প্রাপ্ত হয়, তৎকালে টাইবর নদীর দক্ষিণ সমুদায় স্থান এবং পাইসিনমের কতক অংশ ইটালির অন্তর্নিবেশিত হয়। শেষে পলিবিয়সের সময়ে ম্যাক্রা এবং রুবিকন নদী অবধি সিসিলি পর্য্যন্ত যাবতীয় স্থান ইটালি সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। ঐ সময়ে ইট্রুউরিয়া এবং অম্ব্রিয়া এই উভয় দেশও ইটালির অন্তর্নিবেশিত হইয়াছিল। অতি প্রাচীনকালে গল জাতীয়েরা আল্প পর্ব্বতের পাদদেশ অবধি ম্যাক্রা ও রুবিকন পর্য্যন্ত সমুদায় স্থান অধিকার করিয়া তথায় বসতি করে। ঐ স্থান সিসাল্‌পাইন গল বলিয়া প্রসিদ্ধ।

পূর্ব্ব কালে ইটালির অধিকাংশ স্থানেই পিলাস্‌জি জাতির বসতি ছিল। গ্রীস দেশের আদি নিবাসী পিলাসজি জাতি যে বংশে জন্মগ্রহণ করে, ইটালি নিবাসী পিলাস্‌জীয়েরাও সেই বংশে উৎপন্ন হয়। ইট্রুউরিয়া প্রভৃতি কতিপয় প্রদেশে টর্হেনীয় প্রভৃতি যে সকল জাতির বসতি ছিল, ইতিহাস লেখকেরা তাহাদিগকেও অতি বিশাল পিলাস্‌জি বংশজাত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইটালির উত্তরে অম্ব্রিয় নামে আর এক প্রধান জাতি বসতি করিত। উহাদিগের রাজ্য প্রথমে বহু বিস্তৃত ছিল। ঐ জাতি কোন্ বংশে উৎপন্ন হয় এক্ষণে

নির্ণয় করা বড় কঠিন। ইতিহাস লেখকেরা অনুমান করেন প্রাচীনকালে সিকিউলিয় নামে যে জাতি ছিল, অম্ব্রিয়েরা তাহাদিগের বংশে উৎপন্ন।

ইটালির উত্তর পশ্চিমাংশে লিগিউরিয় নামে এক জাতি বাস করিত। প্রথমাবস্থায় ঐ প্রদেশের অধিকাংশ স্থান উহাদিগের অধিকৃত ছিল, কিন্তু শেষে সেরূপ ছিল না। যাহা হউক, এক্ষণে উহাদিগের ইতিবৃত্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় না; সুতরাং উহাদিগের সবিশেষ বৃত্তান্ত অবগত হইবার প্রত্যাশা নাই। পূর্ব্বে টাইবর নদী, দক্ষিণ পশ্চিমে সমুদ্র এবং উত্তরে আল্প পর্ব্বত, ইহার মধ্যে যে প্রদেশ আছে, ইট্রুরিয় জাতীয়েরা তথায় বাস করিত। ইতিহাস লেখকেরা অনুমান করেন, ইট্রুরিয়েরা উত্তর হইতে ইটালি আক্রমণ করে এবং পিলাসজি জাতীয় টর্হেনীয়দিগকে পরাস্ত করিয়া উহাদিগের দেশ অধিকার করিয়া লয়। অম্ব্রিয়েরাও ইট্রুরিয়দিগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে নাই। উহারা সমরে পরাভূত হওয়াতে উহাদিগের রাজ্যের অধিকাংশ স্থান বিপক্ষ হস্তে পতিত হয়। এই রূপ প্রবাদ আছে যে, ইট্রুরিয়েরা অম্ব্রিয়দিগের অধিকৃত তিন শত নগর জয় করিয়া লয়। উহারা অম্ব্রিয়দিগের নগর অধিকার করিয়াই যে ক্ষান্ত ছিল এমত নহে, উহারা যুদ্ধার্থী হইয়া ক্যাম্পেনিয়া পর্য্যন্ত গমন করে। বেলিয়স পেটর্কিউলস বলেন, রোম নগর স্থাপনের প্রায় সাতচল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে ইট্রুরিয়েরা ক্যাপিউয়া এবং নোলা নামে দুই নগর স্থাপন করে। এই সকল বৃত্তান্ত পাঠ করিলে স্পষ্ট বোধ হয়, ইট্রুরিয়েরা অতিশয় পরাক্রমশালী

ছিল। রোম নগর স্থাপনের বহুকাল পূর্ব্বে, ইটি্রউরিয়েরা দর্শনাদি শাস্ত্রের অনুশীলন করে। রোমকেরা উহাদিগের নিকট হইতে ধর্ম্ম এবং অর্থশাস্ত্রবিষয়ক নানাবিধ বিধি গ্রহণ করে। এতদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, ইটি্রউরিয়েরা একদা সভ্যপদবীতে অধিরূঢ় হইয়াছিল।

আমিটর্নম নগরের চতুর্দ্দিকে সেবাইনি জাতির বসতি ছিল। সেবাইনীয়েরা যে বংশে উৎপন্ন হয়, মার্সিয়, পেলিগ্নিয়, স্যামনিযাম এবং লিউকেনিয় ইহারাও সেই বংশে জন্মে। বেষ্টিনিয়, ম্যারিউসিনিয় এবং ফ্রেণ্টানিয়দিগকেও সেবাইনীয় বংশে জাত বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। সেবাইনীয় বংশে যে যে জাতি উৎপন্ন হয়, তাহাদিগের সাধারণ নাম সেবেলীয়। উহাদিগের দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাংশে টাইবর অবধি লেয়স নদী পর্য্যন্ত যে স্থান আছে, তথায় অস্কীয় জাতির বসতি ছিল। অসোনিয়েরা অস্কীয় বংশে উৎপন্ন হয়। বোল্‌সিয়, সিডিসিনিয়, স্যাটিকিউলিয় এবং একুয়িয় ইহারা অসোনিয় বংশে জন্মে। ইটালির দক্ষিণ পশ্চিমাংশের লোকেরা অস্কীয় ভাষা কহিত। রোমকেরাও ঐ ভাষা বুঝিত। রোমে ঐ ভাষায় নাট্য প্রযোগ হইত। ইটালির দক্ষিণ পশ্চিমাংশে ইনোট্রিয় জাতির বসতি ছিল। ইনোট্রিয়দিগের উত্তরে এবং পূর্ব্বে ডনীয়, পিউসিটীয় এবং মেসাপিয় প্রভৃতি নানা জাতি বসতি করিত। পশ্চিমে সিলারস এবং পূর্ব্বে ফ্রেণ্টো এই উভয় নদী অবধি করিয়া ইটালির সমুদায় দক্ষিণাংশ ম্যাগনাগ্রীসিয়া নামে প্রসিদ্ধ হয়। তাহার কারণ এই, ঐ স্থানে গ্রীসদেশীয়দিগের উপনিবেশিত বিস্তর নগর এবং জনপদ ছিল।

প্রথম অধ্যায়।

ইনিয়েস এবং তাঁহার সহচরগণ, ল্যাটিয়ম, আল্‌বালঙ্গা এবং ল্যাটিনদিগের ঐক্য।

সভ্য দেশ মাত্রেরই আদিম বৃত্তান্ত জানিবার জন্য মনোমধ্যে স্বভাবতঃ সাতিশয় ঔৎসুক্য জন্মিয়া থাকে, কিন্তু অতি পূর্ব্বকালের বিশুদ্ধ ইতিহাস নিতান্ত দুর্লভ হওয়াতে সেই আদিম বৃত্তান্ত জানিবার সদুপায় নাই বলিয়া অন্তঃকরণে কেবল ক্ষোভের উদয় হয়। রোমনগরীয়েরা অতি পূর্ব্বকালে সভ্যতার পরমাসীমা প্রাপ্ত হইয়া তৎকাল পরিজ্ঞাত প্রায় সমুদয় দেশেই স্বাধিকার বিস্তার করিয়াছিল। অতএব রোম নগরের আমূল বৃত্তান্ত জানিবার নিমিত্ত অন্তঃকরণে কৌতুক জন্মিবে আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই রোমের আদি কালের প্রকৃত পুরাবৃত্ত প্রাপ্ত হইবার কোন সদুপায় নাই। রোম নগরের আদি কালের যে সকল উপাখ্যান প্রসিদ্ধ আছে, তাহা অতি অদ্ভুত, কোন রূপেই প্রত্যয়যোগ্য হইবার বিষয় নহে। ঐ সকল উপাখ্যান এমত অদ্ভুত যে, সত্যাসত্যতা নির্ণয় পূর্ব্বক অসত্য অংশের পরিহার এবং সত্য অংশের গ্রহণ করিয়া প্রকৃত ইতিহাসযোগ্য কোন বাস্তবিক বৃত্তান্ত বর্ণন করা সাধ্যায়ত্ত নয়। ঐরূপ প্রয়াস পাইতে গেলে শ্রম পণ্ড হইবে সন্দেহ নাই। এই বিবেচনা করিয়া প্রতি অধ্যায়ের প্রথমে রোম নগরের আদিকালের উপাখ্যানগুলি অবিকল উদ্ধৃত করিয়া অধ্যায়ের শেষে, নব্য ইতিহাস লেখকেরা সেই সকল উপাখ্যান হইতে ইতিহাস গ্রহণ

যোগ্য যে সমস্ত বাস্তবিক বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়াছেন তাহা গ্রহণ করিলাম।

ইনিয়েস রোম নগর স্থাপয়িতা রমিউলসের বীজপুরুষ বলিয়া উপাখ্যানে উল্লিখিত হইয়াছে। ইটালিতে তাঁহার সমাগম এবং অবস্থানাদি বৃত্তান্ত অগ্রে বর্ণন করিলে রমিউলসের বৃত্তান্ত সমধিক হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে, এই বোধে ইনিয়েসের বৃত্তান্ত অগ্রে বর্ণিত হইতেছে।

ট্রয়দেশ বিনাশিত হইলে পর ইনিয়েস কতিপয় সহচর ও অনুচরগণ সমভিব্যাহারে দীর্ঘকাল পরিভ্রমণ করিয়া পরিশেষে ল্যাটিয়মে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় বাস করিবার অভিলাষ করিলেন। ল্যাটিয়মের অধিপতি ল্যাটাইনস আগন্তুক ব্যক্তিদিগের সমাগম সমাচার শ্রবণ করিয়া তাহাদিগকে স্বদেশ হইতে দূরীকৃত করিয়া দিবার মানসে এক দল সৈন্য লইয়া যাত্রা করিলেন। কিন্তু তিনি তৎকালে রুটুলীয়দিগের রাজা টরনসের সহিত সমরে ব্যাপৃত ছিলেন। অতএব সমাগত ব্যক্তিদিগের সহিত যুদ্ধ না করিয়া মিত্রতা করিলেন এবং উহাদিগকে বাসের নিমিত্ত কিয়দংশ ভূমি দান করিলেন। অনন্তর উহাদিগের আনুকূল্য প্রাপ্ত হইয়া রুটুলীয়দিগকে সমরে পরাভূত করিলেন। ইনিয়েস ল্যাটাইনসের কন্যা ল্যাবিনিয়ার পাণিগ্রহণ করিলেন এবং আপন পত্নীর নামে নবোপনিবেশিত বাসস্থলীর ল্যাবিনিয়ম এই নাম দিলেন। অনতিদীর্ঘকাল বিলম্বে রুটুলীয়দিগের সহিত পুনর্ব্বার সংগ্রাম উপস্থিত হইল। ল্যাটাইনস ঐ যুদ্ধে কলেবর পরিত্যাগ করিলেন। ইনিয়েস তদবধি তদ্দেশীয় আদিমনিবাসী

ও ট্রয়দেশীয়দিগের উপরে আধিপত্য করিতে লাগিলেন এবং ঐ উভয়বিধ লোকেরই ল্যাটিন এই সামান্য সংজ্ঞা প্রদান করিলেন। ইট্রুউবিয়া দেশীয় রাজা মেজেন্‌শিয়স রুটুলীয়দিগের সহায়তা করেন। উহারা সেই সাহায্যবলে দর্পিত হইয়া পুনরায় সমরে প্রবৃত্ত হইল। ল্যাটিন জাতি সমর-বিজয়ী হইল। কিন্তু ইনিয়েস রণস্থলে নিহত হইলেন। বহু অনুসন্ধান করিয়াও তাঁহার দেহ দৃষ্ট না হওয়াতে সকলে অনুমান করিল, তিনি সশরীরে স্বর্গে আরোহণ করিয়াছেন। তদবধি জুপিটর ইণ্ডিজিস্ নামে তাঁহার পূজা হইতে লাগিল।

ইনিয়েসের লোকান্তর প্রাপ্তি হইলে তাঁহার পুত্র আস্কেনিয়স রাজ্যাধিকারী হইলেন। ল্যাবিনিয়মের প্রাথমিকপত্তনের পর ত্রিংশৎ বর্ষ অতীত হইলে আস্কেনিয়স নিজ প্রজাগণকে আল্‌বা পর্ব্বতে লইয়া গেলেন এবং তথায় এক রাজধানী নির্ম্মাণ করিলেন। ঐ রাজধানী আল্‌বালঙ্গা নামে প্রসিদ্ধ হইল।

আস্কেনিয়সের পর যে সকল ব্যক্তি আল্‌বার সিংহাসনে আরোহণ করেন, ইতিহাস বিরহে তাঁহাদিগের প্রকৃত নাম ও প্রকৃত বৃত্তান্ত অধুনা অবগত হইবার কোন উপায় নাই। কোন কোন গ্রন্থকার আল্‌বার রাজগণের যে নামমালা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার মধ্যে অনেক কৃত্রিম নাম প্রবেশিত হইয়াছে। অতএব সেই কৃত্রিম নীরস নামাবলীর উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। সামান্যতঃ এই কথা বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইতে পারে, যে আস্কেনিয়সের উত্তরাধিকারী রাজগণ পর পর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া তিন শতাব্দীরও অধিক কাল আল্‌বায় রাজত্ব করেন।

ইনিয়েসের যে উপাখ্যান প্রসিদ্ধ আছে, তাহা উল্লিখিত হইল। এক্ষণে ল্যাটিয়মের ও আল্‌ব্যলঙ্গার স্থানসন্নিবেশাদি বৃত্তান্ত বর্ণিত হইতেছে, এবং নব্য ইতিহাস লেখকেরা ইনিয়েসের উপাখ্যান হইতে ইতিহাস গ্রহণ যোগ্য যে বাস্তবিক বৃত্তান্ত সঙ্কলন করিয়াছেন, তাহাও উল্লিখিত হইতেছে। অতি প্রাচীন কালে ল্যাটিয়মের যে সীমা নির্দ্দিষ্ট ছিল, কালান্তরে তাহার বহু পরিবর্ত্ত হইয়া যায়। উত্তরে টাইবর নদী এবং দক্ষিণে সর্সিয়াই অন্তরীপ; ইহার মধ্য গত স্থান অতি প্রাচীন কালে ল্যাটিয়ম বলিয়া উল্লিখিত হইত। অনন্তর লিরিস নদী এবং মার্সিয় ও পেলিগ্‌নীয়দিগের দেশ পর্য্যন্ত যাবতীয় স্থান ল্যাটিয়ম নাম দ্বারা নির্দ্দেশিত হয়। আরিষ্টটল ল্যাটিয়মকে ওপিকার অন্তর্গত প্রদেশ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

অতি প্রাচীন কালে ল্যাটিয়মে পিলাস্‌জীয় এবং স্যাবেলীয় এই উভয়বিধ জাতির বসতি ছিল। নব্য ইতিহাস লেখকেরা প্রাচীন কালের পুরুষ পরম্পরা প্রচলিত বৃত্তান্ত ও ল্যাটিন ভাষা এই উভয় দ্বারা ইহা সপ্রমাণ করিয়াছেন। তাঁহারা কহেন ল্যাটিন ভাষায় পিলাস্‌জীয় এবং স্যাবেলীয় এই উভয় ভাষার যোগ আছে। অদ্যাপি ল্যাটিন ভাষামধ্যে ঐ উভয়বিধ ভাষার সংস্রবলক্ষণ লক্ষিত হয়। ঐ উভয় ভাষার বৈলক্ষণ্য বিবেচনা করিলে ঐ উভয় জাতির অবস্থাগত বৈলক্ষণ্যও বোধগম্য হয়। পিলাস্‌জীয় ভাষার কৃষি বাণিজ্যাদি বিষয়ক অনেক শব্দ ল্যাটিন ভাষায় প্রবেশিত হইয়াছে। তাহাতে স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে যে, পিলাস্‌জীয়েরা যে সময়ে ল্যাটিয়মে বাস করে, তৎকালে তাহারা সভ্যপদবীতে অধিরূঢ়

হইয়াছিল। সভ্যতার উদয় না হইলে মানুষের কৃষিবাণিজ্যাদির অনুষ্ঠানে প্রবৃত্তি জন্মে না। পক্ষান্তরে স্যাবেলীয় ভাষায় কেবল যুদ্ধ ও মৃগয়াবিষয়ক শব্দ সকল ল্যাটিন ভাষায় প্রবেশিত দৃষ্ট হয়। তাহাতে এই অনুমান হইতেছে যে, স্যাবেলীয়েরা যৎকালে ল্যাটিয়মে বাস করে, সে সময়ে তাহারা সভ্যপদবীতে অধিরূঢ় ছিল না। তাহারা একস্থানে অবস্থিতি না করিয়া অসভ্য জাতির ন্যায় নানা দেশে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক কেবল যুদ্ধকার্য্যেই কালক্ষেপ করিত এবং মৃগয়া দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ কবিত।

নব্য ইতিহাস লেখকেরা অতি প্রাচীন কালের ল্যাটিয়ম বাসীদিগের জাতি নির্ণয় এবং সভ্যতাদির বিষয় যেরূপ বর্ণন করিয়াছেন তাহা উল্লিখিত হইল। এক্ষণে ইনিয়েসের এবং তাঁহার সমভিব্যাহারী ট্রয়দেশীয়দিগের ল্যাটিয়মে সমাগমাদি বিষয়ক যে উপাখ্যান প্রসিদ্ধ আছে, তাহা সমূলক কি না, এই বিষয় বিবেচনা করা যাইতেছে। ইনিয়েসের এবং তাঁহার সমভিব্যাহারী টয়দেশীয়দিগের ল্যাটিয়মে আগমন ও অবস্থানাদি বিষয়ক প্রসিদ্ধ উপাখ্যানে রোমকদিগের অতিশয় ভক্তি ছিল। উহার প্রামাণ্য বিষয়ে তাহাদিগের অণুমাত্রও সন্দেহ ছিল না। কিন্তু সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম রূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে ঐ উপাখ্যান অমূলক বলিয়া প্রতীয়মান হয়। বিশিষ্ট প্রমাণ ব্যতিরেকে উপাখ্যানোল্লিখিত বিষয়ের কোন রূপে প্রামাণ্য স্বীকার করা যাইতে পারে না। কিন্তু সেই বিশিষ্ট প্রমাণ লাভ সুদূরপরাহত। যে সমস্ত প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার পরস্পর বিরোধ দৃষ্ট হয়। তদ্দ্বারা উক্ত

উপাখ্যানের প্রামাণ্য বুদ্ধি না জন্মিয়া বরং অপ্রামাণ্য বুদ্ধিই জন্মে। উপাখ্যানে উল্লিখিত হইয়াছে ইনিয়েস কতিপয় সহচর ও অনুচর সমভিব্যাহারে ল্যাটিয়মে উপস্থিত হইয়া তত্রত্য আদিম নিবাসীদিগের উপরে প্রভুত্ব লাভ করেন এবং স্বসমভিব্যাহারী ট্রয় দেশীয় দিগের সহিত তাহাদিগের একতা সম্পাদন করিয়া সমুদায় লোকের ল্যাটিন এই সামান্য সংজ্ঞা প্রদান করেন। উপাখ্যানোল্লিখিত এই বৃত্তান্ত আপাততঃ অসঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে। অল্প লোকের সংসর্গ প্রভাবে বহুলোকের আচার ব্যবহারাদির পরিবর্ত্ত হয় প্রায় এরূপ দৃষ্ট হয় না। বিরুদ্ধধর্ম্ম সমবায় হইলে বহুজন পরিগৃহিত আচার ব্যবহারাদি প্রবল হইয়া উঠে, ইহাই সচরাচর দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। ইনিয়েসের সমভিব্যাহারে যে সকল লোক আগমন করে, তাহারা সংখ্যায় অধিক নয়। ল্যাটিয়মে যে সকল লোকের বসতি ছিল তাহারা সংখ্যায় অধিক। অল্প সংখ্য আগন্তুক ব্যক্তিদিগের সংসর্গ প্রভাবে ল্যাটিয়মের আদিম নিবাসী বহুসংখ্য লোকের আচার ব্যবহারাদি পরিবর্ত্তন হইয়া গেল, ইহা কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। অপর, ইনিয়েসের বিষয়ে যে আর আর উপাখ্যান আছে, তাহার সহিতও প্রসিদ্ধ উপাখ্যানের বিরোধ দৃষ্ট হইতেছে। প্রসিদ্ধ উপাখ্যানে উল্লিখিত হইয়াছে, রমিউলস রোম নগর স্থাপন করেন। রমিউলস ও ইনিয়েস উভয়ে বহু পুরুষ অন্তর। কিন্তু সিফালন লিখিয়াছেন, রোমস্ রোম নগর স্থাপন করেন এবং রোমস্ ইনিয়েসের পুত্র। এই উভয়বিধ উপাখ্যানের পরস্পর বিষম বিরোধ দৃষ্ট হইতেছে।

অতএব উভয় উপাখ্যানই কখন প্রমান হইতে পারে না। অন্যতরের প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু একের প্রামাণ্য স্বীকার করিতে গেলে অপরের অপ্রমাণ্য হইয়া উঠে। সিকালন প্রণীত উপাখ্যান যদি প্রামাণিক বলিয়া গ্রাহ্য করা যায়, তাহা হইলে রোমক সমাদৃত প্রসিদ্ধ উপাখ্যান কবিগণের কপোল কল্পিত বলিয়া প্রতীয়মান হইবে সন্দেহ নাই।

যে রূপ প্রদর্শিত হইল, তদ্দ্বারা ইনিয়েসের ট্রয় দেশ হইতে ল্যাটিয়মে সমাগমাদি বিষয়ক উপাখ্যানের অলীকতা সপ্রমাণ হইল। কিন্তু কোথা হইতে ঐ অলীক উপাখ্যানের উদ্ভব হইল এবং তাহার মূলই বা কি, এক্ষণে তদ্বিষয়ের বিবেচনা করা যাইতেছে। অতি পূর্ব্ব কালে পিলাস্জি নামে এক জাতি ছিল। ঐ জাতি বৃহৎ গোষ্ঠী হইয়া ট্রয়, আর্কেডিয়া, এপিরস, ইটালী প্রভৃতি নানা দেশে ছড়িয়া পড়ে। ট্রয় দেশীয়েরা যে পিলাস্জি বংশে উৎপন্ন, ইটালী বাসী ইনোট্রিয়, টহের্নীয় প্রভৃতি জাতি সকলও সেই বংশে উৎপন্ন। ঐ সকল জাতির পরস্পর সাজাত্য সম্বন্ধ ছিল। পরস্পর দূরবর্ত্তী সজাতীয় লোকেরা পরস্পর সাজাত্য সম্বন্ধ প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত পরস্পরের দেশে পরস্পরের সমাগমাদি বিষয়ক নানা অদ্ভুত উপাখ্যানের সৃষ্টি করে। ইনিয়েসের উপাখ্যানও ঐরূপে সৃষ্ট হইয়াছে। বোধ হয় ইটালীয়েরা ট্রয় দেশীয়দিগের সহিত আপনাদিগের সাজাত্য সম্বন্ধ প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত ইনিয়েসের এবং ট্রয় দেশীয়দিগের ল্যাটিয়মে সমাগমাদি বিষয়ক অলীক উপাখ্যানের উদ্ভাবন করিয়াছে।

ইনিয়েসের এবং ট্রয় দেশীয়দিগের ল্যাটিয়মে সমাগমাদি বিষয়ক উপাখ্যানে উল্লিখিত হইয়াছে, ইনিয়েসের পুত্র আস্কে-নিয়স ল্যাবিনিয়মের প্রাথমিক পত্তনের ত্রিংশৎ বৎসর পরে তত্রত্য লোকদিগকে লইয়া আল্‌বীয় পর্ব্বতে এক নগর নির্ম্মাণ করেন। ঐ নগর আল্‌বা নগর বলিয়া প্রসিদ্ধ। কিন্তু ডাইয়োনীসিয়স লিখিয়াছেন ল্যাবিনিয়ম নগরে পুরুষপরম্পরা একটী কিম্বদন্তী প্রসিদ্ধ ছিল, তদ্দ্বারা এই অবগত হওয়া যায়, যে আল্‌বা নগরীয় ছয় শত গৃহস্থ সপরিবারে ল্যাবিনিয়মে গিয়া বসতি করে। তাহাতেই ঐ নগর নিবেশিত হয়। ইনিয়েসের উপাখ্যানের সহিত ল্যাবিনিয়ম প্রসিদ্ধ কিম্ব-দন্তীর বিষম বিরোধ দৃষ্ট হইতেছে। কোন কোন গ্রন্থকার উক্ত বিরোধ ভঞ্জনার্থ এইরূপ মীমাংসা করিয়াছেন যে, ল্যাবিনিয়ম নগর হইতে যে সমস্ত লোক আল্‌বা নগরে নীত হয়, তন্মধ্যে কতগুলি লোক আল্‌বানগরে বাস করিতে নিতান্ত অসম্মতি প্রদর্শন করাতে আল্‌বানগরীয় রাজা ঐ সকল ব্যক্তিকে ল্যাবিনিয়মে প্রতিগমনের অনুমতি দেন। আল্‌বানগরীয় ছয় শত গৃহস্থ ল্যাবিনিয়মে বাসার্থী হইয়া সপরিবারে উহাদিগের সমভিব্যাহারে গমন করে। তাহাতেই আল্‌বা নগরীয়েরা ল্যাবিনিয়ম নগর নিবেশিত করে বলিয়া কিম্বদন্তী প্রসিদ্ধ হইয়াছে। যাহা হউক, ইনিয়েসের উপাখ্যান আল্‌বা নগর স্থাপন বিষয়ক উপাখ্যানের মূল। অতএব ইনিয়েসের উপাখ্যানের সত্যাসত্যতা দ্বারা আল্‌বা নগর স্থাপন বিষয়ক উপাখ্যানের সত্যাসত্যতা নির্ণীত হইবে। যখন ইনিয়েসের উপাখ্যান অপ্রমাণ বলিয়া অগ্রাহ্য করা

যাইতেছে, তখন কোন রূপে আল্‌বা নগর স্থাপন বিষয়ক উপাখ্যানের প্রামাণ্য স্বীকার করা যাইতে পারে না। আল্‌বা নগর স্থাপন বিষয়ক উপাখ্যান পাঠ করিয়া এতাবন্মাত্র বাস্তবিক বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায়, যে ল্যাবিনিয়ম নগরে ল্যাটিয়ম বাসীদিগের দেবালয় ছিল। ঐ নগরে ল্যাটীনদিগের সভা হইত। সেই সভায় ল্যাটিনেরা একত্র মিলিত হইয়া সাধারণ কার্য্যের বিবেচনা করিত। ল্যাটিয়মে আল্‌বা নগরীয় দিগের যে প্রকার প্রাধান্য ছিল, তদ্দর্শনে কোনরূপে এরূপ বোধ হয় না যে, ল্যাবিনিয়মের লোকেরা আল্‌বা নগর নিবেশিত করে।

সচরাচর সকলে বলিয়া থাকেন, ল্যাটিয়মে সমুদায়ে ত্রিশটী নগর ছিল। সেই ত্রিশটী নগর স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রাজ্য বলিয়া পরিগণিত হইত। কিন্তু তৎসমুদায় রাজ্যেব পরস্পর ঐক্য ছিল এবং সকল রাজ্যের উপরেই আল্‌বা নগরের প্রাধান্য ছিল। আল্‌বীয় পর্ব্বতে জুপিটর ল্যাটিয়ারিসের যে উৎসব হইত, ল্যাটিয়মের অন্তবর্ত্তী সমুদায় রাজ্যের লোক একত্র হইয়া সেই উৎসব বিধির অনুষ্ঠান করিত। উৎসব স্থলে আল্‌বা নগরীয়েরা প্রাধান্য পদ প্রাপ্ত হইত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

রমিউলস।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে ইনিয়েসের এবং তাঁহার বংশাবলীর বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে, এক্ষণে রমিউলসের জন্মাদি বৃত্তান্ত বর্ণন করা

যাইতেছে। ইনিয়েসের বংশীয় আল্‌বা নগরের রাজা প্রোকাস, রমিউলসের প্রমাতামহ। প্রোকাসের নিউমিটর এবং এমিউলিয়স নামে দুই পুত্র ছিল। তিনি মৃত্যুকালে জ্যেষ্ঠ পুত্র নিউমিটরকে রাজ্য এবং কনিষ্ঠ পুত্র এমিউলিয়সকে অন্য অন্য বিষয় দান করিয়া যান। কিন্তু এমিউলিয়স রাজ্য লোভে নিতান্ত লুব্ধ হইয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া স্বয়ং রাজা হইলেন এবং তাঁহার পুত্রের প্রাণবধ করিলেন। হ্রিয়াসিল্‌বিয়া নামে নিউমিটরের এক অবিবাহিতা কন্যা ছিল। রাজ্যাপহারী এমিউলস, ঐ কন্যার গর্ভজাত সন্তান হইতে যদি কদাচিৎ উদ্বেজিত হইতে হয়, এই ভয়ে তাঁহাকে বেষ্টা দেবীর উপাসিকা করিয়া দিলেন। যাঁহারা বেষ্টাদেবীর উপাসিকা হইতেন, তাঁহাদিগকে উপাস্য দেবীর আরাধনা, পরিচর্য্যা এবং অগ্নিরক্ষা করিয়া চির অনূঢ়াবস্থায় কালহরণ রূপ ব্রত রক্ষা করিতে হইত। হ্রিয়াসিল্‌বিয়াকে অগত্যা সেই ব্রত অবলম্বন করিতে হইল। এমিউলিয়স অন্যায়োপাত্ত রাজ্যপদ স্বহস্তে রাখিবার নিমিত্ত এইরূপ বিস্তর চেষ্টা পাইলেন; কিন্তু কোন রূপেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। দেবগণের ইচ্ছায় হ্রিয়াসিল্‌বিয়ার গর্ভে সন্তান জন্মিল। সেই সন্তানের হস্তেই এমিউলসের মৃত্যু হয়।

এক দিবস হ্রিয়াসিল্‌বিয়া দেবীর পরিচর্য্যার্থ অনতিদূরবর্ত্তী কূপ হইতে জল আনয়ন করিতে গমন করিয়াছিলেন। পথিমধ্যে এক নেকড়িয়া বাঘ দেখিতে পাইলেন। দেখিয়া অতিশয় ভীতা হইয়া তত্রত্য এক গিরি গহ্বরে প্রবিষ্ট হইলেন। ঐ স্থানে মার্সদেব সেই ভয় বিহ্বলা অবলার প্রতি বল প্রকাশ

করেন। তাহাতে তাঁহার অবলম্বিত ব্রত ভঙ্গ হইয়া গেল। তিনি অতিশয় খিদ্যমানা হইলেন। মার্সদেব তাঁহাকে খিদ্যমানা দেখিয়া এই বলিয়া প্রবোধ দিলেন যে, তোমার গর্ভে যে সন্তান জন্মিবে সেই সন্তান ভুবন বিজয়ী হইবে।

মার্সদেবের সংসর্গে সিল্‌বিয়া গর্ভবতী হইলেন। প্রসব কাল উপস্থিত হইলে দুই যমজ পুত্র প্রসব করিলেন। বেষ্টাদেবীর উপাসিকা হইয়া যাহারা স্বাবলম্বিত ব্রতভঙ্গ করিত, তাহাদিগের গুরুতর দণ্ড বিধানের নিয়ম ছিল। এমিউলিয়স সেই নিয়মানুসারে সিল্‌বিয়ার প্রাণ দণ্ডের আজ্ঞা করিলেন্ এবং তাঁহার অচিরজাত তনয়দ্বয়কে আনাইয়ো নামক নদীতে নিক্ষেপ করিতে আজ্ঞা দিলেন।

অচিরজাত কুমারদ্বয় এক দোলায় সন্নিবেশিত হইয়া নদীতে নিক্ষিপ্ত হইল। দোলা ভাসিতে ভাসিতে টাইবর নদীতে গিয়া পড়িল। দোলা যে সময়ে টাইবর নদীতে পতিত হয়, তৎকালে ঐ নদীর জল বৃদ্ধি হইয়া পর্ব্বতের পাদদেশ পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। দোলা ভাসিয়া ভাসিয়া পালাটাইন পর্ব্বতের পাদদেশে লগ্ন হইল। জল কমিয়া গেল; কিন্তু দোলা ঐ পর্ব্বতের পাদদেশে এক বন্য বৃক্ষের নিকটে স্থির হইয়া রহিল। ঐ সময়ে এক ব্যাঘ্রী নদীতে জল পান করিতে আসিয়াছিল। বালকদ্বয়ের ক্রন্দনধ্বনি তাহার শ্রুতিগোচর হইল। সে তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিল অচিরজাত কুমারদ্বয় দোলায় শয়ন করিয়া আছে। সে তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে স্বাস বিবর মধ্যে লইয়া গেল এবং আপন স্তনদুগ্ধ পান করাইতে লাগিল। এমিউলিয়সের পশুপালক ফষ্টিউলস

ঘটনাক্রমে ঐ স্থানে উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া ব্যাঘ্রী প্রস্থান করিল। সে অবিলম্বে সেই দুইটী বালককে নিজগৃহে লইয়া গেল এবং আপন পত্নী আকালরেন্‌শিয়ার হস্তে সমর্পণ করিল। লরেন্‌শিয়া তাহাদিগকে স্বপুত্র নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিতে লাগিল। ঐ বালকদ্বয়ের এক জনের রমিউলস এবং এক জনের রিমস এই নাম হইল।

রমিউলস ও রিমস, ফষ্টিউলসের আলয়ে অবস্থান করিয়া দিন দিন বর্দ্ধমান হইতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের শরীরে অপরিমিত বল সঞ্চার হইল। তাঁহারা যাবতীয় পার্ব্বতীয় পশুপালক বালক অপেক্ষা অধিকতর সাহসবান্ হইয়া উঠিলেন। কেহ যে প্রবল ও বিপক্ষ হইয়া তাঁহাদিগকে পর্য্যুদস্ত করিয়া রাখে, কাহারও এরূপ সামর্থ ছিল না। তাঁহারাই নিজ শৌর্য্য দ্বারা সকলকে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহারা অতি হিংস্র ও ক্রূরতর বন্য পশু এবং দস্যুগণের উপরে অপরিসীম পরাক্রম প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ঐ সোদর দ্বয় নিজ নিয়ত সহচর ও অনুচরগণ সমভিব্যাহারে নিরন্তর ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেন। একদা ঔদ্ধত্য বশতঃ আবেন্টাইন পর্ব্বতে নিউমিটরের পশুপালকদিগের সহিত বিবাদ উপস্থিত করিলেন। উহারা তৎকালে বৈরনির্য্যাতনে অসমর্থ হইল। কিন্তু তদবধি উহাদিগের মনে মনে সেই রাগ ছিল। উহারা এক দিন সুযোগ ক্রমে রিমসকে দস্যু বলিয়া ধৃত করিল এবং বন্দীকৃত করিয়া আল্‌বানগরে নিউমিটরের নিকটে লইয়া গেল। রিমস নিউমিটরের সাক্ষাৎকারে উপনীত হইলে পর, তিনি তাঁহার আকৃতি দেখিয়া

চমৎকৃত হইলেন এবং কিয়ৎক্ষণ তন্মনস্ক হইয়া তাঁহার আপাদ মস্তক সমুদায় অবয়ব অবলোকন করিলেন। পশ্চাৎ তাঁহার পরিচয় গ্রহণ করিলেন। রিমস যখন আপনারদিগের আমূল জন্ম বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন, তখন তাঁহার দৌহিত্রদ্বয়ের কথা স্মরণ হইল। পরিশেষে তিনি রিমসকে নিজ দৌহিত্র বলিয়া জানিতে পারিলেন। এদিকে রমিউলস ফষ্টিউলসের নিকটে আপন জন্মবৃত্তান্ত অবগত হইলেন এবং পার্ব্বতীয় পশুপালদল সমভিব্যাহারে লইয়া রিমসের উদ্ধারার্থ আল্বা নগরে গমন করিলেন। অনন্তর উভয় ভ্রাতা একত্র মিলিত হইয়া এমিউলসকে আক্রমণ করিলেন। এমিউলস বিবাদ স্থলে নিহত হইলেন। নিউমিটর পুনর্ব্বার আল্বার সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন।

রমিউলস এবং রিমস উভয়ে আলবানগরে কিয়ৎকাল অবস্থান করিলেন। কিন্তু ঐ নগরে অধিক কাল বাস করা তাঁহাদিগকে ভাল লাগিল না। যেস্থানে বাল্যকাল অতিবাহিত হইয়াছিল, তাঁহারা সেই স্থানে এক রাজধানী নির্ম্মাণের সঙ্কল্প করিলেন। তাঁহাদিগের বাল্য কালের সহচরগণ সেই সঙ্কল্পিত বিষয়ের সহায়তা কবিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু নগর নির্ম্মাণ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে উভয় ভ্রাতায় পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হইল। রমিউলস প্যালাটাইন পর্ব্বতে সঙ্কল্পিত নগর নির্ম্মাণের মানস প্রকাশ করিলেন, কিন্তু রিমস তাহাতে একান্ত অসম্মতি প্রদর্শন করিয়া আবেণ্টাইন পর্ব্বতে অভীষ্ট নগর নির্ম্মাণ করিবেন বলিয়া নিতান্ত আগ্রহ কবিতে লাগিলেন। রমিউলস ও রিমস উভয়ে যমজ সহোদর ছিলেন।

বয়োগত বৈলক্ষণ্য না থাকাতে কেহ কাহাকে সবিশেষ সম্ভ্রম করিতেন না, অতএব কেহ কাহার অধীনতা স্বীকারে সম্মত হইলেন না; সুতরাং উপস্থিত বিবাদের মীমাংসা হওয়া সাতিশয় দুরূহ হইয়া উঠিল। যাহা হউক, বহু বিবাদের পর এই স্থির হইল, উভয় ভ্রাতা দৈবচিহ্ন দর্শন করিয়া উপস্থিত বিবাদের মীমাংসা করিবেন। যাঁহার প্রতি দৈব অনুকূল হইবেন, তিনিই স্বাভিপ্রেত পর্ব্বতে অভীষ্ট নগর নির্ম্মাণ করিয়া তথায় আধিপত্য করিবেন, অপর ভ্রাতাকে তাহার অনুগত থাকিতে হইবে। এইরূপ মীমাংসার পর দৈবচিহ্ন দর্শন করিবার মানসে রমিউলস প্যালাটাইন পর্ব্বতে গেলেন এবং রিমস আবেণ্টাইন পর্ব্বতে আরোহণ করিলেন।

দৈবচিহ্ন দর্শনাভিলাষী হইয়া উভয় ভ্রাতা উভয় পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া নভোমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। রিমস প্রথমে দেখিতে পাইলেন ছয়টী গৃধ্র উত্তর হইতে দক্ষিণাভিমুখে উড়িয়া যাইতেছে। রমিউলস যে সময়ে ঐ সমাচার প্রাপ্ত হন, সেই সময়ে বারটী গৃধ্র তাঁহার দৃষ্টি গোচর হইল। অতএব উভয় পক্ষই আপনাদিগকে দেবানুগৃহীত বোধ করিয়া পুনরায় বিবাদ আরম্ভ করিলেন। রিমস অগ্রে দৈবচিহ্ন দর্শন করিয়াছিলেন, ন্যায়ান্যায় বিবেচনা করিয়া দেখিলে তাঁহার পক্ষেই জয় লাভ হইতে পারে সন্দেহ নাই, কিন্তু রমিউলস এবং তাঁহার পক্ষীয় লোকেরা দ্বিগুণ সংখ্যপক্ষি দর্শন দেব গণের সবিশেষ অনুগ্রহ চিহ্ন বলিয়া পুনর্ব্বিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। রিমস অগত্যা নিরস্ত হইলেন।

রমিউলস নগর নির্ম্মাণ আরম্ভ করিলেন। ইট্রুরিয়া

দেশীয়দিগের চিরাচরিত আচারানুসারে তিনি প্রথমতঃ লাঙ্গলে এক বলদ ও এক গাভী যোজিত করিয়া প্যালাটাইন পর্ব্বতের পাদদেশের চতুর্দ্দিকে চিহ্ন করিয়া লইলেন। পশ্চাৎ সেই চিহ্নের উপরিভাগে পরিখা খনন ও প্রাকার নির্ম্মাণ করিলেন। কিন্তু এই অভিনব নগরের যে প্রাচীর নির্ম্মিত হইল, তাহা অধিক উচ্চ হয় নাই। রিমস আবেন্টাইন পর্ব্বতে নগর নির্ম্মাণের যে সংকল্প করিয়াছিলেন; রমিউলস তাহার ব্যাঘাত করাতে তাঁহার অপমান বুদ্ধি হয়। তিনি এক্ষণে সেই অপমানের পরিশোধ করিবার বাসনায় অবজ্ঞা প্রদর্শন পূর্ব্বক লম্ফ প্রদান করিয়া সেই নব নির্ম্মিত অনুচ্চ প্রাচীর বিলঙ্ঘন করিলেন। সিলর নামে একব্যক্তির উপরে নগর রক্ষার ভার সমর্পিত ছিল। তিনি রিমসের সাবজ্ঞব্যবহার দর্শনে শ্যাতিশয় কুপিত হইয়া স্বহস্তস্থিত খনিত্র নিক্ষেপ দ্বারা তাঁহার প্রাণ সংহার করিলেন। কেহ কেহ কহেন রমিউলস রাগান্ধ হইয়া স্বয়ং স্বহস্তে ভ্রাতৃ হত্যা সম্পাদন করিয়াছিলেন। যাহা হউক, রিমসের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই রমিউলস শোকসাগরে নিমগ্ন হইলেন। তিনি নিতান্ত অনুতাপিত হইয়া আহার বিহারাদি পরিত্যাগ করিলেন। এক দিবস তাঁহার ভ্রাতার প্রেত দেহ তাঁহাদিগের প্রতিপালক ফষ্টিউলসের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কহিল, রমিউলস যদি প্রেতগণের উদ্দেশে উৎসব বিধির অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইলে তাঁহার অপরাধ মার্জ্জনা হইতে পারে। রমিউলস ফষ্টিউলসের মুখে ঐ কথা শুনিয়া প্রেতগণের উদ্দেশে লিমিউরিয়া নামে উৎসব বিধির অনুষ্ঠান নিয়ম করিয়া দিলেন এবং নিজ ভ্রাতার চিরসম্মানার্থ

নিজ সিংহাসনের পার্শ্বদেশে অপর এক সিংহাসন এবং অন্যান্য রাজ-চিহ্ন স্থাপন করিলেন।

সঙ্কল্পিত নগর নির্ম্মিত হইলে পর রমিউলস দেখিলেন তাহাতে অধিক লোকের বসতি হয় নাই। অতএব তিনি বিবেচনা করিলেন যদি কখন বিপক্ষগণ আক্রমণ করে, তাহা হইলে এত অল্প লোক দ্বারা নগর রক্ষা হওয়া ভার হইয়া উঠিবে; যাহাতে প্রজা-সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, এরূপ কোন উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। এই মনে করিয়া তিনি ঘোষণা করিয়া দিলেন, যাঁহারা এই নগরে বাস করিবার অভিলাষ করেন, তাঁহারা অনায়াসেই বাসস্থান ও আশ্রয় প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। এই ঘোষণার পর সন্নিহিত নগর ও জনপদ-বাসী যত দোষী লোক রাজদণ্ডভয়ে স্বদেশে সশঙ্ক বাস করিতেছিল এবং যে সমস্ত লোক দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ ছিল, তাহারা পালে পালে রোমে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। কতিপয় দিবসের মধ্যে রোমে লোকারণ্য হইল। রমিউলস আগন্তুক ব্যক্তিদিগের কুল, শীল, গুণ, দোষ বিবেচনা না করিয়া পরম সমাদরে বাসস্থান প্রদান করিতে লাগিলেন।

অধুনা কেবল এক বিষয়ের অসদ্ভাব অনুভূত হইতে লাগিল। নগর মধ্যে স্ত্রীলোক ছিল না। রমিউলস মনে মনে বিবেচনা করিলেন, এক্ষণে এই নগর মধ্যে যে সমস্ত লোক বসতি করিয়াছে, তাহাদিগের দারপরিগ্রহ হয় নাই। অতএব বংশ বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই। এই সকল লোক কালক্রমে কাল ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইলে এই নগর এককালে উৎসন্ন হইয়া যাইবে। ফলতঃ স্ত্রীলোক ব্যতিরেকে কোন ক্রমেই

নগরের স্থায়িতা সম্পাদিত হইতে পারে না। রমিউলসের এইরূপ সংস্কার হওয়াতে তিনি সন্নিহিত নগরবাসীদিগের নিকটে এই প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন যে, তাঁহারা রোমক-দিগকে কন্যা সম্প্রদান করেন। কিন্তু প্রতিবেশ-বাসীরা তাঁহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিল এবং তাঁহার অবমাননা-সূচক বিস্তর উপহাস বাক্য প্রয়োগ করিল। রমিউলস এইরূপে অবমানিত ও তিরস্কৃত হইয়াও সঙ্কল্পিত বিষয় পরিত্যাগ করি-লেন না। তিনি অভ্যর্থনা দ্বারা যে বিষয়ে কৃতার্থতা লাভ করিতে অসমর্থ হইলেন, অতঃপর চাতুরী ও বল প্রয়োগ দ্বারা সেই বিষয় সুসিদ্ধ করিয়া তুলিলেন। তিনি এক মহোৎসবের আয়োজন করিয়া সন্নিহিত নগরবাসীদিগকে উৎসব দর্শনার্থ নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। প্রতিবেশবাসীরা উৎসব দর্শনে সমুৎসুক হইয়া স্ত্রী, পুত্র, কন্যাগণ সমভিব্যাহারে রোমে গমন করিল। রোমকেরা সমাগত দর্শনার্থীদিগকে সমুচিত সমাদর করিল। উৎসবস্থলে ক্রীড়া কৌতুকাদি আরম্ভ হইল। সমাগত লোকেরা তন্মনস্ক হইয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় এক দৃষ্টিতে উৎসব দর্শন করিতেছেন, এই অবসরে রোমকেরা চতুর্দ্দিক হইতে আসিয়া উৎসবদর্শিনী সীমন্তিনীদিগকে বল পূর্ব্বক লইয়া গেল। রমণীগণ প্রথমে সাতিশয় শঙ্কিত হইয়া-ছিলেন, কিন্তু রোমকেরা বিবিধ উপায়ে সান্ত্বনা করিয়া অবিলম্বেই তাহাদিগের ভয়ভঞ্জন করিয়া দিল। তাহাদিগের পিতা ভ্রাতা প্রভৃতি বন্ধুগণ ভীত হইয়া তৎকালে রোম পরি-ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল।

রোমকেরা আতিথেয়তা ধর্ম্মের উল্লঙ্ঘন করিয়া অনুচিত আচরণ করাতে সন্নিহিত নগরবাসীরা সাতিশয় রোষপরবশ হইল এবং সকলেই যুদ্ধের অনুষ্ঠান করিতে লাগিল। সিনাইনা, ক্রষ্টুমিরিয়ম এবং আণ্টেমনি, এই নগরত্রয়ের লোকেরা সেবাইনীয় জাতির যুদ্ধানুষ্ঠান বিষয়ে প্রযত্ন শৈথিল্য ও দীর্ঘসূত্রতা দর্শন করিয়া অতিশয় অধীর হইয়া উঠিল এবং উহাদিগের প্রতীক্ষা না করিয়াই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু যুদ্ধকালে তাহাদিগের পরস্পর একবাক্যতা না থাকাতে রমিউলস তাহাদিগকে একৈকক্রমে অনায়াসে পরাভূত করিলেন। সিনাইনার অধিপতি একজন রণস্থলে দেহ পরিত্যাগ করিলেন। রমিউলস সমর-বিজয়ী হইয়া দল বল লইয়া হৃষ্টচিত্তে রোমে প্রতিগমন করিলেন।

অতঃপর সেবাইনীয় জাতির আলস্য-নিদ্রা ভঙ্গ হইল। উহারা রণসজ্জা করিয়া বহু সৈন্য সমভিব্যাহারে রোমে যাত্রা করিল। রমিউলস শঙ্কা প্রযুক্ত শত্রু সম্মুখীন হইতে পারিলেন না। আপন দল বল লইয়া নগর মধ্যেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। ক্যাপিটোলাইন পর্ব্বতে রোমকদিগের এক দুর্গ ছিল। সেবাইনীয়েরা ক্রমে ক্রমে ঐ দুর্গের সন্নিহিত হইল। উহারা যে সময়ে দুর্গের সন্নিহিত হয়, সেই সময়ে দুর্গরক্ষক টার্পিনসের কন্যা টার্পিয়া জল আনয়ন করিবার নিমিত্ত দুর্গ হইতে অবতীর্ণ হইতেছিল। সে সেবাইনীয় সেনাগণের অঙ্গধৃত কবচ-শোভা সন্দর্শন করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইল। সেবাইনীয়দিগের রাজা টাইটস টেশিয়স্ তাহাকে বলিলেন, তুমি যদি দুর্গের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া দাও, তাহা হইলে

আমরা অঙ্গধৃত স্বর্ণালঙ্কার উন্মোচন করিয়া তোমাকে সমর্পণ করি। টার্পিয়া স্ত্রী-স্বভাবসুলভ লঘুতা হেতুক অলঙ্কার লাভ লোভে বিমোহিত হইয়া তৎক্ষণাৎ দুর্গের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দিল। সেবাইনীয়েরা দ্রুতপদে দুর্গমধ্যে প্রবিষ্ট হইল; কিন্তু প্রবেশকালে টার্পিয়ার উপরে তাহার প্রার্থিত অলঙ্কার নিক্ষেপ করিল। সে সেই অলঙ্কারভরে পিষ্ট হইয়া গেল এবং তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাণবিয়োগ হইল। এই রূপে সেই পাপীয়সীর পাপের সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত হইল।

সেবাইনীয়েরা এইরূপে দুর্গাধিকার প্রাপ্ত হইয়া নগর আক্রমণের উপক্রম করিল। রোমকেরাও হৃত দুর্গের উদ্ধার চেষ্টা করিতে লাগিল কিন্তু তাহাদিগের চেষ্টা সফল হইল না। অনন্তর, তাহারা যুদ্ধার্থী হইয়া ক্যাপিটোলাইন ও প্যালাটাইন এই উভয় পর্ব্বতের মধ্যস্থলে উপস্থিত হইল। উভয়দলে ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। রোমকেরা কিয়ৎ-কাল যুদ্ধের পর রণে ভঙ্গ দিবার উপক্রম করিল। রমিউলস তদ্দর্শনে সাতিশয় কাতর হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, দেবরাজ জুপিটর অনুকূল হইয়া যদি আমাদিগকে জয়ী করিয়া দেন, আমরা সমরান্তে তাঁহার উদ্দেশে এক মন্দির প্রতিষ্ঠা করিব। রমিউলসের প্রার্থনাগর্ভ প্রতিজ্ঞা বাক্য শ্রবণ করিয়া সেনাগণের উৎসাহ বাড়িয়া উঠিল। তাহারা অধিকতর সাহস সহকারে পুনর্বার সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। উভয় পক্ষে দীর্ঘকাল অব্যব-স্থরূপে জয় পরাজয় হইতে লাগিল।

ঘোরতর সংগ্রাম হইতেছে, এমত সময়ে রোমকদিগের পরিগৃহীত সেবাইনীয় রমণীগণ, পতিকুল ও পিতৃকুল যুদ্ধে

ষ্ট হয় এই সর্ব্বনাশ উপস্থিত দেখিয়া সন্ধি সংস্থাপনের অভি-
সন্ধিতে সহসা প্যালাটাইন পর্ব্বত হইতে অবতীর্ণা হইয়া
রণক্ষেত্রের মধ্যস্থলে উপস্থিত হইল। সেনাগণ তাহাদিগকে
রণক্ষেত্রের মধ্যস্থলে সহসা সমাগত দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইল
এবং তৎক্ষণাৎ সমর হইতে বিরত হইল। অনন্তর রমণী-
গণের যত্নে এবং বিনয় বাক্যে সন্ধি সংস্থাপিত হইল। তদবধি
সবাইনীয় ও রোমক, এই উভয় জাতি এক হইয়া গেল। কি
আচার ব্যবহার, কি ধর্ম্ম, কি রাজ্য-শাসন-প্রণালী, সকল
বিষয়েই উভয় জাতির অভিন্নভাব হইয়া উঠিল, কেবল দুই
জাতির স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দুই রাজা ছিলেন এই মাত্র বিশেষ ছিল।
এ উভয় জাতির এক জাতিতা প্রাপ্তিকেই রোম নগরের
শ্রীবৃদ্ধির নিদান বলিয়া গণনা করিতে হইবে। উভয় জাতির
একতা প্রাপ্তির পর অবধি দিন দিন রোমরাজ্যের সীমা ও
মহিমা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। সেবাইনীয়েরা ক্যাপিটোলাইন
পর্ব্বতে নূতন এক দুর্গ ও কুইরাইনাল পর্ব্বতে এক রাজধানী
নির্ম্মাণ করিল। সেবাইনীয়দিগের রাজা টাইটস টেশিয়স্
ক্যাপিটোলাইন পর্ব্বতে বাস করিলেন। রমিউলস রোমক-
দিগকে লইয়া প্যালাটাইন পর্ব্বতেই অবস্থান করিতে লাগি-
লেন। কোন অসামান্য বিষয়ের মীমাংসার আবশ্যকতা
হইলে উভয় রাজা ক্যাপিটোলাইন ও প্যালাটাইন এই উভয়
পর্ব্বতের উপত্যকায় একত্র হইয়া সেই বিষয়ের বিবেচনা ও
মীমাংসা করিতেন। এই নিমিত্ত ঐ স্থান কমিটিয়ম (১)
বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়।

(১) কমিটিয়ম অর্থাৎ কমিটি সভা।

সেবাইনীয় জাতির রাজা টাইটস্ টেশিয়স্ অধিক কাল রমিউলসের সহিত রাজত্ব ভোগ করিতে পারেন নাই। এক দিবস তাঁহার কতকগুলি আত্মীয় লোক লরেণ্টম বাসীদিগের উপরে অত্যাচার করে। তাহারা তাঁহার নিকটে সেই বিষয়ের নিবেদন করিল। কিন্তু তিনি কিছুই মনোযোগ করিলেন না। সেই নিমিত্ত তাহাদিগের মনে অতিশয় রাগ ছিল। একদা টাইটস টেশিয়স্ উৎসব উপলক্ষে ল্যাবিনিয়মে গমন করেন। লরেণ্টমবাসী কতকগুলি লোক পূর্ব্বের রাগ প্রযুক্ত সেই স্থানে তাঁহার প্রাণ সংহার করিল। তাঁহার পরিবর্ত্তে কোন ব্যক্তিই নৃপতি পদে অভিষিক্ত হইলেন না। রমিউলস তদবধি একাকী সমস্ত রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। ২৭,১৫

রমিউলসের বীর বলিয়া যেরূপ খ্যাতি ছিল, উপাখ্যান বর্ণিত তাঁহার যুদ্ধ বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অতএব বোধ হইতেছে, তাঁহার উপাখ্যান আংশিক খণ্ডিত ও আংশিক বিলোপিত হইয়াছে। এই নিমিত্ত এক্ষণে তাঁহার সমুদায় বিবরণ অবগত হওয়া দুরূহ হইয়া উঠিয়াছে। যাহা হউক, ফাইডেনি ও বিয়াই এই উভয় দেশের লোকের সহিত রমিউলসের আর দুই যুদ্ধের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। ফাইডেনি দেশীয়েরা তাঁহার প্রতিদিবসোপচীয়মান মহত্ত্ব দর্শনে সাতিশয় ঈর্ষ্যা পরবশ হইয়া শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হইল এবং তাঁহার অধিকৃত প্রদেশ সকল বিলুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিল। রমিউলস তদ্দর্শনে সাতিশয় কুপিত হইয়া সমর ভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন।

বিপক্ষগণ রণভর সহিষ্ণু না হইয়া প্রস্থান করিল। রমিউলস তাহাদিগের রাজধানী অধিকার করিয়া লইলেন। বিয়াই দেশীয়েরাও ফাইডেনী দেশীয়দিগের ন্যায় রোম নগরের শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া ঈর্ষ্যান্বিত হইল এবং রোমকদিগের অধিকৃত জনপদ বিলুণ্ঠন করিয়া স্বদেশে প্রতিগমন করিল। রমিউলস সমর সজ্জা করিয়া সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে উহাদিগের দেশে প্রবেশ করিলেন এবং রণস্থলে উহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করিলেন। বিপক্ষগণ পরাজিত হইয়া নগর মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। রমিউলস নগর নিরোধন-কার্য্যে ব্যাপৃত না হইয়া উহাদিগের অধিকৃত প্রদেশ সকল উৎসন্ন করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন। অভিভূত শত্রুগণ সন্ধি প্রার্থনা করিল। রমিউলস উহাদিগের রাজ্যের কিয়দংশ গ্রহণ করিয়া সন্ধি বন্ধন করিলেন।

রমিউলসের জন্ম বৃত্তান্তের ন্যায় মরণ বৃত্তান্তও অতি অদ্ভুত। উপাখ্যানে উল্লিখিত হইয়াছে, রমিউলস সাঁইত্রিশ বৎসর রাজত্ব করিয়া দেবত্ব প্রাপ্ত হন। এক দিবস উৎসব উপলক্ষে ক্যাপ্রা নামক হ্রদের অনতিদূরে রোমীয় প্রজাগণ একত্র হয়; রমিউলস তাহাদিগকে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন, দিবাকর অকস্মাৎ দীপ্তি হীন হইলেন; পৃথিবী অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল; প্রবল বাত্যা উত্থিত হইল, ঘন ঘন বজ্রপাত ও বিদ্যুৎ হইতে লাগিল; প্রজাগণ ভীত হইয়া পলায়ন করিল; মার্সদেব রমিউলসকে রথে আরোহণ করাইয়া স্বর্গে লইয়া গেলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ঝড় থামিয়া গেল। প্রভাকরের প্রভা পুনর্ব্বার প্রকাশ পাইল। প্রজাগণ পুনরায়

পূর্ব্বস্থানে উপস্থিত হইয়া রমিউলসকে দেখিতে না পাইয়া সাতিশয় খিদ্যমান ও রোরুদ্যমান হইল। রজনী উপস্থিত হইলে প্রকিউলস জুলিয়স নামে এক ব্যক্তি আল্বা হইতে রোমে আসিতেছিলেন, রমিউলস তেজোময় মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কহিলেন "প্রকিউলস রোমে যাও, আমার প্রজাগণকে শোক করিতে বারণ কর, তাহাদিগকে সাহস ও পৌরুষ প্রকাশ করিতে বল" এই কথা বলিয়া তেজোময়মূর্ত্তি রমিউলস অন্তর্হিত হইলেন। প্রোকি-উলস্ রোমকদিগের নিকটে উপস্থিত হইয়া সমুদায় বৃত্তান্ত বলিলেন। তখন তাহারা জানিতে পারিল, রমিউলস সশরীরে স্বর্গে গমন করিয়াছেন এবং দেবমধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন। অতঃপর তাহারা শোক বেগ সম্বরণ করিয়া রমিউলসের উদ্দেশে এক মন্দির প্রতিষ্ঠা করিল এবং কুইরাইনস নামে তাঁহার পূজা করিতে লাগিল।

রমিউলসের জন্মাদি মরণান্ত যাবতীয় বৃত্তান্ত প্রসিদ্ধ উপা-খ্যানানুসারে বর্ণিত হইল। রোমকেরা পরম পাবন জ্ঞান করিয়া বহুশতাব্দী পর্য্যন্ত ঐ সকল বৃত্তান্তে সমধিক আস্থা ও ভক্তি প্রদর্শন করিয়াছিল। কবিগণও ঐ সকল বৃত্তান্ত লইয়া ললিত পদাবলী বিন্যাস পূর্ব্বক নানা মনোহর কাব্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ইতিহাস লেখকেরাও পর পর ঐ সকল বৃত্তান্ত আপন আপন গ্রন্থে উদ্ধৃত করিতে পরাঙ্মুখ হন নাই। যাহা হউক, ঐ সকল বৃত্তান্ত কোন রূপেই প্রকৃত ইতিহাস বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। ঐ অনৈসর্গিক বৃত্তান্তজাত প্রকৃত ইতিহাস বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে কি

া, যাঁহারা সঙ্গতাসঙ্গত বিবেচনা পূর্ব্বক তন্ন তন্ন করিয়া তিহাস পাঠ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের অনায়াসে বোধ-ম্য হইতে পারে। রমিউলসের উপাখ্যানের অলীকতা বষয়ে কোন সংশয় নাই; কিন্তু ঐ অনৈসর্গিক উপাখ্যান ইতে কোন নৈসর্গিক বাস্তবিক বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায় ক না এক্ষণে এই বিষয়ের বিবেচনা করা যাইতেছে।

পূর্ব্বতন ইতিহাস লেখকদিগের মধ্যে এরূপ অনেক লোক ছিলেন, তাঁহারা মনে করিতেন যত্ন পাইলে সমুদায় উপা-খ্যানকেই প্রকৃত ইতিহাসে পরিণত করা যাইতে পারে। এই মনে করিয়া তাঁহারা কবি বর্ণিত অসঙ্গত অদ্ভুত উপাখ্যান সকল বর্ণনাংশ পরিত্যাগ করিয়া সুসঙ্গত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদিগের সেই চেষ্টা বিশিষ্ট ফলোপ-ধায়িনী না হইয়া বহুতর অনিষ্টকারিণী হইয়াছে। রোম নগরের ইতিহাস বিষয়েও যে তাদৃশ ইতিহাস লেখকদিগের প্রযত্ন বাহুল্য, পরিশ্রমের অনল্পতা এবং অতিশয় বুদ্ধিচাতুর্য্য প্রকাশিত হইয়াছে, ভূরি পরিমাণে তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। এই বিষয়ের প্রমাণ স্বরূপ উদাহরণদ্বয় প্রদ-র্শিত হইতেছে। প্রথম, উপাখ্যানে উল্লিখিত হইয়াছে, এক ব্যাঘ্রী অচিরজাত কুমারদ্বয় রমিউলস ও রিমসকে স্বাবাস বিবর মধ্যে লইয়া স্তন্যপান করাইয়াছিল. তাহাতেই ঐ বালকদ্বয়ের প্রাণ রক্ষা হয়। উপাখ্যানগত এই অশ্রদ্ধেয় অংশের শ্রদ্ধেয়তা সম্পাদন নিমিত্ত উক্ত ইতিহাস লেখকেরা এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, লুপা (*) নামে এক

(*) ল্যাটিন ভাষায় লুপাশব্দে ব্যাঘ্রী বুঝায়।

স্ত্রী ছিল ; সেই স্ত্রী রমিউলস ও রিমসের ধাত্রীকর্ম্ম সম্পাদন করে, তাহাতেই ঐ অদ্ভুত উপাখ্যানের সৃষ্টি হইয়াছে। দ্বিতীয় উপাখ্যানে উল্লিখিত হইয়াছে, সাঁইত্রিশ বৎসর রাজত্বের পর মার্সদেব স্বয়ং রথে আরোহণ করাইয়া রমিউলসকে স্বর্গে লইয়া যান। রমিউলসের মৃত্যু বিষয়ক উপাখ্যানোল্লিখিত এই অলৌকিক বৃত্তান্তের লৌকিকতা প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত উক্ত ইতিহাস লেখকেরা এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে রমিউলস অতিশয় অত্যাচারী ছিলেন, সেনেটরেরা তাঁহার অত্যাচার হেতুক নিতান্ত অসুখিত ও অসন্তোষিত হইয়া গোপনে তাঁহার প্রাণসংহার করেন এবং প্রজাগণের কোপ ভয়ে তাঁহার স্বর্গারোহণ প্রবাদ প্রচার করিয়া দেন। কিন্তু উপাখ্যানের কোন স্থলেই রমিউলসের অত্যাচারের কথা বর্ণিত হয় নাই, প্রত্যুত সেবাইনীয় জাতির রাজা টাইটস টেশিয়সের মৃত্যুর পর তিনি প্রজাগণের প্রতি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সদ্ব্যবহার করেন, সেনেটের পরামর্শ ভিন্ন কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না এবং পক্ষপাত শূন্য হইয়া ব্যবহার দর্শন করিতেন, এইরূপ বর্ণনাই সর্ব্বত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে অতএব যাঁহারা পূর্ব্বোক্ত প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাঁহাদিগের কৃত সিদ্ধান্ত যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া কোন ক্রমেই গ্রাহ্য করা যাইতে পারে না। ফলতঃ যাঁহারা এইরূপ অসৎ সিদ্ধান্তের চেষ্টা করিয়া পাঠকগণকে ভ্রমে পতিত করেন, তাঁহাদিগের সেই চেষ্টাকে কোনরূপেই হিতকারিণী বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

যে সকল অদ্ভুত উপাখ্যান সুসঙ্গত করিবার চেষ্টায় পরিবর্ত্তিত ও বিকৃত না হইয়া অনুপহত ও অবিকৃত থাকে, তাহা হইতে প্রকৃত ইতিহাস গ্রাহ্য অনেক বাস্তবিক বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যাইতে পারে। ঐ সকল উপাখ্যানে যে যে জাতির বিষয় বর্ণিত হয়, তাহাদিগের সন্ধি বিগ্রহাদি বিষয় যদিও নিঃসন্দিগ্ধ-রূপে অবগত হওয়া কঠিন হয়, তথাপি সেই সেই জাতির আচার, ব্যবহার, রাজ্যশাসন প্রণালী, সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের রীতি ও ধর্ম্ম প্রভৃতি বিষয় সকল অনতিপরিস্ফুটরূপে পরি-জ্ঞাত হইয়া থাকে সন্দেহ নাই। রমিউলসের জন্মাদি মরণান্ত যে সমস্ত বৃত্তান্ত উপাখ্যানে বর্ণিত হইয়াছে, যদি তৎসমুদয় অভিনিবেশ পুরঃসর পাঠ করা যায়, তাহা হইলে রমিউলস ও রিমস নামে দুই যমজ সহোদর বাস্তবিক ছিলেন কি না, রমিউলস বস্তুতঃ রোম নগর স্থাপন করেন কি না, সেবাইনীয় দিগের সহিত তাঁহার যুদ্ধ ঘটনা হয় কি না, ইত্যাদি বিষয়ের অন্যতর কল্পের অবধারণ করা দুরূহ হয় বটে, কিন্তু রোম নগর প্রথমাবস্থায় যেরূপ ছিল, উত্তরোত্তর ঐ নগরের যেরূপ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল এবং প্রথমাবস্থায় ঐ নগরে যে যে নিয়ম প্রচলিত ছিল, তৎসমুদায় অনতিপরিস্ফুটরূপে অবগত হওয়া যায় সন্দেহ নাই।

কোন্ বর্ষে কোন্ দিবসে রোমনগর স্থাপিত হয় নির্ণয় নাই। নানা জন নানাপ্রকার কহিয়া থাকেন। তদ্দর্শনে বিলক্ষণ বোধ হইতেছে, রোমনগর স্থাপনের বর্ষ ও দিবস কেহ অবগত নহেন, নানা ব্যক্তি অনুমান দ্বারা নানা প্রকার কল্পনা করিয়াছেন। এই নিমিত্ত অব্দগত বহু বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট

হয়। যাহা হউক, অনেকে এই কথা বলেন যে, খৃষ্টের পূর্ব্ব ৭৫৩ অব্দের ২১এ এপ্রেল রোমনগর স্থাপিত হয়। রোমকেরা প্রতিবৎসর ২১এ এপ্রেল নগরের জন্মতিথি বলিয়া সেই উপলক্ষে মহামহোৎসব করিত। রোমনগরের স্থাপনের বর্ষ ও দিবস নির্ণয়ের বিষয় যেরূপ হউক, উহার স্থান সন্নিবেশ বৃত্তান্তে কোন সংশয় নাই। ঐ নগর প্যালাটাইন পর্ব্বতে স্থাপিত হয়, এ কথা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। রোমরাজ্য প্রথমে অতি বিশাল ও বিস্তৃত ছিল না। টাইবর নদী ইহার এক দিকের সীমা; আর আর দিকে তত্রত্য আদিম নিবাসীদিগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগর ছিল; সমুদ্রের দিকেই কেবল ইহা অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিদধিক দূর বিস্তারিত ছিল।

উপাখ্যানে উল্লিখিত হইয়াছে, রোমকেরা সেবাইনীয় রমণীগণকে বলপূর্ব্বক হরণ করে এবং তন্নিবন্ধন বিবাদ উপস্থিত হয়। বিবাদের নিষ্পত্তি হইলে সেবাইনীয় জাতির রাজা টাইটস টেশিয়স কতকগুলি স্বজাতীয় লোক লইয়া রোমে বসতি করেন। এই বৃত্তান্ত পাঠ করিলে এই বোধ হয় যে, সেবাইনীয় ও রোমক এই উভয় জাতি মিশ্রভাবে রোমনগরে বাস করিত। রোমকদিগের অনুষ্ঠিত ধর্ম্মক্রিয়া কলাপ পদ্ধতি দর্শন করিলেও এই বিষয় অবগত হওয়া যায়। রোমকেরা যে সকল ধর্ম্মক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিত, তাহার অধিকাংশই সেবাইনীয় জাতির নিকট হইতে পরিগৃহীত হয়। কেহ কেহ কহেন নিউমা পম্পিলিয়স কিন্তু অনেকে বলেন টাইটস টেশিয়স ঐ সকল ধর্ম্মক্রিয়ার অনুষ্ঠান রোমে প্রচারিত করেন।

নাইবুর অনুমান করেন, প্যালাটাইন পর্ব্বতের অনতিদূরে কুইরাইনেলিস নামক পর্ব্বতে এক নগর ছিল, সেবাইনীয় জাতি তথায় বাস করিত। ক্যাপিটোলাইন পর্ব্বতে ঐ নগরের দুর্গ ছিল। সেবাইনীয় রমণীগণ হরণ বিষয়ক উপাখ্যানের তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করিলে এই বোধ হয় যে, প্যালাটাইন এবং ক্যাপিটোলাইন এই দুই পর্ব্বতে যে দুই নগর ছিল, তত্রত্য লোকদিগের পরস্পর কন্যা আদান প্রদান প্রথা প্রচলিত ছিল না। প্যালাটাইনীয় নগরের লোকেরা প্রথমে ক্যাপিটোলাইন নগরের লোকদিগের অপেক্ষা নিকৃষ্ট ছিল। কিন্তু কালক্রমে উহারা ক্যাপিটোলাইনীয় নগরের লোকদিগের সমকক্ষ হইয়া উঠে। পশ্চাৎ উহাদিগের পরস্পর কন্যা আদান প্রদান প্রথা প্রচলিত হয়। তন্মূলক সেবাইনীয় রমণীগণের হরণ বিষয়ক উপাখ্যানের উদ্ভাবন হইয়াছে।

রোমকদিগের এই দৃঢ়তর সংস্কার ছিল যে, রোম নগর স্থাপয়িতা রমিউলস রোমীয় রাজ্যতন্ত্র সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় প্রণালীবদ্ধ করিয়া যান। রমিউলস সমুদায় প্রজাকে র‍্যাম্‌নিস্ টাইটিস্ এবং লিউসিরিস্ নামে শ্রেণীত্রয়ে বিভাজিত করেন। রমিউলসের নামে প্রথম শ্রেণীর র‍্যাম্‌নিস্ এবং সেবাইনীয় জাতির রাজা টাইটস টেশিয়সের নামে দ্বিতীয় শ্রেণীর টাইটিস্ নাম হয়। ইট্রুউরিয়া দেশীয় লিউকুমো নামে এক ব্যক্তি রমিউলসের মিত্র ছিলেন। সেবাইনীয়দিগের সহিত যে সময়ে রমিউলসের যুদ্ধ হয়, তৎকালে লিউকুমো রণস্থলে প্রাণ পরিত্যাগ করেন। তাঁহার নামেই তৃতীয় শ্রেণীর লিউসিরিস্ এই নাম হয়।

উপাখ্যানোল্লিখিত রমিউলস কৃত জাতি বিভাগ বৃত্তান্ত পাঠ করিলে এই বোধ হয় যে, ইট্রুউরিয়া দেশীয় কতকগুলি লোক লিউকুমোর সমভিব্যাহারে রোমে আসিয়া বাস করে এবং ক্রমে ক্রমে রোমকদিগের সহিত একতা প্রাপ্ত হয়। ইট্রুউরিয়া দেশীয়েরাও যে, রোমে বাস করিয়া রোমকদিগের সহিত এক জাতি হইয়া যায়, তাহার অপর প্রমাণ এই রোমকদিগের অনুষ্ঠিত ধর্ম্মক্রিয়া কলাপের মধ্যে ইট্রুউরিয়া দেশীয় ধর্ম্মক্রিয়া কলাপ-পদ্ধতি সমধিকরূপে প্রবেশিত হইয়াছিল, একথা অনেকেই স্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

রোমে সেনেট নামে এক প্রধান সভা ছিল। প্রথমে ঐ সভার এক শত সভ্য ছিল। সেবাইনীয়েরা রোমকদিগের সহিত একতা প্রাপ্ত হইলে সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া ঐ সভার দুইশত সভ্য হয়। অনন্তর ইট্রুউরিয়া দেশীয়েরা রোমকদিগের সহিত মিশ্রিত হইলে সমুদায়ে তিনশত লোক ঐ সভার সভ্য শ্রেণী মধ্যে পরিগণিত হয়। বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত তিন শত সভ্য সংখ্যার কোন পরিবর্ত্ত হয় নাই। র‍্যামনিস্, টাইটিস্ এবং লিউসিরিস এই তিন শ্রেণীর প্রথমে তুল্য প্রাধান্য ছিল না। কিন্তু কালক্রমে তিন শ্রেণীরই সমান প্রাধান্য হইয়া উঠে।

রমিউলস প্রজাগণকে প্রথমে শ্রেণীত্রয়ে বিভাজিত করিয়া প্রত্যেক শ্রেণীকে দশ দশ কিউরিয়ায় বিভক্ত করেন। প্রতি কিউরিয়ার স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নাম নির্দ্দিষ্ট ছিল। প্রতি কিউরিয়ার কিউরিয়ো নামে এক এক জন কর্ম্মকর্ত্তা ছিলেন। তিন শ্রেণীতে সমুদায়ে ত্রিশজন কিউরিয়ো। ঐ ত্রিশজন কিউ-

রয়ো মিলিয়া একটি সম্প্রদায় হয়। সেই সম্প্রদায়ে যিনি প্রাধান্য পদ প্রাপ্ত হইতেন, তাঁহাকে কিউরিয়ো ম্যাক্সিমস্ বলিত। কিউরিয়ো নামক কর্ম্মকর্ত্তারা নিজ নিজ কিউরিয়ার কর্ত্তব্য সমুদায় কার্য্যেরই তত্ত্বাবধান করিতেন, কিন্তু ধর্ম্মকার্য্যে তাঁহাদিগের সবিশেষ দৃষ্টি ছিল।

প্রতি কিউরিয়ার জেন্স নামে অনেকগুলি থাক ছিল। জেন্সের অন্তঃপাতী লোকেরাই প্রকৃত নাগরিক লোক বলিয়া পরিগণিত হইত। উহাদিগেরই রাজকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা ছিল। উহাদিগকে পেট্রিসীয় বলিত। এক্ষণে যে সময়ের কথা উল্লেখ করা যাইতেছে, তৎকালে রোমনগরে প্লিবীয়দলের সমবস্থান হয় নাই। অতএব এস্থলে প্লিবীয়-দলের বিষয় উল্লেখ করিবার প্রয়োজন করে না যথাযোগ্য স্থলে এ বিষয়ের উল্লেখ করা যাইবে। রোমের প্রকৃত নাগরিক লোক ভিন্ন তথায় আর দুই প্রকার লোক ছিল। উহাদিগকে স্লেভ (দাস) ও ক্লায়েন্ট বলিত। উহারা রোমের প্রকৃত নাগরিক লোকদিগের অনুগত ছিল এবং রোমক মধ্যে পরিগণিত হইত। কিন্তু উহাদিগের রাজকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা ছিল না।

প্রাচীনকালে প্রায় সর্ব্বরাজ্যেই স্লেভ (দাস) ছিল। স্লেভদিগের কোন বিষয়েই স্বাধীনতা ছিল না। উহাদিগকে নিজ নিজ প্রভুর নিতান্ত অধীন হইয়া অতি কষ্টে কালহরণ করিতে হইত। উহারা যে সকল লোকের নিকট দাসত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ হইত, তাহারা উহাদিগের প্রতি অতি নৃশংস ব্যবহার করিত। লোকে আপনার অধিকৃত গোগর্দ্দভাদি

জন্তুদিগকে যেরূপ বোধ করে, প্রাচীনকালের লোকেরাও দাসদিগকে সেইরূপ বোধ করিত। মানুষ যেমন স্বার্থসাধনের উদ্দেশে গো-গর্দ্দভাদি জন্তুদিগকে জীবনধারণোপযোগী আহার প্রদান করিয়া কর্ম্ম করাইয়া লয় এবং স্বেচ্ছাক্রমে তাহাদিগকে ক্রয় বিক্রয় করে, প্রাচীনকালের লোকেরাও সেই প্রকার দাসদিগকে আহারমাত্র প্রদান করিয়া স্বকার্য্য সাধন করিয়া লইত এবং যদৃচ্ছাক্রমে উহাদিগকে ক্রয় বিক্রয় করিত।

রোমকেরা যাহাদিগকে ক্লায়েন্ট নাম দ্বারা নির্দ্দেশ করিত, সেরূপ লোক ইটালির অন্তঃপাতী ইট্রুউরিয়া প্রভৃতি কতিপয় প্রদেশ ভিন্ন অন্য কোন দেশে ছিল না। ক্লায়েন্টেরা ঐ সমস্ত প্রদেশের আদিম নিবাসী। অন্য দেশীয় লোকে ঐ সকল প্রদেশ জয় করিয়া তথায় বসতি করিলে আদিমনিবাসী লোকেরা জেতৃগণের অধীনতা স্বীকার করিয়া তথায় অবস্থিতি করে, কিন্তু তাহাদিগের পূর্ব্বের ভূমি সম্পত্তি হস্তান্তর হইয়া যায়, সেই ভূমিতে জেতৃগণের স্বত্ব জন্মে। তাহারা জেতৃগণের নিকট কৃষিকার্য্যোপযোগী কিছু কিছু ভূমি প্রাপ্ত হইয়া কৃষিকার্য্য সম্পাদন করিত।

ক্লায়েন্টেরাও স্লেভ (দাস) দিগের ন্যায় প্রকৃত নাগরিক লোকদিগের নিতান্ত অধীন ছিল। নাগরিক লোক অপেক্ষা উহাদিগের ক্ষমতা অনেক অংশে ন্যূন। নাগরিক লোকদিগের যে যে কর্ম্মে ও যে যে বিষয়ে অধিকার ছিল, ক্লায়েন্টদিগের সেই সেই কর্ম্মে ও সেই সেই বিষয়ে অধিকার ছিল না। উহারা কোন গোত্রের অথবা কোন পরিবারের অনু-

গত ও আশ্রিত থাকিত। উহারা যাহাদিগকে আশ্রয় করিয়া থাকিত, তাহাদিগকে পেট্রন বলিত। পিতার সহিত পুত্রের যেরূপ সম্বন্ধ, পেট্রনের সহিত ক্লায়েণ্টেরও সেইরূপ সম্বন্ধ ছিল। ঐ সম্বন্ধ পিতাপুত্রভাব সম্বন্ধের ন্যায় নিতান্ত অলঙ্ঘনীয় ছিল। পিতা উপরত হইলে পুত্র যেমন পৈতৃক বিষয়ে অধিকারী হয়, সেইরূপ পিতার লোকান্তরগমনের পর পৈতৃক ক্লায়েণ্টের উপর পুত্রের অধিকার জন্মিত। সন্তানের উপর কেহ অত্যাচার করিলে পিতা যেমন সর্ব্বপ্রযত্নে তাহার রক্ষা করেন, সেই প্রকার ক্লায়েণ্টের উপর কেহ অত্যাচার করিলে পেট্রন সাধ্যানুসারে তাহাকে আশ্রয় দিতেন। ক্লায়েণ্টের কোন মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে পেট্রন আদালতে তাহার প্রতিনিধি স্বরূপ উপস্থিত হইয়া তাহার আত্মপক্ষ সমর্থন করিতেন। ক্লায়েণ্টের কোন আইনের অর্থ ও মর্ম্ম অবগত হইবার আবশ্যকতা হইলে পেট্রন সেই আইনের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া দিতেন। ফলতঃ পেট্রনকে সর্ব্বতোভাবে ক্লায়েণ্টের হিতসাধনে ও আশ্রয়দানে সদা অবহিত ও যত্নবান হইতে হইত। পেট্রন যেমন সাধ্যানুসারে সর্ব্ব বিষয়ে ক্লায়েণ্টের হিতচেষ্টা করিতেন, ক্লায়েণ্টকেও ঐরূপ সাধ্যানুসারে পেট্রনের হিতচেষ্টা করিতে হইত। পেট্রন স্বয়ং অথবা তাহার পুত্র সমরবন্দীকৃত হইলে ক্লায়েণ্ট স্বধন হইতে নিষ্ক্রয় দান করিয়া তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়া আনিত। পেট্রন দারিদ্র্যপ্রযুক্ত নিজ কন্যার পরিণয়কালে যৌতুক ধন দানে অসমর্থ হইলে ক্লায়েণ্টকে স্বধন হইতে সেই ধন দান করিতে হইত। পেট্রন যুদ্ধে গমন করিলে ক্লায়েণ্টকে সেই

সঙ্গে যাইতে হইত। যে পেট্রন যে জেন্সের অন্তর্গত ছিল, তাহার ক্লায়েণ্টও সেই জেন্সের অন্তঃপ্রবিষ্ট বলিয়া পরিগণিত হইত। পেট্রন ও ক্লায়েণ্ট ইহারা পরস্পর পরস্পরের নামে কোন বিষয়ে অভিযোগ করিতে পারিত না। উহাদিগের পরস্পরের বিষয়ে পরস্পরের সাক্ষ্য গ্রাহ্য হইত না। উহাদিগের কোন বিষয় পরস্পরের মত-গ্রহণ-সাপেক্ষ হইলে তদ্বিষয়ে পরস্পরের বিরুদ্ধ মত প্রদান করা সাতিশয় নিষিদ্ধ ছিল।

কোন পেট্রন কোন ক্লায়েণ্টের প্রাণ বধ করিলে সে জনসমাজে সাতিশয় বিনিন্দিত হইত; রাজা তাহাকে আশ্রয় দিতেন না; যে ইচ্ছা সেই তাহার প্রাণ সংহার করিতে পারিত। রোমকদিগের এই প্রকার সংস্কার ছিল যে, ক্লায়েণ্টের প্রাণাপহারক পেট্রনকে নিরয়গামী হইতে হয়। প্রথমে পেট্রনের সহিত ক্লায়েণ্টের যে প্রকার সম্বন্ধ ছিল, কালক্রমে তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। প্লিবীয়েরা অধ্যবসায় সহকারে আপনাদিগের অবস্থার উন্নতিসাধন করিয়া যে সময়ে পেট্রিসীয়দিগের সমকক্ষ হইয়া উঠে, বোধ হয় ঐ সময়ে পেট্রন ও ক্লায়েণ্টের পূর্ব্বনিরূপিত সম্বন্ধ পরিবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ হয়। ঐ সম্বন্ধের ক্রমে ক্রমে এত পরিবর্ত্ত হইয়াছিল যে, এক্ষণে উকিল ও মক্কেলের যেরূপ সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়, পেট্রন ও ক্লায়েণ্টের সম্বন্ধও শেষে সেই প্রকার হইয়া উঠে। কোন মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে ক্লায়েণ্টেরা কেবল পেট্রনের পরামর্শ গ্রহণ করিত এই মাত্র।

তৃতীয় অধ্যায়।

নিউমা পম্পিলিয়স।

রমিউলসের তিরোভাব হইলে পর, প্রজাগণ তৎপদে অন্য এক ব্যক্তিকে অভিষিক্ত করিতে অভিলাষী হইল। কিন্তু সেনেটরেরা স্বহস্তে সমস্ত রাজ্যভার গ্রহণে আকাঙ্ক্ষী হইয়া তাহাদিগকে সমীহিত সিদ্ধ করিতে দিলেন না। আপনারাই পর্য্যায়ক্রমে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে এক বৎসর অতীত হইল। পূর্ব্বে এক ব্যক্তির রাজত্ব ছিল, একের অত্যাচার নিবন্ধন প্রজাদিগকে যত কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল, এক্ষণে বহুব্যক্তির অধিকার হওয়াতে তাহাদিগের তদপেক্ষা সহস্রগুণ অধিক কষ্ট হইতে লাগিল। তাহারা নিত্য নূতন ব্যক্তির নানা প্রকার অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া পরিশেষে ঐকমত্য অবলম্বন করিল এবং এইরূপ রাজ্যশাসন প্রণালী রহিত করিয়া এক ব্যক্তিকে নৃপতি পদে অভিষিক্ত করিবার নিমিত্ত সাতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। সেনেটের সভ্যগণ তাহাদিগের তাদৃশ নির্ব্বন্ধাতিশয় দর্শন করিয়া তাহাদিগকে অনুমতি করিলেন, তোমরা রাজপদ গ্রহণের যোগ্য পাত্র বিবেচনা করিয়া এক ব্যক্তিকে মনোনীত কর আমরা সেই ব্যক্তিকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিব।

রাজনিয়োগ বিষয়ে সেনেটের সম্মতি হইলেও রাজনির্ণয় কল্পে রোমরাজ্যান্তর্গত সেবাইনীয় ও রোমকদিগের পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হইল। সেবাইনীয়দিগের অভিপ্রেত এই,

তজ্জাতীয় এক ব্যক্তি রোমের সিংহাসনে অধিরূঢ় হয়। কিং রোমকেরা বিপরীতবাদী হইয়া স্বপক্ষীয় লোকের রাজ্যাভি- ষেক নিমিত্ত দৃঢ়তর প্রযত্ন প্রকাশ করিতে লাগিল। কিয়ৎ কাল বিবাদের পর, সেবাইনীয় জাতির অন্যতর এক ব্যক্তি রাজা হইবেন স্থির হইল. কিন্তু নিয়োগবিষয়িণী ক্ষমতা রোমক দিগের হস্তে সমর্পিত হইল। তাহারা সেবাইনীয় জাতির নিউমা পম্পিলিয়স্‌কে রাজপদের যোগ্যপাত্র বিবেচনা করিয় তাঁহাকেই মনোনীত করিল। পম্পিলিয়স্ ধার্ম্মিকতা, বিজ্ঞত ও ন্যায়পরতা গুণ দ্বারা সবিশেষ বিখ্যাত ছিলেন। কে কেহ কহেন তিনি গ্রীশদেশীয় মহামহোপাধ্যায় পিথাগোর সের শিষ্য। যাহা হউক, তাঁহার অভিষেকবার্ত্তা নগরমধে প্রচারিত হইলে সমুদায় লোকই আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হই এবং অবিলম্বে তাঁহাকে রাজাসনে সংনিবেশিত করিতে উৎ সুক হইল। কিন্তু পম্পিলিয়স্ তাহাদিগের প্রার্থনা পরিপূরণে সহসা সম্মত হইলেন না। তিনি অতিশয় দেবভক্ত ছিলেন দৈবাদেশ ব্যতিরেকে কোন বিষয়ে হস্তার্পণ করিতেন না তাঁহার রাজ্যাভিষেক দেবগণের অনুমোদিত কি না, জানিবা নিমিত্ত অগ্রে দৈবজ্ঞ ও জ্যোতিষিকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন পশ্চাৎ দেবগণের সম্মতি বুঝিতে পারিয়া রোমের রাজ্য গ্রহণ স্বীকার করিলেন।

নিউমা পম্পিলিয়স সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই রাজ্যে হিতচিন্তনে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি প্রথমে সন্নিহিত জনপদ বাসীদিগের সহিত সন্ধি করিলেন। রমিউলস যে সকল ভূমি জয়দ্বারা লাভ করিয়াছিলেন, সেই সমুদয় ভূমি নিজ প্রজা

গণকে বিভাগ করিয়া দিয়া সীমাধিষ্ঠাতা টর্মিনস দেবের পূজা-বিধি প্রচার করিয়া দিলেন। টর্মিনস দেবের পূজা বিধি প্রচার করিবার কারণ এই, নিউমার এক প্রকার সংস্কার ছিল টর্মিনস্ অনুকূল থাকিলে সীমা লইয়া কখন কোন বিবাদ উপস্থিত হয় না।

রোমরাজ সর্ব্বাগ্রে ভূমি বিভাগকার্য্য সম্পাদন করিয়া পশ্চাৎ যে যে বিষয়ে বিশৃঙ্খল ছিল, তৎসমুদায় সুচারুরূপে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিলেন। তাঁহার অধিকারকালে যুদ্ধের নাম গন্ধ না থাকাতে তিনি যে দীর্ঘতর অবসর প্রাপ্ত হন, তাহার কিয়দংশকাল প্রজাগণের ক্ষেম বিধান-কল্পে ক্ষেপণ করিয়া অবশিষ্টকাল ধর্ম্ম সংস্থাপন বিষয়ে ব্যয় করিলেন। প্রজাগণের মনে ধর্ম্মভয় না থাকিলে সুন্দররূপে রাজ্যশাসন হইতে পারে না, এই বোধ তাঁহার হৃদয়ে উপজাত হওয়াতে তিনি প্রজা-গণের মনে ধর্ম্মভয় সঞ্চারিত করিবার উদ্দেশে ধর্ম্ম বিষয়ের নানা নিয়ম নিবদ্ধ করিতে লাগিলেন। রমিউলসের অধিকার কালে রোমে দশ মাসে বৎসর ব্যবহার ছিল, নিউমা তাহাতে জানুয়ারি মাস (২৯ দিনে) এবং ফেব্রুয়ারি মাস (২৮ দিনে) যোগ করিয়া দ্বাদশ মাসে (৩৫৫ দিনে) চান্দ্র বৎসর ব্যবহার প্রচলিত করিলেন এবং ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান ও বিষয়কর্ম্ম করিবার স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দিন নিরূপিত করিয়া দিলেন।

স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কার্য্যে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র লোক নিয়োজিত হইলে যেরূপ সুনিয়মে কার্য্য নিষ্পাদিত হয়, অন্য প্রকারে সেরূপ হইবার বিষয় নহে। এই বিবেচনা করিয়া নিউমা ধর্ম্ম সংক্রান্ত তাবৎ বিষয়েই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র লোক নিয়োগ করিয়া

তাহাদিগের উপর স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কার্য্যের ভার সমর্পন করিলেন। যাহাদিগের প্রতি যে যে কর্ম্মের ভার সমর্পিত হয়, তাহাদিগের এবং সেই সেই কর্ম্মের কথা ক্রমশঃ উল্লিখিত হইতেছে।

১। ফ্লামেন। ইহারা দেবগণের পূজা ও পরিচর্য্যা করিত।

২। অগর। ইহারা শুভাশুভ শকুন সন্দর্শন করিয়া লোকের ভাবী শুভাশুভ নির্ণয় করিয়া দিত।

৩। সেলিয়াই। ইহারা নির্দ্দীত দিবসে মার্স দেবের নাম সঙ্কীর্ত্তন পূর্ব্বক নৃত্য গীত করিয়া নগর প্রদক্ষিণ করিত।

৪। বেষ্টালবর্জ্জিন। আমাদিগের দেশে পূর্ব্বে যেমন সাগ্নিকেরা অগ্নি আধান পূর্ব্বক যাবজ্জীবন সেই অগ্নি রক্ষা করিত, সেইরূপ বেষ্টালবর্জ্জিনেরা চিরঅনূঢ়াবস্থায় থাকিয়া বেষ্টা দেবীর অগ্নি রক্ষা করিত।

৫। পন্টিফ। নিউমা পন্টিফদিগকে নিয়োজিত করিয়া তাহাদিগের উপরে পূজা বলিদানাদি যাবতীয় ধর্ম্ম ক্রিয়ানুষ্ঠানের ভার সমর্পণ করেন। উহাদিগের উপরে ধর্ম্ম সংক্রান্ত সমুদায় বিষয়ের ব্যয় নির্ব্বাহের ভার সমর্পিত ছিল। উহারা ধর্ম্ম বিষয়ক সকল বিষয়েরই অধ্যক্ষতা করিত। কেহ শাস্ত্রে অনাস্থা প্রদর্শন পূর্ব্বক বিহিতের অননুষ্ঠান ও নিষিদ্ধের আচরণ করিলে উহারা তাহার সমুচিত দণ্ড বিধান করিত।

নিউমা পম্পিলিয়স ইজিরিয়া সিদ্ধ ছিলেন। ইজিরিয়া দেবীর উপদেশ নিরপেক্ষ হইয়া তিনি কখন কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতেন না। ঐ দেবী তাঁহার প্রতি এমনি প্রসন্ন ছিলেন যে স্বয়ং মানব দেহ পরিগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন। নিউমা কোন নিভৃত নিকুঞ্জে ঐ দেবীর

হিত সাক্ষাৎ করিয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ক সমুদায় পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। ইজিরিয়ার নিকটে নিউমার পরামর্শ গ্রহণ প্রবাদ শ্রোত্র পরম্পরা প্রচারিত হইলে পর উহার যাথার্থ্য বিষয়ে প্রজাগণের মনে বিষম সন্দেহ জন্মিল। সর্ব্বান্তর্যামিনী দেবী তাহাদিগের হৃদয়গত ভাব জানিতে পারিলেন এবং নিউমার নিকটে তাহাদিগের সেই সন্দেহ ভঞ্জনের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া উপায় বলিয়া দিলেন। নিউমা তদনুসারে এক দিবস রজনীযোগে কতকগুলি লোককে ভোজনের নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা রাজভবনে উপনীত হইলে ভৃত্যগণ রাজাজ্ঞানুসারে অতি যৎসামান্য খাদ্য সামগ্রী মৃৎপাত্রে পরিবেশিত করিয়া আহূত ব্যক্তিদিগের সম্মুখে প্রদান করিল। রাজা ক্ষণকাল ধ্যানমগ্ন থাকিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, দেবী সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছেন। তৎক্ষণাৎ দেবীর আবির্ভাব হইল। ভোজনপাত্র সমুদায় স্বর্ণময় হইয়া উঠিল, এবং ভোজনীয় ও পানীয় দ্রব্যজাত স্বাদু, উপাদেয় ও অপর্য্যাপ্ত হইল। এই অলৌকিক কাণ্ড দর্শন করিয়া দর্শকগণের মনে অতিশয় বিস্ময় জন্মিল এবং তৎক্ষণাৎ তাহাদিগের সমুদয় সংশয় দূর হইল।

রোমরাজ ইজিরিয়ার পরামর্শক্রমে ফনস ও পাইকস্ নামক দেবদ্বয়কে শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া তাঁহাদিগের নিকটে ঐন্দ্রজালিক বিদ্যা শিক্ষা করেন। সেই অধীত বিদ্যাবলে দেবরাজ জুপিটরকে বশীভূত করিয়া রাখিয়া ছিলেন।

নিউমা দেবারাধনে সদা রত ছিলেন, কিন্তু আধিকার মধ্যে কাহাকেও দেব প্রতিমা নির্ম্মাণ করিতে এবং প্রতিমা

সমক্ষে জীবহিংসা করিতে দিতেন না। তাঁহার প্রজাগণ পশূপহার প্রদানে পরাঙ্মুখ হইয়া কেবল ফল মূলাদি দ্বারা নৈবেদ্য বিধান করিয়া পূজা সম্পাদন করিত।

কৃষিকার্য্যে নিউমার সাতিশয় অনুরাগ থাকাতে তিনি তদ্বিষয়ের সমুন্নতি সম্পাদনে সদা যত্নবান ছিলেন। প্রজাগণ যাহাতে মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, চাতুরী প্রভৃতি দোষে সমুচিত বিদ্বেষ ও বিরাগ প্রদর্শন করে এবং সৎপথে প্রবর্ত্তিত হয় তদ্বিষয়ে তাঁহার সবিশেষ যত্ন ছিল। তিনি প্রজাগণকে সর্ব্বদা এই উপদেশ দিতেন যে, তাঁহারা লোভ প্রযুক্ত কাহারও প্রতি অন্যায় ও অত্যাচার না করিয়া কেবল আপন আপন বিষয় সম্ভোগে সুখে কাল হরণ করে।

নিরবচ্ছিন্ন সৎক্রিয়ার অনুষ্ঠানেই নিউমার সমুদায় সময় নিঃশেষিত হয়। সন্নিহিত জনপদবাসী যে সমস্ত লোক পূর্বে রোমকদিগকে পরম শত্রু জ্ঞান করিয়া সর্ব্বদা শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হইত, তাহারাও নিউমার সময়ে রোমকদিগের ধর্মে মতি ও ধর্ম্মকর্ম্মের নিত্য অনুষ্ঠান দেখিয়া দেবগণ প্রকোপ ভয়ে তাহাদিগের সহিত সমরে লিপ্ত হইতে সাহসী হয় নাই। অতএব নিউমার অধিকারকালে প্রজাগণের সুখ সচ্ছন্দতার পরিসীমা ছিল না। নিউমা জেনসের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। সমরাভিনিক্তকালে ঐ মন্দিরের দ্বার নিরন্তর রুদ্ধ থাকিত। নিউমার রাজত্ব-সময়ে যুদ্ধের নাম গন্ধ না থাকায় তাঁহার যাবৎ অধিকারকাল ঐ মন্দিরের কপাট এক বারও উদ্ঘাটিত হয় নাই।

খৃষ্টের পূর্ব্ব ৭১৫ অব্দে নিউমার প্রথম রাজত্ব আরম্ভ হয়। তিনি তেতাল্লিশ বৎসর পরম সুখে রাজ্য ভোগ করিয়া খৃষ্টের পূর্ব্ব ৬৭৩ অব্দে অশীতি বর্ষ বয়ঃক্রমকালে দেহ পরিত্যাগ করেন। টাইবর নদীর পর পারে জেনিকিউলম পর্ব্বতের উপত্যকায় তাঁহার দেহ সমাহিত হয় এবং তাঁহার সমাধি-স্তম্ভের অনতিদূরে তৎপ্রণীত ধর্ম্ম-সংহিতা সমুদায় তাঁহার আদেশানুসারে অপর সমাধিস্তম্ভে নিহিত হয়।

নিউমার বিষয়ে যে উপাখ্যান প্রসিদ্ধ আছে তদনুসারে তাঁহার তাবৎ বৃত্তান্ত বর্ণিত হইল। নিউমার বৃত্তান্তও রমিউলসের বৃত্তান্তের ন্যায় নিতান্ত অলীক ও অশ্রদ্ধেয়। উভয়ের উপাখ্যানই অসম্ভব বর্ণনা দ্বারা পরিপূর্ণ। রমিউলস দেবাংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া শেষে দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এই বৃত্তান্ত পাঠ করিলে অন্তঃকরণে যে প্রকার ভাবোদয় হইয়া থাকে, ইজিরিয়া দেবীর সহিত নিউমার পরিণয়াদি বৃত্তান্ত পাঠ করিয়াও সেইরূপ ভাবের আবির্ভাব হয় সন্দেহ নাই। ফলতঃ উপাখ্যান লেখকেরা রমিউলস ও নিউমার বিষয়ে যে প্রকার অলীক ও অদ্ভুত বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া কোন ক্রমেই এমত প্রতীতি হয় না যে রমিউলস এবং নিউমা নামক দুই ব্যক্তি বাস্তবিক বিদ্যমান ছিলেন। রমিউলস অবধি টার্কুইনস্ সুপর্ব্বস পর্য্যন্ত সাত ব্যক্তি একাদিক্রমে রোমের রাজপদে অধিষ্ঠিত হন। তাঁহা-দিগের সকলেরই বৃত্তান্ত উপাখ্যান দোষে দূষিত, আর তাঁহা-দিগের রাজ্যারম্ভ ও রাজ্যাবসান প্রভৃতি কাল পরিমাণেরও কোন স্থিরতা নাই। কিন্তু কবিগণ রমিউলস ও নিউমাকে

যেরূপ দেব স্বরূপ করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, আর কাহারও বিষয়ে সেরূপ বর্ণনা করেন নাই। অতএব রমিউলস ও নিউমার সত্তাবিষয়ে যেরূপ সংশয় হয় অন্য কাহারও বিষয়ে সেরূপ সন্দেহ জন্মে না।

নিউমার সত্তাবিষয়ে সংশয় জন্মিলেও তাঁহার রাজ্যাভিষেক বৃত্তান্ত যেরূপ উপাখ্যানে উল্লিখিত হইয়াছে তাহা পাঠ করিলে এই বোধ হয়, রমিউলসের রাজত্ব সময়ে যখন সেবাইনীয় ও রোমকেরা এক জাতিতা প্রাপ্ত হইয়া র‍্যামনিস্ ও টাইটিস নামে দুই শ্রেণীতে বিভাজিত হয়, তৎকালে ঐ উভয় শ্রেণীর মধ্যে এরূপ একটী নিয়ম নিবদ্ধ হইয়াছিল যে তাহারা স্ব স্ব শ্রেণীর লোককে পর্য্যায়ক্রমে রাজাসনে সন্নিবেশিত করিবে। রমিউলসের মৃত্যুর পর টাইটিস শ্রেণীস্থ লোকেরা সেই পূর্ব্বকৃত নিয়মানুসারে স্বপক্ষীয় লোকের রাজ্যাভিষেক নিমিত্ত বিপুলতর প্রযত্ন প্রদর্শন করে। কিন্তু র‍্যামনিস শ্রেণীর লোকেরা সেই নিয়ম প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হওয়াতে পরস্পর বিবাদ ঘটনা হয়। আর র‍্যামনিস শ্রেণীস্থ টলস হষ্টিলিয়স এবং টাইটিস শ্রেণীস্থ আঙ্কস মার্স এই ভূপতিদ্বয়ের পর পর রাজ্য প্রাপ্তির দ্বারাও স্পষ্ট প্রতিপাদিত হইতেছে, র‍্যামনিস ও টাইটিসদিগের পর্য্যায়ক্রমে রাজপদ প্রাপ্তির নিয়ম নিউমার মৃত্যুর পরও কিয়ৎকাল প্রতিপালিত হইয়াছিল। যাহা হউক, এই নিয়ম কালান্তরে পরিবর্ত্তিত হয়। টার্কুইনস প্রিস্কসের রাজ্যাভিষেক দ্বারা ইহা সপ্রমাণ হইতেছে।

নিউমার উপাখ্যান-লেখকেরা নিউমাকে রোমকদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রের আদি প্রবর্ত্তক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বাস্তবিক রোমকদিগের ধর্ম্ম এক ব্যক্তির সংস্থাপিত নহে। ল্যাটিন সেবাইনীয় ও ইট্রুউরিয়দিগের দেশে যে যে ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল তাহাই ন্যূনাধিকভাবে রোমে পরিগৃহীত হয়। নিউমা ধর্ম্মসংক্রান্ত কোন বিষয়ে নূতন সৃষ্টি করেন নাই। তিনি কেবল ধর্ম্ম সংসৃষ্ট যে যে বিষয় অসম্বদ্ধ ও পূর্ব্বাপর বিরুদ্ধ ছিল তৎসমুদায় সুসম্বদ্ধ করিয়া যান।

নিউমার উপাখ্যান লেখকেরা নিউমাকে অগর, ফ্লামেন প্রভৃতি কতিপয় পদের স্রষ্টা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। নিউমার অধিকারকালের পূর্ব্বে রোম ও তৎসন্নিহিত জনপদে ঐ সকল পদের সৃষ্টি হইয়াছিল। অগর পদ ইট্রুউরিয়দিগের সৃষ্ট। রমিউলস ঐ পদ স্বরাষ্ট্রে প্রথম প্রবর্ত্তিত করেন। সিসিরো লিখিয়াছেন রমিউলস অগর পদে তিন ব্যক্তিকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। ফ্লামেন পদও নিউমার নূতন সৃষ্ট নহে। জুপিটর ও মার্সদেবের পূজা নির্ব্বাহার্থ রমিউলস ফ্লামেন পদে দুই ব্যক্তিকে নিয়োজিত করেন, প্লুটার্কের গ্রন্থে ইহার সবিশেষ বিবরণ অবগত হওয়া যায়। আর নিউমা বেষ্টাদেবীর পূজাবিধিও রোমে নূতন প্রচারিত করেন নাই। রমিউলসের পূর্ব্বাবধি আলবালঙ্গায় উহার বহুল প্রচার ছিল। এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিলে বিলক্ষণ বোধ হয়, নিউমা পম্পিলিয়স্ ধর্ম্ম সংসৃষ্ট কোন বিষয়েরই সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন। রোমে ও তদিতর প্রদেশে ধর্ম্ম সংক্রান্ত যে সমস্ত বিধি পূর্ব্বাবধি

প্রচারিত ছিল, নিউমা সংগ্রহ পূর্ব্বক তৎসমুদায় কেবল শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া যান। অতএব যাঁহারা বলেন নিউমা ইজিরিয়া দেবীর সহায়তা প্রাপ্ত হইয়া রোমের ধর্ম্ম সংক্রান্ত সমুদায় বিধি বিধান করিয়াছেন তাঁহাদিগের সেই বাক্য কল্পিত বাক্য সন্দেহ নাই।

রোমে বর্ণবিভাগ ও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বর্ণের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ধর্ম্ম ও কর্ম্ম নিরূপিত ছিল না। সকল লোকই সকল কর্ম্মে অধিকারী ছিল। পণ্টিফ প্রভৃতি যে সমস্ত লোক পৌরোহিত্যাদি কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থ নিয়োজিত হইত তাহাদিগের উপরে রাজকীয় কার্য্য নির্ব্বাহেরও ভার সমর্পিত হইত। ফলতঃ পণ্টিফ প্রভৃতির সকল বিষয়েই সবিশেষ প্রগল্ভতা ও প্রাদুর্ভাব ছিল, কিন্তু অস্মদ্দেশীয় বিপ্রজাতির যেমন স্বাতন্ত্র্য ও অনন্যসাধারণ আধিপত্য আছে, রোমীয় পণ্টিফ প্রভৃতির সেরূপ স্বাতন্ত্র্য ও আধিপত্য ছিল না।

রোমে প্রতি গৃহস্থই গৃহস্থ-কর্ত্তব্য পূজাকর্ম্ম স্বয়ং সম্পাদন করিত। সাধারণ কর্ত্তব্য পূজাদি কর্ম্ম কিউরিয়ো অথবা কিউরিও ম্যাক্সিমস দ্বারা সম্পাদিত হইত। প্রাড়্বিবাক প্রভৃতি যে সমস্ত লোক ধর্ম্মাধিকারে নিয়োজিত হইত, তাহাদিগের উপরেও পৌরোহিত্য কর্ম্ম বিশেষের ভার সমর্পিত ছিল। স্বয়ং রাজা প্রধান পুরোহিতের কর্ম্ম সম্পাদন করিতেন। পণ্টিফ প্রভৃতি ঋত্বিক্‌গণের রাজকর্ম্ম স্বীকার নিষিদ্ধ ছিল না। পণ্টিফ, অগর ও অন্যান্য ঋত্বিক্‌গণ সচ্ছন্দে রাজপুরুষের পদ গ্রহণ করিতে পারিত। ফলতঃ রোমে রাজ্যতন্ত্র ও ধর্ম্মতন্ত্র স্বতন্ত্র ছিল না, উভয়ই পরস্পরসংসৃষ্ট ছিল।

এতদ্দেশে যখন বেদান্ত দর্শনের বহুল প্রচার এবং বেদো-দিত ক্রিয়া কলাপের সবিশেষ অনুষ্ঠান ছিল, তৎকালে অস্মদ্দেশীয় লোকেরা যেমন দেব প্রতিমা নির্ম্মাণে পরাঙ্মুখ হইয়া কেবল অনল, পবন প্রভৃতি নৈসর্গিক পদার্থ সমূহ সম্পূজনে রত ছিল, রোমকেরাও সেইরূপ প্রথম প্রথম স্বাভাবিক পদার্থ সমূহের অর্চ্চনা করিত। প্রথম একশত সত্তর বৎসর পর্য্যন্ত রোমে প্রতিমা নির্ম্মাণের প্রথা প্রবর্ত্তিত হয় নাই। পশ্চাৎ টার্কুইনস্ প্রিস্কস প্রতিমা নির্ম্মাণবিধি প্রচারিত করেন। তিনি স্যামোথ্রেসিয়া দেশীয় ধর্ম্মের মর্ম্মজ্ঞ ছিলেন এবং জুনো ও মিনার্ভা দেবীর প্রতিমূর্ত্তি প্রথম প্রতিষ্ঠিত করেন। অনন্তর আমাদিগের দেশে পুরাণ প্রণীত ধর্ম্ম প্রচারিত ও সর্ব্বজন সমাদৃত হইলে যেরূপ হরি, হর, বিরিঞ্চি প্রভৃতি দেবগণের প্রতিবিম্ব নির্ম্মাণ এবং সেই প্রতিমায় দেবার্চ্চন আরব্ধ হয়, সেইরূপ গ্রীসদেশীয় ও রোমক তাহাদিগের পরস্পর সবিশেষ সম্পর্ক হইলে রোমকেরা গ্রীস-দেশীয়দিগের দৃষ্টান্তানুসারে স্বদেশে প্রতিমা পূজাবিধি প্রচারিত করে।

প্রাচীনকালের লোকেরা যেরূপ অন্য জাতীয় ধর্ম্ম, আচার ব্যবহার এবং আরাধ্য দেবগণের প্রতি সাতিশয় বিরাগ ও বিদ্বেষ প্রকাশ করিত, রোমকেরা সেরূপ পরধর্ম্মাদিবিদ্বেষী ছিল না। যে যে দেশের সহিত তাহাদিগের সম্পর্ক হইত, তাহারা তত্তদ্দেশীয় আরাধ্য দেবগণ ও ধর্ম্মক্রিয়া কলাপের সবিশেষ গৌরব করিত এবং আপনাদিগের দেশের চিরা-গত আচার পদ্ধতি ও চির সংস্কারের বিরুদ্ধ না হইলে

তত্তদ্দেশীয় দেবগণের স্বদেশে পূজা প্রকাশ ও তত্তদ্দেশীয় ধর্ম্মক্রিয়া কলাপের স্বদেশে অনুষ্ঠান করিত। রোমকদিগের মধ্যে এই অনন্যসাধারণ প্রথা প্রচলিত থাকাতে, তাহাদিগের ধর্ম্মবিষয়ক ইতিহাস অত্যন্ত দুর্জ্ঞেয় হইয়া উঠিয়াছে। প্রাচীন কালের রোমকেরা কোন্ দেশ হইতে কোন্ দেবতার কোন্ পূজা-প্রক্রিয়া স্বদেশে প্রথম প্রচারিত করে, অধুনা তাহার নির্ণয় হওয়া দুরূহ।

ভিন্নদেশীয় দেবদেবীবিষয়ক পূজাবিধি স্বদেশে প্রচারিত করিবার প্রথা রোমকদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল বটে, কিন্তু তাহাদিগের পরম সম্মান ও গৌরবের বিষয় এই কোন কোন দেশের লোক যেমন মদ্য মাংসাদি বিবিধ উপহার দ্বারা দেবতাগণের পূজা সমাধা করে, রোমকেরা সেরূপ করিত না, প্রত্যুত তাহারা তাদৃশ গর্হিত পূজা প্রক্রিয়ার সাতিশয় দ্বেষ ও ঘৃণা করিত। কেহ তাদৃশ অবজ্ঞেয় জঘন্য পূজাব্যাপার রোমে প্রচলিত করিতে উদ্যত হইলে রোমকেরা বিষম বিপক্ষ হইয়া বিপুলতর প্রযত্ন সহকারে তাহার নিবারণ করিত।

সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাসলেখক পলিবিয়স্ বলেন রোমকদিগের অনুষ্ঠীয়মান প্রায় যাবতীয় বিষয়ই ধর্ম্মসম্বন্ধ ছিল এবং তাহাদিগের ধর্ম্মের প্রতি অতিশয় আস্থা এবং অচলা ভক্তি ছিল। এই উভয় কারণে রোমকদিগের রাজ্যতন্ত্র দীর্ঘকাল অনাকুলিত ও অবিকৃত ছিল।

চতুর্থ অধ্যায়।

টলস হষ্টিলিয়স।

নিউমার মৃত্যুর পর রোমের সিংহাসন শূন্য হইলে সেনেটরেরা পুনর্ব্বার পর্য্যায়ক্রমে স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন। কিন্তু তাঁহারা দীর্ঘকাল রাজত্ব করিতে পারেন নাই। প্রজাগণ এক ব্যক্তির হস্তে সমস্ত রাজ্যভার ন্যস্ত করিবার নিমিত্ত সাতিশয় আগ্রহ করাতে তাঁহারা অবিলম্বে র‍্যামনিস-শ্রেণীস্থ টলস হষ্টিলিয়সকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। টলস দীনগণের প্রতি সাতিশয় সদয় ও স্নেহবান্ ছিলেন। রাজপদ-প্রাপ্তির পর তাঁহার যে সকল ভূমিতে স্বামিত্ব জন্মিল, তিনি তৎসমুদায় ভূমি ভূমিসম্পত্তিবিহীন দীন হীন প্রজাগণকে বিভাগ করিয়া দিলেন। আর যাহারা বাস্তুভূমি ও ভদ্রাসন না থাকাতে সাতিশয় ক্লেশ পাইতেছিল, তাহাদিগকে সিলিয়স নামক শৈলে বাস করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন এবং স্বয়ং তাহাদিগের মধ্যে বাস করিয়া তাহাদিগের অনির্ব্বচনীয় প্রীতি জন্মাইলেন।

টলস সমরে সাতিশয় দুর্দ্ধর্ষ ছিলেন। তাঁহার রণানুরাগ ও রণোৎসাহ আর সমুদায় গুণগ্রামকে অতিক্রম করিয়া সমধিক শোভমান হইয়াছিল। আল্‌বা ও রোম নগরীর লোকেরা পরস্পর দেশলুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইলে টলস আপনার সমরকণ্ডূ বিনোদন ও সাহসিকতা প্রদর্শনের উত্তম সুযোগ প্রাপ্ত হইলেন। পরস্পর অত্যাচারের কথা বিজ্ঞাপন করি-

বার নিমিত্ত উভয় দেশ হইতে উভয় দেশেই দূত প্রেরিত হইল। যুদ্ধ ঘটনা হয় টলসের এরূপ আন্তরিক ইচ্ছা ছিল, কিন্তু লোকের নিকট আপনার ন্যায়পরতা গুণ প্রদর্শন করিবার অভিপ্রায়ে আল্‌বার দূতগণকে পরম সমাদরে গ্রহণ করিলেন এবং নানা সুসমৃদ্ধ ভোজের আয়োজন করিয়া নানা কৌশলে তাহাদিগকে কিয়ৎকাল রোম নগরীতে আটক করিয়া রাখিলেন। এদিকে নিজ দূতগণকে অতি ত্বরায় প্রত্যুত্তর আনয়নের আদেশ করিয়া আল্‌বা নগরীতে পাঠাইয়া দিলেন। রোমীয় দূতগণ নিজ প্রভুর নিদেশানুসারে আল্‌বার অধিপতি কেয়স ক্লুইলিয়সের নিকটে উপস্থিত হইল এবং আল্‌বা নগরীয়েরা রোমকদিগের যে ক্ষতি ও অপকার করিয়াছিল, তাহার প্রতিবিধানের প্রার্থনা জানাইল। ক্লুইলিয়স তাহাদিগের প্রস্তাব একবারেই অগ্রাহ্য করিলেন। দূতগণ অকৃতার্থ হইয়া রোমে ফিরিয়া আসিল। রোমরাজ পূর্ব্বেই অনুমান করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইবে। অধুনা স্বাভীষ্টসিদ্ধি হওয়াতে তিনি নগরমধ্যে সমর-ডিণ্ডিম প্রচার করিয়া দিলেন।

উভয় পক্ষেই যুদ্ধের আয়োজন হইতে লাগিল। আল্‌বার অধীশ্বর সমর-সজ্জা করিয়া রোমের অভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং রোমনগরীর অনতিদূরে সেনা সন্নিবেশ পূর্ব্বক শিবিরের চতুর্দ্দিকে পরিখা খনন করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দিবস পরে শিবিরের মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হইল। আল্‌বা নগরীয়েরা মিটিয়স ফফিশিয়সকে ডিক্‌টেটর পদে অভিষিক্ত করিল।

রোমরাজ পূর্ব্বোক্ত ঘটনায় সাতিশয় প্রোৎসাহিত হইয়া
।পক্ষরাজ্য আক্রমণ করিতে উৎসুক হইলেন এবং সচ্ছন্দে
ক্রশিবিরের সম্মুখ দিয়া সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে বিপক্ষ-
জ্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন। মিটিয়স তদ্দর্শনে অতিশয় ব্যাকুল
ইয়া দ্রুতপদে তাঁহার পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন এবং তাঁহার
হিত সাক্ষাৎকার লাভের বাসনায় এক দূত পাঠাইয়া
লেন। রোমরাজ তাঁহার প্রার্থনা পরিপূরণে সম্মত হইলেন।
নন্তর উভয় পক্ষ ব্যূহ রচনা পূর্ব্বক পরস্পর সম্মুখীন হইলে
ভয় দলের অন্তর্বর্ত্তী অবকাশপ্রদেশে বিজিগীষু নায়কদ্বয়ের
ক্ষাৎকার হইল। মিটিয়স রোমরাজের সহিত সাক্ষাৎ
রিয়া কহিলেন, সকুল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া অনর্থক শোণিত-
ী বাহিত করিবার প্রয়োজন নাই, উভয় দল হইতে
তিপয় ব্যক্তিকে মনোনীত করিয়া মল্লযুদ্ধে প্রবর্ত্তিত করা
ক, যে পক্ষের লোক পরাজিত হইবে সেই পক্ষ পরপক্ষের
ীনতা স্বীকার করিবে, এইরূপ করিলে অনায়াসে বহু
ীব প্রাণ রক্ষা হইতে পারে। মিটিয়সের ঐ বাক্য রোম-
জের সমধিক হৃদয়ঙ্গম হওয়াতে ঐ কথাই অবধারিত হইল।
রোমকদিগের মধ্যে হোবেসিয়াই বলিয়া তিন যমজ ভ্রাতা
া, আল্‌বীয়দিগের মধ্যেও ঐরূপ কিউরেসিয়াই নামে
ন যমজ ভ্রাতা ছিল। তাহাদিগের সকলেরই সমান বল
মান বয়স। ঐ ছয় ব্যক্তি প্রস্তাবিত যুদ্ধের যোদ্ধারূপে
ীত হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। *

উভয় সেনাদল এইরূপে ভাগ্যপরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়া
তিশয় অনুরাগ ও ঔৎসুক্য সহকারে সমরসন্দর্শনে অভি-

নিবিষ্ট হইল। প্রতি আঘাতেই তাহাদিগের চিত্ত চকি
চকিত হইয়া উঠিতে লাগিল। অনধিককাল বিলম্বে কিউরি
সিয়াই নামক তিন ভ্রাতা আহত এবং হোরেসিয়াইদিগে
মধ্যে দুই ব্যক্তি নিহত হইল; মৃতশিষ্ট হোরেসিয়স কে
আঘাতই প্রাপ্ত হয় নাই। সে মনে মনে বিবেচনা করিল শত্র
সমবেত থাকিলে তাহাদিগকে পরাভূত করা কোনরূপে
সহজ নহে কিন্তু পৃথক্ হইলে জয় স্বল্পায়াসে হস্তগত হই
পারে। এই ভাবিয়া সে যেন রণস্থল হইতে ভয়ে পলা
করিতেছে এইরূপ ভান করিয়া পলাইতে আরম্ভ করি
আহত বিপক্ষেরাও ধীরে ধীরে তদনুসরণে প্রবৃত্ত হই
পলায়নাপদেশী হোরেসিয়স তাহাদিগকে পৃথগ ভূত ও পরস
দূরবর্ত্তী দেখিবামাত্র অতিমাত্রবেগে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া একে
ক্রমে তিন জনকেই বধ করিল। এইরূপে জয় লাভ হই
রোমকেরা আনন্দকোলাহল ও সিংহনাদ করিতে লাগি
আল্ বা নগরীয়েরা সাতিশয় ম্রিয়মাণ ও বিষণ্ণ হইয়া রোম
দিগের অধীনতা স্বীকার করিল।

জয়োদ্ধত সেনাগণ সমরবিজয়ী হোরেসিয়সকে অগ্রে করি
প্রফুল্লচিত্তে নগরাভিমুখে চলিল। পুরদ্বারের সন্নিহিত হইয়
হোরেসিয়শের নিজ ভগিনীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। যুদ্ধ
কিউরিয়েসিয়াই নামক সোদরত্রয়ের অন্যতমের সহিত ঐ সী
ম্তিনীর বিবাহসম্বন্ধ স্থির হইয়াছিল। ঐ কামিনী স্বহস্তে প্র
করিয়া এক অপূর্ব্ব পরিচ্ছদ আপন প্রিয়তমকে উপঢৌ
দেয়। সেই উপহারীকৃত পরিচ্ছদ স্বীয় সোদরের স্কন্ধে
অপর জয়লব্ধ দ্রব্যজাতের মধ্যে অবলোকন করিয়া উচ্চৈঃস

াদন করিতে আরম্ভ করিল এবং আপন ভ্রাতাকে যথোচিত
রস্কার করিতে লাগিল। হোরেসিয়স তাদৃশ আনন্দ ও
লকালে তাদৃশ অকল্যাণকর ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণ করিয়া
তিশয় কোপাবিষ্ট হইল এবং তৎক্ষণাৎ করবাল দ্বারা নিজ
গিনীর বক্ষঃস্থলে আঘাত করিয়া তাহার প্রাণবধ করিল।

রোমরাজ অচিরলব্ধ জয়ের তাদৃশ দারুণ দুর্ব্বিপাক দর্শন
রিয়া বিষম সঙ্কটে পতিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন কিরূপে
াদৃশ বীভৎস স্ত্রীহত্যায় উপেক্ষা করিয়া চিত্তকে সুস্থির ও
ম্ভাবিত করিয়া রাখি, আর যে জন এইমাত্র স্বীয় সাহস
বুদ্ধিবলে স্বদেশ রক্ষা করিয়া সর্ব্বজনের সমাদর ও প্রশংসা-
জন হইয়া নগরে আগমন করিয়াছে, আমি কি প্রকারেই
তাহার প্রাণদণ্ডের অনুজ্ঞা প্রদান করি। রোমরাজ
ৎকাল অন্যতর কল্পের অবধারণে অসমর্থ হইয়া সন্দেহ-
লায় দোলায়মান হইতে লাগিলেন। পরিশেষে ন্যায়-
তা সমুদায় চিন্তা অপেক্ষা প্রবল হইয়া উঠিল। তখন
নি দুই প্রাড্বিবাকের উপর ঐ বিষয়ের বিচারভার সমর্পণ
ালেন। তাঁহারা যথাবিধি বিচার করিয়া অপরাধীর প্রাণ-
ণ্ডর আজ্ঞা দিলেন। কিন্তু হোরেসিয়স রাজদণ্ড হইতে
ক্ত পাইবার আশয়ে রোমের নাগরিক লোকদিগের নিকটে
বেদন করিল। তদবদানতোষিত নগরবাসীরা তৎকৃত
াপকার স্মরণ করিয়া তাহাকে মুক্ত করিয়া দিলেন।

আল্‌বানগরীয়েরা রোমকদিগের নিকটে পরাভূত হইলে
াদিগের পরস্পর যে সন্ধি হয় তাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়
া। পরাধীনতার পর দুঃখ আর নাই। আল্‌বা নগরের

লোকেরা রোমের অধীনতা স্বীকার করিয়া মনে মনে অতিশয় অসুখী হইয়াছিল। কিরূপে সেই দুঃসহ পারতন্ত্র্য দুঃখ দূর করিবে, পরাজয়দিনাবধি এই চিন্তাই তাহাদিগের অন্তরে নিরন্তর উদিত হইতে লাগিল। কিন্তু তাহাদিগের এমন ক্ষমতা ছিল না যে, স্বয়ং রোমের বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হইয়া কৃতকার্য্য হইতে পারে। অতএব তাহারা রোমকদিগের সহিত অন্যনগরবাসীদিগের শত্রুভাব জন্মাইয়া গোপনে স্বাভীষ্টসিদ্ধির চেষ্টা করিতে লাগিল। অবিলম্বেই তাহাদিগের অভীষ্টসিদ্ধি হইবার উত্তম অবসর উপস্থিত হইল। পূর্ব্বে রমিউলস ফাইডেনি জয় করিয়া স্বদেশ হইতে লোক লইয়া তাহাদিগকে তথায় নিবেশিত করিয়া যান। ফাইডেনি নগরীর লোকেরা এক্ষণে বিয়াইনগরবাসীদিগের সাহায্যবলদর্পিত হইয়া রমিউলসের নিবেশিত লোকদিগকে তাড়াইয়া দিল। টলস হষ্টিলিয়স বিদ্রোহপ্রবৃত্ত বিপক্ষগণের সমুচিত শাস্তি দিবার মানসে আলবানগরবাসীদিগকে সঙ্গে লইয়া যুদ্ধে যাত্রা করিলেন। বিপক্ষপক্ষদ্বয় রণস্থলে উপস্থিত হইলে পরস্পরের ব্যূহ বিরচিত হইল। রোমকেরা বিয়াই নগরীয়দিগের এবং ফাইডেনির লোকেরা আলবীয়দিগের সম্মুখীন হইয়া রণস্থলে দণ্ডায়মান হইল। কিন্তু আলবার ডিকেটটর মিটীয়স ফফিশিয়স সমরে লিপ্ত হইলেন না। তিনি ক্রমে ক্রমে নিজ সৈনিকগণকে রণস্থল হইতে লইয়া সমীপবর্ত্তী শৈলাভিমুখে গমন করিলেন। তাঁহার মনে মনে এই অভিসন্ধি ছিল, যে পক্ষে জয় হইবে সেই পক্ষ অবলম্বন করিবেন।

রোমরাজ তাদৃশ শঙ্কটের সময়ে তাঁহার ঐপ্রকার আচরণ দখিয়া অতিশয় কুপিত হইয়াও তৎকালে ক্রোধ বেগ সংবরণ করিয়া রাখিলেন এবং পাছে নিজ সৈন্যগণ আলবানগরীয়দিগকে রণস্থল হইতে অপসৃত দেখিয়া ভগ্নোৎসাহ হয়, এই আশঙ্কা করিয়া এই কথা রটাইয়া দিলেন আমি মিটিয়সকে শৈলপ্রদেশে গমন করিতে আদেশ করিয়াছি তাহাতেই তিনি সেখানে গিয়াছেন। এই কথা শ্রুতিপরম্পরা ফাইডেনীনগরীয়দিগের কর্ণগোচর হইলে তাহারা সাতিশয় সঙ্কিত হইল এবং আলবানগরীয়েরা পাছে তাহাদিগের ব্যূহের পার্শ্বভাগ আক্রমণ করে, এই আশঙ্কা করিয়া রণস্থল হইতে পলায়ন করিল। রোমরাজ তাহাদিগের পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া কিয়দ্দূরমাত্র গমন করিলেন এবং মুহূর্ত্তমধ্যে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া দ্বিগুণতর বেগে বিয়াইনগরীয়দিগকে আক্রমণ করিলেন। বিয়াইনগরীয়েরাও রণে ভঙ্গ দিয়া প্রস্থান করিল। পলায়ন কালে তাহাদিগকে টাইবর নদী পার হইতে হইয়াছিল। অধিকাংশ লোকই নদীকূলে খণ্ডখণ্ডীকৃত এবং স্রোতে নিমগ্ন হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।

জয়লক্ষ্মী রোমরাজের অঙ্কগত হইলে পর আলবানগরীয়েরা শৈল হইতে অবতীর্ণ হইল এবং রোমরাজের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া তাঁহার জয়লাভ নিবন্ধন প্রত্যভিনন্দন করিতে লাগিল। রোমরাজ তৎকালে মনের ভাব কথঞ্চিৎ গোপন করিয়া রাখিলেন এবং তাহাদিগকে এই বলিয়া নিমন্ত্রণ করিলেন, কল্য রোমে মহোৎসব হইবে, তোমাদিগের সকলকেই তদ্দর্শনার্থ আগমন করিতে হইবে। এইকথা বলিয়া তিনি

সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে স্বীয়নগরে গমন করিলেন। আল্‌বা-নগরীয়েরাও স্বদেশে প্রতিগমন করিল।

পরদিন প্রাতঃকালে আলবানগরীয় লোকেরা উৎসব দর্শনার্থী হইয়া নিরস্ত্র রোমে গমন করিল। রোমরাজ তাহা-দিগকে আগত দেখিয়া নিজসৈন্যগণকে সঙ্কেত করিলেন। রোমীয় সেনাগণ তৎক্ষণাৎ তাহাদিগের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিল। তখন রোমরাজ এই ঘোষণা করিয়া দিলেন; আলবানগরীয় ডিক্‌টেটর আপৎকালে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কৃতঘ্নের কর্ম্ম করিয়াছেন, অতএব তিনি স্বকৃত দুষ্ক-র্ম্মের সমুচিত প্রতিফল প্রাপ্ত হইবেন। আল্‌বা নগর সমভূমি হইবে এবং তত্রত্য লোকদিগকে রোমে আসিয়া বাস করিতে হইবে। অনতিবিলম্বে তাঁহার নিদেশানুরূপ সমুদয় কার্য্য অনুষ্ঠিত হইল। ঘাতকেরা মিটিয়স ফফিশিয়সকে দুই শকটে-মধ্যে বন্ধন করিয়া শকটদ্বয় ভিন্ন ভিন্ন দিকে চালাইয়া দিল; তাঁহার শরীর বিভাগ হইয়া গেল। রোমরাজের প্রেরিত সেনাগণ আলবায় গমন করিয়া দেবালয় ব্যতীত সমুদায় গৃহ ভূমিসাৎ করিল। আবাসবিহীন নাগরিক লোকেরা হতাশ হইয়া রোমে আসিয়া বাস করিতে লাগিল।

আলবানগর উৎসন্ন হইলে পর যে সমস্ত লোক তথা হইতে রোমে গমন করে, রোমরাজ তাহাদিগকে সিলিয়ন শৈলে বাস করিবার অনুমতি দিলেন। আলবানগরীয় বিশিষ্ট ও সম্ভ্রান্ত লোকেরা রোমের প্রকৃত নাগরিক লোক-দিগের সহিত মিলিত হইল। আলবানগরীয় সামান্য লোকেরা স্বতন্ত্র রহিল, ইহারাই রোমীয় প্লিবীয়দলের মূ

রণ। আলবানগরীর লোকেরা রোমে আসিয়া বাস করাতে জাসংখ্যা বৃদ্ধি হয়, তাহাতে টলসের অধিকারসময়ে রোমের শ্ব ও পদাতি সেনা প্রভৃতি সমুদায় বিষয়েরই বৃদ্ধি ইয়াছিল।

আলবা উন্মূলিত হইবার কিয়ৎকাল পরে রোমক ও সবাইনীয় এই উভয় জাতির পরস্পরের দোষে এক যুদ্ধ পস্থিত হয়। বিয়াইনগরীয় কতকগুলি লোক পূর্ব্ব বৈর রণ করিয়া রোমের বিপক্ষ হইয়া সেবাইনীয়দিগের সহিত লিত হইল। রোমরাজ যুদ্ধার্থী হইয়া সৈন্যগণ সমভি- ্যাহারে প্রথমে শত্রুর দেশ আক্রমণ করিলেন। অনন্তর ভয় দলে তুমুল সংগ্রাম হইল। সংগ্রামস্থলে সেবাইনীয়েরা স্পূর্ণরূপে পরাভূত হইল।

আলবানগরীয়দিগের সৌভাগ্যসময়ে সমুদায় ল্যাটিন াতির উপরে উহাদিগের অবিসংবাদিত প্রাধান্য ছিল। লবাবিনাশের সপ্তদশ বৎসর পরে টলস হষ্টিলিয়স সেই াধান্য লাভের চেষ্টা করেন, কিন্তু ল্যাটিনজাতীয়েরা াহাকে প্রাধান্য পদ প্রদান করিতে অসম্মত হইল। ইহাতে ামক ও ল্যাটিন এই উভয় জাতির পরস্পর বিচ্ছেদ হও- াতে যুদ্ধ উপস্থিত হয়। ঐ যুদ্ধ পাঁচ বৎসর কাল থাকে। ই ব্যাপককাল কেবল পরস্পরের নগরবিলুণ্ঠনেই পর্য্যবসিত ইয়াছিল। রোমরাজ ঐ কালের মধ্যে মেডলিয়া ভিন্ন শত্রু- ক্ষীয় অন্য কোন নগর হস্তগত করিতে পারেন নাই। রিশেষে উভয় জাতিই সমরখিন্ন ও অবসন্ন হইয়া সন্ধিরূপ লিলসেক দ্বারা সমরানল নির্ব্বাণ করিল।

যুদ্ধবিদ্যায় টলসের অতিশয় নৈপুণ্য ছিল। তিনি যে যে যুদ্ধে হস্তার্পণ করেন তাহার কোন যুদ্ধেই কখন অপ্রতিভ ও অকৃতার্থ হন নাই। যুদ্ধকার্য্যেই তাঁহার সমুদয় সময় পর্য্যবসিত হয়। তাঁহার অধিকারকালে দেবগণের আরাধনা ও পূজা-বিধি নিতান্ত উপেক্ষিত হইয়াছিল। তাহাতে দেবগণ তাঁহার প্রতি অতিবিরূপ ও সাতিশয় কুপিত হন। দেবগণের কোপসূচক নানা ঔৎপাতিক চিহ্ন রাজ্যমধ্যে প্রতিদিন প্রকাশ পাইতে লাগিল। একদা আলবীয় পর্ব্বতে বিজাতীয় শিলাবৃষ্টি হইল। তাদৃশ অদ্ভুত করকা বর্ষণ কখন কাহারও নয়নগোচর হয় নাই। এই ঘটনায় কিছু দিন পরে নগর-মধ্যে অতিশয় মারীভয় উপস্থিত হইল। এই সমস্ত কারণে প্রজাগণ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও বিমনায়মান হইল। রাজারও দিন দিন স্বাস্থ্য ও উৎসাহ ভঙ্গ হইতে লাগিল।

রোমরাজ পরিশেষে দেবগণের কোপোপশমনকামনায় দৈব কর্ম্মের অনুষ্ঠানে মনোনিবেশ করিলেন। প্রজাগণও তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া স্বস্ত্যয়ন শান্তি প্রভৃতি নানাপুণ্যক্রিয়ার অনুষ্ঠান আরম্ভ করিল। কিন্তু দেবগণ কোনরূপেই প্রসন্ন হইলেন না। রোমরাজ অতঃপর নিউমা-প্রদর্শিত রীতিক্রমে জুপিটরের প্রসাদনে প্রবৃত্ত হইলেন। নিউমা ধর্ম্ম সংক্রান্ত যে সমস্ত পুস্তক রাখিয়া যান টলস তাহা পাঠ করিলেন এবং নিউমা জুপিটরকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত যে যে ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতেন, টলস এক বিজন প্রদেশে গমন করিয়া তন্মনস্ক ও সমাহিত হইয়া সেই ক্রিয়ার অনুষ্ঠান আরম্ভ করিলেন। কিন্তু অনুষ্ঠীয়মান ক্রিয়ার অঙ্গ

বিকল অথবা মন্ত্র পাঠের ব্যতিক্রম হওয়াতে জুপিটর ক্রুদ্ধ
ইয়া বিদ্যুদগ্নি দ্বারা তাঁহাকে গৃহজন সহিত ভস্মাবশেষ করি-
লন। খৃষ্টের পূর্ব্ব ৬৭২ অব্দে টলসের রাজত্ব আরম্ভ হয়।
াত্রিংশৎবর্ষ রাজত্বের পর ৬৪১ অব্দে তিনি নিহত হন।

টলস হষ্টিলিয়সের বৃত্তান্ত ও কবিগণ বর্ণিত বৃত্তান্ত প্রায়ই
াপাখ্যানদোষে দূষিত হইয়া থাকে। অতএব টলসের
ত্তান্তও যে উপাখ্যানদোষে দূষিত হইবে তাহা আশ্চর্য্য নহে।
বিগণের রীতি এই তাঁহারা শ্রোতৃগণের চিত্ত চমৎকৃত করি-
ার উদ্দেশে অলীক বর্ণনা করিয়া থাকেন। কোন কোন কবি
দৃষ্ট ও অশ্রুতপূর্ব্ব বিষয় সকল মনঃকল্পিত করিয়া বর্ণনা
বেন। আর কেহ কেহ একটী মূল বৃত্তান্ত লইয়া তাহাতে
াঙ্গ প্রত্যঙ্গ যোজিত করিয়া এবং নানাপ্রকার অলঙ্কার দিয়া
র্ণনা করেন যে শেষে সেই প্রকৃত বিষয়ও অসত্যরূপে প্রতীয়-
ান হইতে থাকে।

অতএব টলসের উপাখ্যানলেখক কবিগণ জুপিটরের
ক্রোধে টলসের প্রাণবধের বৃত্তান্ত লিখিবেন আশ্চর্য্য কি।
াস্তবিক বিবেচনা করিয়া দেখিলে বিদ্যুৎপাত দ্বারা টলসের
ত্যু ঘটনা হওয়া অসম্ভাবিত নহে। কিন্তু কবিগণ তাঁহার
াণবৃত্তান্ত যেরূপ বর্ণন করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার প্রকৃত
রণ বৃত্তান্তও সন্দেহাস্পদ হইয়া উঠিয়াছে। যাহা হউক,
লসের মৃত্যু, কিউরিয়েসিয়াই ও হোরেসিয়াইদিগের মল্লযুদ্ধ
বং আলবানগরবিনাশ, এই তিনটী ভিন্ন টলসের বিষয়ে
া সমস্ত বিত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে তত্তাবৎ প্রকৃত ইতিহাস-
াহ্য প্রামাণিক বৃত্তান্ত বলিয়া প্রতীতি হয় সন্দেহ নাই।

রোমকেরা আলবা নগর উৎসাদিত করে বলিয়া উপাখ্যানে উল্লিখিত হইয়াছে। এই বৃত্তান্ত যথার্থ হইলে ইটালিদেশপ্রচলিতনিয়মানুসারে ঐ নগরে রোমকদিগের স্বামিত্ব লাভ হইত। লিবি লিখিয়াছেন, ঐ নগর বহুকাল পর্য্যন্ত ল্যাটিনদিগের অধিকৃত ছিল। অতএব অনুমান হইতেছে হয় ল্যাটিন ও রোমক এই উভয় জাতি মিলিত হইয়া আলবা নগর বিনাশ পূর্ব্বক তদধিকৃত প্রদেশ সকল আপনারা অংশ করিয়া লইয়াছিল এবং রোমকেরা আলবানগরীয়দিগকে রোমে আনিয়া বাস করাইয়াছিল, অথবা ল্যাটিনজাতীয়েরাই কেবল আলবা নগর সমুৎসাদিত করিয়াছিল। উৎসাদনকালে যে সমস্ত লোক শরণার্থী হইয়া রোমে গমন করে টলস তাহাদিগকে আশ্রয় দেন। যে সমুৎসাদিত করুক, আলবা নগর যে উৎসাদিত হইয়াছিল তদ্বিষয়ে কোন সংশয় নাই। কিন্তু তৎসংক্রান্ত আর আর যাবতীয় বৃত্তান্ত অলীক ও অশ্রদ্ধেয়।

পঞ্চম অধ্যায়।

আঙ্কস মার্সস।

টলস হষ্টীলিয়স নিরন্তকাল কেবল সমরে ব্যাপিত থাকিয়া সমুদায় সময় অতিবাহিত করেন, ধর্ম্মকর্ম্মে তাঁহার মনোনিবেশ না থাকাতেই রাজ্যের যাবতীয় অমঙ্গল ঘটনা হইয়াছে। এইপ্রকার সংস্কার প্রজাগণের হৃদয়ে বদ্ধমূল হওয়াতে তাহারা টলসের লোকান্তরগমনের পর তৎপদে ধার্ম্মিক

াখিয়া এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে অভিলাষী হইল এবং
উমা পম্পিলিয়সের দৌহিত্র পরম ধার্ম্মিক মার্সনকে রাজ্যে
ভিষিক্ত করিল। আঙ্কস রাজাসনে আসীন হইয়াই স্বীয়
তামহের দৃষ্টান্তানুসারে বিলুপ্তপ্রায় ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান
গরমধ্যে পুনঃ প্রচারিত করিতে যত্নবান হইলেন।

আঙ্কস মার্সস কেবল যে ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন এরূপ নহে,
ার্য্য ও সাহস গুণ দ্বারাও অলঙ্কৃত ছিলেন। ল্যাটীনজাতীয়েরা
র্ব্বে টলসের প্রতাপাধনত হইয়া তাঁহার সহিত সন্ধি বন্ধন
রে। আঙ্কস মার্সস রাজ্যাভিষিক্ত হইলে পর তাঁহার
াম ও শান্ত স্বভাব দর্শন করিয়া তাহারা মনে করিল, যদি
ামরা এক্ষণে রোমকদিগের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হই, তাহা
ইলে নিঃসংশয় জয়লাভ করিতে পারিব। এই মনে ভাবিয়া
াহারা রোমের অধিকৃত জনপদ আক্রমণ করিয়া বিস্তর ক্ষতি
রিল। রোমরাজ সেই শত্রুকৃত অপকারের প্রতীকার-
ার্থনায় ল্যাটিনদিগের নিকটে দূত প্রেরণ করিলেন। তাহারা
র্বিত বচনে তৎকৃত প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিল। রোমরাজ
াহাদিগের তাদৃশ ব্যবহার দর্শনে অত্যন্ত বিরক্ত ও কুপিত
ইয়া নগরমধ্যে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া দিলেন এবং বৈরনির্যা-
নের সঙ্কল্প করিয়া সমরসাগরে অবতীর্ণ হইলেন। বোধ
। ল্যাটিনজাতীয়েরা প্রথমে ঐকমত্য অবলম্বন পূর্ব্বক
ংগ্রামে প্রবৃত্ত হয় নাই। তাহাতেই রোমরাজ অনায়াসে
পিটোরিয়ম, টেলিনি এবং ফাইকানা এই নগরত্রয় অধিকার
রিয়া লইলেন এবং তত্রত্য লোকদিগকে বন্দীকৃত করিয়া
ামে লইয়া গেলেন। আঙ্কস সেই বন্দীকৃত ব্যক্তিদিগকে

আবেণ্টাইন পর্ব্বতে বাস করিবার অনুজ্ঞা দিলেন। ল্যাটিন-জাতীয়েরা অবশেষে ঐকমত্য অবলম্বন করিয়া মেডল্লিয়ার অনতিদূরে সমবেত হইল এবং প্রাণপণে রোমকদিগের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল। রণস্থলে উভয় পক্ষই কিয়ৎকাল বিপুল তর পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছিল। পরিশেষে রোমরাজ সম বিজয়ী হইলেন এবং যুদ্ধস্থলে বিস্তর লুণ্ঠিত দ্রব্য প্রাপ্ত হই রোমে প্রতিগমন করিলেন। এ যুদ্ধেও ল্যাটিনজাতীয় বহু সহস্র লোক বন্দীকৃত হইয়া রোমে আনীত হয়। রোমরা উহাদিগের সকলকেই আবেণ্টাইন ও প্যালাটাইন এই উভ পর্ব্বতের মধ্যস্থলে বাস করিবার আদেশ করিলেন।

আঙ্কস মার্সস জেনিকিউলম পর্ব্বতে এক দুর্গ নির্ম্মা করেন এবং টাইবর নদীর উপর এক দারুময় সেতু নির্ম্মা করিয়া ঐ পর্ব্বতের সহিত রোম নগরের যোগ করিয়া দেন জলনির্গমের পথ না থাকাতে নগরের নিম্নতম প্রদেশ সক বর্ষাকালে জলে প্লাবিত হইত, তন্নিবন্ধন প্রজাগণের বিস্ত ক্ষতি হইত। আঙ্কস সেই অনিষ্ট নিবারণ নিমিত্ত টাইব নদী পর্য্যন্ত এক পয়ঃপ্রণালী নির্ম্মাণ করেন।

লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইলে প্রায়ই কুকর্ম্মের বৃদ্ধি হয় আঙ্কসের অধিকারকালে রোমে লোকারণ্য হওয়াতে দিন দি কুক্রিয়ার আত্যন্তিক প্রাদুর্ভাব হইতে লাগিল। দুষ্টের দম ও শিষ্টের পালন রাজার পরম ধর্ম্ম বিবেচনা করিয়া রোমরা দুষ্টের দণ্ড বিধান নিমিত্ত ফোরমের আসন্নতরবর্ত্তী শৈলে পার্শ্বদেশে এক কারাগার নির্ম্মাণ করিলেন।

আঙ্কস মার্স টাইবরনদীমুখে অষ্টিয়া নামে এক নগর
বেশিত করেন এবং সেই নবোপনিবেশিত নগরের সন্নিকটে
ণের কারখানা করিয়া ভূরি কর লাভ করেন। আঙ্কস এই-
প রাজ্যের হিতচিন্তায় অবিরত রত থাকিয়াও নিজ বাহুবলে
মের চতুর্দ্দিকে স্বকীয় রাজ্য বহুদূর বিস্তারিত করিয়া-
লেন। বিয়াইনগরীয়দিগের অধিকৃত এক প্রদেশ তাঁহার
গত হওয়াতে রোমরাজ্য সমুদ্র তীর পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয়।
আঙ্কস ধর্ম্মচিন্তার অবিরোধে রাজধর্ম্মানুসারে যথাবিধি
জাপালন পূর্ব্বক রোমের সৌভাগ্য, সীমা ও মহিমা বৃদ্ধি
রিয়া চতুর্ব্বিংশতি বৎসর রাজত্বের পর কালধর্ম্ম প্রাপ্ত হন।
নি রোমের ভূতপূর্ব্ব রাজগণ অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন
লেন না। খৃষ্টের পূর্ব্ব ৬৪০ অব্দে তাঁহার রাজত্ব আরম্ভ
এবং ৬১৭ অব্দে রাজত্ব শেষ হয়।

আঙ্কস মার্স ল্যাটিনদিগকে পরাস্ত করিয়া তাহাদিগের
হইতে যে সমস্ত নগর স্ববশে আনয়ন করেন, তত্রত্য
কেরা রোমে আনীত হয় উপাখ্যানে এতাবন্মাত্র সামা-
কারে উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু উক্ত ভূপতি স্ববশ প্রাপ্ত
ট ল্যাটিন নগর একবারে সমুৎসাদিত ও লোকশূন্য
ধ্য প্রায় করিয়া তত্রত্য তাবৎ প্রজাকে রোমে আনয়ন
বন কি সেই নগর হইতে কেবল কতকগুলি লোক
য়া রোমে বাস করান এ বিষয় বিষদরূপে বর্ণিত হয় নাই।
ভসহকারে বিবেচনা করিয়া দেখিলে কোনরূপে এরূপ
ধ হয় না যে ল্যাটিনদিগের যে যে নগর রোমের পরাধী-
। স্বীকার করে, তত্তৎ নগরের তাবৎ লোকই রোমে

আনীত হইয়াছিল; কারণ রোমরাজ আগত ল্যাটিনদিগের বাসের নিমিত্ত যে স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন সে স্থান এত প্রশস্ত নহে যে তথায় অসংখ্য লোকের বাসসমাবেশ হইতে পারে; আর জয়লব্ধ দেশের উপর জেতৃগণের স্বামিত্ব জন্মিবার ইটালিদেশসাধারণে যে নিয়ম প্রচলিত ছিল, সেই নিয়মের বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলেও এই কথা সপ্রমাণ হয়। সে নিয়ম এই, জয়ার্জ্জিত জনপদের উপর রোমকদিগের সম্পূর্ণ স্বামিত্ব লাভ হইত। সেই সম্পত্তীভূত দেশকে এজর পব্লিকস্ বলিত। এজর পবলিকস্ অংশত্রয়ে বিভাজিত হইত। এক অংশ লোকনিবেশনের উদ্দেশে অবস্থাপিত হইত, দ্বিতীয় অংশ পূর্ব্ব-স্বামীদিগকে প্রদত্ত হইত এবং তৃতীয় অংশ তৎকালে অনধিকৃত থাকিত। সেই অনধিকৃত অংশ রোমের নাগরিক লোকদিগকে বিভাগ করিয়া দেওয়া হইত অথবা কেহ কৃষিকার্য্য কিংবা পশুযূথ চারণার্থ সেই অংশ গ্রহণ করিতে চাহিলে সে যৎ-সামান্য কর প্রদান করিলেই ঔপাধিক স্বামিত্ব লাভ করিয় সেই অংশ ভোগ করিতে পারিত। এই নিয়ম দ্বারা স্পষ্ট বোধ হইতেছে, পরাজিত লোকেরা পূর্ব্বাধিকার হইতে একে-বারে নিরাকৃত না হইয়া জেতৃগণপ্রসাদলব্ধ কিয়দংশ ভূমির অধিকারী থাকিয়া সেই ভূমির কৃষিকার্য্য নির্ব্বাহ করিত; কিন্তু স্বদেশে অবস্থান ব্যতিরেকে সেই ভূমির কৃষিকার্য্য নির্ব্বাহ করা কোন ক্রমেই সহজ নহে। অতএব অনুমান হইতেছে রোমকেরা ল্যাটিনদিগের অধিকৃত যে যে নগর জয় করিয় লয়, সেই সেই নগরের যাবতীয় লোক একেবারে স্বদে পরিত্যাগ করিয়া রোমে আগমন করে নাই। তাহা হইতে

তাহাদিগের অনেকের পক্ষেই তত দূর হইতে স্বামিপ্রসাদলব্ধ স্বদেশাবস্থিত ভূমির কৃষিকার্য্য নির্ব্বাহ করা নিতান্ত দুঃসাধ্য হইয়া উঠিত। যে সকল লোক স্বেচ্ছা পূর্ব্বক স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া রোমে আসিয়াছিল, রোমরাজ তাহাদিগকেই কেবল সিলিয়স ও আবেণ্টাইন পর্ব্বতে এবং আবেণ্টাইন ও প্যালাটাইন পর্ব্বতের উপত্যকায় বাস করিবার অনুমতি দেন।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে রমিউলসের অধিকারকালে রোমকেরা প্রথমে শ্রেণীত্রয়ে বিভাজিত হইয়া পশ্চাৎ ত্রিশ কিউরিয়ায় বিভক্ত হয়। সেই ত্রিশ কিউরিয়ার অন্তঃপাতী ব্যক্তিরাই রোমের প্রকৃত নাগরিক লোক। উহাদিগকে পেট্রিসীয় কহিত। টলস হষ্টিলিয়সের অধিকারকালে আলবা-নগরীয় যে সমস্ত লোক রোমে আনীত হয়, তাহাদিগের মধ্যে ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত লোকেরা রোমীয় পেট্রিসীয় দলের অন্তর্নিবে-শিত হয়, তদিতর সামান্য লোকেরা পেট্রিসীয় দলে প্রবিষ্ট হইতে না পারিয়া স্বতন্ত্র থাকে। পরে আঙ্কস মার্সিয়সের রাজত্ব-সময়ে ল্যাটিনজাতীয় যে সমস্ত লোক রোমে আসিয়া বাস করে তাহারাও পেট্রিসীয় দলে প্রবিষ্ট হইতে না পারিয়া স্বতন্ত্র রহিল। এই উভয়বিধ লোক প্লিবীয় সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়।

প্লিবীয় দলের নিদান নির্ণয় করে রোমীয় ইতিহাসলেখক লিবি ও ডাইয়োনিয়সের বিষম ভ্রম জন্মিয়াছিল। তাঁহারা অনুমান করেন, রমিউলসের সময়েও রোমে প্রধান ও নিকৃষ্ট দ্বিবিধ লোক ছিল, সেই নিকৃষ্ট লোকেরাই প্লিবীয় নাম দ্বারা নির্দ্দেশিত হইত। ফলতঃ তাঁহারা প্লিবীয় দলের নিদান

নির্ণয় করিতে পারেন নাই। যাহা হউক প্লিবিয়দলের নিদান নির্ণয়ের ন্যায় রোমীয় ইতিহাসবিষয়ক আর আর অনেক বিষয়ও বহুকালাবধি অজ্ঞানতিমির দ্বারা আচ্ছন্ন ছিল। পরম প্রজ্ঞাবান নাইবুর প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের ন্যায় এই ভূমণ্ডলে উদি হইলে সেই অজ্ঞানান্ধকার দূরীকৃত হয় এবং অবিদিতপূর্ব বিষয় সকল প্রকাশিত হইয়া পড়ে। নাইবুর বলেন রোমক দিগের বিজিত ল্যাটিন ও আলবা নগরীয় যে সমস্ত লো রোমে আসিয়া বাস করে, তাহারাই রোমের প্রাথমিত প্লিবী পেট্রিসীয়দিগের অপেক্ষা প্লিবীয়দিগের বিলক্ষণ দল পু ছিল। প্লিবীয়দিগের দলে অসংখ্য লোক সমাবেশিত থাকা উহারাই রোমীয় সেনার প্রধান অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত ছিল উহারা যুদ্ধকালে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াও রোমের শ্রেয়ঃসা করিত। এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্লিবীয়ে পেট্রিসীয় অপেক্ষা ন্যূন ও নিকৃষ্ট নহে। কিন্তু বিজি বলিয়া উহাদিগের দুর্ভাগ্যের পরিসীমা ছিল না। পেট্রি সীয়েরা উহাদিগকে নিকৃষ্ট বোধে অতিশয় অবজ্ঞা করিত এব রাজকীয় কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে দিত না।

রোমীয়রাজ্যতন্ত্রসংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়েই পেট্রিসী দিগের সমধিক প্রগল্‌ভতা ছিল। রাজা তাহাদিগের ম নিরপেক্ষ হইয়া কোন কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেন না পেট্রিসীয়েরাই সেনেটের সভ্য ও প্রাড্‌বিবাকের পদে অধি ষ্ঠিত হইত। প্লিবীয়েরা তত্তৎবিষয়ে সম্পূর্ণরূপে নিরা ছিল। পেট্রিসীয় ও প্লিবীয় ইহাদিগের পরস্পর ক আদন প্রদান প্রথা প্রচলিত ছিল না।

প্লিবীয়েরা যে যে বিষয়ে অনধীকৃত ছিল, তাহার অন্যতম
ন বিষয়ের অধিকারলাভের বাসনা করিলে পেট্রিসীয়েরা
ল বিপক্ষ হইয়া তাহাদিগকে অভীষ্ট সিদ্ধি করিতে দিত
। ফলতঃ প্লিবীয়েরা দীর্ঘকাল পেট্রিসীয়দিগের অত্যা-
সহ্য করিয়াছিল। শেষে তাহারা সমকক্ষতা লাভের
কাঙ্ক্ষায় পেট্রিসীয়দিগের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হয়। ঐ
রাধানল প্রবল জ্বালা সহকারে বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত রোমে
লিত ছিল। পেট্রিসীয়েরা অবশেষে অবসন্ন হইয়া পড়ে
প্লিবীয়দিগের অভিপ্রেতসিদ্ধি হয়। প্লিবীয়েরা পূর্ব্বে
ছিল, পরেই বা কি হইয়াছিল, আনুপূর্ব্বিক এই বৃত্তান্ত
করিলে অনায়াসে বোধ হয়, মানুষ যত্নবান হইলেই
নার অতিনিকৃষ্ট অবস্থা পরিবর্ত্তিত করিয়া উৎকৃষ্ট অবস্থা
হোন্নতি লাভ করিতে পারে।

পেট্রিসীয় ও প্লিবীয় এই উভয় দলের পরস্পর বিরোধই
মর ভাবী মহত্ত্বলাভের বীজস্বরূপ। পেট্রিসীয়েরা
দিগকে পর্য্যুদস্ত করিয়া রাখিবার যত চেষ্টা পাইতেছিল,
উহাদিগের উৎসাহবৃদ্ধি হয় এবং সেই সূত্রে রোমের
কাব বহু কুনীতি, কুপ্রথা ও কুৎসিত নিয়ম পরিবর্ত্তিত
যায়। প্লিবীয়েরা পূর্ব্বে যে যে বিষয়ে বঞ্চিত ছিল,
ক্রমে তত্তাবৎ বিষয়ে তাহাদিগের অধিকার জন্মে এবং
াদিগের অবস্থা পরিবর্ত্ত সহকারে দিন দিন শৌর্য্য ও
গুণের সম্যক্ উন্মেষ হয়। তাহারা শেষে সমরে দুর্জ্জয়
উঠিয়াছিল। তাহাদিগের সাহসগুণেই রোমের অধি-
বহুদূর বিস্তারিত হয়।

যে প্লিবীয়দলের শৌর্য্য ও সাহস গুণে রোমের এত সৌভা
ও শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল, টলস হষ্টিলিয়স ও আঙ্কস মার্সসের অ
কারকালে সেই দলের সমবস্থান হয়। অতএব টলসহষ্টিলি
ও আঙ্কসমার্সসের অধিকারকাল অবধি রোমকদিগে
সৌভাগ্যের উদয় হইতে আরম্ভ হয়। প্লিবীয়েরা আঙ্ক
মার্সসকে আপনাদিগের দলের আদি স্থাপয়িতা ও ব্যবস্থ
পয়িতা বলিয়া সাতিশয় ভক্তি করিত।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

টাকুইনিয়স প্রিস্কস।

লিউকমো নামে এক ব্যক্তি আঙ্কসমার্সসের অধিকা
কালে রোমে আসিয়া বাস করেন। ঐ আগন্তুক ব্যক্তি
পিতার নাম ডিমারেটস। ডিমারেটস গ্রীসদেশীয় লোক
করিস্থ নগর তাঁহার জন্মভূমি। করিস্থনগরীয় প্রধান র
পুরুষ সিপ্‌লিয়সের সহিত তাঁহার অত্যন্ত শত্রুতা হওয়
তাঁহাকে দেশত্যাগ করিতে হইয়াছিল। তিনি স্বদেশ পরিত
পূর্ব্বক ইট্রুউরিয়া দেশে গমন করিয়া টাকুইনিয়াই নগরে
করেন।

ডিমারেটসের ইট্রুউরিয়াদেশীয় এক কামিনীর সা
বিবাহ হয়। তাহার গর্ভে লিউকমো ও আরন্‌স নামে
পুত্র জন্মে। আরন্‌স পিতৃসত্ত্বেই লোকান্তর গমন করে
অতএব পিতার পরলোকযাত্রার পর লিউকমো সমু
পৈতৃক বিষয়ের অধিকারী হইলেন। লিউকমো স্বভা

রাকাঙ্ক্ষাপরবশ ও দুষ্কর কর্ম্মে অগ্রসর ছিলেন। তিনি
্যানাকুইলনাম্নী এক কামিনীর পাণিগ্রহণ করেন। ট্যানা-
ইলও তাঁহার মত মহত্বলাভে লোলুপ ছিলেন। টার্কুইনি-
াই নগরীয়েরা লিউকমোকে আগন্তুক ও আধুনিক বলিয়া
অবজ্ঞা ও অনাদর করিত। তদ্দর্শনে ট্যানাকুইল সাতিশয়
ক্ষুব্ধ হইতে লাগিলেন। সেই মনঃক্ষোভ দূরীকৃত করিবার
াশয়ে রোমে গমন ও তথায় বাস করিবার অভিলাষ করিয়া
স্বামীর নিকটে আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। লিউকমোও
ঃবাক্যে অনুমোদন করিয়া রোমে গমনের উপক্রম করিলেন।

অনন্তর উভয়ে এক শকটে আরোহণ করিয়া রোমে যাত্রা
করিলেন। জেনিকিউলম পর্ব্বতে উপস্থিত হইবামাত্র এক
াধ্র সহসা আসিয়া লিউকমোর মস্তক হইতে টুপি তুলিয়া
লইল। পক্ষী ক্ষণকালমধ্যে চক্ষুর অগোচর হইল এবং
দ্রুতবেগে পুনরাগমন করিয়া টুপি যথাস্থানে সন্নিবেশিত
করিল। ট্যানাকুইল শুভাশুভ শকুনসন্দর্শন করিয়া ভাবী
শুভাশুভ বুঝিতে পারিতেন। তিনি ঐ শুভ চিহ্ন দর্শন
করিয়া সাতিশয় হর্ষিত হইলেন এবং স্বামীকে সম্বোধন করিয়া
কহিলেন, এই শুভলক্ষণদ্বারা বিলক্ষণ বোধ হইতেছে তুমি
পরিণামে পরম যশোভাজন হইয়া উচ্চপদে আরূঢ় হইবে।
অনন্তর উভয়ে রোমে উপস্থিত হইলেন। রোমকেরা অতিশয়
সমাদর করিয়া তাঁহাদিগকে বাসস্থান প্রদান করিল। তাঁহারা
তথায় পরমানন্দে বাস করিতে লাগিলেন।

অন্যান্য দেশের ন্যায় রোমে উদাসীন ও আগন্তুক ব্যক্তি-
দিগের প্রতি অনাদর কিংবা বিদ্বেষ ছিল না। লিউকমো

তথায় সবিশেষ সম্মানলাভ করিয়া পেট্রিসীয়দলপ্রবি হইলেন। ঐ সময়ে তাঁহার পূর্ব্বনাম পরিবর্ত্ত হইল। তি লুসিয়সটার্কুইনিয়সপ্রিস্কস নামে বিখ্যাত হইলেন। তাঁহা অতুল ঐশ্বর্য্য, অসাধারণ বিনয়, শিষ্টাচার ও অমায়িকভা দর্শন করিয়া সকলেই অতিশয় চমৎকৃত ও বিমোহিত হইল ফলতঃ তিনি অল্পকালমধ্যেই সকল লোকের প্রণয়ভাজ হইয়া উঠিলেন।

সর্ব্বজনগীয়মান তাঁহার যশোগান ক্রমে ক্রমে ভূপতি কর্ণগোচর হইল। রাজা তাঁহাকে আপনার নিকটে আনাই তাঁহার সহিত বন্ধুতা করিলেন। লুসিয়সটার্কুইনিয়স অতি শয় সাহসী এবং রাজকার্য্যে বিলক্ষণ দক্ষ ছিলেন। তন্নিবন্ধন রাজা তাঁহার অতিশয় গৌরব করিতেন। কোন গুরুতর কার্য্য উপস্থিত হইলে তাঁহার পরামর্শ না লইয়া সে কার্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না। মৃত্যুকালে তাঁহার উপর আপ অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্রদ্বয় রক্ষার ভার সমর্পণ করিয়া যান। কি আঙ্কসের মৃত্যুর পর টার্কুইনিয়স স্বয়ং রাজ্যেশ্বর হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। রাজনিয়োগের দিবস নির্ণীত হইল। আঙ্কসমার্সের পুত্রেরা সন্নিহিত থাকিলে পাছে স্বাভীষ্ট সিদ্ধির ব্যাঘাত জন্মে, এই ভয়ে টার্কুনিয়স কৌশল করিয়া তাহাদিগকে মৃগয়ায় পাঠাইয়া দিলেন। অনন্তর স্বয়ং রাজ্যার্থী হইয়া ফোরমে উপস্থিত হইলেন এবং নানাবিধ প্রলোভন বাক্যে সকলকে বিমোহিত করিয়া অবিবাদে রাজা হইলেন

টার্কুইনিয়সপ্রিস্কস সিংহাসনে আরোহণ করিয়া রাজা সংক্রান্ত যেসকল বিষয়ের পরিবর্ত্ত করেন তৎসমুদায় পশ্চা

উল্লিখিত হইবে, অগ্রে তাঁহার যুদ্ধবৃত্তান্ত বর্ণিত হইতেছে। ল্যাটিনজাতীয়েরাই প্রথমে তাঁহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল এবং প্রাণপণে যুদ্ধ করিল। কিন্তু যুদ্ধে কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। টার্কুইনিয়স তাহাদিগের অধিকৃত এপিয়োলি নগর আক্রমণপূর্ব্বক অধিকার করিয়া লইলেন এবং রণস্থলে বিস্তর লুণ্ঠিত দ্রব্য প্রাপ্ত হইলেন। রোমরাজ সমর হইতে প্রত্যাগত হইয়া প্রজাগণের চিত্তরঞ্জনার্থ নগরমধ্যে নানাবিধ ক্রীড়াকৌতুকাদি প্রদর্শনের আদেশ করিয়া দিলেন। ঐ কৌতুককর ব্যাপার উপলক্ষে তিনি যেরূপ সমারোহ করিয়াছিলেন, পূর্ব্বরাজগণ কখন সেপ্রকার সমারোহ করেন নাই তিনি ক্রীড়াকৌতুকাদি প্রদর্শনার্থ সর্কসম্যাক্সিমস নামে এক স্বতন্ত্র স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। প্রতি বৎসর সেই স্থানে ক্রীড়াকৌতুকাদি প্রদর্শিত হইত।

রোমরাজ রোমনগরীর চতুর্দ্দিকে এক প্রস্তরময়-প্রাচীরবেষ্টনের সঙ্কল্প করিয়া তন্নির্ম্মাণের উপক্রম করিলেন। কিন্তু সেবাইনীয়দিগের সহিত সহসা যুদ্ধ উপস্থিত হওয়াতে তাঁহার সেই মনোরথসিদ্ধির ব্যাঘাত জন্মিল। সেবাইনীয়েরা এনিয়ানদী পার হইয়া তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিল। তিনি প্রথমে তাহাদিগকে স্বরাষ্ট্র হইতে দূরীকৃত করিয়া দিলেন। তাহারা স্বশিবিরে প্রবিষ্ট হইল। অনন্তর রোমরাজ অশ্বারোহ সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া পুনর্ব্বার সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। সেনাগণের অসীম সাহস ও তাঁহার যুদ্ধকৌশল দ্বারা শত্রুগণ সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হইল। পলায়মান বিপক্ষদলের অধিকাংশ এনাক নদী পার হইবার সময়ে স্রোতে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ

করিল। টার্কুইনিয়স তাহাদিগের পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া তাহাদিগের দেশে উপস্থিত হইলেন। তথায় আর এক যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধেও সেবাইনীয়েরা পরাজিত হইল। পরাজিত হইয়া সন্ধিপ্রার্থনা করিল। রোমরাজ কলাটিয়া নগর ও তৎসন্নিহিত জনপদ শত্রুহস্ত হইতে গ্রহণ করিয়া সমরে বিরত হইলেন এবং সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে লইয়া আনন্দ মনে স্বদেশে প্রতিগমন করিলেন। রোমরাজ যুদ্ধের সময়ে এই সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, যদি যুদ্ধে জয়ী হইতে পারি জুপিটরের উদ্দেশে মন্দির প্রতিষ্ঠা করিব। এক্ষণে সেই মানস পূর্ণ হওয়াতে তিনি ক্যাপিটোলাইন পর্ব্বতে সেই সঙ্কল্পিত মন্দির নির্ম্মাণ করিলেন।

অশ্বারোহসৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করাতেই সেবাইনীয়দিগের সহিত যুদ্ধে জয় লাভ হইয়াছে, টাকুইনিয়সের মনে এরূপ সংস্কার হওয়াতে তিনি রমিউলসের স্থাপিত অশ্বারোহ সেঞ্চুরিত্রয়ে আরো নূতন তিন সেঞ্চুরি যোগ করিবার অভিপ্রায় করিলেন। কিন্তু তৎকালপ্রসিদ্ধ সুবিজ্ঞ জ্যোতির্জ্ঞ এটস নেবিয়স তাঁহাকে নিবারণ করিয়া কহিলেন মহারাজ দেবগণের সম্মতি না লইয়া এবংবিধ বিষয়ের পরিবর্ত্ত করা বিধেয় নহে। জ্যোতির্জ্ঞের উপর টার্কুইনিয়সের সবিশেষ শ্রদ্ধা ছিল না। তিনি তাঁহাকে অপ্রতিভ করিবার মানস করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, জ্যোতির্জ্ঞ! আমি যে মানস করিয়াছি, সুসিদ্ধ হইবে কি না বল। জ্যোতির্জ্ঞ স্বাবলম্বিত রীতিক্রমে দৈবাদেশ অবগত হইয়া উত্তর করিলেন মহারাজ অবশ্যই সুসিদ্ধ হইবে। অনন্তর রাজা এক শাণশিলা আ

এক ক্ষুর লইয়া জ্যোতির্জ্ঞের হস্তে সমর্পণ করিলেন এবং কহিলেন আমার মানস এই তুমি এই ক্ষুর দ্বারা এই শিলাখণ্ড দ্বিখণ্ড কর। জ্যোতির্জ্ঞ তৎক্ষণাৎ শিলাখণ্ড লইয়া ক্ষুর দ্বারা দ্বিখণ্ড করিয়া দিলেন। সকলে দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইল। তদবধি জ্যোতির্জ্ঞের উপর রাজার অত্যন্ত ভক্তি জন্মিল। তিনি তৎক্ষণাৎ পূর্ব্বসংকল্পিত বিষয় পরিত্যাগ করিলেন এবং তদবধি দৈবপরায়ণ হইলেন।

টার্কুইনিয়স দৈবজ্ঞের বাক্য প্রমাণ করিয়া সেঞ্চুরির সংখ্যা বাড়াইলেন না। কিন্তু সেঞ্চুরির অন্তর্নিবেশিতসৈনিক-সংখ্যা বৃদ্ধি করিলেন। পূর্ব্বে রমিউলস্ অশ্বারোহসৈন্যের তিন সেঞ্চুরি স্থাপন করিয়া যান। প্রতি সেঞ্চুরিতে এক এক শত করিয়া সমুদায়ে তিনশত অশ্বারোহসৈন্য ছিল। অনন্তর টলসহষ্টিলিয়স রমিউলসের স্থাপিত সেঞ্চুরিত্রয়ের প্রতি সেঞ্চুরিতে এক একশত করিয়া আর তিনশত নূতন অশ্বারোহ সৈনিকপুরুষ প্রবেশিত করিয়া যান, তাহাতে তাঁহার সময়ে সমুদায়ে ছয়শত অশ্বারোহসৈন্য হয়। টার্কুইনিয়স প্রতিসেঞ্চুরিতে দুই দুইশত করিয়া আর ছয়শত নূতন অশ্বারোহ সৈন্য প্রবেশিত করিলেন, তাহাতে তাঁহার সময়ে সমুদায়ে বারশত অশ্বারোহ সৈন্য হইল।

সেবাইনীয়দিগের সহিত যুদ্ধ শেষ হইলে পর ল্যাটিন জাতিয়েরা রোমরাজের সহিত পুনর্ব্বার সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু যুদ্ধকালে তাহাদিগের পরস্পর ঐক্য না থাকাতে রোমরাজ অনায়াসে তাহাদিগের অধিকৃত নগর সকল একে একে জয় করিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে ক্রমে প্রায় সমুদয়

ল্যাটিয়ম জয় করিয়া লইলেন। এই যুদ্ধে কর্ণিকিউলম, কাইকিউলিয়া. ক্যামিরিয়া, ক্রষ্টমিরিয়ম, এমিরিয়োলা, মেডুলিয়া, নমেণ্টম্, এই সাত নগর তাঁহার আজ্ঞাবিধেয় হইয়াছিল শেষে ল্যাটিনদিগের সহিত তাঁহার সন্ধি হইল।

ডাইয়োনিসিয়স এবং সিসিরো একুরীয় জাতির সহি টার্কুইনিয়সের আর এক যুদ্ধের কথা উল্লেখ করেন ঐ জাতি অতিশয় পরাক্রমশালী ছিল। কিন্তু রোমরাজে নিকটে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হয়। ডাইয়োনিসিয়স্ আরে লিখিয়াছেন, সেবাইনীয়দিগের সহিত সন্ধি সংস্থাপিত হইবে পর আপিনাইনপর্ব্বতের দক্ষিণ ইটুউরিয়দিগের অধিকৃত দ্বাদশ নগরের লোক একপরামর্শী হইয়া নিজ নিজ সৈন্যগ সমভিব্যাহারে টার্কুইনিয়সের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় কিন্তু তাহারা যুদ্ধে পরাজিত হয় এবং রোমরাজের অধীনতা স্বীকা করে। তাহারা তাঁহার সম্মোসার্থ অধীনতা স্বীকারের প্রমা স্বরূপ নানা রাজচিহ্ন উপঢৌকন দেয়। রোমরাজ জয়োৎস কালে সেই সকল রাজচিহ্ন ধারণ করিয়া নগরমধ্যে প্রবে করেন।

টার্কুইনিয়স প্রিস্কসের যুদ্ধবৃত্তান্ত পাঠ করিলে স্পষ্ট বো হয়, তাঁহার অধিকারকালে রোমের রাজ্যাধিকার বহুদূ বিস্তৃত হইয়াছিল। তাঁহার যুদ্ধবিদ্যায় সবিশেষ নৈপুণ ছিল। তিনি বহু যুদ্ধে জয়ী হইয়া সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠালাভ করেন

টার্কুইনিয়স সেবাইনীয়দিগের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইব পূর্ব্বে নগরের চতুর্দ্দিকে যে পাষাণময় প্রাকার পরিবেষ্টনে উপক্রম করিয়াছিলেন, ল্যাটিয়ম জয়ের পর সেই প্রাচী

নির্ম্মাণ পুনরায় আরম্ভ করিলেন। নগরের যে সমস্ত নিম্নতম প্রদেশ পূর্ব্বে জলে প্লাবিত হইত, টার্কুইনিয়স সেই সেই স্থানের জলনির্গমের নিমিত্ত পয়ঃপ্রণালী নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। তত্তৎস্থানের জল সুন্দররূপে নির্গত হইয়া টাইবর নদীতে পতিত হইতে লাগিল। তাহাতে সেই সকল স্থান ক্রমশ শুষ্ক হইয়া উঠিল। টার্কুইনিয়স ক্লোকা ম্যাক্সিমা বলিয়া প্রসিদ্ধ এক মহীয়সী পয়ঃপ্রণালী নির্ম্মাণ করেন। ঐ পয়ঃপ্রণালী এমত চমৎকার, যে অদ্যাপিও দর্শন করিলে দর্শকগণের অন্তঃকরণে বিজাতীয় বিস্ময়রসের আবির্ভাব হয়। ফলতঃ টার্কুইনিয়স রাজ্যের মহোপকার সাধন নিমিত্ত প্রস্তরময় প্রাকার নির্ম্মাণ প্রভৃতি যেসকল প্রকাণ্ডকাণ্ড করিয়া যান, তদ্দ্বারা তাঁহার নাম অধিকতর বিখ্যাত হইয়াছিল।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, টার্কুইনিয়স প্রিস্কস স্বভাবতঃ অতিশয় দুরাকাঙ্ক্ষাপরবশ ছিলেন। রাজ্যপ্রাপ্তির পরও তাহার সেই দুরাকাঙ্ক্ষার কিঞ্চিন্মাত্র নিবৃত্তি হয় নাই। তাহার দুরাকাঙ্ক্ষার ন্যায় লোকানুরাগবশতাও অত্যন্ত অধিক ছিল। তিনি লোকের নিকটে খ্যাতিলাভের বাসনায় সমুদয় কার্য্যেই মহা আড়ম্বর করিতেন। পূর্ব্বে যেসকল ধর্ম্মক্রিয়া অতি সামান্যরূপে অনুষ্ঠিত হইত, তৎসমুদয় তাঁহার অধিকারকালে মহাসমৃদ্ধরূপে সম্পাদিত হইতে লাগিল। পূর্ব্বে রোমে দেবপ্রতিমা নির্ম্মাণ এবং প্রতিমাসমক্ষে জীব বলিদানের প্রথা প্রচলিত ছিল না, কিন্তু তাঁহার রাজত্বসময়ে নরাকারে দেবপ্রতিমা নির্ম্মাণ এবং সেই প্রতিমা সম্মুখে জীব বলিদানের প্রথা প্রথম প্রচারিত হয়।

টার্কুইনিয়সপ্রিস্কস রাজ্যতন্ত্রেরও কিছু কিছু পরিবর্ত্ত করিয়াছিলেন। সেনেটনাম্নী মহাসভার সভ্যশ্রেণীর মধ্যে একশত নূতন সভ্য প্রবেশিত করিয়া দেন।

টার্কুইনিয়সপ্রিস্কস সর্ব্বিয়সটলিয়স নামে এক যুবা ব্যক্তিকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। ঐ যুবা তদানীন্তন যাবতীয় রোমীয় যুবকগণ অপেক্ষা সমধিক সাহসবান, বলবান্ ও বুদ্ধি- মান্ ছিলেন। রাজা তাঁহার সাহসাদিগুণে বশীকৃত হইয়া দিন দিন তাঁহার প্রতি অধিকতর অনুরক্ত হইতে লাগিলেন। পরিশেষে তাঁহাকে নিজকন্যা সম্প্রদান করিলেন। ঐ যুবা রাজার অদ্বিতীয় সমরসহায় ও কার্য্যসহায়হিতৈষী মন্ত্রী ছিলেন। রাজার বার্দ্ধক্যদশা উপস্থিত হইলে পর ঐ যুবা ব্যক্তির উপর সমুদয় রাজকার্য্যের ভার সমর্পিত হয়।

টার্কুইনিয়সের অধিকারকালে প্রজাগণের যে যে ক ছিল, সর্ব্বিয়স যত্নবান হইয়া তাহার অনেক নিরাকরণ করেন তাহাতে তিনি দিন দিন প্রজাগণের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন আঙ্কসমার্সের পুত্রদ্বয় তদ্দর্শনে সাতিশয় ঈর্ষ্যাপরবশ হইলে এবং মনে মনে বিবেচনা করিলেন রাজা যদি আপন প্রিয়ত জামতাকে রাজ্যাধিকারী করিয়া যান, তাহা হইলে আমর চিরকালের মত রাজ্যাধিকারে বঞ্চিত হইলাম। এই ভাবি তাঁহারা টার্কুইনিয়সের প্রাণসংহারের চেষ্টা করিতে লাগিলেন অনন্তর তাঁহারা দুই বলবান্ মেষপালককে আপনাদিগে অভীষ্টসাধনে প্রবর্ত্তিত করিলেন। মেষপালকদ্বয় পরস্প বিবাদের ছল করিয়া রাজগোচরে উপস্থিত হইয়া বিচা প্রার্থনা করিল। রাজা অবিলম্বে তাহাদিগের আবে

বণে প্রবৃত্ত হইলেন। কপট বিরোধীদিগের মধ্যে এক জন
াত্যর্থী হইল। কপট অর্থী আত্মবিষয় নিবেদন করিতেছে
াবং রাজা তন্মনস্ক হইয়া আবেদন শ্রবণ করিতেছেন, এই
াবসরে কপট প্রত্যর্থী রাজার মস্তকে আঘাত করিল। সেই
নিদারুণ প্রহারে তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হইল।

অতি চতুরা রাজমহিষী মহীপতির মৃত্যুসমাচার গোপন
ারিয়া রাখিলেন এবং এই প্রচার করিয়া দিলেন অস্ত্রাঘাতে
াজার প্রাণবিয়োগ হয় নাই, তিনি কেবল মূর্চ্ছিত ও অচৈতন্য
ইয়া পড়িয়া ছিলেন, এক্ষণে অনেক সুস্থ হইয়াছেন। তিনি
াবৎ সবল ও প্রকৃতিস্থ না হন, তাবৎ সর্ব্বিয়স্ টলিয়স্
ামুদয় রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিবেন। সর্ব্বিয়স্ তদনু-
ারে রাজমুকুট ও রাজপরিচ্ছদ ধারণপূর্ব্বক যথাকালে রাজ-
ভায় উপস্থিত হইয়া রাজকর্ত্তব্য সমুদয় কার্য্য সম্পন্ন করিতে
াাগিলেন।

কিয়ৎকাল অতীত হইলে পর রাজার মৃত্যুসমাচার ক্রমে
প্রচারিত হইল। কিন্তু কোন ব্যক্তি সর্ব্বিয়সের রাজ্যাভিষেক
বিষয়ে আপত্তি না করাতে তিনি অবিবাদে রাজা হইলেন।
াাঙ্কশমার্সসের পুত্রদ্বয় এই সমস্ত ব্যাপার দর্শন করিয়া রাজ্য-
প্রাপ্তি বিষয়ে নিতান্ত নিরাশ হইয়া দেশান্তরে প্রস্থান
ারিলেন।

টার্ক্ইনিয়স্প্রিস্কস্ আটত্রিশ বৎসর রাজত্ব করিয়া পর-
লোকযাত্রা করেন। খৃষ্টের পূর্ব্ব ৬১৬ অব্দে তাঁহার রাজত্ব
আরম্ভ হয় এবং ৫৭৯ অব্দে রাজত্ব শেষ হয়।

টার্কুইনিয়সের অধিকারকালে প্রস্তরময় প্রাকার ও পয়ঃপ্রণালী প্রভৃতি যেসকল বৃহৎবৃহৎ ব্যাপার সম্পাদিত হয়, তাহাতে বহু ব্যয় ও বহু আয়াস হইয়াছিল। প্রজাপীড়ন ব্যতিরেকে সেই সেই ব্যয়াদি নির্ব্বাহ হওয়া সম্ভাবিত নহে। অতএব তাঁহার সময়ে তাঁহার প্রজাগণকে তন্নিবন্ধন অসুখী হইতে হইয়াছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু অনন্তরকালের রোমকেরা তৎকৃত সেই সেই অদ্ভুতকাণ্ড দর্শনে বিস্মিত হইয়া তাঁহার প্রতি অতিশয় ভক্তি প্রদর্শন করে এবং তাঁহাকে রোমের অতি প্রধানতম প্রজাপালক মহামহিমশালী রাজা বলিয়া গণনা করে।

টার্কুইনিয়স্ প্রিস্কসের বিষয়ে যে উপাখ্যান প্রসিদ্ধ আছে তদনুসারে তাঁহার তাবদ্বৃত্তান্ত বর্ণিত হইল। তাহার বৃত্তান্তও কবিগণবর্ণিত, কবিগণবর্ণিত বলিয়াই তাঁহার উপাখ্যান মধ্যে অসম্বদ্ধ অশ্রদ্ধেয় ও অলীক বাক্যাবলী বিন্যস্ত হইয়াছে। উপাখ্যানে এরূপ উল্লিখিত হইয়াছে টার্কুইনিয়স সপত্নীক হইয়া টার্কুইনিয়াই হইতে আসিয়া রোমে যখন প্রথম প্রবেশ করেন, তৎকালে এক গৃধ্র তাঁহার মস্তক হইতে টুপি তুলিয়া লয় এবং ক্ষণকাল পরে সেই টুপি যথাস্থানে বিনিবেশিত করে। কোন্ সহৃদয় ব্যক্তি উপাখ্যানবর্ণিত এই বৃত্তান্ত ভ্রমেও একবার সত্য বলিয়া প্রত্যয় করিতে পারেন। আর কোন্ সহৃদয় ব্যক্তিই বা এটস নেবিয়সের ক্ষুরদ্বারা শিলাখণ্ডচ্ছেদনবৃত্তান্ত যথার্থ বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারেন।

টার্কুইনিয়সপ্রিস্কসের উপাখ্যান আংশিক মিথ্যাদোষে দূষিত হইলেও তাঁহার বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে স্পষ্ট

বোধ হয় তিনি একজন প্রতাপান্বিত মহাপ্রভাব রাজা ছিলেন। তাঁহার অধিকারকালে রোমরাজ্যের বহুদূর বিস্তার এবং শিল্পবিদ্যার সবিশেষ উন্নতি হয়, অন্যথা তিনি ক্লোকাম্যাক্সিমা প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ কাণ্ড কিরূপে সম্পাদিত করিলেন। মানুষের বিদ্যাবুদ্ধিবৃদ্ধি ও মহত্ত্বলাভ প্রভৃতি সকল বিষয়ই ক্রমে ক্রমে হইয়া থাকে এই নিয়ম আবহমান কাল দেখিতে পাওয়া যায়। কোন দেশের কোন জাতি একেবারেই সভ্যপদবীতে অধিরূঢ় হইতে পারে না। কিন্তু আঙ্কসমার্সের পরেই টার্কুইনিয়সের সময়ে রোমকদিগের সহসা উন্নতিলাভের যে বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায়, উহা ঐ নিয়মানুসারে কোন ক্রমেই সম্ভাবিত বোধ হয় না।

টার্কুইনিয়স প্রিস্কসের বৃত্তান্ত পাঠ করিলে এরূপ বোধ হয় যে, তাঁহার অধিকারকালে রোমের সৌভাগ্য, সীমা ও মহিমার অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছিল। কিন্তু আঙ্কসমার্সের সময়ে যে, ঐ সকল বিষয়ের শতাংশের একাংশও ছিল, তাঁহার বৃত্তান্ত পাঠ করিলে কোনরূপেই এরূপ বোধ হয় না। আঙ্কস মার্সের সময়ে রোমের অধিকার কিয়দ্দূরমাত্র বিস্তৃত হয়, কিন্তু টার্কুইনিয়সের সময়ে রোমরাজ্য অতি বিশাল হইয়া উঠিয়াছিল এবং রোমরাজ্য এক মহারাজ্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। অপর আঙ্কস মার্সের বৃত্তান্ত পাঠ করিলে তাঁহার অধিকারকালে শিল্পবিদ্যার যে সমধিক চর্চ্চা ছিল এরূপও বোধ হয় না। কিন্তু টার্কুইনিয়সের সময়ে যেরূপ শিল্পবিদ্যার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হয়। ফলতঃ আঙ্কসমার্স ও টার্কুইনিয়সপ্রিস্কস্ এই উভয় রাজার অধিকারকালের যাবতীয়

বিষয়ের ইতর বিশেষ বিবেচনা করিতে গেলে বিস্তর প্রভে
বোধ হয় এত প্রভেদ বোধ হয় যে আঙ্কসমার্সসের অব্যবহি
পরেই টার্কুইনিয়স রোমের রাজা হইয়াছিলেন ইহা কো
রূপেই বোধ হয় না। আঙ্কসের সময়ে রোমের যেরূপ অব
বর্ণিত হইয়াছে,তত সামান্য অবস্থা হইতে টার্কুইনিয়সের সম
এক বারে রোমের তত উৎকৃষ্ট অবস্থা হওয়া কোন ক্রমে
সম্ভাবিত নহে। অতএব অনুমান হইতেছে টার্কুইনিয়সে
পূর্ব্বাবধিই ক্রমে ক্রমে রোমের শ্রীবৃদ্ধি সৌভাগ্যবৃদ্ধি ও রাজ
বৃদ্ধি হইয়া আসিয়াছিল। পরিশেষে টার্কুইনিয়সের সম
ঐ সকল বিষয়ের সবিশেষ বৃদ্ধি হয়। কিন্তু রোমের ক্রমশ
শ্রীবৃদ্ধির কথা কুত্রাপি উল্লিখিত দৃষ্ট হয় না। যে কারণে
রোমের ক্রমশঃ শ্রীবৃদ্ধির কথা উল্লিখিত দৃষ্ট হয় না, নি
তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে।

রমিউলস প্রভৃতি রোমীয় রাজগণের উপাখ্যান পা
করিলে ঐসকল উপাখ্যান যেরূপ সম্পূর্ণ ও অখণ্ডিত বে
হয়, আঙ্কসমার্সসের উপাখ্যান পাঠ করিলে সেরূপ বে
হয় না। তাহাতে এই অনুমান হইতেছে আঙ্কসের উপা
খ্যানের যে অংশ পাঠ করিলে রোমেয় ক্রমশঃ শ্রীবৃদ্ধির বি
অবগত হওয়া যাইত, সে অংশ বিলুপ্ত হইয়াছে; এই নিমি
আঙ্কসেব উপাখ্যান পাঠ করিলে রোমের ক্রমশঃ শ্রীবৃদ্ধি
কথা অবগত হওয়া যায় না। অপর আঙ্কসমার্সসের সম
রোমরাজ্যের ক্ষুদ্রতা ও অনতিবিশালতার বিষয় উপাখ্যা
যেরূপ বর্ণিত আছে, তাহা যদি সত্য হয় তাহা হইলে এ
অনুমান হয় আঙ্কসের পর টার্কুইনিয়সের পূর্ব্বে রোমে আ

ই এক রাজা ছিলেন, তাঁহাদিগের অধিকারকালে রোমের
ক্রমশঃ শ্রীবৃদ্ধি হইয়া শেষে টার্কুইনিয়সের সময়ে রোমের
সৌভাগ্য সমৃদ্ধির সবিশেষ বৃদ্ধি হয়। কারণ এক ব্যক্তির
অধিকারকালমধ্যে রোমের তত হীন অবস্থা হইতে তত
উৎকর্ষলাভ কোনক্রমেই সম্ভাবিত নহে। কিন্তু রোমীয়
প্রাচীন ইতিহাস লেখকেরা আঙ্কসের পর টার্কুইনিয়সের
পূর্ব্বে অন্য কোন রাজার অধিকারকালের কথা বর্ণন করেন
না, আঙ্কসের অব্যবহিত পরেই টার্কুইনিয়সের রাজ্যপ্রাপ্তির
কথাই সকলে বলিয়া থাকেন। অতএব বোধ হয় উপাখ্যান-
রচয়িতা কবিগণ আঙ্কসের পর অন্য কোন রাজার অধিকার-
কালের কথার কোন উল্লেখ করেন নাই, সুতরাং ইতিহাসেও
তাহার উল্লেখ হয় নাই। কবিগণই প্রায় আদ্যকালের
উপাখ্যানলেখক ছিলেন। তাঁহাদিগের রচিত উপাখ্যান
হইতে ইতিহাস সংগৃহীত হয়। ইতিহাসলেখকেরা যেমন
তন্ন তন্ন করিয়া সঙ্গতাসঙ্গত বিবেচনাপূর্ব্বক সকল বিষয়
লেখেন কবিগণ সেরূপ করেন না। কবিগণ যে যে বিষয়
নীরস বোধ করেন তাহা বাস্তবিক সারবান্ হইলেও একবারে
পরিত্যাগ করেন, আর সরস বোধ করিলে অতি অসার
বিষয়ও নানাপ্রকার অলঙ্কার দিয়া বাহুল্যরূপে বর্ণন করিয়া
থাকেন; এই নিমিত্ত কবিবর্ণিত উপাখ্যান পূর্ব্বাপর বিরুদ্ধ,
অসংলগ্ন, মধ্যে বিচ্ছিন্ন ও খণ্ডিত দেখিতে পাওয়া যায়। অত-
এব বোধ হইতেছে আঙ্কসের পর অন্য রাজার যে অধিকার-
কালের কথা অনুমান করা যাইতেছে, কবিগণ তৎকালের
জাতীয় বৃত্তান্ত মনোরম ও বর্ণনোপযোগী বোধ না করিয়া

একবারে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, আর যদিও লিখি থাকেন লোপ পাইয়া গিয়াছে। তন্নিমিত্ত ইতিহাসলেখকের ঐ কালের কোন কথা উল্লেখ করেন নাই। রমিউলস অব টাকুর্ইনিয়স স্থপর্ব্বস পর্য্যন্ত এই সুদীর্ঘকালের তাবৎ বৃত্তা ভালরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে ঐ অনুমান কোনরূপে অমূলক ও অসঙ্গত বোধ হয় না। কারণ রমিউলস ও নি মার উপাখ্যান কবিগণের অলীকবর্ণনে পরিপূর্ণ দেখি পাওয়া যায়। টলসহষ্টিলিয়সের উপাখ্যানে তত অলীক বর্ণ দেখিতে পাওয়া যায় না, আঙ্কসমার্সসের উপাখ্যানে ক বর্ণিত বিষয়ের প্রায় সংস্রব নাই। আবার টাকুর্ইনিয়সপ্রিস্ক অবধি টাকুর্ইনিয়সস্থপর্ব্বস পর্য্যন্ত এই দীর্ঘকালের সমুদা বৃত্তান্ত কবিবর্ণিত মিথ্যা বর্ণনে পরিপূর্ণ দেখিতে পাওয়া যায় ইহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে টলসের উপাখ্যানের কিয়দং আঙ্কসের উপাখ্যানের অধিকাংশ এবং তাঁহার পর এক কিং ততোধিক রাজার সমুদায় বৃত্তান্ত লোপ পাইয়া গিয়াছে।

উপাখ্যানে বর্ণিত হইয়াছে টাকুর্ইনিয়স প্রিস্কস ডে রেটসের পুত্র, ডেমারেটস সিপ্‌সিলসের সমকালের লোক কিন্তু নব্য গ্রন্থকারেরা অব্দগত বৈলক্ষণ্য দর্শাইয়া ঐ বাক্যে অমূলকতা সপ্রমাণ করিয়াছেন। অপর উপাখ্যানে উল্লিখি হইয়াছে টাকুর্ইনিয়স ইট্রুরিয়ার অন্তঃপাতী টাকুর্ইন হইতে আসিয়া রোমে বাস করেন, কিন্তু কোন কোন গ্রন্থকা ঐ কথা অমূলক বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়াছেন। তাঁহারা অ মান করেন রমিউলস রোমদিগের শ্রেণীবিভাগকালে র‍্যা নিস, টাইটিস, ও লিউসিরিস নামে শ্রেণীত্রয় নির্দ্দিষ্ট করি

যান। লিউসিবিস শ্রেণীর অন্তর্গত টারকুইনাই নামে এক (জেন্স) গোত্র ছিল, টার্কুইনিয়স সেই গোত্রে জন্ম গ্রহণ করেন। টার্কুইনিয়স স্থপর্ব্বসের নির্ব্বাসনকালে ঐ গোত্রের বিবাসনবার্ত্তা শুনিতে পাওয়া যায়। যাহাহউক, টার্কুই-নিয়স প্রিস্কস ইট্রিউরিয়া দেশীয় লোক বলিয়া যে প্রসিদ্ধি আছে তাহার মূল কি, এক্ষণে নির্ণয় করা অতি কঠিন।

টলসহষ্টিলিয়সের অধিকারকালে রোমে প্লিবীয়দলের প্রথম সমাগম ও অবস্থিতি হয় এবং আঙ্কসমার্সসের সময়ে ঐ দলের সবিশেষ পুষ্টি হয়। কিন্তু ঐ উভয় রাজা উহাদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া যাইতে পারেন নাই। উপাখ্যানে উল্লিখিত হইয়াছে টার্কুইনিয়স রমিউলসের স্থাপিত র‍্যামনিস প্রভৃতি শ্রেণীর ও সেঞ্চুরির সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার বাসনা করিয়াছিলেন, ইহাতে কেহ কেহ অনুমান করেন টাকুইনিয়স পেট্রিসীয়দিগের ন্যায় প্লিবিয়দিগকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া পেট্রি-সীয়দিগের সমকক্ষ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু পেট্রিসীয়েরা অত্যন্ত বিপক্ষতাচরণ করাতে তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় নাই। তিনি কেবল প্লিবিয়দলের মধ্যে গণনীয় ও গুণবান্ ব্যক্তিদিগকে পেট্রিসীয়দলে প্রবিষ্ট করিয়া যান, এবং সেই অভিনব পেট্রিসীয়দলপ্রাপ্ত প্লিবীয়দিগকে রমিউ-লসের স্থাপিত অশ্বারোহসেনার সেঞ্চুরিত্রয়ের অন্তর্নিবেশিত করিয়া দেন। তাহাতে তাঁহার সময়ে সমুদায়ে বারশত অশ্বারোহ সৈন্য হয়।

সপ্তম অধ্যায়।

সর্ব্বিয়স টলিয়স।

রোমের ষষ্ঠভূপতি সর্ব্বিয়স যেরূপে সিংহাসনে অধিরূঢ় হন, তাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। অধুনা প্রসিদ্ধ উপাখ্যানানুসারে তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত বর্ণিত হইতেছে। তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত অতি অদ্ভুত ও অলৌকিক। টার্কুইনিয়স প্রিস্কসের সহধর্ম্মিণী ট্যানাকুইলের অক্রিসিয়ানাম্নী এক দাসী ছিল। ঐ দাসী অক্রিকিউলম দেশ হইতে বন্দীকৃত হইয়া রোমে আনীত হয়। ঐ দাসী এক দিবস গৃহাধিষ্ঠাতা দেবের নৈবেদ্য লইয়া মন্দিরে প্রবিষ্ট হইতেছিল এমত সময়ে দেখিতে পাইল, বাস্তুদেব দিব্যমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া মহানসের অগ্নিমধ্যে আবির্ভূত হইয়াছেন। দাসী দেখিবামাত্র তৎক্ষণাৎ ট্যানাকুইলের সপক্ষে উপস্থিত হইয়া সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। রাজ্ঞী আমূলতঃ সমুদয় শ্রবণ করিয়া বুঝিতে পারিলেন অক্রিসিয়ার রূপলাবণ্য দর্শন করিয়া গৃহাধিষ্ঠাতা দেবের প্রণয় সঞ্চার হইয়াছে। অতএব তিনি স্বীয় দাসীকে এই আবেদন করিলেন তুমি শীঘ্র বিবাহ বেশ ধারণ করিয়া দেবগৃহে গমন কর। দাসী রাজ্ঞীর আজ্ঞানুরূপ বেশ বিন্যাস করিয়া অবিলম্বে দেবগৃহে প্রবেশ করিল এবং দেবসংযোগে গর্ভবতী হইল। সেই গর্ভে সর্ব্বিয়স টলিয়সের জন্ম হয়।

শৈশবসময়েই সর্ব্বিয়সের ভাবী মহত্ত্বসূচক শুভ লক্ষণ লক্ষিত হইতে লাগিল। একদা ঐ বালক দোলায় নিদ্রিত আছে এমত সময়ে সকলে দেখিতে পাইল, ঐ শয়ান বালকের

ঃকের চতুর্দ্দিক্‌ বেষ্টন করিয়া অগ্নিশিখা জ্বলিতেছে।
র্শনে সমীপস্থ সমস্ত লোক সাতিশয় শঙ্কিত ও ব্যস্তসমস্ত
ল। কেহ কেহ জল আনিয়া অগ্নি নির্ব্বাণ করিবার
যোগ করিল। কিন্তু রাজমহিষী ঐ শুভ লক্ষণ নিরীক্ষণ
িয়া তৎক্ষণাৎ জানিতে পারিলেন, বালকের জন্মদাতা
জোময়ী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বালকের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে-
ন। অতএব তিনি অগ্নিনির্ব্বাণ করিতে নিষেধ করিলেন
ং সুপ্তশিশুকেও জাগরিত করিতে বারণ করিলেন। কতক-
 পরে বালকের নিদ্রাভঙ্গ হইল। অগ্নিও অদৃশ্য হইল।
অদ্ভুত কাণ্ড দর্শন করিয়া রাজ্ঞীর মনে এরূপ আশা জন্মিল
ঐ বালক পরিণামে মহামহিমশালী হইবেন। অতএব
নি তদবধি স্বপুত্রনির্ব্বিশেষে ঐ বালকের লালন পালন ও
ায়নাদি সমুদায় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। তাঁহার
িণয়যোগ্যদশা উপস্থিত হইলে রাজা তাঁহাকে স্বকন্যা
প্রদান করিলেন।

সর্ব্বিয়স কি দেব, কি মানব, সকলেরই স্নেহপাত্র ছিলেন।
হার প্রতি লক্ষ্মী দেবীর সবিশেষ অনুগ্রহ ছিল। এত অনু-
 ছিল যে ঐ দেবী স্বয়ং তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন।
র্ব্বিয়স ঐ দেবীর উদ্দেশে এক মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়া সেই
ন্দিরমধ্যে আপনার এক প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্ত্তি রাখিয়াছিলেন।
দা অগ্নি লাগিয়া ঐ মন্দির ভস্মাবশেষ হয়, কিন্তু তাঁহার
 প্রতিমূর্ত্তি অবিকৃত ও অক্ষত ছিল।

সর্ব্বিয়সের অধিকারকালে অন্য জাতির সহিত রোমক-
গের অধিক যুদ্ধঘটনা হয় নাই। তাঁহার উপাখ্যানে কেবল

একটী যুদ্ধের কথা উল্লিখিত আছে। টার্কুইনিয়সপ্রিস্কসে
মৃত্যুর পর ইট্রিউরিয়েরা রোমের অধীনতানিগড় ভঙ্গ কি
বার আশয়ে বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হয়। সর্ব্বিয়স রণস্থ
তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করিয়া পুনর্ব্বার আজ্ঞ
বিধেয় করিয়াছিলেন। ঐ ব্যাপারে তিনি অসীম সাহ
প্রদর্শন করেন।

রাজ্যসংক্রান্ত নানা উৎকৃষ্ট বিধি বিধান করাতে সর্ব্বি
সের নাম অতিশয় বিখ্যাত হইয়াছিল। ধর্ম্মসংক্রান্ত যাব
তীয় বিধিবিধায়ক বলিয়া উপাখ্যানে যেমন নিউমার বর্ণ
আছে, সার্ব্বিয়সও সেইরূপ সমস্ত রাজকীয় ব্যবস্থার অ
ব্যবস্থাপক বলিয়া উপাখ্যানে বর্ণিত হইয়াছেন।

সর্ব্বিয়স পরম দয়ালু ছিলেন। তিনি স্বধনব্যয় দ্ব
দরিদ্রগণের দারিদ্র্যদুঃখ বিমোচন করেন। তাঁহার অ
কারমধ্যে যত ক্রীতদাস ছিল, তিনি স্বয়ং অর্থ দিয়া তাহা
গকে মুক্ত করিয়া দেন, আর প্লিবীয়দিগকে জয়ার্জ্জি
জনপদের অন্তর্ব্বর্ত্তী ভূমি বিভাগ করিয়া দেন। টার্কুই
য়সপ্রিস্কস রোমনগরের সীমাবৃদ্ধির যে সংকল্প করিয়াছিলে
সর্ব্বিয়স কুইরিনাল, বিমিনাল ও এস্কুইলাইন এই পর্ব্বত
রাজধানীর সীমার মধ্যে সমাবেশিত করিয়া এবং চতুর্দি
প্রস্তরপ্রাকার নির্ম্মাণ করাইয়া সেই সঙ্কল্প সিদ্ধ করে
ঐ প্রাচীর সর্ব্বিয়সের নামেই প্রসিদ্ধ হয়। সর্ব্বিয়স এস্কু
লাইন পর্ব্বতে স্বয়ং বাস করিতেন।

ল্যাটিন ও রোমক এই উভয় জাতির পরস্পর ঐক্য ছিল
ল্যাটিনজাতীয়েরা সর্ব্বিয়সের আজ্ঞা প্রমাণে রোমকদি

হিত মিলিত হইয়া আবেণ্টাইন পর্ব্বতে ডায়েনা দেবীর ন্দির নির্ম্মাণ করে। ঐ উভয় জাতি ঐক্যবাক্যে দেবীর জা করিত। সেবাইনীয়েরাও যে ঐ দেবীর পূজনকার্য্যে ম্বদ্ধ ছিল. তাহা নিম্নলিখিত গল্পদ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে। সবাইনীয়দিগের মধ্যে এক ব্যক্তির পরম সুন্দর বৃহদাকার কটী বৃষ ছিল। একদা সিদ্ধাদেশ হইল যে, যে জাতীয় লাক আবেণ্টাইন পর্ব্বতে ডায়েনা দেবীর সম্মুখে ঐ বৃষ লিদান করিবে, সেই জাতি অপব জাতিদিগের উপর াধিপত্য করিতে পারিবে। এই সিদ্ধাদেশবার্ত্তা শ্রুতিপর-পরায় দেবীর প্রধান পূজকের কর্ণগোচর হইল। অনন্তর ষস্বামী এক দিবস বৃষসহ আবেণ্টাইন পর্ব্বতে উপস্থিত ইয়া বলিদানের উদ্‌যোগ করিলে প্রধান পূজক তাহাকে ৎসনা করিয়া কহিলেন, তুমি অশুচি ও অধৌতহস্তে বলি-ান কবিতে উদ্যত হইয়াছ. তুমি কিপ্রকার লোক। বৃষস্বামী ইরূপে তিরস্কৃত হইয়া হস্ত প্রক্ষালন নিমিত্ত টাইবরনদীতে মন করিল। এই অবসরে প্রধান পূজক স্বহস্তে বলিদান রিয়া রাজা ও প্রজাগণের অপরিসীম হর্ষ সম্পাদন করি-ান। ল্যাটিন ও সেবাইনীয় এই উভয় জাতি রোমকদিগের হিত মিলিত হইয়া ডায়েনা দেবীর পূজা করিত বলিয়া াখ্যানে উল্লিখিত আছে। এতদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হই-ছে যে, ল্যাটিন ও সেবাইনীয় এই উভয়জাতি রোমরাজের ধান্য স্বীকার করিয়া রোমকদিগের সহিত সন্ধি বন্ধন রিয়াছিল।

সর্ব্বিয়স অতি উদারস্বভাব ছিলেন। তিনি সকলকেই সমজ্ঞান করিতেন। তিনি জাতি, কুল এবং পদের গৌরব নিবন্ধন ইতরবিশেষ বিবেচনা না করিয়া প্রজাগণের হিতার্থ কতকগুলি উৎকৃষ্ট নিয়ম নির্দ্ধারিত করেন। এই নিমিত্ত পেট্রিসীযেরা তাঁহার উপর অতিশয় বিরক্ত ও কুপিত হয়। বিশেষতঃ রোমরাজ যখন এস্কুইলাইন পর্ব্বতে পেট্রিসীয়দিগের বাস নিষেধ করিয়া উপত্যকামধ্যে তাহাদিগের বাসে আদেশ দিলেন, তখন তাহারা একবারে ক্রোধে অন্ধ হইয় উঠিল এবং বৈরনির্যাতনের মানস করিয়া টার্কুইনিয়সপ্রিস্কসে পুত্র দুরাত্মা টার্কুইনিয়স সুপর্ব্বসের সহিত মিলিত হইল।

টার্কুইনিয়স প্রিস্কসের দুই পুত্র ছিল। উভয়ের স্বভা অতি বিসদৃশ। জ্যেষ্ঠ আরন্স টার্কুইনিয়স অতি সুশীল শান্তস্বভাব এবং কনিষ্ঠ লুসিয়স টার্কুইনিয়স অতি দুরাত্ম উদ্ধত ও স্বভাবতঃ দুরাকাঙ্ক্ষাপরবশ ছিল। সর্ব্বিয়স ঐ দু ব্যক্তির সহিত আপনার দুই কন্যার বিবাহ দেন। তাঁহা দুই কন্যারই নাম টলিয়া। ঐ কন্যাদ্বয়েরও স্বভাব অতি বিসদৃশ ছিল। জ্যেষ্ঠা টলিয়া অতি দুঃশীলা, দুরাশয়া ও বহু দোষের আকর এবং কনিষ্ঠা অতি ধীরপ্রকৃতি, সুশীলা ও অতি গুণবতী ছিল। আরন্স টার্কুইনিয়সের সহিত জ্যেষ্ঠ টলিয়া বিবাহ হয় এবং লুসিয়স টার্কুইনিয়স কনিষ্ঠা টালিয়ার পাণি গ্রহণ করে।

যোগ্যে যোগ্যে মিলন না হইলে কখন পরস্পর প্রীতি যোগ হয় না, প্রত্যুত বহু অনর্থ ঘটিয়া উঠে। উক্ত দম্পতী দ্বয়ের স্বভাব পরস্পর বিরুদ্ধ হওয়াতে অবিলম্বিতকালমধ্যে

পরস্পরের প্রতি পরস্পরের বিরাগ ও দ্বেষভাব জন্মিয়া উঠিল। লুসিয়সের ন্যায় জ্যেষ্ঠা টলিয়ার দুরাকাঙ্ক্ষার ইয়ত্তা ছিল না। স্বামী রাজা হইবে, আপনি রাজগৃহিণী হইব, এই দুর্ম্মনোরথ মনোমধ্যে উদিত হওয়াতে তাহার কার্য্যাকার্য্য-বিবেক একবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। ঐ পাপীয়সী নিজ পতির অতি মৃদুপ্রকৃতি দেখিয়া মনে মনে করিল, ইহাকে যেরূপ অযোগ্য কাপুরুষ দেখিতেছি; রাজা অবিদ্য-মানে এ কখনই রাজা হইতে পারিবে না; রাজ্য লুসিয়সের হস্তগত হইবে সন্দেহ নাই। এইরূপ ভাবিয়া জ্যেষ্ঠা টলিয়া নিজ পতির হস্ত হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল এবং লুসিযস টাকু´ইনিয়সের প্রতি সমধিক পক্ষপাতিনী হইল। লুসিয়সের প্রতি তাহার অনুরাগ গাঢ়তর হইলে ঐ দুর্ম্মতী এক দিবস তাহার নিকটে আত্মমনোরথ ব্যক্ত করিল এবং নিজ পতি ও কনিষ্ঠা ভগিনীর প্রাণ সংহারের প্রস্তাব করিল। লুসিয়স তৎকৃত প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া অতিশয় আন-ন্দিত হইল এবং অবিলম্বে অভীষ্টসিদ্ধি করিয়া টলিয়ার কর গ্রহণ করিল। সর্ব্বিয়স স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াও কোন উপায় না থাকাতে মৌনাবলম্বী হইয়া রহিলেন।

পতিঘাতিনী দুরাচারা টলিয়া পতি ও ভগিনী হত্যার দুষ্কৃতর পাপে লিপ্ত হইয়াই যে ক্ষান্ত হইল এমত নহে, অনন্তর পিতৃহত্যায় উদ্যত হইল। ঐ পাপীয়সী রাজ্যলোভে এমনি বিমোহিত হইয়াছিল যে, সে বৃদ্ধ রাজার স্বল্পাবশিষ্ট জীবিতকালের অবসান পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিয়া থাকে তাহার এত বিলম্ব সহিল না। সে নিজ পিতার জীবিতকাল আপ-

নার অভীপ্সিত পথের কণ্টকস্বরূপ জ্ঞান করিয়া পিতৃস্নেহ বিস্মরণপূর্ব্বক তাঁহার প্রাণনিধনবিষয়ে দিবারাত্রি লুসিয়সের প্রবৃত্তি লওয়াইতে লাগিল। লুসিয়সও নিজ প্রিয়তমার প্রবর্ত্তনবাক্যে অনায়াসে তদ্বিষয়ে প্রবৃত্তি বিধান করিল পাপের স্বধর্ম্ম এই, প্রথম পাককর্ম্ম করিবার সময়ে যেপ্রকা চিত্তসঙ্কোচ, মনোগ্লানি ও নানা আতঙ্ক উপস্থিত হয়, দ্বিতী পাপকর্ম্মের অনুষ্ঠানকালে সেরূপ হয় না। পূর্ব্বে নি পত্নী ও ভ্রাতার প্রাণবধ করিয়া লুসিয়সের সাহস বর্দ্ধি হইযাছিল। সে এক্ষণে শ্বশুরের প্রাণসংহার অতি সামান জ্ঞান করিয়া তদ্বিষয়ে নিঃশঙ্কচিত্তে উদ্যুক্ত হইল এবং পেট্রি সীয়দিগের সহিত অহরহঃ ঐ বিষয়ের পরামর্শ করিতে লাগিল পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে পেট্রিসীয়েরা সর্ব্বিয়সের উপর কুপি ছিল, তাহারা এক্ষণে লুসিয়স টাকুইনিয়সের যোগ পাই অতিশয় উল্লাসিত হইল।

ঐ সময়ে নগরমধ্যে এই জনরব হয় যে, সর্ব্বিয়স এ নূতন আইন করিয়াছেন, উত্তরকালে রাজার পরিবর্ত্তে বো বর্ষে বর্ষে দুই দুই কন্সল নিয়োজিত হইবে, তাহারাই সমুদ রাজকর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবে এবং রাজা স্বয়ং রাজ পরিত্যাগ করিয়া সেই নিয়ম প্রচলিত করিবার বাসনা করি ছেন। ঐ জনরব লুসিয়স টাকুইনিয়সের এবং পেট্রিসী দিগের কর্ণগোচর হইলে পর তাহারা অতিশয় শঙ্কিত হইল পেট্রিসীয়দিগের শঙ্কার কারণ এই, তাহারা মনে মনে করি যদি সর্ব্বিয়সকৃত নিয়মানুসারী কন্সল নিয়োজিত হয়, নিয়ে জিত কন্সলেরা নিঃসন্দেহ তৎকৃত সমুদায় নিয়ম প্রচলি

করিবে, তাহা হইলে প্লিবীয়দিগের সমধিক প্রগল্‌ভতা ও প্রাদুর্ভাব হইবে এবং আমাদিগের নাম ও সম্ভ্রম এককালে বিলোপিত হইবে। লুসিয়স ভাবিতে লাগিল যদি কম্সল নিয়োজিত হয় তাহা হইলে আমি চিরকালের মত পৈতৃক রাজ্যাধিকারে বঞ্চিত হইব এবং আমার এত যে, যত্ন ও পরিশ্রম সমুদায় বিফল হইবে। অতএব সর্ব্বিয়স যাহাতে ইষ্টসিদ্ধি করিতে না পারেন তাহাই করা কর্ত্তব্য। এই ভাবিয়া লুসিয়স কালাতিপাত না করিয়া বৃদ্ধ শ্বশুরের প্রাণ-সংহারে সত্বর হইল।

বৃদ্ধ রাজার প্রাণসংহারের পরামর্শ স্থির হইলে লুসিয়স এক দিবস রাজপরিচ্ছদ পরিধান করিয়া সেনেটে উপস্থিত হইল এবং রাজাসনে আসীন হইয়া রাজার বিস্তর দুর্নাম ও গ্লানি করিতে আরম্ভ করিল। এই উপক্রান্ত রাজবিদ্রোহের সমাচার নরপতির শ্রুতিগোচর হইল। রাজা দ্রুতপদে সেনেটে উপস্থিত হইয়া দ্বার দেশে দণ্ডায়মান হইলেন এবং লুসিয়সকে লক্ষ্য করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, রে দুরাত্মন্ পাষণ্ড! তুই রাজ্যবিপ্লাবনে উদ্যত হইয়াছিস্, যদি আপনার মঙ্গল চাস্ শীঘ্র সিংহাসন হইতে অবরোহণ কর্। লুসিয়সও স্বাভাবিক ঔদ্ধত্য বশতঃ অতিমাত্র ধৃষ্টতা প্রদর্শন পূর্ব্বক নৃপতির প্রতি বিস্তর কটু নিষ্ঠুরোক্তি প্রযোগ করিয়া কহিল, এই রাজ্য আমার পৈতৃক, আমিই ইহার যথার্থ অধিকারী, তুমি অপহারক, এইরূপ বাক্‌কলহের পর উভয় পক্ষের অনুগত ও অনুরক্ত ভৃত্য ও বন্ধুগণ বিবাদের উপক্রম করিল। লুসিয়স এই অবসরে বৃদ্ধ মহীপতিকে ধরিয়া

আস্থানমণ্ডপের সোপান হইতে নিক্ষেপ করিল। বৃদ্ধ মহী-
পতি সোপানপরম্পরা দ্বারা ক্ষতাঙ্গ হইয়া অধঃপ্রদেশে
পতিত হইলেন। তাঁহার শরীরে রক্তধারা বহিতে লাগিল
অনুরক্ত ভৃত্যগণ তৎক্ষণাৎ শোণিতলিপ্ত রাজাকে তুলিয়
সৌধাভিমুখে লইয়া চলিল। তাহারা রাজসদনের সমীপবর্ত্তী
হইয়াছে এমত সময়ে লুসিয়স কতকগুলি অনুচর পাঠাইয়াদিল
তাহারা আসিয়া ভূপতির প্রাণবধ করিল।

এদিকে এইরূপ শোচনীয় করুণ ব্যাপার উপস্থিত, ওদিকে
পাষাণহৃদয়া টলিয়া নিজ পতি সেনেটে গিয়া কি কহিলে
জানিবার নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক ও কালক্ষেপে অসম
হইয়া লোকলজ্জাভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক শকটে আরো
করিয়া সভামণ্ডপের নিকটে উপস্থিত হইল এবং মহারাজে
জয় হউক বলিয়া সর্ব্বাগ্রে রাজোপাধিদ্বারা স্বামীর সম্বর্দ্ধ
করিল। লুসিয়স তাহাকে জনতামধ্যে উপস্থিত দেখি
তৎক্ষণাৎ গৃহগমনের আদেশ করিল। যে পথে মৃত রাজ
দেহ পতিত ছিল, টলিয়া তৎপথবাহিনী হইয়া গৃহাভিমু
প্রস্থান করিল। শকটবাহক কিয়দ্দূর গমনের পর স
রাজশব নিরীক্ষণ করিয়া তৎক্ষণাৎ ভয়সম্ভ্রমে শকট
সংযত করিল। কিন্তু মানুষরাক্ষসী নৃশংসা টলিয়া ত
বীভৎস দর্শনে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত ও পরিতাপিত না হ
শকটবাহের উপর সাতিশয় বিরক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক শ
উপর দিয়া শকট চালাইতে আজ্ঞা করিল। শকটব
অগত্যা সম্মত হইল। বজ্রহৃদয়া পাপীয়সী টলিয়া এ
নিজ শকটের চক্রধারা পিতৃশোণিতে লিপ্ত করিয়া অনাকু

। প্রফুল্লচিত্তে গৃহে গমন করিল। লুসিয়স টাকু´ইনিয়স মৃত রাজার দেহ সমাহিত করিতে নিষেধ .করিয়া উপহাসপূর্ব্বক কহিল "রমিউলসেরও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হয় নাই" এই ধর্ম্মবিদ্বিষ্ট অনৈসর্গিক উপহাসবাক্য দ্বারা তাঁহার সুপর্ব্বস উপাধি প্রাপ্তি হয়। সর্ব্বিয়সটলিয়স চুয়াল্লিশ বৎসর রাজত্বের পর দেহ পরিত্যাগ করেন। খৃষ্টের পূর্ব্ব ৫৭৮ অব্দে তাঁহার রাজত্ব আরম্ভ হয় এবং ৬৩৫ অব্দে রাজত্ব শেষ হয়।

সর্ব্বিয়সটলিয়সের জন্ম ও মরণবৃত্তান্ত কবিগণবর্ণিত অতি অদ্ভুত অলীক ও অশ্রদ্ধেয়। তাঁহার জন্ম ও মরণবৃত্তান্ত পাঠ করিলে আপাততঃ কোনরূপেই এরূপ বোধ হয় না যে, সর্ব্বিয়সটলিয়স নামে রোমের এক জন রাজা ছিলেন। কিন্তু কোন ইতিহাসলেখক তাঁহার স্থায়িত্বের অপলাপ করেন নাই। যাহা হউক, সর্ব্বিয়সটলিয়স নামে রোমে একজন রাজা ছিলেন তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই তবে কেবল কবি-গণ স্বকপোলকল্পিত অদ্ভুত বর্ণনা দ্বারা তাঁহার জন্ম ও মরণ বৃত্তান্ত অলৌকিক করিয়া তুলিয়াছেন। ইতিহাসলেখকেরা সর্ব্বিয়সটলিয়সকে রোমের রাজ্যতন্ত্রসংক্রান্ত যে সমস্ত বিধির সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, তৎসমুদায় বিধি ন্যূনা-ধিকভাবে বিপরিবর্ত্তিত হইয়া বহুশতাব্দী পর্য্যন্ত রোমে প্রচলিত ছিল। ঐ সকল বিধি এক ব্যক্তির কৃত কি না তদ্বিষয়ে বিষম সন্দেহস্থল। ঐ সন্দেহ নিতান্ত দুরপনেয়। কিন্তু উত্তর কালের প্লিবীয়েরা সর্ব্বিয়সের প্রতি নিরতিশয় ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা প্রযুক্ত তাঁহাকেই তৎসমুদায়ের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করে।

সর্ব্বিয়সটলিয়সের মৃত্যুবিষয়ক অদ্ভুত উপাখ্যান যেরূপে উদ্ভাবিত হয়, এক্ষণে তদ্বিষয়ের বিবেচনা করা যাইতেছে। রোমের শেষ রাজা টার্কুইনিয়সস্থুপর্ব্বস এবং পেট্রিসীয়েরা প্লিবীয়দিগের উপর যৎপরোনাস্তি অত্যাচার করে। প্লিবীয়েরা সেই নিমিত্ত তাহাদিগকে বিষনয়নে দর্শন করিত। বোধ হয় প্লিবীয়েরা সেই রাগে টার্কুইনিয়সস্থুপর্ব্বসের এবং পেট্রিসীয়দিগের নৃশংস ব্যবহারের উদাহরণ প্রদর্শন নিমিত্ত পেট্রিসীয়দিগের যোগে টার্কুইনিয়সস্থুপর্ব্বসের হস্তে সর্ব্বি-য়সের প্রাণ বিয়োগ হয় বলিয়া উপাখ্যানের সৃষ্টি করে। যাহা হউক, সর্ব্বিয়সের মৃত্যুবিষয়ক অদ্ভুত উপাখ্যানের অসম্ভাব্য অংশ পরিত্যাগ করিয়া আনুপূর্ব্বিক বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট বোধ হয় পেট্রিসীয়দিগের চক্রান্তে পড়িয়াই তাহার প্রাণ বিয়োগ হইয়াছিল। সর্ব্বিয়সের অদ্ভুত জন্মবৃত্তান্ত কোথা হইতে উদ্ভূত হয় তাহা নির্ণয় করা বড় কঠিন। সর্ব্বিয়স ইট্রিউরিয় বলিয়া উপাখ্যানে উল্লিখিত হইয়াছেন। কিন্তু তিনি রাজ্যতন্ত্রসংক্রান্ত যে সমস্ত বিধি বিধান করিয়া যান, তাহার বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে তাঁহাকে ইট্রি-উরিয় বলিয়া কোন রূপে বোধ হয় না। কেহ কেহ অনুমান করেন টার্কুইনিয়সপ্রিস্কসের অধিকারকালে ল্যাটিন-জাতীয় যে সকল লোক পেট্রিসীয় পদ প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহাদিগের অন্যতম কোন ব্যক্তির বংশে সর্ব্বিয়স জন্ম গ্রহণ করেন।

সর্ব্বিয়সটলিয়সের নাম প্লিবীয়দিগের মনে চির জাগরূক ছিল। ঐ মহাত্মা প্লিবীয়দিগের সৌভাগ্যবৃদ্ধি ও স্বাধীনতা

াদনের উদ্দেশে নানা উৎকৃষ্ট নিয়ম নির্দ্ধারিত করিয়া এবং তাঁহার সময়ে প্লিবীয়দিগের যৎপরোনাস্তি সচ্ছন্দ হইয়াছিল। ঐ সকল কথা স্মৃতিপথে উদিত :ল প্লিবীয়েরা তাঁহার নামোচ্চারণ করিয়া আনন্দে পুলকিত কৃতজ্ঞতারসে অভিষিক্ত হইত। সর্ব্বিয়সের জন্মমাসের 'য় ছিল না কিন্তু জন্মতিথির নির্ণয় ছিল। অতএব ীয়েরা প্রতিমাসেই তাঁহার জন্মতিথি উপলক্ষে মহা-াৎসব করিত। যে সময়ে পেট্রিসীয়েরা নিতান্ত নির্দ্দয় ।। প্লিবীয়দিগকে অত্যন্ত পীড়ন করিত, সেই সময়ে প্লিবী-।। সর্ব্বিয়সের অধিকারকালে আপনাদিগের পূর্ব্বানুভূত সমৃদ্ধির কথা স্মরণ করিয়া একবারে উন্মত্ত হইয়া উঠিত। ত উন্মত্ত হইত যে তৎকালে পেট্রিসীয়দিগকে সাবধান কতে হইত। পেট্রিসীয়দিগের অত্যাচারনিপীড়িত ীয়েরা সর্ব্বিয়সের জন্মতিথি নিবন্ধন উৎসবদিবস স্থিত হইলে পাছে আপনাদিগের পূর্ব্বকার সুখসচ্ছন্দের স্মরণ করিয়া বাজারে একত্র মিলিত হইয়া রাষ্ট্রবিপ্লাবনে ত হয় এবং বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হইয়া সর্ব্বিয়সকৃত ায় নিয়ম প্রচলিত করে, এই ভয়ে সেনেটেরা এই আইন য়াছিলেন যে সর্ব্বিয়সের জন্মতিথি উপস্থিত হইলে বাজার থাকিবে।

সর্ব্বিয়স রোমনগরীর পরিসর বৃদ্ধি করিবার অভিপ্রায়ে টী উন্নত প্রদেশ রাজধানীর সীমামধ্যে সমাবেশিত করিয়া ।। ঐ সাতটী প্রদেশ পর্ব্বত বলিয়া নির্দ্দেশিত হইত। রাজ-ী অনাবৃত থাকিলে শত্রুগণ অনায়াসে আক্রমণ করিতে

পারে এই ভাবিয়া তিনি রাজধানীর রক্ষার্থ চতুর্দ্দিকে
প্রাচীর নির্ম্মাণ করেন। রাজধানীর পরিসরবৃদ্ধির কথা দ্ব
স্পষ্ট বোধ হইতেছে সর্ব্বিয়স অতি দূরদর্শী ছিলেন।
দূরদর্শিতাবলে তিনি পূর্ব্বেই অনুমান করিয়াছিলেন যে রো
নগর কালক্রমে এক মহানগর বলিয়া পরিগণিত হইবে।
অনুমান করিয়া তিনি নগরমধ্যে অসংখ্য লোকের বা
সমাবেশার্থ রাজধানীব আয়তন বৃদ্ধি করেন।

সর্ব্বিয়সটলিয়স রাজ্যতন্ত্রসংক্রান্ত যেসমস্ত নূতন নি
নির্দ্ধারিত করেন এবং প্লিবীয়দিগের অবস্থা সংশো
সৌভাগ্যবর্দ্ধন ও স্বাধীনতাসম্পাদন নিমিত্ত যেসমস্ত বি
বিধান করিয়া যান তদ্দ্বারা তাঁহার নাম সবিশেষ বিখ্
হইয়াছিল। তিনি অতিশয় ন্যায়পরায়ণ ছিলেন।
অনর্থের হেতুভূত পক্ষপাত কখন তাঁহার হৃদয়দেশ
করিতে পারে নাই। তিনি পক্ষপাতশূন্য হইয়া যেস
নিয়ম নিবদ্ধ করিয়া যান, তৎসমুদায়ের কথা ক্রমশঃ উল্লি
হইতেছে।

যে রাজা রাজ্যের সমুদায় প্রজাকেই সমান জ্ঞান ক
সকলের প্রতি স্নেহবান্ হন এবং সর্ব্বত্র সমদর্শী হইয়া
পরতঃ সর্ব্বতোভাবে সকলের শ্রেয়ঃসাধনে সদা যত্নবান্
সেই রাজার রাজ্যেরই সবিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হয়, সেই রাজার রা
অনতিদীর্ঘকালমধ্যে মহারাজ্য বলিয়া পরিগণিত হয়
সেই রাজারই ভূমণ্ডলমধ্যে অপ্রতিহত আধিপত্য স্থা
হয়। তত্রত্য প্রজাগণ পরস্পরের প্রতি স্নেহবান্ ও পর
রের প্রণয়ে বদ্ধ হইয়া পরস্পরের হিতসাধনে সদা রত

ও রাজার একান্ত অনুরক্ত হয়। কোন বিপক্ষ সেই দেশ আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে তত্রত্য প্রজাগণ প্রাণপণে তাহার রক্ষা করে এবং কায়মনোবাক্যে সদা সেই দেশের হিতচেষ্টা করে। পিতা যদি সকল পুত্রের প্রতি সমান স্নেহ করেন এবং পক্ষপাতশূন্য হইয়া তুল্যরূপে সকলের ইষ্টসাধনে সদা চেষ্টাবান্ হন, তাহা হইলে পুত্রেরা পিতার একান্ত অনুগত ও নিতান্ত অনুরক্ত হয় এবং ভ্রাতৃগণেরও উত্তরোত্তর সৌভ্রাত্র বর্দ্ধিত হইতে থাকে। যে বংশে পিতা পুত্র ও ভ্রাতৃগণ পরস্পর প্রণয়পাশে বদ্ধ, পরস্পরের হিতানুষ্ঠানে সদা যত্নবান্; পরস্পর দুঃখে দুঃখিত, পরস্পর সুখে সুখিত; সেই বংশেরই শীঘ্র সমুন্নতি হয়; সেই বংশ ক্রমে ক্রমে মহাবংশ হইয়া উঠে; সেই বংশ হইতেই জগতের ভূরি উপকার হয়। কিন্তু যে রাজ্যে পক্ষপাতের সমধিক প্রাদুর্ভাব হয়, রাজ্যের কতকগুলি লোক রাজ্যাংশ ভোগে নির্বৃত আর কতকগুলি তদ্বিষয়ে বঞ্চিত। রাজ্যের প্রধান পদ ও প্রার্থনীয় কর্ম্ম সমুদায় কতকগুলির হস্তগত, আর কতকগুলি তাহা হইতে একবারে নিরাকৃত হয়, সে রাজ্যে দ্বেষ, হিংসা, মদমাৎসর্য্য প্রভৃতি দোষসমূহের সমধিক প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। তত্রত্য প্রজাগণের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের সাতিশয় বিদ্বেষ বৃদ্ধি হয় ও অত্যন্ত শত্রুভাব জন্মে। তাহারা অনুক্ষণ পরস্পরের অপকারে প্রবৃত্ত হয়, অতএব সে রাজ্যের উন্নতি হওয়া দূরে থাকুক, সে রাজ্য অচিরাৎ শ্রীভ্রষ্ট হইয়া যায় এবং পদে পদে তাহার বিপদ আশঙ্কিত হইতে থাকে। পক্ষপাতই উক্ত সমুদায় দোষের মূলস্বরূপ। পক্ষপাত নিবন্ধন রাজ্যের যত

অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে, সর্ব্বিয়সের রাজ্যাধিকার হইবার পূর্ব্বে রোমে তৎসমুদায় দোষই সমধিক রূপে প্রাদুর্ভূত ছিল। পেট্রিসিয়েরাই রোমের সর্ব্বেসর্ব্বা ছিল, প্লিবীয়দিগের রাজ্যের কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা ছিল না। ঐ পক্ষপাত-মূলক পেট্রিসীয় ও প্লিবীয় এই উভয় দলের অত্যন্ত বৈরিভাব জন্মে। তন্নিবন্ধন রোমের বহু অনিষ্ট ঘটনা হয়। দেশ-হিতৈষী পরম দয়াবান্ সর্ব্বিয়স দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া ঐ অনিষ্ট নিবারণের চেষ্টা করেন। পেট্রিসীয় ও প্লিবীয় এই উভয় দলের পৃথগ্‌ভাব ও পরস্পর বিরোধ ঐ অনিষ্টের মূল কারণ। সর্ব্বিয়স সেই মূলচ্ছেদের আশয়ে ঐ উভয় দলের একতাসম্পা-দনে যত্নবান হন এবং সেই অভিপ্রায়ে পেট্রিসীয়দিগের ন্যায় প্লিবীয়দিগের শ্রেণীবিভাগ এবং নানা নিয়ম নির্দ্ধারিত করেন।

সর্ব্বিয়স অতিশয় সাধু ও সদাশয় ছিলেন। দীনগণের ক্লেশপ্রশমনই সজ্জনদিগের সম্পল্লাভের মুখ্য ফল। সর্ব্বি-য়স রাজাসনে আসীন হইয়া দুঃখিত প্লিবীয়দিগের দুঃখ-বিমোচনে যে যত্নবান্ হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার পক্ষে সম-ধিক প্রশংসার নহে। তাঁহার অধিক প্রশংসার বিষয় এই যে তিনি প্রবল বিপক্ষ পেট্রিসীয়দিগের ভয়ে ভীত ও সঙ্কুচিত হইয়া স্বকর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ হন নাই; অসীম সাহস সহকারে সংকল্পিত সমুদায় নিয়ম নিবদ্ধ করিয়াছিলেন। তৎপ্রণীত প্রতিনিয়মেই তাঁহার অলোকসাধারণ দীর্ঘদর্শিতা ও বিজ্ঞতার সবিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। অপর আশ্চ-র্য্যের বিষয় এই যে, যাবৎ তাঁহার প্রারব্ধ কার্য্য সম্পূর্ণরূপে পরিসমাপ্ত না হইয়াছিল তাবৎ কেহ উচ্চবাচ্য করে নাই।

প্লিবীয়েরা পেট্রিসীয়দিগের নিতান্ত অধীন ছিল। তাঁহা-
গের স্বয়ংসিদ্ধ হইয়া রাজ্যের কোন কার্য্যে হস্তার্পণ করিবার
মতা ছিল না। পেট্রিসীয়েরা যেরূপ শ্রেণীবদ্ধ ছিল
বীয়েরা সেরূপ শ্রেণীবদ্ধ ছিল না এবং তাহাদিগের বিষয়েও
শেষ নিয়ম ছিল না। সর্ব্বিয়স প্লিবীয়দিগকে পেট্রিসীয়-
গের সমকক্ষ ও তুল্যক্ষমতাশালী করিবার অভিপ্রায়ে
ট্রিসীয়দিগের ন্যায় উহাদিগের শ্রেণীবিভাগ করিয়া স্বতন্ত্র
য়ম নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন।

সর্ব্বিয়সক্যাপিটল ও আবেন্টাইন পর্ব্বত ব্যতিরিক্ত রোম
রের অন্তর্বর্ত্তী যাবতীয় প্রদেশ চারি অংশে বিভক্ত করেন
ং তদধিকৃত জনপদ ছাব্বিশ অংশে বিভাজিত করেন।
হাতে সমুদায়ে ত্রিশটী অংশ হয়। ঐ ত্রিশ অংশ ভিন্ন
ন্ন প্রদেশ বলিয়া পরিগণিত হইত। প্রতিপ্রদেশেই
ট্রিসীয় ও প্লিবীয় এই উভয় দল মিশ্রভাবে বাস করিত
দহ নাই। কিন্তু সর্ব্বিয়স কেবল প্লিবীয়দিগের হিতার্থ
র্ব্বোক্তপ্রকার বিভাগ করেন। প্রতিপ্রদেশরই এক এক
অধ্যক্ষ ছিল। উহারা ট্রিবিউন বলিয়া বিনির্দ্দেশিত
ত। ইহার পর প্লিবীয়দিগের ট্রিবিউন বলিয়া যেসকল
ধিকৃত পুরুষের কথা উল্লেখ করা যাইবে, সেই ট্রিবিউনদিগের
ত এই ট্রিবিউনদিগের কর্ম্মগত অনেক বৈলক্ষণ্য ছিল।
দিগের উপরে কর আদায় করিবার ভার ছিল।

সর্ব্বিয়সের কৃত নিয়মানুসারে রোমনগর এবং তদধিকৃত
পদ ত্রিশ অংশে বিভক্ত হইলে পর প্লিবীয়দিগের স্বতন্ত্র
ন্ত্র সভা হইতে আরম্ভ হয়। সেই সেই সভায় প্লিবীয়-

দিগের কেবল নিজের বিষয়ের উত্থাপন, আন্দোলন ও কর্ত্তব্যা
কর্ত্তব্যতার বিবেচনা করিবার ক্ষমতা ছিল, বিষয়ান্তরের কোন
প্রসঙ্গ উত্থাপন করিবার ক্ষমতা ছিল না এবং তত্তৎসভায় যে
সমস্ত বিষয় কর্ত্তব্য বলিয়া অবধারিত হইত, প্লিবীয়দিগকে
কেবল তৎসমুদায়ের অবশ্য অনুষ্ঠান ও তদনুরূপ আচর
করিতে হইত, প্লিবীয় ব্যতিরিক্ত অন্য কাহারও তদনুসরণে
আবশ্যকতা ছিল না। রোমের অধিকৃত জনপদ যে ছাব্বি
অংশে বিভক্ত হইয়াছিল, সর্ব্বিয়স তত্রত্য দরিদ্র প্লিবীয়দিগকে
সাধারণ ভোগ্য ভূমির অংশ প্রদান করেন। উহারা কৃষি
কার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। আর রোমনগর
চারি অংশে বিভাজিত হয়, শিল্প ও বাণিজ্য ব্যবসায় তত্র
প্লিবীয়দিগের জীবনাবলম্বন ছিল। তৎকালে রোমে কৃষি
কার্য্যের সমধিক সম্মান ও গৌরব থাকাতে কৃষিজীবী জনপদ
বাসী প্লিবীয়েরা পুরবাসী প্লিবীয়দিগের অপেক্ষা সমধি
সমাদৃত ও গৌরবান্বিত ছিল।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে রোমে পেট্রিসীয় ও প্লিবীয় না
দুই প্রধান দল ছিল। কেবল আভিজাত্য নিবন্ধন ঐ দুই
প্রকার প্রভেদ হয়। সর্ব্বিয়স আভিজাত্যনিবন্ধন পদমর্য্যা
দার প্রথা দূরীকৃত করিবার অভিপ্রায়ে বিভবানুসারি
পদমর্য্যাদার প্রথা রোমে নবাবতারিত করেন এবং
পেট্রিসীয়, কি প্লিবীয় কাহার কি সম্পত্তি আছে জানিব
জন্য কতকগুলি লোক নিয়োজিত করেন। উহারা প্র
ব্যক্তির নাম, ধাম, আয়, ব্যয় ও স্থিতির বিষয় অবগত হই
প্রজাগণের সম্পত্তি নির্ণয় করিত। এইরূপ সম্পত্তিনির্ণয়

রামকেরা সেন্সস কহিত। অর্থ সম্পত্তি সকলের সর্ব্বদা একরূপ থাকে না। এই বিবেচনা করিয়া সর্ব্বিয়স পাঁচ বৎসর অন্তরে এক এক বার প্রজাগণের সম্পত্তি নিরূপণ করিবার ব্যবস্থা করিয়া দেন।

সর্ব্বিয়স বিভবানুসারিণী পদমর্য্যাদার প্রথা প্রচলিত করিবার জন্য যে সমস্ত নিয়ম সংস্থাপিত করিয়া যান, তদনুসারে যুদ্ধকালে অস্ত্রগ্রহণযোগ্য রোমের যাবতীয় প্রজাকেই যুদ্ধে যাইতে হইত। অতএব রোমের সমুদায় প্রজাকে এক দল সেনা বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে। ঐ সেনাদলের অশ্ব ও পদাতি এই দুই অঙ্গ ছিল। সৈনিক পুরুষদিগের বিভবানুসারে পদাতি সৈন্য ছয় শ্রেণীতে বিভাজিত হয়। যে সৈনিকপুরুষ আত্মবিভবানুসারে ঐ ছয় শ্রেণীর অন্যতম যে শ্রেণীর অন্তর্নিবেশিত হইত তাহাকে সেই শ্রেণীর নিয়মানুসারে যুদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ করপ্রদান করিতে হইত এবং তদনুসারে যুদ্ধস্থলে তাহার পদমর্য্যাদার এবং কবচধারণের বৈলক্ষণ্য হইত। এই নিয়ম কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়া রোমীয় সাধারণ তন্ত্রের শেষ পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল।

বিভবানুসারিণী রোমীয় পাদাত সৈন্যের ছয় শ্রেণীর কথা সামান্যতঃ উল্লিখিত হইল, এক্ষণে কীদৃশসম্পত্তিসম্পন্ন লোকেরা কোন্ শ্রেণীভুক্ত হইত, বিশেষ করিয়া তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে। যেসকল লোক আসেসনামক রোমীয় ১০০০০০ লক্ষ মুদ্রার অর্থাৎ এতদ্দেশপ্রচলিত প্রায় ৩২০০ দ্বাত্রিংশৎ শত মুদ্রার সম্পত্তির অধিপতি হইত, তাহারাই প্রথমশ্রেণীভুক্ত হইত। এইরূপ ৭৫,০০০ পঁচাত্তর হাজার

৫০,০০০ পঞ্চাশ হাজার, ২৫,০০০ পঁচিশ হাজার, এবং ১২,৫০
সাড়ে বারো হাজার আসের অধিপতি লোকেরা ক্রমান্
দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর অন্তর্নিবেশিত হই
উক্তপ্রকারবিভববিবর্জ্জিত ব্যক্তিরা ষষ্ঠশ্রেণীভুক্ত বলি
পরিগণিত হইত।

যে সম্পত্তির মূল্য কল্পনা করিলে দ্বাত্রিংশৎশত
অধিক হয় না, সে অতি সামান্য সম্পত্তি কহিতে হই
সর্ব্বিয়স সেই দ্বাত্রিংশৎশত মুদ্রা মূল্যের সম্পত্তি
ব্যক্তিদিগকে প্রথমশ্রেণীভুক্ত করিয়া যান, কি দ্বাত্রিং
শত মুদ্রা যাহাদিগের বার্ষিক আয় নির্দ্দিষ্ট ছিল, ত
দিগকে প্রথমশ্রেণীতে নিবেশিত করেন, অধুনা তাহা
করা অতিশয় কঠিন। কেহ কেহ অনুমান করেন, স
রোমকদিগের মূলসম্পত্তির মূল্য কল্পনা করিয়াই শ্রেণীবি
করিয়াছিলেন। তাঁহারা স্বমতের প্রামাণ্যপ্রতিপা
যুক্তিত্রয় প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রথম যুক্তি এই, স
দ্বাত্রিংশৎশত মুদ্রা মূল্যের সম্পত্তিবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগকে
প্রথমশ্রেণীভুক্ত করিয়া যান, সে কিছু মুখ্য কল্প নহে। দ্বা
শৎশত মুদ্রা মূল্যের অধিকসঙ্গতিবিশিষ্ট ব্যক্তিসকলও প্র
শ্রেণীর অন্তঃপ্রবিষ্ট হইত। ফলতঃ সর্ব্বিয়স ন্যূনকল্প
শ্রেণীবিভাগ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় যুক্তি এই,
প্রাচীন কালে ইটালিতে দ্রব্যসামগ্রী অতিশয় সুল
স্বল্পমূল্য ছিল, তত্রত্য লোকেরা স্বল্পব্যয়ে সুখসচ্ছন্দে সং
যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিত, তাহাতে অল্পধনেই
ধনের প্রয়োজনসিদ্ধি হইত, অতএব দ্বাত্রিংশৎশত

সমাবেশ ইদানীন্তন কালে অতি যৎসামান্য বলিয়া পরিগণিত হইলেও তদানীন্তন ইটালীয়েরা সামান্য বলিয়া বিবেচনা করিত না। তৃতীয় যুক্তি এই, সর্ব্বিয়সের এমন অভিপ্রায় ছিল না যে, তিনি অতুল ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তিদিগকেই কেবল প্রথমশ্রেণীভুক্ত করেন, মধ্যম কল্পের লোকদিগকেও প্রথম-শ্রেণীস্থ করিবার অভিপ্রায়ে দ্বাত্রিংশৎ শত মুদ্রা মূল্যের সম্পত্তিবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগকে প্রথম শ্রেণীর অন্তঃপ্রবিষ্ট করিবার নিয়ম করিয়াছেন।

যে ছয় শ্রেণীর কথা উল্লিখিত হইয়াছে, সর্ব্বিয়স তাহার প্রত্যেক শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট ব্যক্তিদিগকে বয়সের তারতম্য অনুসারে (সিনিয়র) জ্যেষ্ঠ এবং (জুনিয়র) যবিষ্ঠ নাম দিয়া দুই দুই সমান অংশে বিভক্ত করেন। যোল বৎসরের পর চুয়াল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত বয়সের যত লোক তাহারা সর্ব্বিয়সকৃত নিয়মানুসারে যবিষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইত এবং তাহাদিগকেই কেবল যুদ্ধে গমন করিতে হইত। আর পয়তাল্লিশ অবধি ষাটবৎসর পর্য্যন্ত বয়সের যত লোক তাহারা জ্যেষ্ঠ বলিয়া বিনির্দ্দিষ্ট হইত। উহাদিগের যুদ্ধে গমন নিয়মিত ছিল না, কিন্তু বিপক্ষ পক্ষ নগর আক্রমণ করিলে জ্যেষ্ঠদিগকে নগররক্ষার্থ অস্ত্র গ্রহণ করিতে হইত। ষষ্টিবর্ষ পূর্ণ হইলে সকল ব্যক্তিই যুদ্ধব্যাপার হইতে অবসর প্রাপ্ত হইত।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে সর্ব্বিয়সের ব্যবস্থানুসারে প্লিবীয়-দিগের স্বতন্ত্র সভা সংস্থাপিত হয়। পেট্রিসীয়দিগের স্বতন্ত্র সভা পূর্ব্বাবধিই রোমে স্থাপিতা ছিল। সর্ব্বিয়স এই দ্বিবিধ

সভা ভিন্ন পেট্রিসীয় ও প্লিবীয় এই উভয় দল সাধারণী এক মহতী সভা স্থাপিত করেন। ক্যাম্পস মার্স্যস নামক স্থানে ঐ সভা হইত। সর্ব্বিয়স ঐ সভায় আভিজাত্য নিবন্ধন পদমর্য্যাদা রহিত করিয়া বয়স ও বিভবের অনুসারে পদ- মর্য্যাদার নিয়ম করিয়া দেন। অতএব ঐ সভায় পেট্রিসীয় ও প্লিবীয় বলিয়া ইতর বিশেষ বিবেচনা ছিল না, উভয় দলই তুল্যরূপে সমাদৃত হইত।

রোমকদিগের কোন সাধারণ কার্য্য উপস্থিত হইলে ঐ সভায় তাহার উল্লেখ, বাদানুবাদ, বিবেচনা এবং সভ্যগণের মত গ্রহণ করিয়া শেষ মীমাংসা হইত। প্রতি সভ্যের মত গ্রহণ করিয়া কোন কার্য্য নিষ্পাদন করিতে গেলে একটি কার্য্যও সুন্দররূপে নিষ্পাদিত হওয়া দুর্ঘট হয়, এই বিবেচনা করিয়া সর্ব্বিয়স মত গ্রহণের সৌকর্য্যার্থ পূর্ব্বোল্লিখিত শ্রেণী ষট্‌কের প্রত্যেক শ্রেণীতে বহু সেঞ্চুরীতে বিভাজিত করেন এবং সেঞ্চুরীর অনুসারে মত গ্রহণ করিবার নিয়ম করিয়া দেন। প্রথম শ্রেণীতে আশী সেঞ্চুরি ছিল। ঐ আশী সেঞ্চুরি তদন্তর্ব্বর্ত্তী ব্যক্তিদিগের বয়োবিশেষের তারতম্য অনুসারে জ্যেষ্ঠ ও যবিষ্ঠ ভেদে চল্লিশ চল্লিশ করিয়া দুই সমান অংশে বিভাজিত হয়। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর প্রত্যেকে বিংশতি সেঞ্চুরি ছিল। প্রতি বিংশতি সেঞ্চুরি পূর্ব্ববৎ জ্যেষ্ঠ ও যবিষ্ঠ ভেদে দশ দশ করিয়া দুই সমান অংশে বিভাজিত হয়। কেবল পঞ্চম শ্রেণীতে ত্রিশ সেঞ্চুরি ছিল। ঐ ত্রিশ সেঞ্চুরিও পূর্ব্ববৎ জ্যেষ্ঠ ও যবিষ্ঠ ভেদে পনর পনর করিয়া দুই অংশে বিভাজিত হয়। এক

দিক্রমে পাঁচ শ্রেণীতে সমুদায়ে একশত সত্তর সেঞ্চুরি ছিল। কোন কার্য্যের উপলক্ষে সভ্যদিগের মত গ্রহণের আবশ্যকতা হইলে সেঞ্চুরির অনুসারে ছয় শ্রেণীতে সমুদায়ে একশত সত্তরটী মত গ্রহণ করা হইত।

যে একশত সত্তর সেঞ্চুরির কথা উল্লেখ করা গেল, সর্ব্বিয়স তদতিরিক্ত আর পাঁচটী সেঞ্চুরি স্থাপিত করেন। সে পাঁচ সেঞ্চুরি এই, সমরগামী বাদ্যকরদিগের দুই, কর্ম্মকার এবং সূত্রধরদিগের দুই, এই চারি; আর পূর্ব্বে যাহাদিগকে ষষ্ঠ শ্রেণীস্থ বলিয়া উল্লেখ করা গিয়াছে তাহাদিগের এক; সমুদায়ে এই পাঁচ সেঞ্চুরি। কর্ম্মকার ও সূত্রধরদিগের যে দুই সেঞ্চুরি ছিল, তাহারা লিবির মতে প্রথ শ্রেণীর পর এবং ডাইয়োনিসিয়সের মতে দ্বিতীয় শ্রেণীর পর মত প্রদান করিত। বাদ্যকরদিগের সেঞ্চুরিদ্বয় লিবির মতে পঞ্চম শ্রেণীর পর এবং ডাইয়োনিসিয়সের মতে দ্বিতীয় শ্রেণীর পর মত প্রদান করিত। বাদ্যকরদিগের সেঞ্চুরিদ্বয় লিবির মতে পঞ্চম শ্রেণীর পর এবং ডাইয়োনিসিয়সের মতে চতুর্থ শ্রেণীর পর মত প্রদান করিত। সর্ব্বশেষে পঞ্চম সেঞ্চুরির মত গৃহীত হইত। জ্যেষ্ঠ ও যবিষ্ঠ ভেদে এই পাঁচ সেঞ্চুরির বিভাগ বিশেষ ছিল না। মত গ্রহণ কালে উহাদিগের সমুদায়ে পাঁচটী মত হইত।

সর্ব্বিয়সকৃত ব্যবস্থানুসারে রোমকদিগের পাদাত সৈন্যের সমুদায়ে যে একশত পঁচাত্তর সেঞ্চুরি গণনা করা গেল, সর্ব্বিয়স তদ্ভিন্ন অশ্বারোহসৈন্যের আঠারটী সেঞ্চুরি স্থাপিত করেন। সেঞ্চুরির অন্তর্গত সৈনিক পুরুষদিগের বয়োবিশেষের তারতম্য অনুসারে ঐ আঠার সেঞ্চুরির পূর্ব্ববৎ জ্যেষ্ঠ যবিষ্ঠ

ভেদে বিভাগ বিশেষ ছিল না। যাহাদিগের বয়স ছচল্লিশ বৎসরের ন্যূন, তাহারাই ঐ আঠার সেঞ্চুরির অন্তর্নিবেশিত হইত। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে টার্কুইনিয়স প্রিস্কস রমিউ-লসের স্থাপিত অশ্বারোহ সেনার সেঞ্চুরিত্রয়ের সংখ্যার ব্যত্যয় না করিয়া তদন্তর্গত সৈনিকদিগের সংখ্যা বাড়াইয়া যান, তাহাতে তাঁহার সময়ে সমুদায়ে বারশত অশ্বারোহ সৈন্য হয়। সর্ব্বিয়স ঐ বারশত অশ্বারোহ সৈন্য দুই শত করিয়া ছয় অংশে বিভাজিত করেন এবং প্রতি অংশের সেঞ্চুরি নাম দিয়া সমুদায়ে ছয় সেঞ্চুরি ব্যবস্থাপিত করেন। পেট্রীসীয়েরাই কেবল ঐ ছয় সেঞ্চুরির অন্তর্নিবে-শিত ছিল। সর্ব্বিয়স পেট্রীসীয়দিগের ছয় অশ্বারোহ সেঞ্চুরি ব্যতিরিক্ত নূতন বারটী অশ্বারোহ সেঞ্চুরি স্থাপিত করেন। ধনবান্ প্লিবীয়েরাই কেবল ঐ বার সেঞ্চুরির অন্তর্নিবেশিত হয়। পেট্রীসীয়দিগের ছয় অশ্বারোহ সেঞ্চুরির ন্যায় প্লিবীয়-দিগের বার অশ্বারোহ সেঞ্চুরির প্রতিসেঞ্চুরিতে দুই দুই শত করিয়া সমুদায়ে চল্লিশ শত অশ্বারোহ সৈনিক হয়। পেট্রীসীয়দিগের ছয় অশ্বারোহ সেঞ্চুরিতে বার শত এবং প্লিবীয়দিগের বার সেঞ্চুরিতে চব্বিশ শত, সমুদায় আঠার অশ্বারোহ সেঞ্চুরিতে ছত্রিশ শত সৈনিক সমাবেশিত ছিল। পেট্রীসীয় ও প্লিবীয় এই দল সাধারণী সভায় সর্ব্বাগ্রে অশ্বা-রোহ সেঞ্চুরিরই মত গৃহীত হইত।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে সর্ব্বিয়স বিভবানুসারিণী পদ-মর্য্যাদার নিয়ম করেন; কিন্তু কিরূপ বিভববিশিষ্ট ব্যক্তি-দিগকে অশ্বারোহ সেঞ্চুরির অন্তর্নিবেশিত করিয়া যান, অধুনা

তাহার বিশেষ বিবরণ অবগত হওয়া যায় না। রোমীয় সাধারণতন্ত্রের শেষের ইতিহাস পাঠ করিলে এই অবগত হওয়া যায়, যেপ্রকার সম্পত্তি থাকিলে রোমীয় প্রজাগণ পাদাত সৈন্যের প্রথমশ্রেণীপ্রবিষ্ট হইতে পারিত, তাহার চতুর্গুণসম্পত্তিবিশিষ্ট ব্যক্তিরা তৎকালে অশ্বারোহ সেঞ্চুরির অন্তর্নিবেশিত হইত। তাহাতে কেহ কেহ অনুমান করেন সর্ব্বিয়সই অশ্বারোহ সেঞ্চুরির বিষয়ে ঐরূপ নিয়ম করিয়া যান, সেই নিয়ম সাধারণতন্ত্রের শেষ পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল।

অশ্বারোহ সেনাগণ যুদ্ধের অশ্ব ক্রয় এবং সেই অশ্ব প্রতিপালনার্থ আবশ্যক অর্থ রাজকোষ হইতে প্রাপ্ত হইত। ঐ অর্থ বিধবা এবং মাতৃপিতৃহীন শিশুদিগের নিকট হইতে প্রতি বৎসর সংগৃহীত হইত। বিধবা এবং মাতৃপিতৃহীন শিশুদিগকে তদ্ব্যতিরিক্ত অন্য কোনপ্রকার কর প্রদান করিতে হইত না। সর্ব্বিয়সের কৃতনিয়মানুসারে সমুদায়ে একশত ত্রিনবতি সেঞ্চুরি স্থাপিত হয়। অতএব পেট্রিসীয় ও প্লিবীয় এই উভয় দল সাধারণী সভায় কোন বিষয়ে মতগ্রহণকালে পূর্ব্বোক্ত সেঞ্চুরির সংখ্যানুসারে রাজ্যস্থ সমস্ত লোকের সমুদায়ে একশত তিরনব্বইটি মত হইত। মতামত স্থলে যে পক্ষে সাতানব্বইটী মত হইত, সেই পক্ষের মতানুসারেই কার্য্য নিষ্পাদিত হইত; কারণ পক্ষান্তরে ছিয়ানব্বইটির অধিক মত হইবার সম্ভাবনা ছিল না। অপর, সর্ব্বিয়স পেট্রিসীয় ও প্লিবীয় এই উভয় দল সাধারণী সভায় প্রথমে অশ্বারোহ সেঞ্চুরির, অনন্তর পাদাত সৈন্যের

প্রথম শ্রেণীর, পশ্চাৎ অন্যান্য শ্রেণীর মতগ্রহণের নিয়ম করিয়া দেন। তাহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে সর্ব্বিয়স কৃত ব্যবস্থানুসারে ধনবান্ ব্যক্তিদিগের হস্তেই সমধিক ক্ষমতা প্রদত্ত হয়, কারণ অষ্টাদশ অশ্বারোহ সেঞ্চুরি এবং পাদাত সৈন্য প্রথম শ্রেণীর অন্তঃপাতী আশী সেঞ্চুরি একবাক্য হইয়া কোন বিষয়ে মত প্রদান করিলে সমুদয়ে আটনব্বইটী মত হইত, অন্যান্য শ্রেণীর পঁচানব্বইটী মতের অধিক হইত না, সুতরাং অন্যান্য শ্রেণীর মত গ্রহণের আবশ্যকতা হইত না। অশ্বারোহ সেঞ্চুরির এবং পাদাত সৈন্যের প্রথম শ্রেণীর মতানুসারেই কার্য্য নিষ্পন্ন হইত। ধনবান্ ব্যক্তিরাই অশ্বারোহ সেঞ্চুরির এবং পাদাত সৈন্যের প্রথম শ্রেণীর অন্তঃপ্রবিষ্ট ছিল।

এক্ষণে যে সভার বিষয় বাহুল্যরূপে বর্ণিত হইল; যে সভায় কার্য্যকালে রোমীয় সমুদায় প্রজার সেঞ্চুরির অনুসারে মত গৃহীত হইত; যে সভার তুল্য বিভবশালী পেট্রিসীয় ও প্লিবীয় উভয়ই তুল্য বলিয়া পরিগণিত এবং তুল্যরূপে সমাদৃত হইত; সেই মহাসভাকে রোমকদিগের সাধারণ সভা বলিয়া গণনা করিতে হইবে সন্দেহ নাই। সর্ব্বিয়সের ব্যবস্থানুসারে ঐ সভার উপর সন্ধিবিগ্রহ চিন্তার ও প্রধান প্রাড্বিবাক মনোনীত করণের ভার সমর্পিত হয়, এবং সেনেটরেরা যে সমস্ত রাজকীয় ব্যবস্থার নূতন প্রস্তাব করিতেন, ঐ মহাসভার মত ব্যতিরেকে তৎসমুদায় প্রচলিত হইত না।

সর্ব্বিয়স সাধিকারকালে প্লিবীয়দিগকে প্রধান প্রাড্বিবাকের পদে অধিষ্ঠিত করিতে, সেনেটের সভ্যপদ প্রদান

করিতে, পৌরোহিত্যকার্য্যসম্পাদনের ক্ষমতা সমর্পণ করিতে এবং পেট্রিসীয় ও প্লিবীয় এই উভয় দলের পরস্পর বিবাহ প্রচলিত করিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু প্লিবীয়েরা যাহার প্রভাবে ঐ সকল অভিলষিত বিষয় অবগত হইয়া পরিণামে পেট্রিসীয়দিগের সমকক্ষ হয়, সর্ব্বিয়স তাহার বীজ বপন করিয়া যান। তাঁহার এই একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল যে, তিনি প্লিবীয়দিগকে পেট্রিসীয়দিগের সমকক্ষ করেন, সেই উদ্দেশেই তিনি পেট্রিসীয় ও প্লিবীয় এই উভয় দল সাধারণী সভা স্থাপিত করিয়া নানা উৎকৃষ্ট নিয়ম নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার যে অভীষ্ট সিদ্ধি হইয়াছিল তদ্বিষয়ে কোন সংশয় নাই। প্লিবীয়দিগের অমতে কোন অভিনব রাজকীয় ব্যবস্থা প্রচলিত হইত না, তাহাতে এই ফল দর্শিয়াছিল যে, কোন নূতন নিয়ম প্লিবীয়দিগের অনভিমত অথবা অপকারক হইলে তাহারা তদ্বিষয়ে অমত প্রদর্শন করিয়া তাহা রহিত করিতে পারিত। প্রাড়্বিবাক নিয়োগের ক্ষমতা পেট্রিসীয়দিগের ন্যায় প্লিবীয়দিগেরও হস্তগত হওয়াতে প্লিবীয়দিগের বিপক্ষ কোন ব্যক্তি প্রাড়্বিবাক পদে অধিরূঢ় হইবার সম্ভাবনা হইলে তাহারা আপত্তি করিয়া তাহার নিবারণ করিতে পারিত। বিভবানুসারিণীপদমর্য্যাদার নিয়ম নির্দ্ধারিত হওয়াতে পেট্রিসীয়দিগের ন্যায় প্লিবীয়েরাও পরিশ্রম সহকারে পূর্ব্বোল্লিখিত পাঁচ শ্রেণীর অন্যতম শ্রেণীর প্রবেশযোগ্য পর্য্যাপ্ত অর্থসংগ্রহ করিতে পারিলেই উক্ত পাঁচ শ্রেণীর অন্যতম এক শ্রেণীর অন্তর্নিবেশিত হইতে পারিত। সর্ব্বিয়স এবম্বিধ অত্যুৎকৃষ্ট উপায় সকল প্লিবীয়দিগের হস্তগত

করিয়া দেওয়াতেই তাহারা ক্রমে ক্রমে স্বাভীষ্ট লাভ করি
পরিণামে পেট্রিসীয়দিগের সমকক্ষ হইয়া উঠে। সর্ব্বি
পূর্ব্বতন প্রথা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত না করিয়া প্লিবীয়দিগে
হিতার্থ নানা উৎকৃষ্ট নিয়ম নিবদ্ধ করিয়া যান, তাহা
তাঁহার অতিশয় বুদ্ধিমত্তা দীর্ঘদর্শিতা এবং বিজ্ঞতা প্রকা
হয়।

অষ্টম অধ্যায়।

লুসিয়স টার্কুইনিয়সসুপর্ব্বস।

সাধুতম মহাত্মা ব্যক্তিরা ভূভারহরণ করিতেই ভূমণ্ড
জন্মগ্রহণ করেন। পৃথিবী তাদৃশ মহানুভাব ব্যক্তিদিগ
প্রাপ্ত হইয়া সাতিশয় উচ্ছ্বাসিত হন। কিন্তু দুরাত্মাদিগে
জন্ম কেবল ভুবনের ভারের নিমিত্তই হইয়া থাকে। সজ্জন
গণ কায়মনোবাক্যে বিপুলতর প্রয়াস সহকারে পরোপকা
সম্পাদন করিয়া যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করে
তাহা দুরাত্মাদিগের স্বপ্নের অগোচর। দুর্জ্জনেরা স্বার্থসাধন
পরম পুরুষার্থ জ্ঞান করে। তাহারা অন্যের সুখদুঃখে
দৃষ্টিপাত না করিয়া আপনাদিগের অভীষ্টসাধনেই স
যত্নবান্ হয়। দুরাত্মা লুসিয়সটার্কুইনিয়সসুপর্ব্বস আপনা
পিতৃকল্প পূজ্যতম বৃদ্ধ শ্বশুরের প্রাণসংহারপূর্ব্বক সিংহাসনে
আরোহণ করিয়া কত লোকের প্রাণবধ, কতলোকের বিবাস
এবং কত লোকের সর্ব্বনাশ করিল তাহার ইয়ত্তা নাই
মহাত্মা সর্ব্বিয়সটলিয়স একান্ত দয়াবশম্বদ হইয়া প্লিবীয়দিগে

র্থ যে সমস্ত মহোপকারক নিয়ম নির্দ্ধারিত করিয়া যান.
ত্মা সর্ব্বিয়স রাজাসনে আসীন হইয়া তাহার অধিকাংশ
লাপিত করিল।

টার্কুইনিয়সস্থপর্ব্বস রাষ্ট্রবিপ্লাবন উপস্থাপিত করিয়া
নট, প্লিবীয় এবং পেট্রিসীয় সভার মতগ্রহণের অপেক্ষা
করিয়া যেরূপে স্বয়ং রাজা হন, তাহা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে
খিত হইয়াছে। এক্ষণে তাঁহার অধিকারকালে যে
ঘটনা হইয়াছিল, তৎসমুদায়ের ক্রমশঃ উল্লেখ করা
তেছে। স্থপর্ব্বস প্লিবীয়দিগকে এত পীড়ন করেন এবং
ট্রসীয়েরা তাঁহার প্রশ্রয় পাইয়া তাঁহাদিগের উপর এত
্যাচার করে যে তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই সেই দারুণ
হ দুঃখের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার আশয়ে আত্মহত্যা
াদন করিয়াছিল। টার্কুইনিয়সের অধিকারকালে
ল প্লিবীয়েরাই যে তাঁহার নিদারুণ অত্যাচার দ্বারা নির্ভর
ীড়িত হইয়াছিল এমত নহে, মহাবংশপ্রসূত প্রাচীন
ট্রসীয়দিগকেও তৎকৃত অসহ্য অত্যাচার যন্ত্রণা সহ্য করিতে
াছিল। ঐ দুরাত্মার পিতা টার্কুইনিয়সপ্রিস্কস যে সকল
ক্তকে পেট্রিসীয়পদস্থ করিয়া যান, সেই আধুনিক পেট্রি-
য়রা অম্লানবদনে তাহার অন্যায়াচরণে অনুমোদন করিয়া
প্রকার তাহার চিত্তনির্ব্বৃতি বিধান করিয়াছিল, সৎকুল-
ত উদারাশয় প্রাচীন পেট্রিসীয় বংশেরা সেপ্রকার নীচ-
া হইয়া তাহার অত্যাচারে অনুমোদন ও নিতান্ত চাটুকা-
ন্যায় তাহার অনুবৃত্তি না করাতে তাহার কোপে পতিত
। তাহাতে ঐ দুরাত্মা তাঁহাদিগের কতকগুলিকে একবারে

প্রাণে নিহত আর কতকগুলিকে সর্ব্বস্ব হরণপূর্ব্বক রাষ্ট্র হই
বিবাসিত করিয়া দেয়।

পরদ্রোহী ব্যক্তিরা প্রায় নিত্যশঙ্কিত হইয়া থাকে। কখ
কে কি অনিষ্ট করে, কখন্ কে প্রাণে আঘাত করে, এ
ভাবনায় তাহাদিগের অন্তঃকরণ নিতান্ত ব্যাকুল হয়। তা
অন্যায় করিয়া পরকীয় যে সমস্ত বিষয় আপনাদি
হস্তগত করিয়া লয়, সেই অন্যায়োপার্জ্জিত বিষয় সকল প
স্বহস্ত হইতে ভ্রষ্ট হয় এই শঙ্কায় সদা সাবধান থাকে। সুপ
নিজ দৌরাত্ম্য দ্বারা যে রাজ্য সর্ব্বিয়সের হস্ত হইতে লই
ছিল, সেই অন্যায়ার্জ্জিত রাজ্যের এবং স্বশরীরের র
নিমিত্ত এক দল সেনা নিয়োজিত করিল। শরীরর
সৈন্যদল নিয়োজিত করিয়াই অবিলম্বে যাবতীয় রাজকা
ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া রাজ্যমধ্যে যথেচ্ছ ব্যবহার ক
লাগিল। সেনেটরদিগের মধ্যে যে সকল ব্যক্তি ঐ দুরা
কোপে পতিত হইয়াছিলেন, সে তাঁহাদিগের কতকগুলির এ
বধ করিল, আর কতকগুলিকে স্বদেশ হইতে বিবাসিত ক
দিল। এইরূপে সেনেটের সভ্যসংখ্যা ক্রমে কমিয়া গে
সুপর্ব্বস নিহত ও বিবাসিত সভ্যগণের পদে নূতন
নিয়োজিত করিল না। ফলতঃ সেনেটনাম্নী সভা
উঠিয়া যায়, ইহাই তাহার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল। সু
স্বাধিকারকালমধ্যে সেনেটের সভ্যদিগকে একবা
সভাস্থলে আহ্বান করেন নাই। পূর্ব্বে যে সকল বি
সেনেটের মত গ্রহণ অত্যন্ত আবশ্যক ছিল, সুপর্ব্বস এ
সেনেটের মত গ্রহণ ব্যতিরেকে নিজেই তৎসমুদায় বি

চার ও মীমাংসা করিতে লাগিলেন।

টার্কুইনিয়সস্থপর্ব্বসের বীরপুরুষ বলিয়া বিশেষ খ্যাতি ল। ল্যাটিনজাতীয়েরা রণস্থলে তাঁহার প্রতাপ সহ্য করি ত না রিয়া তাঁহার নিকটে নত হয় এবং তদবধি সমুদায় ল্যাটি-মর উপর তাঁহার অবিসম্বাদিত প্রাধান্য স্থাপিত হয়। বি ও ডাইয়োনিসিয়স বলেন, টার্কুইনিয়সস্থপর্ব্বস ল্যাটিন-তীয় প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগের সহিত কুটুম্বিতা, আত্মীয়তা ং আনুগত্য করিয়া কৌশলক্রমে সমুদায় ল্যাটীয়ম স্ববশে নয়ন করেন। কিন্তু সিসিরো স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিয়াছেন, াটিনজাতীয়েরা রণে পরাস্ত হইয়া রোমের পরাধীনতা কার করিয়াছিল। যাহাহউক, ল্যাটিনজাতীয়েরা যেরূপে মের অধীনতা স্বীকার করুক, উহারা যে রোমের অধীন য়াছিল তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ল্যাটিন জাতির এই নিয়ম া, সমুদায় ল্যাটিয়মের উপরে যাহার প্রাধান্য স্থাপিত ত, সেই ব্যক্তি বার্ষিক উৎসবকালে আলবীয় পর্ব্বতে পিটর লেটিয়ারিসের সম্মুখে এক বৃষ বলিদান করিত। টিয়মের অন্তর্গত যাবতীয় নগর সেই বলিকৃত বৃষমাংস শ করিয়া লইত। সমুদায় ল্যাটিয়মের উপর টার্কুইনিয়স র্ব্বসের প্রাধান্য স্থাপিত হইলে তিনি ল্যাটিনদিগের রীতি-া জুপিটরের সম্মুখে বর্ষে বর্ষে বৃষ বলিদান করিতে লাগি-। পূর্ব্বে যেমন ল্যাটিন জাতির স্বতন্ত্র সেনা ও সেনাপতি া গমন করিত রোমের অধীনতাস্বীকারের পর অবধি া তাহাদিগের সেরূপ ছিল না। টার্কুইনিয়স ল্যাটিন রোমক এই উভয় সেনাদল এক করিয়া ফেলিলেন।

হর্নিসীয় এবং বোলসীয়দিগের মধ্যে কেবল ইসিট্রা ও আণ্টি-
য়ম নগরের লোকেরা ল্যাটিনদিগের ন্যায় অধীনতা স্বীকার
পূর্ব্বক রোমের সহিত সন্ধি বন্ধন করে। কিন্তু উহাদিগের
সেনা ল্যাটিনদিগের ন্যায় রোমীয় সেনার অন্তর্ভাবিত ন
হইয়া স্বতন্ত্র ছিল।

বোল্সীয়দিগের সমুদায় নগরের মধ্যে কেবল ইসি
আণ্টিয়ম এই দুই নগর রোমের অধীনতা স্বীকার করিয়াছি
তাহাদিগের অন্যান্য নগর অধীনতা স্বীকার করে না
রোমরাজ তত্তন্নগরবাসীদিগকে স্ববশে আনয়নের নিমি
উদ্যুক্ত হইলে তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হইল
টার্কুইনিয়স সমরে গমন করিয়া সুয়েসা পমিটিয়া নাম
তাহাদিগের সুসমৃদ্ধ নগর এবং তৎসন্নিহিত জনপদ অবরো
পূর্ব্বক অধিকার করিয়া লইলেন। ঐ যুদ্ধে টার্কুইনি
বিস্তর লুণ্ঠিত দ্রব্য প্রাপ্ত হন। তৎসমুদায় দ্রব্য বিক্রয় দ্বা
বিপুল অর্থরাশি সংগৃহীত হয়। সুপর্ব্বস সেই সমুদ
অর্থ ক্যাপিটোলাইন পর্ব্বতে তাঁহার পিতার প্রা
জুপিটরের মন্দিরের নির্ম্মাণকার্য্যে বিনিয়োজিত করিলেন
ঐ মন্দির এত বিশালরূপে আরদ্ধ হইয়াছিল যে, উক্ত বিপু
অর্থরাশিও তাহার নির্ম্মাণকার্য্যের ব্যয়সমাধানে পর্য্যাপ্ত হ
নাই। সমুদায় ধন নিঃশেষিত হইলে পর টার্কুইনিয়স নি
প্রজাগণকে সাধ্যাতীত কর্ম্ম করাইয়া লন এবং তাহাদিগে
নিকট হইতে নিয়মাতিরিক্ত কর গ্রহণ করেন।

ক্যাপিটল পর্ব্বতে যেসমস্ত দেবালয় ছিল, সুপর্ব্বস ত
সমুদায় ভগ্ন করিয়া সেইখানে এক অভিনব সুসমৃদ্ধ মন্দি

নির্ম্মাণের বাসনা করিলেন। কিন্তু পূর্ব্বদেবালয় সকল ভগ্ন করিলে পাছে দেবগণের কোপে পতিত হইতে হয়, এই আশঙ্কা করিয়া সুপর্ব্বস দৈবজ্ঞদিগকে দৈবাদেশ জানিবার নিমিত্ত নিয়োজিত করিলেন। অনন্তর জুবিণ্টাস এবং টর্মি-স দেবের মন্দির ব্যতিরিক্ত আর সমুদায় দেবায়তন ভগ্ন করিবার প্রত্যাদেশ হইল। তাদৃশ আনন্দজনক প্রত্যাদেশ হওয়াতে দৈবজ্ঞেরা সাতিশয় হর্ষিত হইয়া রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! জুবিণ্টাস যৌবনের এবং টর্মি-স সীমার অধিষ্ঠাতা, ঐ দেবদ্বয়ের মন্দিরদ্বয় অক্ষত রাখিবার প্রত্যাদেশ হওয়াতে সুস্পষ্ট বোধ হইতেছে, রোমের যৌবন-া কোন কালেই অতীত হইবে না, এবং এক্ষণে রোমের যদূর সীমাবৃদ্ধি হইয়াছে ইহারও কখন হ্রাস হইবে না। পর্ব্বসের সংকল্পিত মন্দিরের পত্তনকালে মৃত্তিকা খনন করিতে করিতে মৃত্তিকার মধ্যে এক রক্তাক্ত অবিকৃত নরমুণ্ড দৃষ্টিগোচর হইল। দৈবজ্ঞেরা তদ্দর্শনে অতিমাত্র হৃষ্ট হইয়া কহিলেন, মহারাজ! এই শুভসূচক লক্ষণদ্বারা বিলক্ষণ বোধ হইতেছে, রোমনগরী পরিণামে সমুদয় দেশের সমুদায় নগর অপেক্ষা প্রধান হইবে।

ঐ সময়ে একদিন অদৃষ্টপূর্ব্ব এক রমণী নয়খানি পুস্তক হস্তে সহসা রাজসমক্ষে উপস্থিত হইয়া কহিল, মহারাজ! ...শত সুবর্ণমুদ্রা দিয়া এই নয়খানি পুস্তক ক্রয় করুন, ইহাতে রোমের ভাবী অবস্থার বিষয় বর্ণিত আছে। রাজা তাহার কথায় উপহাস করিলেন। ঐ রমণী তথা হইতে তিনি চলিয়া গেল এবং তখনই তাহার তিনখানি পুস্তক

পোড়াইয়া ফেলিল। অবশিষ্ট ছয়খানি পুস্তক সহিত পুনর্ব্বার রাজগোচরে উপস্থিত হইল এবং পূর্ব্বপ্রার্থিত তিন শত সুবর্ণমুদ্রায় ঐ ছয়খানি পুস্তক ক্রয় করিতে রাজাকে অনুরোধ করিল। রাজা পূর্ব্ববৎ উপহাস করিয়া তাহাকে পুনর্ব্বার প্রত্যাখ্যান করিলেন। সে পুনর্ব্বার চলিয়া গেল এবং আর তিনখানি পুস্তক ভস্মীভূত করিয়া পুনর্ব্বার ফিরিয়া আইল এবং রাজার নিকট পূর্ব্বপ্রার্থিত মূল্য প্রার্থনা করিয়া অবশিষ্ট পুস্তকত্রয় ক্রয় করিতে কহিল। রাজা তখন বিস্ময়াপন্ন হইয়া দৈবজ্ঞদিগকে ডাকাইলেন এবং তাহাদিগের অগ্রে সমুদায় বৃত্তান্ত বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এক্ষণে কি কর্ত্তব্য। দৈবজ্ঞগণ সমুদায় শ্রবণ করিয়া আক্ষেপ প্রকাশ পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আপনি যে পুস্তকের কথা কহিলেন এ দেবপ্রসাদলব্ধ পুস্তক, আপনি উপেক্ষা করিয়া বড় অনুচিত কর্ম্ম করিয়াছেন, যাহা হউক এখনও যাহা অবশিষ্ট আছে ক্রয় করুন। রাজা দৈবজ্ঞগণের বাক্যপ্রমাণে ঐ রমণীকে পরম প্রযত্নে পরিতোষিত করিয়া তিনশত সুবর্ণ প্রদান পূর্ব্বক অবশিষ্ট পুস্তকত্রয় ক্রয় করিলেন। সেই রমণী তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইল। অনন্তর রাজা ঐ পুস্তকত্রয় এক প্রস্তরময় মঞ্জুষামধ্যগত করিয়া ক্যাপিটলে নবনির্ম্মিত মন্দিরের নীচে মৃত্তিকার ভিতরে রাখিবার আদেশ দিলেন।

রোমের প্রায় ছয় ক্রোশ অন্তরে গেবিয়াই নামে ল্যাটিনদিগের এক সুসমৃদ্ধ নগর ছিল। অন্যান্য ল্যাটিন নগর সকল পরাহত হইয়া আপনাদিগের ন্যূনতা স্বীকার করিয়া যৎকালে টার্কুইনিয়স সুপর্ব্বসের সহিত সন্ধি করে, গেবিয়াই নগর

লোকেরা তৎকালে তদ্দ্বারা বদ্ধ হয় নাই. প্রত্যুত তাহারা গর্ব্বিতবচনে স্থুপর্ব্বনকৃত সন্ধিপ্রস্তাব অগ্রাহ্য করে। রোমরাজ তাহাতে অতিশয় কুপিত হইয়া স্বয়ং সৈনাপত্য গ্রহণ পূর্ব্বক তাহাদিগের নগর অবরোধ করিতে গেলেন। কিন্তু তন্নগরীয় লোকেরা স্ববীর্য্য বিভব দ্বারা তাঁহাকে প্রতিহত করাতে তিনি তৎকৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। রোমরাজ কিরূপে তাহাদিগকে স্ববশে আনয়ন করিবেন ভাবিতে লাগিলেন। পরিশেষে বীরব্রতে বিসর্জ্জন দিয়া প্রতারণা দ্বারা অভীষ্ট সম্পাদন করিলেন।

কারণগুণ কার্য্যে সংক্রামিত হয়। মাতাপিতার যেরূপ রূপগুণ সন্তানেরও প্রায় সেইরূপ হইয়া থাকে। বিশিষ্ট হেতু ব্যতিরেকে ইহার ব্যভিচার প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না। টার্ক্‌ইনিযস্থুপর্ব্বস যেমন দুরাত্মা ও পাপিষ্ঠ, তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সেক্‌ষ্টসও তদনুরূপ ছিল। ঐ নরাধম পিতার পরামর্শক্রমে গেবিয়াই নগরে গমন করিল এবং তত্রত্য লোকদিগের নিকটে স্বশরীরে স্বকৃতক্ষত প্রদর্শন করিয়া কহিল, আমার নিষ্ঠুর পিতা নির্দ্দয় প্রহার করিয়া আমাকে স্বরাষ্ট্র হইতে দূর করিয়া দিয়াছেন. আমি তোমাদিগের শরণাগত হইলাম, তোমরা আমাকে রক্ষা কর। নাগরিক লোকেরা ঐ পাপাত্মার কপট ভাব বুঝিতে না পারিয়া তাহার তাবৎ কথা সত্য বলিয়া প্রত্যয় করিল এবং তাহার কল্পিত কাতর ভাব ও দুর্দ্দশা দর্শনে দয়ার্দ্র হইয়া তাহাকে বহুমান পূর্ব্বক নগরে স্থান দান করিল। সেক্‌ষ্টস কিছুকাল তথায় বাস করিয়া ক্রমশঃ সকল লোকের স্নেহ ও বিশ্বাসভাজন হইয়া উঠিল।

সেক্ষ্টস যখন দেখিল তাহার উপরে পুরবাসীদিগের দৃঢ়তর বিশ্বাস জন্মিয়াছে এবং সকলে তাহার বাধ্য হইয়াছে, তখন সে তাহাদিগকে রোমের সহিত যুদ্ধ করিবার পরামর্শ দিল। তাহারাও ঐ দুষ্টের কুহকজালে পতিত হইয়া তাহার পরামর্শের অনুসরণ করিল এবং তাহাকে সেনাপতিপদে নিয়োজিত করিয়া সমরসাগরে অবতীর্ণ হইল। টার্কুইনিয়স সুপর্ব্বস গেবিয়াই নগরীয়দিগকে বঞ্চনা করিবার অভিপ্রায়ে প্রকৃত প্রস্তাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করাতে সেক্ষ্টস সমুদায় যুদ্ধে জয়ী হইল এবং রণস্থলে বহু বিলুণ্ঠিত দ্রব্য প্রাপ্ত হইয়া রোমীয় সৈনিকদিগকে সমরবন্দী করিয়া লইয়া গেল। গেবিয়াই-নগরীয় লোকেরা এইরূপে প্রতারিত হইয়া সেক্‌ষ্টসকে প্রধানতম সেনাপতির পদে অভিষিক্ত করিল।

দুষ্টাশয় সেক্‌ষ্টস গেবিয়াই নগরে সর্ব্বোত্তর মহত্ত্বলাভ করিয়া কিপ্রকারে গেবিয়াই নগর পিতার হস্তে সমর্পণ করিবে ভাবিতে লাগিল এবং স্বয়ং কোন সদুপায় নির্ণয় করিতে না পারিয়া বিষম সন্দিহান হইয়া পিতার মন জানিবার নিমিত্ত তৎসন্নিধানে গোপনে এক দূত প্রেরণ করিল। দূত যে সময়ে রোমে উপস্থিত হয়, রোমরাজ তখন উদ্যানে ছিলেন। তিনি সমাগত দূতমুখে সেক্‌ষ্টসের সমুদায় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া এবং তাহার আগমনপ্রয়োজন অবগত হইয়া মনে মনে করিলেন, যদি এই দূত দ্বারা স্পষ্টাভিধানে কোন কথা বলিয়া পাঠাই আর দূত ব্যক্ত করিয়া ফেলে, তাহা হইলে সব দিক্ নষ্ট হইবে, অতএব এমন কোন কৌশল করিয়া আপন মত ব্যক্ত করা উচিত যে, দূত তাহার বিন্দুবিসর্গ বুঝিতে না পারে

চ সেক্‌ষ্টস তাহার মর্ম্মাববোধে সমর্থ হয়। এইরূপ ভাবিয়া মরাজ একাগ্রচিত্ত হইয়া যেন উত্তর চিন্তা করিতেছেন রূপ ভাব করিয়া উদ্যানমধ্যে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ রলেন, এবং ভ্রমণ করিতে করিতে স্বহস্তস্থিত যষ্টি দ্বারা খবর্ত্তী কতকগুলি উচ্চতম অহিফেনবৃক্ষের মস্তক ছেদন রলেন। অনন্তর দূতকে কোন কথা না কহিয়া বিদায় রয়া দিলেন।

দূত গেবিয়াই নগরে প্রত্যাগত হইয়া সেক্‌ষ্টসের নিকটে দৃষ্ট যাবতীয় বৃত্তান্ত অবিকল বর্ণনা করিল। সেক্‌ষ্টস ক্ষণাৎ নিজ পিতার অনুষ্ঠিত কর্ম্মের মর্ম্মোদ্‌ঘাটনে সমর্থ ল এবং নগরীর আভরণভূত প্রধানতম লোকদিগের প্রাণ- ে উদ্যত হইল। ঐ দুরাত্মা গোপনেই অনেকের প্রাণ হার করিল। তদ্ভিন্ন অন্য অন্য প্রধানতম ব্যক্তিদিগের ম মিথ্যাভিযোগ করিল। তাহাতে রাজদণ্ডানুসারে কগুলির প্রাণদণ্ড হইল আর কতকগুলি নগর হইতে নির্ব্বা- ত হইল। ঐ দুরাত্মা অবশেষে হত ও নির্বাসিত ব্যক্তিদিগের য়বিভব ও সমুদায় অর্থসম্পত্তি রাজ্যের সমস্ত প্রজাগণকে রণ করিল। স্বল্পবুদ্ধি সামান্য লোকেরা তাহাতে বিমো- ত হইয়া আপনাদিগের অসৌভাগ্য ও আসন্ন বিপৎপাত তে না পারিয়া সন্তুষ্টচিত্তে সেক্‌ষ্টসের বদান্যতা ও সদা- র যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিল। গেবিয়াই নগরী রূপে প্রধানতম নাগরিক লোক বিরহিত হইলে টার্কুইনি- সুপর্ব্বস অনায়াসে হস্তগত করিয়া লইলেন।

সুপর্ব্বস সমর হইতে অবসর প্রাপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার ক্যাপি-

টোলাইন পর্ব্বতে প্রারব্ধ মন্দির নির্ম্মাণে মনোনিবেশ করিলে
এবং রাজ্যমধ্যে সৌধপ্রাসাদ প্রভৃতি নানা সুসমৃদ্ধ অপূ
অট্টালিকা ও অতি বিশাল পয়ঃপ্রণালী সকল নির্ম্মাণ করাই
লাগিলেন। তাঁহার সৌভাগ্যের পরিসীমা ছিল না। তি
যখন যে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহাতেই কৃতকা
ও পূর্ণমনোরথ হইয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্য অকণ্টক হই
নানা সুশোভমান অট্টালিকা দ্বারা সুশোভিত হইল এ
সুখসমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ হইল। তিনি সৌভাগ্য সম্পত্তি
পরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াও নিরুৎকণ্ঠচিত্তে কল্যাণপরম্প
সম্ভোগ করিতে পারিলেন না। তাঁহার রাজ্যমধ্যে মধ্যে
মধ্যে নানা ঔৎপাতিক চিহ্ন প্রকাশ হইতে লাগিল। একদা
এক মহাকায় কৃষ্ণসর্প রাজভবনের প্রাঙ্গণবর্ত্তিবেদির মধ্য
হইতে বিনির্গত হইয়া নৈবেদ্য ভক্ষণ করিল। রাজা ঈদৃশ
অন্যাদৃশ নানাবিধ দুর্নিমিত্ত দর্শনে রাজকুলের ভাবী অমঙ্গ
আশঙ্কা করিয়া অতিশয় ব্যাকুল হইলেন এবং কীদৃশ শান্তি
কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা উপস্থিত বিঘ্ন বিনাশিত হইতে পা
জানিবার নিমিত্ত টাইটস ও আরন্স নামক আপনার দু
কনিষ্ঠ পুত্রকে ডেল্‌ফিতে পাঠাইয়া দিলেন। ডেল্‌ফি গ্রী
দেশের অন্তঃপাতী ; ঐ স্থান তৎকালে দেবানুগৃহীত পীঠস্থা
বলিয়া অতিশয় প্রসিদ্ধ ছিল। কেহ কোন কামনা করি
তথায় গমন করিলে তাহার প্রতি আপোলোদেবের প্রত্যা
দেশ হইত।

রাজকুমারেরা আপোলোদেবকে উপহার দিবার নিমি
নানা বহুমূল্য দ্রব্যসামগ্রী সমভিব্যাহারে লইলেন। রাজ

ভাগিনেয় লুসিয়স জুনিয়স ব্রুটস তাঁহাদিগের সঙ্গে গ্রীসদেশে যাত্রা করিলেন। লুসিয়স জুনিয়সকে লোকে নির্ব্বোধ বোধ করিয়া ব্রুটস (১) এই উপাধি প্রদান করিয়াছিল। বস্তুতঃ তিনি নির্ব্বোধ ছিলেন না। তিনি অতি চতুর, সদ্বিবেচক ও অত্যন্ত বুদ্ধিমান্ ছিলেন। কেবল আপনার দুরাত্মা মাতুলের ভয়ে ছদ্মভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন। মানুষরাক্ষস টার্কু-ইনিয়সসুপর্ব্বস অর্থলোভে জুনিয়সের জ্যেষ্ঠ সহোদরের প্রাণ সংহার করে। জুনিয়স তাদৃশ অনৈসর্গিক নৃশংস ব্যাপার দর্শন করিয়া মনে মনে বিবেচনা করেন, ইহাকে যেপ্রকার দুরাত্মা দেখিতেছি মানুষের মত থাকিতে গেলে, মানুষের মত চলিতে গেলে ইহার নিকটে নিস্তার নাই, ইহার নিকটে ছদ্মভাবে থাকাই বিধেয়; এই ভাবিয়া তিনি তদবধি লোকের নিকটে বুদ্ধিবিকল বিষয়জড় নির্ব্বোধের ন্যায় ব্যবহার করেন।

রাজকুমারেরা গ্রীসদেশে উপস্থিত হইয়া প্রথমে পিতার [illegible]াদিষ্ট কার্য্য সম্পাদন করিলেন। অনন্তর কৌতূহলাক্রান্ত [illegible]ইয়া বিনীতভাবে কৃতাঞ্জলিপুটে আপোলোদেবের নিকটে [illegible]ই প্রার্থনা করিলেন, ভগবন্ ভুবনাধিনাথ দেব! কৃপা [illegible]রিয়া বলুন আমাদিগের মধ্যে কে রাজা হইবে। তৎপরে [illegible]ই আকাশবাণী হইল, তোমাদিগের মধ্যে যে জন সর্ব্বাগ্রে [illegible]ননীকে চুম্বন করিতে পারিবে, সেই ব্যক্তিই নৃপতিপদে [illegible]ভিষিক্ত হইবে। রাজতনয়েরা দৈববাণীর মর্ম্ম বুঝিতে না [illegible]রিয়া পরস্পর মন্ত্রণা করিলেন, আমরা রোমে উপস্থিত হইয়া

১। ল্যাটিন ভাষায় ব্রুটস শব্দে নির্ব্বোধ বুঝায়।

মিহৃতিপরীক্ষা দ্বারা এবিষয়ের মীমাংসা করিব ; কিন্তু এবিষয় কোনরূপে যেন জ্যেষ্ঠ সোদরের কর্ণগোচর না হয় ; এ কথ তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইলে যদি তিনি সর্ব্বাগ্রে দৈববাণীর নিদেশানুরূপ কার্য্য করিয়া রাজা হন, তাহা হইলে আমা দিগের সমুদায় প্রযত্ন বিফল হইবে। যাহা হউক তাঁহাদি গের সেই কল্পনা বিড়ম্বনামাত্র হইয়াছিল, কারণ মানবী মাতা দৈববাণীর অভিপ্রেত ছিল না। ব্রুটস দৈববাণীর প্রকৃত অর্থ বুঝিয়া ছিলেন। তিনি মন্দির হইতে অবতরণ কালে যেন পড়িয়া গেলেন এইরূপ ভান করিয়া ক্ষিতিতলে দণ্ডবৎ নিপতিত হইলেন এবং পৃথিবীকে সর্ব্বলোকজননী বিবেচনা করিয়া চুম্বন করিলেন।

রাজকুমারেরা স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। রাজার বিনিপাতসূচক নানা ঔৎপাতিক চিহ্ন রাজ্যমধ্যে পুনর্ব্বার প্রকাশ হইতে লাগিল। কিন্তু রাজা পূর্ব্বের ন্যায় আন্তরিক ব্যাকুল না হইয়া তাহাতে উপেক্ষা করিয়া অন্তঃকরণ স্থির করিয়া রাখিলেন এবং কোন শান্তিকর্ম্মেরও আর অনুষ্ঠান করিলেন না। রোমরাজ মহীয়সী পয়ঃপ্রণালী এবং বৃহৎ বৃহৎ হর্ম্ম্যাদি নির্ম্মাণ প্রভৃতি যেসমস্ত প্রকাণ্ড কাণ্ডে অনুষ্ঠান করেন, তদ্দ্বারা তাঁহার তাবৎ ধন নিরবশেষিত হয় ধনাগার শূন্য হয় এবং প্রজাগণও নির্ভর নিপীড়িত হয় প্রজাগণ ক্রমে ক্রমে তাঁহার উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিল, এত বিরক্ত হইল যে, স্পষ্টরূপেই ক্রোধ প্রকাশ করিতে লাগিল। রাজা রিক্তহস্ত হইয়াছিলেন, তিনি যে অর্থ দ্বারা কুপিত প্রজাগণকে সান্ত্বনা করিয়া রাখেন, সে যোও ছি

া। তিনি মনে মনে বিবেচনা করিলেন, কোপপরায়ণ
জাগণ যদি নিশ্চিন্ত ও নিষ্ক্রিয় হইয়া স্বদেশে অবস্থান করে,
াপনাদিগের দুঃখের বিষয় সদা আন্দোলন করে এবং বিদ্বেষ-
নক বাক্যদ্বারা পরস্পর পরস্পরের ক্রোধের উদ্দীপন করে,
াহা হইলে রাষ্ট্রবিপ্লাবন উপস্থিত হইবার আটক নাই,
াদিগকে কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত রাখা আবশ্যক, কারণ মানুষ
ার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলে তাহার দুঃখের বিষয় সদা স্মৃতিপথে
দিত হয় না। রোমরাজ এইপ্রকার চিন্তা করিয়া রুটুলীয়-
গের সহিত যুদ্ধের সংঘটনা করিয়া রোমকদিগকে রণস্থলে
য়া গেলেন।

রুটুলীয়দিগের আর্ডিয়ানামক এক সুসমৃদ্ধ নগর এক
উচ্চ পর্ব্বতের উপরিভাগে অবস্থাপিত ছিল। রোমকেরা
মে ঐ নগর আক্রমণ করিয়া অধিকার করিবার উপক্রম
রল। কিন্তু তদ্বিষয়ে কৃতকৃত্য না হওয়াতে আক্রমণ
াস পরিত্যাগপূর্ব্বক নগর অবরোধ করিল। আর্ডিয়া
রুদ্ধ করিয়া রোমকেরা মনে মনে এই বিবেচনা করিল যে,
আমরা আর্ডিয়া অবরোধ করিয়া থাকি, তাহা হইলে
গরিক লোকেরা নগর বহির্ভাগ হইতে কোন আবশ্যক
্যসামগ্রী আনয়ন করিতে পারিবে না, অন্য কোন লোকও
রুদ্ধ নাগরিক লোকদিগের সহায়তা করিতে শক্ত হইবে
নগরমধ্যে যে খাদ্যসামগ্রী সঞ্চিত আছে শেষ হইলে
কাজেই নাগরিক লোকদিগকে আমাদিগের বশে
তে হইবে। রোমকেরা এইপ্রকার বিবেচনা করিয়া
র্ডিয়ার চতুষ্পার্শ্বে সেনা সন্নিবেশপূর্ব্বক নগর আটক

করিয়া রহিল এবং শিবিরমধ্যে অবস্থান করিয়া আমোদ প্রমোদে কালহরণ করিতে লাগিল।

রাজার তিন পুত্র এবং টার্কুইনিয়সকলাটিনস এই চারি জন একত্র হইয়া এক দিবস শিবিরমধ্যে রজনীযোগে আহার করিতেছিলেন, প্রসঙ্গসঙ্গতিক্রমে পরস্পর পত্নীর গুণানুবা প্রস্তাব উপস্থিত হইল। সকলেই আপন আপন ভার্য্যাকে অসামান্য গুণবতী বলিয়া বর্ণন করিতে লাগিলেন। কি কলাটিনস সর্ব্বাপেক্ষা স্বভার্য্যার সমধিক প্রশংসা করিয়া স্পর্দ্ধ করিয়া কহিলেন, আমি অদ্য রাত্রেই আপন বাক্য সপ্রমা করিয়া দিব; এখনই রোমে ও কলাটিয়া নগরে যাই চল, এখ কাহার স্ত্রী কিরূপে কালহরণ করিতেছে স্বচক্ষে প্রত্য করিলেই চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হইবে। কয় জনেই সুর পানে কিঞ্চিন্মত্ত হইয়াছিলেন। অতএব সকলেই কলাটি সের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ অশ্বে আরো করিয়া রোমের অভিমুখে চলিলেন। তাঁহারা রোমে উপস্থি হইয়া দেখিলেন, রাজপুত্রবধূগণ সখীগণসমভিব্যাহারে বিবি সুস্বাদু ভোজ্য দ্রব্যের রসাস্বাদ করিয়া পরমানন্দে কা যাপন করিতেছেন। এই দেখিয়া তাঁহারা তথা হই কলাটিয়ায় গমন করিলেন। কলাটিয়ায় পৌঁছিতে অধি রাত্রি হইল। তথাপিও তাঁহারা দেখিতে পাইলেন, কলা নসের প্রিয়তমা পত্নী লিউক্রিসিয়া তখন পর্য্যন্ত নিদ্রিতা হ নাই। দাসীগণ পরিবেষ্টিত হইয়া শিল্পকর্ম্ম করিতেছে এবং সদালাপ ও সৎপ্রসঙ্গ দ্বারা দাসীগণের চিত্তরঞ্জন করি ছেন। রাজকুমারদিগকে সমাগত দেখিয়া তিনি যথো

সম্বর্দ্ধনা করিলেন। রাজকুমারেরা এই সমস্ত দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইলেন এবং তাঁহার ভূরি প্রশংসা করিয়া কহিলেন লিউক্রসিয়াই যথার্থ গুণবতী। এইরূপে উপস্থিত বিবাদে লিউক্রসিয়ার অসামান্যগৃহিণী গুণদ্বারা তাঁহার পতির জয় লাভ হইল। রাজপুত্রেরা কিয়ৎকাল তথায় বিশ্রাম করিয়া কলাটিনসের সহিত পুনর্ব্বার শিবিরে গমন করিলেন।

লিউক্রসিয়ার দর্শনদিনাবধি দুরাত্মা সেক্স্টসের চিত্ত বিচলিত হইল। ঐ দুরাচার একদিবস সায়ংকালে এক বিশ্বস্ত সহচরকে সঙ্গে লইয়া গোপনে কলাটিয়ায় গমন করিল। লিউক্রসিয়া তাহাকে নিজ পতির পরমাত্মীয় জানিয়া পরম আদর করিলেন। দুরাত্মা ভোজনান্তে তথায় রাত্রিবাসের অভিলাষ প্রকাশ করিল। লিউক্রসিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার স্বতন্ত্র বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন এবং স্বয়ং স্বগৃহে গমন করিয়া শয়ন করিলেন। পরিজন নিবুপ্ত হইলে দুরাত্মা শয্যা হইতে উত্থিত হইল এবং করে করবাল ধারণ করিয়া লিউক্রসিয়ার গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। তাহাকে তাদৃশ অনুচিত সময়ে অকস্মাৎ গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট দেখিয়া এবং তাহার করতলিত করাল অসিলতা দর্শন করিয়া ভয়ে লিউক্রসিয়ার শরীর কাঁপিতে লাগিল। দুরাচার আপনার ইষ্টসাধনের উপক্রম করিলে পতিপ্রাণা লিউক্রসিয়া সাধ্যানুসারে তাহার ইচ্ছা-প্রতিরোধ করিতে লাগিলেন। আপন অভীষ্টসিদ্ধির ব্যাঘাত-সম্ভাবনা বুঝিয়া দুরাত্মা লিউক্রসিয়াকে সম্বোধন করিয়া কহিল, লিউক্রষিয়ে! তুমি যদি প্রতিকূল আচরণ দ্বারা আমাকে মনোরথ পূর্ণ করিতে না দাও তাহা হইলে এই অসি দ্বারা

প্রথমে তোমার শিরশ্ছেদ করিব, পশ্চাৎ তোমার এক ভৃত্যের মস্তক ছেদন করিয়া তোমার পার্শ্বশায়ী করিয়া রাখিব এবং এখনই তোমার স্বামিসমক্ষে উপস্থিত হইয়া কহিব তোমার পত্নীকে নিজ ভৃত্যের সহিত এক শয্যায় শয়ান দেখিয়া তাহা-দিগের সমুচিত শাস্তি করিয়া আসিয়াছি। দুরাত্মা সেক্সটস বল দ্বারা যে বিষয়ে কৃতার্থ হইতে পারে নাই, এক্ষণে কলঙ্ক-ভয়প্রদর্শন দ্বারা তাহাতে কৃতকৃত্য হইল এবং মনস্কামনা পূর্ণ করিয়া তৎক্ষণাৎ স্বশিবিরে প্রস্থান করিল। পতিপরায়ণা লিউক্রিসিয়া পাতিব্রত্য ভঙ্গ হওয়াতে শোকে আচ্ছন্ন হইয়া মনোদুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়া রহিলেন।

রজনী প্রভাত হইলে লিউক্রিসিয়া আর্ডিয়ায় নিজ পতির নিকটে এবং রোমে নিজ পিতার নিকটে লোক পাঠাইয়া দিলেন এবং তাঁহাদিগকে বলিয়া পাঠাইলেন, তোমরা যেমন আছ শীঘ্র আসিবে, এখানে আমার অতিশয় বিপদ উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহার পিতা স্পিউরিয়স লিউক্রিসিয়স নিজ সখা পব্লিয়স ব্যালিরিয়সকে সমভিব্যাহারে লইয়া সত্বর আগমন করিলেন এবং তাঁহার পতি কলাটিনস জুনিয়স ব্রুটসের সহিত আর্ডিয়া হইতে আগত হইলেন। লিউক্রিসিয়ার বন্ধুগণ গৃহ-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, লিউক্রিসিয়া বিষণ্ণবদন ম্রিয়মাণ বসিয়া আছেন। তাঁহাদিগকে দেখিবামাত্র তাঁহার নয়নদ্বয় বাষ্পে পরিপূর্ণ হইল। তাঁহারা তাঁহার তাদৃশ ভাব দর্শনে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া বারম্বার শোকের কারণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। লিউক্রিসিয়া বহুক্ষণের পর কথঞ্চিৎ শোকবেগ সম্বরণ করিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, দুরাত্মা দস্যু

সেক্‌ষ্টস মিত্রতাবগুণ্ঠিত হইয়া আমার আবাসে আসিয়াছিল, পতিব্রতার অমূল্যধন আমার সতীত্বরত্ন বলপূর্ব্বক হরণ করিয়াছে, তোমরা যদি মানুষ হও বৈরনির্য্যাতন কর, লিউক্রসিয়া তোমাদের নিকটে জন্মের মত বিদায় হইল। লিউক্রসিয়া জীবিতনিরপেক্ষ হইয়া স্খলিতস্বরে শেষ কথাটী উচ্চারণ করিয়া নিস্তব্ধ হইলেন। তাঁহার সমীপস্থ বন্ধুগণ তাঁহাকে প্রাণপরিত্যাগরাগিণী দেখিয়া নিতান্ত উদ্ভ্রান্ত হইলেন এবং বৈরনির্য্যাতনের প্রতিজ্ঞা করিয়া বিবিধ প্রবোধ বাক্যে তাঁহার আশ্বাসন করিতে লাগিলেন, কিন্তু সমুদায় বিফল হইল। লিউক্রসিয়া আপনার পরিচ্ছদাভ্যন্তরাবৃত ছুরিকা বাহির করিয়া স্ববক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন এবং মুহূর্ত্তমধ্যে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন।

উক্ত শোচনীয় করুণ ব্যাপার উপস্থিত হইলে লিউক্রসিয়ার পিতা এবং তাঁহার পতি শোকে অতিশয় কাতর হইলেন। ভ্যালিরিয়স স্তব্ধ ও নিস্পন্দ হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। ব্রুটস লিউক্রসিয়ার বক্ষঃস্থল হইতে ছুরিকা গ্রহণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, আমি এই শোণিতলিপ্ত ছুরিকা হস্তে লইয়া শপথ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি, দুরাত্মা সেক্‌ষ্টসের সমুচিত প্রতিফল প্রদান করিব; অন্য কথা কি দুরাচার টার্কুইনিয়সস্থপর্ব্বস যাবৎ সবংশে নিহত না হইবে, তাবৎ আমার অন্তরাত্মা প্রসন্ন হইবে না। ব্রুটস নিতান্ত ক্রোধভরে অতি উচ্চৈঃস্বরে পূর্ব্বোক্ত বাক্য উচ্চারণ করিয়া আসন্নতরবর্ত্তী বন্ধুগণের হস্তে ছুরিকা সমর্পণ করিলেন এবং তাঁহাদিগকেও দুরাত্মা স্থপর্ব্বসের উন্মূলনপ্রতিজ্ঞা করিতে অনুরোধ করিলেন। ব্রুটসকে

সকলে বিষয়জড় বলিয়া জানিতেন। তাঁহার মুখে তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া সকলে অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন, পশ্চাৎ তাঁহার হস্ত হইতে ছুরিকা গ্রহণ করিয়া সকলে শপথ করিলেন এবং তদবধি তাঁহার নিদেশানুবর্ত্তী হইলেন।

কলাটিয়ার লোকদিগকে রাষ্ট্রবিপ্লাবনে প্রবর্ত্তিত করিবার অভিপ্রায়ে ব্রূটস লিউকৃসিয়ার মৃতদেহ বাজারে লইয়া গেলেন। নিমেষমধ্যে শবসন্নিধানে লোকারণ্য হইল। ব্রূটস দুরাত্মা টার্কুইনিয়সসুপর্ব্বস ও তাহার পরিবারগণের অত্যাচার ও আচরণের কথা উল্লেখ করিয়া তাহার প্রমাণ-স্বরূপ লিউকৃসিয়ার মৃত দেহ অঙ্গুলি দ্বারা মুহুর্মুহুঃ দেখাইতে লাগিলেন। প্রজাগণ তাদৃশ দুঃশ্রব শ্রবণ ও তাদৃশ দুর্দ্দর্শ দর্শনে সাতিশয় ক্ষুভিত ও কুপিত হইয়া ঐকমত্য অবলম্বন পূর্ব্বক রাষ্ট্রবিপ্লাবনে উদ্যত হইল এবং সকলেই মুক্তকণ্ঠে কহিতেলাগিল, আমরা অদ্যাবধি দুরাত্মা সুপর্ব্বসের রাজ্য শাসন পরিত্যাগ করিলাম। অনন্তর উহারা নগররক্ষার্থ এক দল সেনা নিয়োজিত করিয়া ব্রূটসের অনুগামী হইয়া রোমে গমন করিল।

রোমে ঐ সমাচার প্রচারিত হইলে, সেখানেও তুমুলকাণ্ড উপস্থিত হইল। ব্রূটস ট্রিবিউন পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি স্বপদপ্রভাবে রোমের প্রজাগণকে ফোরমে একত্র হইতে আজ্ঞা করিলেন। প্রজাগণ একত্র হইলে তিনি লিউ-কৃসিয়ার মরণবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলেন। তাহারা শ্রবণ করিয়া একবারে ক্রোধে অন্ধ হইল এবং সকলে এক-বাক্য হইয়া টার্কুইনিয়স সুপর্ব্বসকে রাজ্যচ্যুত ও সপরিবারে

বিবাসিত করিবার আজ্ঞা করিল। পুরদ্বার তৎক্ষণাৎ রুদ্ধ হইল এবং লিউক্রিসিয়সের উপরে নগররক্ষার ভার সমর্পিত হইল। রাজমহিষী পাপীয়সী টলিয়া নগরমধ্যে তুমুলকাণ্ড উপস্থিত দেখিয়া নগর পরিত্যাগপূর্ব্বক ভয়ে পলায়ন করিল।

ব্রুটস প্রথমে নগররক্ষার সদুপায় করিয়া পশ্চাৎ সেনাগণকে হস্তগত করিবার অভিপ্রায়ে আর্ডিয়ায় গমন করিলেন। কতকগুলি যুবকপুরুষ স্বয়ং প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার সমভিব্যাহারী হইল। টার্কুইনিয়স সুপর্ব্বস আর্ডিয়ায় ছিলেন, তিনি বিদ্রোহবার্ত্তা প্রাপ্ত হইয়া তাহার নিবারণার্থ নগরাভিমুখে ঊর্দ্ধশ্বাসে আসিতে লাগিলেন। ব্রুটস ঐ সমাচার শ্রবণ করিয়া অন্য পথ দিয়া আর্ডিয়ায় উপস্থিত হইলেন। সেনাগণ ব্রুটসের মুখে সমুদায় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে দেশহিতৈষী বলিয়া কৃতজ্ঞতাপ্রদর্শনপূর্ব্বক অসংখ্য প্রণিপাত করিল, সুপর্ব্বসের পুত্রদিগকে তৎক্ষণাৎ শিবির হইতে তাড়াইয়া দিল এবং রাজাকে রাজ্যচ্যুত করিবার বিষয়ে নগরবাসীদিগের যে মত হইয়াছিল সেই মতই বলবৎ করিল। এদিকে টার্কুইনিয়সসুপর্ব্বস নগরসন্নিকর্ষে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন পুরদ্বার রুদ্ধ হইয়াছে। পৌরেরা প্রাচীরের উপর হইতে তাঁহার বিবাসনের আজ্ঞা জানাইল। অবশেষে তিনি নিরাশ হইয়া তথা হইতে বিনিবৃত্ত হইলেন এবং শিবিরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সেনাগণও তাঁহার আজ্ঞাবিমুখ হইয়াছে। সুপর্ব্বসকে অগত্যা স্বদেশ পরিত্যাগ করিতে হইল। তিনি আপন কনিষ্ঠ পুত্রদ্বয়কে সমভিব্যাহারে লইয়া ইট্রুরিয়ার অন্তঃপাতী সিয়র্ নগরে গমন করিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ

পুত্র পাপাত্মা সেক্‌ষ্টস গেবিয়াইনগর স্বোপার্জ্জিত রাজ্য ভাবিয়া তথায় গমন করিল। ঐ পাপাশয় পূর্ব্বে ঐ নগরে যেসকল লোকের প্রাণবধ করিয়াছিল, তাহাদিগের আত্মীয়-গণ এক্ষণে পূর্ব্বাপকার স্মরণ করিয়া ঐ দুরাত্মার প্রাণ সংহার করিল। এইরূপে দুরাশয় সেক্‌ষ্টসের আত্মকৃত গুরুতর পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল।

লুসিয়স টার্কুইনিয়সস্থুপর্ব্বস পঁচিশ বৎসর রাজত্বের পর ফেব্রুয়ারি মাসের ২৪এ রাজধানী হইতে পলায়ন করেন। খৃষ্টের পূর্ব্ব ৫৩৪ অব্দে তাঁহার রাজত্ব আরম্ভ হয়। ৫১০ অব্দে রাজত্ব শেষ হয়। ইনিই রোমের শেষ রাজা। ইহাঁর পর আর কেহই নৃপতিপদে অভিষিক্ত হন নাই।

স্থুপর্ব্বসের পলায়নের অব্যবহিত পরেই প্রজাগণ সর্ব্বিয়স টলিযসের কৃত নিয়মানুসারে সভা করিয়া আর্ডিয়া নগরের সহিত সন্ধি সংস্থাপিত করিল। সেনাগণ আর্ডিয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হইল। রোমকেরা ঐক্যবাক্যে চিরকালের মত একের রাজত্ব রহিত করিয়া তৎপরিবর্ত্তে রোমে সাধারণতন্ত্র স্থাপিত করিল এবং এই নিয়ম প্রচারিত করিয়া দিল, যদি কেহ পরিণামে রাজ্যলোলুপ হইয়া রাজা হইবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে যে কোন ব্যক্তি নিঃশঙ্ক চিত্তে তাহার প্রাণবধ করিতে পারিবে, রাজ্যলোভী ব্যক্তির প্রাণহন্তাকে কোনপ্রকার রাজদণ্ড ভোগ করিতে হইবে না। সর্ব্বিয়সটলিয়সের কৃত নিয়মসকল পুনরাদৃত ও পুনরুজ্জীবিত হইল। প্রজাগণ একবাক্য হইয়া লুসিয়স-জুনিয়সব্রুটস এবং লুসিয়স টার্কুইনিয়সকলাটিনস এই উভয়

ব্যক্তিকে এক বৎসরের নিমিত্ত কন্সল পদে নিয়োজিত করিল। একনায়করাজ্যতন্ত্র রহিত হইয়া রোমে নূতন-প্রকার রাজ্যতন্ত্র আরব্ধ হইলে প্রজাগণের আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তাহারা প্রতি বৎসর ফেব্রুয়ারি মাসের ২৪এ টার্কুইনিয়সস্থুপর্ব্বসের পলায়নোপলক্ষে মহাসমারোহে মহোৎসব করিতে লাগিল। দুরাচার টার্কুইনিয়সের অত্যাচারগ্রস্ত হইয়া প্রজাগণ একনায়করাজ্যতন্ত্রের উপর এত বিরক্ত হইয়াছিল যে, রাজা এই শব্দটী যদাকদাচিৎ তাহাদিগের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইলে তাহারা সাতিশয় ব্যথিত ও ক্রুদ্ধ হইত। কিন্তু তাহারা ক্রোধভরে ভূতপূর্ব্ব নৃপগণ-প্রণীত নিয়মাবলী বিলোপিত করে নাই এবং ক্যাপিটলে পূর্ব্বরাজগণের যে সমস্ত প্রস্তরময় প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত ছিল তৎসমুদায়ও ভাঙ্গিয়া ফেলে নাই।

টার্কুইনিয়সস্থুপর্ব্বসের ইতিহাস পাঠ করিলে তাঁহার বৃত্তান্ত আপাততঃ সত্যবৎ আভাসমান হয় বটে, কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে সমুদায় বৃত্তান্ত প্রায় অসম্বদ্ধ ও পূর্ব্বাপর-বিরুদ্ধ বোধ হয়। ফলতঃ তাঁহার সমুদায় বৃত্তান্ত আলোড়ন করিলে কেবল এই দুই বিষয় সত্য বলিয়া জানিতে পারা যায়। প্রথম, তিনিই রোমের শেষ রাজা, দ্বিতীয়, তিনি অতি দুরাত্মা ছিলেন।

টার্কুইনিয়সস্থুপর্ব্বসের বৃত্তান্ত অভিনিবেশ পূর্ব্বক আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে বিলক্ষণ বোধ হয়, তিনি এক জন নির্দ্দয় রাজা ছিলেন। কিন্তু তাঁহার উপর তদানীন্তন লোকদিগের এত বিদ্বেষবুদ্ধি জন্মিয়াছিল যে, যেসকল দোষের

স্মরণ করিলে হৃৎকম্প হয়, লোকে তাঁহার উপর তৎসমুদায় দোষেরও আরোপ করিয়া গিয়াছে। এইরূপ কিম্বদন্তী প্রসিদ্ধ আছে যে, তিনি স্বরাষ্ট্রমধ্যে নরবলি প্রচার করিয়াছিলেন এবং লোকদিগকে যন্ত্রণা দিবার নিমিত্ত নানাবিধ যন্ত্র সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

উপাখ্যানে উল্লিখিত আছে, টার্কুইনিয়সের জ্যেষ্ঠ পুত্র সেক্‌ষ্টস প্রতারণা দ্বারা গেবিয়াই নগরের প্রধান প্রধান লোকদিগের প্রাণসংহার করে। অবশেষে ঐ নগর নির্ম্মনুষ্য হইয়া বিনাযুদ্ধে রোমের অধীন হয়। এতদ্দ্বারা স্ফুট প্রতীতি হইতেছে গেবিয়াই নগরের সহিত রোমের সন্ধিবন্ধন হয় নাই। তাদৃশ দুর্দ্দশাগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের সহিত সন্ধি হওয়া কোন ক্রমেই সম্ভাবিত বোধ হয় না; কারণ তুল্যবলাবরোধ না হইলে প্রায় সন্ধিসংঘটন হয় না। কিন্তু গেবিয়াই নগরের সহিত সন্ধিবন্ধনের সমধিক প্রামাণিক সমাচার প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। ঐ সন্ধির যাবতীয় বিবরণ এক কাষ্ঠফলকে ক্ষোদিত হইয়া রোমরাজধানীর অন্যতম মন্দিরমধ্যে নিহিত ছিল। ঐ ফলক ডাইয়োনিসিয়সের সময়েও অনেকের নয়ন-গোচর হয়। অতএব এই শেষোদিত প্রামাণিক সন্ধিবার্ত্তা দ্বারা সেক্‌ষ্টসের প্রতারণায় গেবিয়াইনগরীর অধীনতাস্বীকার-বৃত্তান্তের অমূলকতা ও অসম্বদ্ধতা স্পষ্টই প্রতিপাদিত হই-তেছে। অপর বিরুদ্ধ কথা এই, টার্কুইনিয়সসুপর্ব্বস ব-পূর্ব্বক সুয়েসাপমিটিয়া নামক নগর অধিকৃত ও সমুচ্ছেদিত করিয়া বিস্তর লুণ্ঠিত দ্রব্য প্রাপ্ত হন উপাখ্যানে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু সুপর্ব্বসের নির্ব্বাসনের কতিপ

বৎসরের পরেই ঐ নগরের পুনরবরোধ ও পুনরধিকার বার্ত্তা শুনিতে পাওয়া যায়। যে নগর একদা স্বতসর্ব্বস্ব ও সমূলে উন্মূলিত হইয়া পরের অধীন হইয়াছিল, সেই নগর যে কতিপয় বৎসর মধ্যে ধনে জনে পরিপূর্ণ হইয়া পুনরায় প্রবল শত্রুর প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ হয়, ইহা কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে।

অপর, টার্কুইনিয়সসুপর্ব্বসের উপাখ্যানমধ্যে জুনিয়স ব্রুটসের বিষয়ে যে বিরুদ্ধ বাক্যদ্বয় উল্লিখিত দৃষ্ট হইতেছে, তাহার সুন্দর মীমাংসা হওয়া অতি দুষ্কর। প্রথম বাক্য এই, ব্রুটস লোকে জড়ের ন্যায় ব্যবহার করিতেন, লোকেও তাঁহাকে জড় বলিয়া জানিত। দ্বিতীয়, ব্রুটস ট্রিবিউন পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। যাহাকে লোকে বিষয়জড় বলিয়া জানিত তাহার ট্রিবিউনপদপ্রাপ্তি অতি অসম্ভব। কোন কোন গ্রন্থকার এই বিরুদ্ধ বাক্যদ্বয়ের সমন্বয় করিবার নিমিত্ত এই-রূপ মীমাংসা করিয়াছেন যে, ব্রুটসের বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন উপাখ্যানদ্বয় প্রসিদ্ধ ছিল, কালক্রমে ঐ উপাখ্যানদ্বয় এক হইয়া যায়, তাহাতেই উক্ত বিরুদ্ধ বাক্যদ্বয় এক উপাখ্যান-মধ্যে সমাবেশিত দৃষ্ট হইতেছে। ব্রুটস শব্দের অর্থ দ্বারা এই মীমাংসা সুসঙ্গত বোধ হইতেছে। ব্রুটস শব্দে নির্ব্বোধ বুঝায়, ব্রুটস শব্দ দেখিয়া লোকে অনুমান করে, জুনিয়স ব্রুটস বিশেষ কারণ বশতঃ বিষয় জড়ের ন্যায় ব্যবহার করি-তেন, বাস্তবিক নির্ব্বোধ ছিলেন না। জুনিয়স ব্রুটসের বিষয়ে আর একটী অসম্বদ্ধ উপাখ্যান প্রসিদ্ধ আছে। এস্থলে সে কথার উল্লেখ না করিয়া মৌনাবলম্বন কোন ক্রমেই বিধেয়

নহে। টাকু ইনিয়সস্থপর্ব্বসের রাজ্যচ্যুত হইবার এক বৎসর পূর্ব্বে জুনিয়সব্রটস তরুণ বলিয়া উপাখ্যানে বর্ণিত হইয়াছেন। কিন্তু তদনন্তর বর্ষদ্বয় অতিক্রান্ত হইতে না হইতে সেই ব্যক্তি আবার প্রাপ্তবয়স্ক পুত্রদ্বয়ের পিতা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। যে ব্যক্তি স্বয়ং যুবা, দুইবৎসরকালমধ্যে তাঁহার যুবক পুত্রদ্বয় কিরূপে সম্ভব হইতে পারে।

আর্ডিয়া নগরের অবরোধ ও লিউক্রুসিয়ার বৃত্তান্ত, এই উভয় পরস্পরসম্বদ্ধ। একের সত্যতায় অপরের সত্যতা এবং একের অসত্যতায় অপরের অসত্যতা প্রতিপাদিত হইতে পারে। অতএব আর্ডিয়ার অবরোধবৃত্তান্ত সত্য কি না, অগ্রে বিবেচনা করা উচিত। উপাখ্যানে উল্লিখিত হইয়াছে, টাকু ইনিয়স স্থপর্ব্বসের নির্ব্বাসনের অব্যবহিত পরেই আর্ডিয়ার সহিত সন্ধি সংস্থাপিত হয়। ঐ বৎসরেই কার্থেজীয়দিগের সহিত রোমকদিগের সন্ধি হয়। কার্থেজীয়দিগের সহিত সন্ধিবন্ধনকালে রোমকেরা আর্ডিয়াবাসিগণকে আপনাদিগের অধিকৃত বলিয়া তাহাদিগের উপর অত্যাচার করিতে কার্থেজীয়দিগকে নিষেধ করে। এই শেষোদিত প্রামাণিক বৃত্তান্ত দ্বারা আর্ডিয়ার সহিত সন্ধিবন্ধনের কথার প্রামাণ্যবিষয়ে সংশয় জন্মিতেছে, কারণ আর্ডিয়াবাসিগণের সহিত যদি বাস্তবিকই রোমকদিগের সন্ধি হইত, তাহা হইলে রোমকেরা কার্থেজীয়দিগের সহিত সন্ধিবন্ধনের সময়ে আর্ডিয়াবাসীদিগকে স্বাধিকৃত বলিয়া নির্দ্দেশ করিত না। অতএব আর্ডিয়ার অবরোধ ও তাহার সহিত সন্ধি বার্ত্তা কোনরূপেই সত্য বলিয়া বোধ হয় না। লিউক্রুসিয়ার বৃত্তান্ত আর্ডিয়ার অব

রোধবার্ত্তার সহিত সম্বন্ধ। আর্জিনিয়ার অবরোধবার্ত্তা সন্দেহ-স্থল হইলে লিউক্রিসিয়ার বৃত্তান্ত সন্দেহস্থল হইবে আশ্চর্য্য কি। যাহা হউক লিউক্রিসিয়ার মনোরম উপাখ্যান এবং টার্কু-ইনিয়সের বিবাসনবৃত্তান্ত কোন ক্রমেই অনৈসর্গিক ও অসম্ভব বোধ হয় না। অপর সেক্‌টস লিউক্রিসিয়ার প্রতি যেরূপ অনুচিত ব্যবহার করে, দুরাত্মাদিগের শাসিতরাজ্যমধ্যে তাদৃশ ব্যবহার কোনরূপেই বিচিত্র নহে, পুরাতন পুরাবৃত্ত পাঠ করিলে ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দৃষ্টিগোচর হয়।

একাদিক্রমে রোমে সাত জন রাজা হন। এই কয়েক জন রাজা সমুদায়ে যে কালে রোমে রাজত্ব করেন, সেই কালপরিমাণের বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থকার ভিন্ন ভিন্ন প্রকার কহিয়া থাকেন। কেহ কেহ কহেন, রমিউলস অবধি সুপর্ব্বস পর্য্যন্ত রোমীয় রাজগণ সমুদায়ে ২৪০ বৎসর রোমে রাজত্ব করেন, কেহ কেহ কহেন ২৪৩ বৎসর, কিন্তু প্রথমকল্পই অনেকে গ্রাহ্য করিয়াছেন। যাহা হউক রোমনগরের স্থাপনা-বধি গলজাতীয়দিগের দ্বারা তাহার সমুচ্ছেদ পর্য্যন্ত এই সুদীর্ঘ কালের যে অবধি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা কোন ক্রমেই নিশ্চয়াত্মক বোধ হয় না। গলজাতীয়েরা রোম সমুচ্ছেদ করিলে তত্রত্য অন্যান্য দ্রব্যজাতের ন্যায় পুরাতন গ্রন্থ সকলও বিলোপপদবীপ্রাপ্ত হইয়াছিল, একথা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। অতএব স্পষ্ট বোধ হইতেছে, অনন্তরজাত গ্রন্থকারেরা বিনষ্টাবশিষ্ট গ্রন্থ হইতে উদ্ধার করিয়া অনুমান দ্বারা পূর্ব্বকালপরিমাণ কল্পনা করিয়াছেন, তাহাতেই কাল-পরিমাণবিষয়ে মতভেদ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।

রোমের আরম্ভাবধি সর্ব্বিয়সটলিয়সের সময় পর্য্যন্ত এই নিয়ম প্রচলিত ছিল, সেনেট ও পেট্রিসীয়েরা মনোনীত করিয়া রাজনিয়োগ করিতেন। রাজাকে সেনেট ও পেট্রিসীয়দিগের মতেই চলিতে হইত। যদি কোন রাজা স্বভাবের ঔদ্ধত্য বশতঃ উহাদিগের মতবহির্ভূত কর্ম্ম করিতেন, তাহা হইলে তিনি দুরাত্মা বলিয়া বিখ্যাত হইতেন এবং তাঁহাকে অধিক কাল রাজাসনে থাকিতে হইত না। টার্কুইনিয়সস্থপর্ব্বা উহাদিগের মতের অন্যথাচরণ করাতে রাষ্ট্র হইতে দূরীকৃত হন। রমিউলসের সহসা অদর্শন দেখিয়া অনেকে অনুমান করেন, তিনি সেনেটের মতবিরুদ্ধ আচরণ করিয়া নিহত হইয়াছিলেন।

অস্মদ্দেশীয় গ্রন্থকারেরা বর্ণন করিয়াছেন, রাজা দেবতাস্বরূপ; রাজা বালক হইলেও তাঁহাকে সামান্য মনুষ্য জ্ঞানে অবজ্ঞা করা কোনক্রমে বিধেয় নহে। অস্মদ্দেশীয়েরা গ্রন্থকারদিগের এই বাক্য প্রমাণ করিয়া রাজাকে যেরূপ দিক্‌পালের অংশসম্ভূত নররূপ দেবতাস্বরূপ জ্ঞান করিত; রাজা বালক, অযোগ্য ও অকর্ম্মণ্য হইলেও তাহাকে যেরূপ পৈতৃক সিংহাসনে সন্নিবেশিত করিত, এবং রাজা দুরাচার ও নৃশংস হইলেও যেরূপ তাহার অসহ্য অত্যাচারযন্ত্রণা সহ্য করিত, রোমকেরা রাজাকে সেরূপ দেবতাস্বরূপ জ্ঞান করিত না। পূর্ব্বরাজার পুত্রদিগকে পৈতৃকরাজ্যে অভিষিক্ত করা অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া অযোগ্য হইলেও তাহাদিগকে রাজাসনে সন্নিবেশিত করিত না; এবং রাজা অত্যাচারী হইলেও কোন ক্রমেই তাহার অত্যাচার সহ্য করিত না। আক্‌সমার্স

াকান্তরগমনের পর তাঁহার পুত্রসঙ্কেও রোমকেরা টার্ক্-
নিয়স প্রিস্কসকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করে এবং টার্ক্ইনিয়স
ার্ব্বসকে অত্যাচারী বলিয়া স্বদেশ হইতে দূরীকৃত করিয়া
র। ফলতঃ আমাদিগের দেশে রাজার বিষয়ে ও রাজ-
য়োগবিষয়ে যেরূপ প্রথা প্রচলিত ছিল, রোমে সেপ্রকার
া ছিল না। রোমকেরা যাহাকে মনোমত ও উপযুক্ত
ধ করিত, তাহাকে রাজপদে অভিষিক্ত করিত এবং রাজা
াত্মা হইলে তাহার রাজ্যশাসনপরিত্যাগে যত্নবান্ হইত।

রোমের রাজত্ববিষয়ে রাজা, সেনেট এবং পেট্রিসীয়
ই তিনেরই অধিকার ছিল। রোমকেরা রাজাকে সর্ব্ব
ধান্য সমর্পণ করিয়া তাঁহার প্রতি ব্যবস্থাপন ও বিচার-
তরণের ভার সমর্পণ করিত। ধর্ম্ম ও যুদ্ধসংক্রান্ত বিষয়েও
জা সর্ব্বপ্রধান বলিয়া পরিগণিত হইতেন। রাজনিয়োগ-
লে প্রজাগণ রাজাকে ঐ সকল শক্তি ও ক্ষমতা প্রদান
রিত। রাজার মৃত্যুর পর ঐ সকল শক্তি পুনর্ব্বার প্রজা-
ার হস্তগত হইত। একের মৃত্যু, অপরের অভিষেক এই
য়ের মধ্যগতকালে একজন ইন্টরেক্স নিয়োজিত হইত।
রেক্স এবং সেনেটেরা রাজপদের উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা
িয়া পেট্রিসীয়দিগের সভায় তাঁহার নিয়োগপ্রস্তাব
াপিত করিতেন। পেট্রিসীয়েরা প্রস্তাবিত ব্যক্তিকে যদি
হ্য করিত, তাহা হইলেই তিনি রাজপদে অভিষিক্ত
তেন। এতদ্ভিন্ন রাজনিয়োগবিষয়ে দৈবাদেশ জানিবারও
পেক্ষা ছিল। যাঁহার নিয়োগসময়ে শুভ চিহ্ন প্রকাশিত
ত, তিনি নৃপতিপদে অভিষিক্ত হইতেন।

রোমনগরে রাজনিয়োগবিষয়ক যেসকল নিয়ম প্রচলিত ছিল, তৎসমুদায় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বোধ হয়, প্রধান প্রাড়্‌বিবাক অপেক্ষা রোমীয় রাজার অধিক ক্ষমতা ছিল না। রাজার যেসকল ক্ষমতা ছিল, তিনি তৎসমুদায় প্রজাগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইতেন। পৃথিবীর তাবৎ লোক যদি সচ্চরিত্র হয়, তাহা হইলে রাজা ও রাজকীয় ব্যবস্থার কোন প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু সমুদায় লোক সৎ ও সৎপথাবলম্বী নহে। স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত দুষ্ট লোকেরা শিষ্ট লোকের উপর অনায়াসে অত্যাচার ও বল প্রকাশ করে। প্রজাগণ পরস্পর সেই অত্যাচারনিবারণে উদ্যত হইলে মহতী অনর্থপরম্পরা এবং দেশমধ্যে ভূয়সী বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। এই নিমিত্ত প্রজাগণ ঐক্যবাক্যে কোন প্রধানতম ব্যক্তির উপর আপনাদিগের রক্ষণাবেক্ষণের ভারার্পণ করিয়া পরিশেষে তাঁহাকে আপনাদিগের সমুদায় ক্ষমতা প্রদান করে। এইরূপে প্রথমে রাজপদের সৃষ্টি হয়। কালক্রমে ঐ পদ কোন কোন দেশে অতিশয় পূজ্য হইয়া উঠিয়াছে এবং প্রথমে যে যুক্তিতে রাজপদ সৃষ্ট হইয়াছিল, সে যুক্তি ক্রমে ক্রমে বিস্মৃতিসাগরে নিমগ্ন হইয়াছে। তাহাতে সেই সেই দেশের লোকের এইরূপ সংস্কার জন্মিয়াছে যে সমুদায়ই রাজার; প্রজাগণ যাহা কিছু ভোগ করে তৎসমুদায় রাজপ্রসাদলব্ধ। সুতরাং রাজাও তত্তদ্দেশে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করেন। কিন্তু রোমকেরা রাজাকে সেরূপ জ্ঞান না করিয়া আপনাদিগের প্রতিনিধিস্বরূপ বিবেচনা করিত এবং রাজা উপরত হইলে স্বদত্ত সমুদায় ক্ষমতা পুনর্গ্রহণ করিত।

রোমের রাজা পূর্ব্বোক্তরীতিক্রমে প্রজাগণের নিকট হইতে রাজশক্তি প্রাপ্ত হইয়া সংগ্রামস্থলে প্রধান সেনাপতির ব্যবহারদর্শনকালে প্রাড্‌বিবাকের এবং ধর্ম্মসংক্রান্ত বিষয়ে প্রধান পুরোহিতের কার্য্য সম্পাদন করিতেন। রাজা ব্যবহার-দর্শনকালে সেনেটের সাহায্য প্রাপ্ত হইতেন। যে ব্যক্তি রাজকৃত বিচারে অসন্তুষ্ট হইত, সে পেট্রিসীয়দিগের নিকটে পুনর্ব্বিচার প্রার্থনা করিতে পারিত। রোমের রাজগণ অপূর্ব্ব পরিচ্ছদ প্রভৃতি নানা রাজচিহ্ন ধারণ করিতেন। বারজন কুঠারধারী পুরুষ রাজার অগ্রে গমন করিত। ইট্রুউরিয়াদেশের দৃষ্টান্তানুসারে ঐ সকল চিহ্ন রোমে পরিগৃহীত হয়। কেহ কেহ কহেন রমিউলসই প্রথমে রাজচিহ্নগ্রহণের প্রথা রোমে প্রবর্ত্তিত করেন; কেহ কেহ কহেন টলসহষ্টিলিয়স, কেহ কেহ কহেন টার্কুইনিয়সপ্রিস্কস। যিনি প্রবর্ত্তিত করুন, ঐ সকল চিহ্ন ইট্রুউরিয়া দেশের দৃষ্টান্তানুসারেই যে রোম নগরে পরিগৃহীত হইয়াছিল তদ্বিষয়ে কাহারও বিসম্বাদ নাই।

যুদ্ধস্থলে যে সকল লুণ্ঠিত দ্রব্য লাভ হইত, রাজা তাহার কিয়দংশ গ্রহণ করিতেন। তদ্ভিন্ন (এগর্ পব্লিকসের) সাধারণ ভূমির কিয়দংশ রাজার নিজস্ব বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ছিল। রাজা এই দ্বিবিধ উপায়ে অর্থসংগ্রহ করিয়া নিজব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন। সিলিরিসের ট্রিবিউন নামে একজন অধিকৃত নিযোজিত থাকিত। সেই ব্যক্তি রাজপ্রতিনিধি হইয়া রাজ-কর্ত্তব্য সংগ্রামবিষয়ক আবশ্যক কার্য্য সকল নিষ্পাদন করিত। কার্য্যানুরোধে স্থানান্তরে গমন করিতে হইলে রাজা প্রতিনিধি স্বরূপ একজন (প্রিফেক্ট) নগররক্ষক নি[illegible] করিয়া

যাইতেন। রাজার যাবদনাগমন কাল সেই ব্যক্তি নগরের রক্ষণাবেক্ষণ করিত।

অতি পূর্ব্বকালে ল্যাটিয়ম প্রভৃতি প্রায় সর্ব্বদেশেই সেনেট নামে সভা ছিল। রোমীয় রাজগণ তদ্দর্শনে স্বদেশমধ্যে সেনেট নামে সভা স্থাপিত করেন। সেনেটের সভ্যগণ নিয়োগবিষয়ে কোন বিশেষ নিয়ম ছিল না। রাজার ইচ্ছাই বলবতী ছিল। যাঁহাকে ইচ্ছা রাজা তাঁহাকে ঐ সভার সভ্য- পদে নিয়োজিত করিতেন। ইহাতে এই বোধ হইতেছে সেনেট রাজারই নিরত নিজ সভা ছিল। কিন্তু র‍্যামনিস প্রভৃতি শ্রেণীত্রয়ের প্রত্যেক হইতে সমসংখ্য লোক নীত হইয়া সেনেটের সভ্যপদবীতে অধিরোহিত হইত, তন্নিবন্ধন ঐ সভা রাজ্যস্থ সমস্ত লোকের প্রতিনিধি স্বরূপ বলিয়া নির্দ্দে- শিত হইতে পারে। রাজা কিম্বা তাঁহার প্রতিনিধি প্রিফেক্ট সভ্যগণকে আহ্বান না করিলে তাঁহারা সভাস্থলে একত্র সমবেত হইতে পারিতেন না। সভ্যগণের রাজমতবহির্ভূত কর্ম্ম করিবার ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু রাজাকেও কার্য্যকালে সভ্যগণের মত গ্রহণ ও মত শ্রবণ করিতে হইত। রাজা সভা মধ্যে কোন প্রস্তাব উত্থাপিত করিয়া তদ্বিষয়ে সভ্যগণের মত জিজ্ঞাসা করিতেন। রাজধর্ম্মানভিজ্ঞ দুরাত্মা টার্কুইনিয়স সুপর্ব্বসই কেবল সেনেটের মত গ্রহণ অকিঞ্চিৎকর বিবেচনা করিয়া কার্য্যকালে সভ্যগণের মত গ্রহণ করে নাই। সেনেটে যেসকল বিষয়ের বিবেচনা হইত, সন্ধিবিগ্রহচিন্তাই তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ছিল। সর্ব্বিয়সটলিয়স প্লিবীয় দলের হিতার্থ সেনেটের অনভিমত নানাবিধ বিধি বিধান করিয়া স্বরাষ্ট্র

মধ্যে প্রচারিত করাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে, ব্যবস্থাপন কার্য্যে সেনেটের সবিশেষ প্রগল্‌ভতা ছিল না। রাজ্যসংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ে সেনেটের সবিশেষ ক্ষমতা ছিল। সেনেটের মত না হইলে রাজা প্রজাগণের উপর কর নির্দ্ধারিত করিতে এবং জয়লব্ধ ভূমি বিভাগ করিতে সমর্থ হইতেন না।

সর্ব্বিয়সটলিয়সের পূর্ব্বে প্লিবীয়েরা গণনীয় মধ্যেই ছিল না। তাহাদিগের কোন সভা ছিল না এবং রাজকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবারও ক্ষমতা ছিল না। অতএব সর্ব্বিয়সটলিয়সের পূর্ব্বে প্রজাগণের সভা বলিয়া উল্লেখিত হইলে পেট্রিসীয়দিগের সভাই বুঝাইত। সমস্ত রাজশক্তি ঐ সভার হস্তগত ছিল। রাজগণ ঐ সভা হইতেই আপনাদিগের সমুদায় রাজশক্তি প্রাপ্ত হইতেন। রাজার মৃত্যুর পর সেই সকল ক্ষমতা পুনর্ব্বার ঐ সভার হস্তগত হইত। প্রজাগণ রাজাকে আপনাদিগের প্রতিনিধি স্বরূপ জ্ঞান করিয়া তাঁহাকে স্বীয় সমুদায় ক্ষমতা প্রদান করিত বটে, কিন্তু রাজা তৎসমুদয় শক্তি প্রাপ্ত হইয়াও যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারিতেন না। তাঁহাকে আবশ্যক বিষয়ে প্রজাগণের মত গ্রহণ করিতে হইত। সর্ব্বিয়সটলিয়স পেট্রিসীয় ও প্লিবীয় সাধারণী সভা স্থাপন করিয়া যেমন ঐ সভার প্রজাগণের সেঞ্চুরি অনুসারে মত প্রদানের নিয়ম করিয়া দেন, সেইরূপ পেট্রিসীয়দিগের সভায় কিউরিয়া অনুসারে মতগ্রহণের নিয়ম ছিল। কোন বিষয়ে পেট্রিসীয়দিগের মতগ্রহণকালে ঐ নিয়মানুসারে মত লইতে হইত।

রাজা অথবা রাজপ্রতিনিধি স্বীয় পরিচয় দ্বারা পেট্রিসীয়-

দিগকে সভাস্থলে আহ্বান করিতেন। কমিটিয়মনামক স্থানে পেট্রিসীয়দিগের সভা হইত। রাজা অথবা প্রাড্‌বিবাক ঐ সভায় সভাপতির কার্য্যসম্পাদন করিতেন। কোন প্রস্তা- বের দোষ গুণ বিবেচনা করা কিম্বা তাহার কোন অংশ পরিবর্ত্তিত করা অথবা কোন বিষয়ের নূতন প্রস্তাব করা এই সকল বিষয়ে পেট্রিসীয় সভার কোন ক্ষমতা ছিল না। ঐ সভার এতাবন্মাত্র ক্ষমতা ছিল যে, ঐ সভায় কেহ কোন প্রস্তাব করিলে সভ্যগণ সেই প্রস্তাব গ্রাহ্য অথবা অগ্রাহ্য করিতে পারিতেন এবং তাঁহারা সেই বিষয়ের যে মীমাংসা করিতেন, তাহা শেষ মীমাংসা হইত। ঐ সভায় সভ্যগণের উপর রাজনিয়োগ, ব্যবস্থাপ্রচারণ এবং র‍্যামনিস প্রভৃতি শ্রেণীত্রয়ের ও তদন্তর্গত কিউরিয়ার যাবতীয় বিষয়ের বিবেচনা ও মীমাংসার ভার সমর্পিত ছিল। পেট্রিসীয় সভার যে সমস্ত ক্ষমতা ছিল, সর্ব্বিয়সটলিয়স তৎসমুদায় পেট্রিসীয় ও প্লিবীয় এই উভয় দল সাধারণীসভার সভ্যগণের হস্তে সমর্পণ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে পেট্রিসীয়সভার সভ্যগণকে এই বিশেষ ক্ষমতা দেন যে, যেসকল বিষয় সাধারণ সভায় কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির হইবে, তৎসমুদায় পেট্রিসীয় সভার সম্মত না হইলে কদাপি সাধারণের পরিগৃহীত ও সমাদৃত হইবে না।

রোমে রাজগণের অধিকারকালে রোমকদিগের যেপ্রকার অবস্থা ছিল এবং তাহারা যেরূপে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিত, কোনস্থলে তাহার সবিশেষ উল্লেখ না থাকাতে তত্তদ্বিষয় সুন্দররূপে অবগত হইবার উপায় নাই। উপাখ্যান পাঠ দ্বারা এতাবন্মাত্র অনুমান করা যাইতে পারে যে, রমি

উলসের সময়ে কেবল পশুপালনই রোমকদিগের জীবনোপায় ও ব্যবসায় ছিল। নিউমার সময়ে তাহারা কৃষিকার্য্যে সবিশেষ অনুরাগী ও পরিশ্রমের রসজ্ঞ হওয়াতে তৎকালে তাহাদিগের পূর্ব্বাবস্থার পরিবর্ত্ত এবং সৌভাগ্যের কিঞ্চিৎ উদয় হয়। কিন্তু সন্নিহিত জনপদবাসীদিগের সহিত নিরন্তর সমর সংঘটন হওয়াতে তাহাদিগের শ্রেয়ঃপ্রাপ্তি ও সভ্যতার বৃদ্ধি বিষয়ে বহুবিঘ্ন জন্মিয়াছিল। সর্ব্বিয়সটলিয়সের পূর্ব্বে রোম নগরে কোনপ্রকার মুদ্রা প্রচলিত ছিল না। প্রজাগণ পিত্তলপিণ্ড ও পশুযূথ বিনিময় দ্বারা ক্রয়বিক্রয় নির্ব্বাহ করিত। সর্ব্বিয়স রাজা হইয়া ব্যবহার কার্য্যের সৌকর্য্যার্থ পিত্তলের মুদ্রা প্রস্তুত করিয়া প্রচারিত করেন। টার্ক্ইনিয়সের পূর্ব্বে রোম নগরীর সবিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হয় নাই। উহা এক সামান্য নগর বলিয়া পরিগণিত হইত। অনন্তর টার্ক্-ইনিয়সের অধিকারকালে ঐ নগরী প্রধান রাজধানী বলিয়া পরিগণিত হয়।

কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করা অতি শ্লাঘার বিষয় জ্ঞান করিয়া রোমকেরা তাহাতেই অতিশয় অনুরক্ত ছিল। বাণিজ্যকার্য্যে তাহাদিগের নিতান্ত উপেক্ষা ছিল। ক্লায়েণ্টেরাই কেবল বাণিজ্য দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিত এবং প্লিবীয়দিগের মধ্যে যেসকল লোকের কৃষিকার্য্যোপযোগী ভূমি ছিল না, তাহারাও জীবিকার নিমিত্ত বণিক্‌বৃত্তি অবলম্বন করিত। টার্ক্ইনিয়সের রাজ্য অবধি রোমে শিল্পকার্য্যের অধিক অনুশীলন হইতে আরম্ভ হয়। কিন্তু রোমকেরা ঐ বিষয়ে নিতান্ত অনভিজ্ঞ ছিল। মহীয়সী পয়ঃপ্রণালী, বৃহৎ

বৃহৎ অট্টালিকা এবং প্রস্তরময় প্রাকার প্রভৃতি রোমে যে সমস্ত প্রকাণ্ডকাণ্ড হইয়াছিল, ইটুরিয়াদেশীয় শিল্পনিপুণ ব্যক্তিদিগের দ্বারাই তৎসমুদায় সম্পাদিত হয়। তদানীন্তন রোমকদিগের ভাষা শ্রুতিকটু ও অতি কর্কশ ছিল। ঐ ভাষায় মধুর কোমল পদবিন্যাস ও ললিত রচনা হইত না, সুতরাং ঐ ভাষা কাব্য নাটকাদি রচনা বিষয়ে নিতান্ত অনুপযোগিনী ছিল। গ্রীসদেশীয়দিগের ন্যায় রোমকদিগের শিল্পবিষয়ে নৈপুণ্য ছিল না। রোমকেরা স্বভাবতঃ রূঢ় ও সমরানুরক্ত ছিল। তাহারা অতি সামান্যরূপে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিয়া এবং গৃহকর্ম্মে সদা ব্যাপৃত থাকিয়া আনন্দে কালহরণ করিত। লিউক্রিসিয়ার গৃহিণীগুণের ভূরি প্রশংসা এবং টার্কুইনিয়সসুপর্ব্বসের পুত্রবধূগণের বিলাসপরতার নিন্দা শ্রবণ দ্বারা স্পষ্ট বোধ হইতেছে, তদানীন্তন রোমকদিগের বিলাসিতা বিষয়ে সাতিশয় বিদ্বেষবুদ্ধি ছিল। যেসকল লোক বিলাসপরাঙ্মুখ হইয়া সংসারের আনুকূল্য বিষয়ে সদা ব্যাপৃত হইত এবং সামান্য অশন বসনে প্রীত ও তৃপ্ত থাকিত তাহারাই লোকসমাজে অতিশয় প্রশংসনীয় হইত।

নবম অধ্যায়।

সাধারণ তন্ত্র।

টার্কুইনিয়সসুপর্ব্বস নির্ব্বাসিত হইলে পর রোমে এক নায়ক রাজ্যতন্ত্র রহিত হইয়া তৎপরিবর্ত্তে সাধারণতন্ত্র আরব্ধ হইল। পূর্ব্বোক্ত রাষ্ট্রবিপ্লাবন দ্বারা রাজ্যসংক্রান্ত কে

বিষয়ের এবং প্রজাগণের অবস্থার কোন বিশেষ পরিবর্ত্ত হয় নাই। পরিবর্ত্তের মধ্যে এইমাত্র হইয়াছিল যে, সর্ব্বিয়সটলিয়স কৃত নিয়মাবলী রোমে পুনর্ব্বার সমাদৃত ও পরিগৃহীত হইল। প্রজাগণ সর্ব্বিয়সকৃত-নিয়মানুসারে বর্ষে বর্ষে দুই দুই ব্যক্তিকে কন্সলপদে নিয়োজিত করিতে লাগিল। নিয়োজিত কন্সলদ্বয় পূর্ব্বরাজগণের ন্যায় সমুদায় রাজশক্তি প্রাপ্ত হইতেন এবং যাবতীয় রাজচিহ্ন গ্রহণ করিতেন। কেবল এই মাত্র বিশেষ ছিল; বৎসর অতীত হইলে কন্সলদিগকে স্ব স্ব পদ পরিত্যাগ করিতে হইত। উভয় কন্সল একদা রাজচিহ্ন গ্রহণ করিতে পারিতেন না। এক এক জন পর্য্যায়ক্রমে এক এক মাস সমুদায় রাজচিহ্ন গ্রহণ করিতেন। উভয় কন্সলের অন্যতর কোন ব্যক্তি কোন অন্যায় আচরণ ও অত্যাচার আরম্ভ করিলে অপর কন্সল তাহার নিবারণ করিতে পারিতেন। পূর্ব্বে প্রজাগণের উপরেই প্রধান পৌরোহিত্য কর্ম্মের ভার সমর্পিত ছিল। ধর্ম্মসংক্রান্ত কোন সাধারণানুষ্ঠের কার্য্য উপস্থিত হইলে রাজা সাধারণের প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়া সেই কার্য্য সম্পাদন করিতেন পূর্ব্বে এই প্রকার নিয়ম ছিল, এক্ষণে কন্সলদিগের প্রতি সেই ভার সমর্পিত না হইয়া ধর্ম্মকর্ম্মসম্পাদনের নিমিত্ত স্বতন্ত্র এক ব্যক্তি নিয়োজিত হইলেন।

সাধারণতন্ত্রের আরম্ভাবধি রিজিলস হ্রদের সমীপবর্ত্তী সমর পর্য্যন্ত যে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায় তৎসমুদায়ও কবিগণের কপোলকল্পিত অলীকবাক্যে পরিপূর্ণ। অতএব ঐ সকল বৃত্তান্ত প্রসিদ্ধ উপাখ্যানানুসারেই বর্ণিত হইতেছে।

যে যে স্থলে উপাখ্যানের পূর্ব্বাপর বিরোধ ও অসম্বদ্ধতা দৃষ্টিগোচর হইবে, সেই সেই স্থলে তাহার উল্লেখ করা যাইবে।

ব্রুটস ও টার্কুইনিয়সকলাটিনস এই উভয় ব্যক্তি প্রথমে কন্সলপদে অধিষ্ঠিত হন। ব্রুটস প্রধান কন্সলের পদ প্রাপ্ত হওয়াতে তিনি প্রথমে সমুদায় রাজচিহ্ন গ্রহণ করিলেন এবং প্রজাগণকে একত্র আহ্বান করিয়া তাহাদিগকে এই বলিয়া শপথ করাইলেন যে, তাহারা উত্তরকালে রোমে কাহাকে রাজপদে অভিষিক্ত না করে। অনন্তর তিনি সেনেটের বিষয়ে মনোনিবেশ করিলেন। টার্কুইনিয়সসুপর্ব্বসের অধিকারকালে সেনেটের যে যে সভ্যপদ শূন্য হইয়াছিল, ব্রুটস পেট্রিসীয় ও প্লিবীয় উভয় দল হইতে ধনবান্ বাচিয়া সেই সেই পদে নিয়োজিত করিলেন। পুনর্ব্বার সেনেটের তিনশত সভ্য সংখ্যা পূর্ণ হইল। ঐ সংখ্যা বহুশতাব্দী পর্য্যন্ত অবিকৃত ছিল।

রোমকেরা টার্কুইনিয়সসুপর্ব্বসকে নির্ব্বাসিত করিয়াই যে ক্ষান্ত হইয়াছিল এমত নহে, টার্কুইনিয়সগোত্রজাত তাবৎ ব্যক্তিকেই রোম হইতে দূরীকৃত করিয়া দেয়। দ্বিতীয় কন্সল টার্কুইনিয়সকলাটিনস টার্কুইনিয়সসুপর্ব্বসের গোত্রজাত, বিশেষতঃ উভয়ের নামেরও সৌসাদৃশ্য ছিল, এই উভয় কারণে প্রজাগণ তাঁহার প্রতি সাতিশয় বিরূপ হয়। ব্রুটস প্রজাগণের ভাব বুঝিতে পারিয়া কলাটিনসকে স্বপদ পরিত্যাগের অনুরোধ করিলেন। কলাটিনসও রোমনগর পরিত্যাগ শ্রেয়ঃকল্প বিবেচনা করিয়া কন্সল পদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনার যাবতীয় বিষয়বিভব লইয়া ল্যানিউবিয়ম নগরে গমন করিলেন। তথায় তিনি সচ্ছন্দচিত্তে যাবজ্জীবন অবস্থিতি করেন।

র চারিজন দুরাত্মা টাকুইনিয়সস্থপর্ব্বসকে স্বদেশ হইতে দূরীকৃত করিবার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন; যে চারিজন স্বদেশের স্বাধীনতাসম্পাদক বলিয়া প্রসিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; পব্লিয়সব্যালিরিয়স তাহার মধ্যে একজন। কলাটিনস কন্সলপদ পরিত্যাগ করিলে প্রজাগণ ব্যালিরিয়সকে তৎপদে নিয়োজিত করিল।

কলাটিনসের কন্সলপদপরিত্যাগবিষয়ক উপাখ্যান অতিশয় অসম্বন্ধ; কারণ কলাটিনস রোমকদিগের অনভিমত কোন কর্ম্ম করেন নাই যে, তাহারা ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়া তাঁহাকে দেশান্তর করিয়া দেন। দ্বিতীয়, যে লিউক্রিয়ার উপলক্ষে রোমে তুমুলকাণ্ড ও রাষ্ট্রবিপ্লাবন উপস্থিত হয়, সেই লিউক্রিসিয়ার স্বামী স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইলেন একথা কিরূপে সম্ভাবিত হইতে পারে। তৃতীয়, কলাটিনস যদি টাকুইনিয়সের গোত্রজাত বলিয়া বিবাসিত হইয়া থাকেন এমন হয়, তাহা হইলে ব্রুটসটাকুইনিয়সের ভাগিনেয় হইয়া কিরূপে কন্সলপদে অধিষ্ঠিত রহিলেন। বোধ হয় কলাটিনসের কন্সলপদপরিত্যাগবিষয়ক সুসম্বন্ধ উপাখ্যান বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তন্নিবন্ধন এই অসম্বন্ধ উপাখ্যান লোকপরম্পরাপ্রচলিত হইয়া আসিয়াছে।

টাকুইনিয়সস্থপর্ব্বস রাজ্যচ্যুত হইয়াও রোমনগরে পুনরাগমনের আশা একবারে পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি সিয়র্ নগর হইতে টাকুইনাই নগরে গমন করিয়া ইটুরিয় জাতির নিকটে আনুকুল্য প্রার্থনা করিলেন। ইটুরিয় জাতি তাহার সাহায্যদানে সমুৎসুক হইয়া প্রথমে রোমে দূত প্রেরণ

করিল। দূতগণ রোমনগরে উপস্থিত হইয়া সেনেটরদিগের নিকটে এই আবেদন করিল যে, তাঁহারা টার্কুইনিয়স সুপর্ব্বসকে সপরিবারে পুনরাগমনের অনুমতি দেন, আর যদি একান্ত তাহাদিগকে স্বদেশে আসিতে না দেন, অন্ততঃ তাহাদিগের বিষয় বিভব ছাড়িয়া দেন। দূতগণের আবেদন পত্র সেনেটে উপস্থিত হইলে ঐ বিষয়ের বিবেচনা হইতে লাগিল। ঐ বিষয়ের শেষ মীমাংসা হইতে যে কালবিলম্ব হইল, সেই অবকাশকালে দূতগণ তত্রত্য উচ্ছৃঙ্খল যুবক-সম্প্রদায়ের সহিত মিলিত হইয়া টার্কুইনিয়সকে পুনঃ স্বপদে স্থাপিত করিবার মন্ত্রণা আরম্ভ করিল। তৎকালে রোমে একটী সম্প্রদায় ছিল। বিপথগামী পেটীসীয় যুবকেরা প্রায় ঐ সম্প্রদায়ের অন্তর্নিবিষ্ট ছিল। টার্কুইনিয়সসুপর্ব্বসের রাজত্বসময়ে রাজ্যশাসনের সুপ্রণালী ছিল না। অতএ তৎকালে বিপথগামী স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তিদিগের সচ্ছন্দে মনে বাঞ্ছা পূর্ণ করিবার এবং যথেচ্ছ ব্যবহার করিবার নানাপথমু ছিল। কিন্তু সাধারণতন্ত্র স্থাপিত হইবার পর অবধি রাজ্যে সুনিয়ম হওয়াতে দুষ্ট লোকদিগের ইষ্টসাধনের সমুদায় পথ রু হইয়া যায়। তাহাতেই রোমীয় বিপথগামী যুবকসম্প্রদায়ে অতিশয় কষ্ট হয়। ঐ সম্প্রদায় এক্ষণে টার্কুইনিয়াই হই আগত দূতগণকে প্রাপ্ত হইয়া রাষ্ট্রবিপ্লাবনের পরাম প্রবৃত্ত হইল। ব্রুটসের দুই পুত্রও ঐ চক্রান্তে ছিলেন।

সেনেটে বহু বাদবিতণ্ডার পর বিবাসিত ব্যক্তিদিগে সম্পত্তি বিনির্ম্মোচনের অনুমতি হইল। দূতগণ এই আ প্রাপ্ত হইয়া স্বদেশগমনের উপক্রম করিল। ঐ সময়ে এ

বস পূর্ব্বোক্ত রোমীয় যুবকসম্প্রদায় আপনাদিগের দলের
ন্যতম এক ব্যক্তির গৃহে দূতদিগকে নিমন্ত্রণ করিল। দূতগণ
নমন্ত্রয়িতার নিকেতনে উপনীত হইলে যুবকগণ তাহাদিগের
হিত সংকল্পিত বিষয়ের নানা কথোপকথন করিল এবং টার্কু-
নিয়সস্থপর্ব্বসকে আপনাদিগের অভিপ্রায় জানাইবার নিমিত্ত
তকগুলি পত্র লিখিয়া সেই পত্র দূতগণের হস্তে সমর্পণ
রিল। এক দাস অন্তরালে থাকিয়া সমুদায় দর্শন ও শ্রবণ
রিয়াছিল। সে তৎক্ষণাৎ কন্সলদিগের সমক্ষে উপস্থিত
ইয়া তাবৎ প্রকাশ করিয়া দিল। কন্সলদ্বয় শ্রবণমাত্র দোষী-
গকে রুদ্ধ করিবার আজ্ঞা দিলেন। দোষিগণ অবরুদ্ধ হইয়া
চারস্থলে আনীত হইল।

অনন্তর অতি অদ্ভুত শোচনীয় কাণ্ড উপস্থিত হইল।
টস ধর্ম্মাসনে আসীন হইয়া দোষীদিগকে আপনার সম্মুখে
নাইলেন। তৎকালে প্রচলিত রোমীয় নিয়মানুসারে
ত্রের উপর পিতার সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা ছিল। ব্রুটস সেই
ভুতাবলে প্রথমে আপন পুত্রদ্বয়ের প্রাণদণ্ডের অনুজ্ঞা
বিলেন। রোমপ্রচলিত নিয়মানুসারে কন্সলের পরিচয়
ঠারধারী পুরুষেরা তাহাদিগকে বন্ধন ও বেত্রাঘাত করিয়া
শ্চাৎ মস্তক ছেদন করিল। ব্রুটস ঐ সমস্ত ব্যাপার স্বচক্ষে
বীক্ষণ করিলেন, কিঞ্চিন্মাত্র বিচলিত হইলেন না এবং
য়নদ্বয় একবারও নিমীলিত কিম্বা তথা হইতে নিবর্ত্তিত
বিলেন না। কিন্তু দর্শকগণ তাঁহার ভাব দেখিয়া বুঝিতে
ারিল, তাঁহার অন্তঃকরণ পুত্রশোকে দগ্ধ হইতেছে। যাহা
উক, প্রজাগণ তাঁহার অলৌকিক ন্যায়পরতা ও স্বদেশানুরাগ

দর্শন করিয়া সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইল। অন্যান্য দোষী-দিগেরও প্রাণদণ্ডের অনুমতি হইল। দোষিগণ সকলেই পেট্রিসীয়বংশীয়। পেট্রিসীয়দিগের এরূপ ক্ষমতা ছিল, তাহারা প্রাড্বিবাকের বিচারে অসন্তুষ্ট হইলে পেট্রিসীয় সভায় পুনর্ব্বিচারের প্রার্থনা করিতে পারিত। এই ক্ষমতা-নুসারে দোষীগণ পেট্রিসীয়সভায় পুনর্ব্বিচারের প্রার্থনা করিল। কিন্তু ঐ সভার সভ্যগণ বিদ্রোহাপরাধে ব্রুটসের পুত্রদ্বয়ের প্রাণদণ্ড দর্শন করিয়া উপস্থিত বিষয়ে হস্তার্পণ করিলেন না। তাহাতে অন্যান্য দোষীরাও ব্রুটসের পুত্র-দিগের ন্যায় আত্মকৃত অবিনয়ের ফলভোগ করিল। কেবল দূতগণ অবধ্য বলিয়া অক্ষত শরীরে প্রস্থান করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইল।

বিবাসিত ব্যক্তিদিগের বিষয়বিভব ছাড়িয়া দেন পূর্ব্বে সেনেটরদিগের এই মত হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহারা এক্ষ দূতগণের গর্হিতাচরণের সমাচার প্রাপ্ত হইয়া সে মত রহি করিলেন এবং রোমে টার্কুইনিয়সম্পর্কীসের যত দ্রব্যসামগ্রী ছিল তত্তাবৎ লুঠাইয়া দিলেন। অপর বিবাসিত ব্যক্তিদিগে যাবতীয় সম্পত্তি প্লিবীয়দিগকে বিভাগ করিয়া দিবার অনু মতি করিলেন। প্লিবীয়েরা বিবাসিত ব্যক্তিদিগের বিষ বিভব বিভাগক্রমে প্রাপ্ত হইলে তত্তদ্বিষয়ে তাহাদিগের স্বার্থ বুদ্ধি ও ভোগলালসা জন্মিল; অতএব বিবাসিত ব্যক্তি [illegible] হইলে যদি সেই নবাধিগত বিষয় ভোগে বঞ্চি [illegible] আশঙ্কা করিয়া তাহারা বিবাসিত ব্যক্তিদিগে [illegible] উঠিল।

রোমে টার্কুইনিয়সসুপর্ব্বসের যত স্থাবর বিষয় ছিল, তাহার মধ্যে একটী প্রদেশ মার্সদেবের উদ্দেশে উৎসৃষ্ট হইল। দেবসাৎকৃত ঐ ভূমিখণ্ড পশ্চাৎ মার্সদেবের ক্ষেত্র (ক্যাম্পস মার্সস) বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়। ঐ ভূমি যৎকালে দেবোদ্দেশে উৎসৃষ্ট হয়, তত্রত্য শস্যরাশি সে সময়ে পাকোন্মুখ হইয়াছিল। রোমকেরা ঐ শস্য সম্পত্তির বিনিয়োগ বিষয়ে সন্দিহান হইয়া সমুদায় শস্য টাইবর নদীতে নিক্ষেপ করিল। ঘটনাক্রমে তৎকালে নদীতে অধিক জল ছিল না। শস্যরাশি ভাসিতে ভাসিতে মৃত্তিকায় লাগিয়া আটকিয়া গেল। নদীর যে অংশে শস্যরাশি স্তূপাকার হইয়াছিল সেই স্থানে একটী দ্বীপ হইল।

ইট্রিউরিয় রাজ্যের দূতগণ রোমে উপস্থিত হইয়া যে যে কর্ম্ম করে, তৎসমুদায় বাহুল্যরূপে বর্ণিত হইয়াছে। ঐ দূতগণ অতিশয় অপরাধী হইয়াও কেবল অবধ্য বলিয়া অক্ষত শরীরে স্বদেশগমনের অনুমতি প্রাপ্ত হয়। উহারা স্বদেশে উপস্থিত হইয়া টার্কুইনিয়সসুপর্ব্বসের সমক্ষে আমূলতঃ সমুদায় বর্ণন করিল। টার্কুইনিয়স আদ্যোপান্ত অবগত হইয়া রোমকদিগের সহিত যুদ্ধ করিবেন প্রতিজ্ঞা করিলেন। পূর্ব্বে রোমকেরা টার্কুইনাই ও বিয়াই নগরীয়দিগের অধিকৃত যে যে জনপদ জয় করিয়া লইয়াছিল, টার্কুইনিয়স সেই সেই প্রদেশ তাহাদিগকে ফিরিয়া দিবেন এই প্রলোভ দেখাইয়া তাহাদিগকে স্বমতপ্রবিষ্ট করিলেন। তাহারা অগণ্য সৈন্যসংগ্রহ পূর্ব্বক টার্কুইনিয়সের সহিত মিলিত হইয়া যুদ্ধে যাত্রা করিল। বিপক্ষগণ সমরসাগরে অবতীর্ণ হইলে ব্যালিরিয়স পাদাতসৈন্যের এবং ব্রুটস অশ্বারোহসৈন্যের সেনা-

পতি হইয়া যুদ্ধার্থ নির্গত হইলেন। টার্কুইনিয়সের পুত্র আরন্স ইট্রিউরিয়দিগের অশ্বসেনার অধিপতি হইয়া যুদ্ধে আসিয়াছিলেন। তিনি ব্রুটসকে রাজপরিচর পরিবেষ্টিত ও রাজপরিচ্ছদধারী দেখিবামাত্র একবারে ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া তদভিমুখে ধাবমান হইলেন। অসামান্য সাহসসম্পন্ন ব্রুটসও অকুতো- ভয়ে তদভিমুখীন হইলেন। উভয়ে অতিবেগে আসিয়া উভয়কেই যুগপৎ অস্ত্রাঘাত করাতে উভয়েই মূর্চ্ছিত হইয়া ক্ষিতিতলে নিপতিত হইলেন এবং মুহূর্ত্তমধ্যে কলেবর পরি- ত্যাগ করিলেন।

অনন্তর উভয় পাদাতসৈন্যদলের তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। ঐ সংগ্রাম সায়ংকাল পর্য্যন্ত সমভাবে ছিল। সূর্য্য- দেব অস্ত হইলে অন্ধকারে দিঙ্মণ্ডল আচ্ছাদিত হইল। উভয়- পক্ষীয় সেনাগণ সমরশ্রান্ত ও নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া সমর হইতে বিরত হইল এবং উভয় পক্ষেই আপন আপনাকে জয়ী স্থির করিয়া আপন আপন শিবিরে গমন করিল। নিশীথসময় উপস্থিত হইলে সিল্বানস্দেব প্রত্যাসন্ন অরণ্য হইতে অতি গম্ভীরস্বরে কহিলেন, হতাহত সংখ্যা করিলে যুদ্ধস্থলে রোমকদিগের অপেক্ষা ইট্রিউরিয়দিগের এক ব্যক্তি অধিক নিহত হইয়াছে অতএব রোমকেরা সমরবিজয়ী সন্দেহ নাই। এই শব্দ ইট্রিউরিয়দিগের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র তাহারা ভয়ে কম্পিতকলেবর হইল এবং তৎক্ষণাৎ শিবির পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিল। ব্যালিরিয়স পরদিন প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া দেখিলেন বিপক্ষগণ পলায়ন করিয়াছে।

তিনি তাহাদিগের পরিত্যক্ত শিবিরমধ্যে বিস্তর লুণ্ঠিত দ্রব্য প্রাপ্ত হইলেন এবং যুদ্ধান্তর ব্যতিরেকে জয়লাভ হওয়াতে হৃষ্ট হইয়া রোমে প্রত্যাগমন করিলেন। আর্সিয়ার অরণ্যের অনতিদূরে ঐ যুদ্ধ ঘটনা হয়। রোমকেরা ব্রুটসের মৃতদেহ রোমে লইয়া গেল। ব্যালিরিয়স অতি সমারোহে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। ব্রুটস যুদ্ধ স্থলে নিহত হওয়াতে রোমকেরা অতিশয় শোকার্ত্ত হইল। পিতৃবিয়োগ হইলে কন্যাগণ যেমন কাতর হয়, ব্রুটসের মৃত্যুতে রোমীয়-রমণীগণ তেমনি শোকাভিভূত হইয়া এক বৎসর কাল শোক-পরিচ্ছদ পরিধান করিল। ভূতপূর্ব্ব রাজগণের প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্ত্তি ক্যাপিটলে স্থাপিত ছিল, রোমকেরা ব্রুটসের পাষাণ-ময়ী প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে স্থাপন করিল।

পব্লিয়সব্যালিরিয়স ব্রুটসের পদে কাহাকেও নিয়োজিত না করিয়া স্বয়ং সমুদায় রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে আরম্ভ করেন, আর তিনি ঐ সময়ে আপনার বাসের নিমিত্ত বিলিয়া-নামক পর্ব্বতের অত্যুচ্চ শিখরদেশে এক শিলাময় বাসগৃহ নির্ম্মাণ করাইতে আরম্ভ করেন। এই উভয় কারণে তাঁহার উপর প্রজাগণের বিষম সন্দেহ জন্মিল। প্রজাগণ সন্দিহান হইয়া পরস্পর কহিতে লাগিল ব্যালিরিয়স ব্রুটসের পদে কাহাকেও নিয়োজিত করিলেন না, স্বয়ং সমুদায় রাজকার্য্য করিতেছেন, বোধ হয় ইহাঁর রাজা হইবার বাসনা হইয়াছে। ইনি রাজপদ গ্রহণ করিয়া নিরুদ্বেগে অবস্থানপূর্ব্বক আমা-দিগের উপর অত্যাচার করিবেন মানস করিয়া বিলিয়া পর্ব্বতের দুর্গমপ্রদেশে পাষাণময় বাসভবন নির্ম্মাণ করা-

ইতেছেন। এই সকল কথা প্রতিপরম্পরা ক্রমে ব্যালে-রিয়সের কর্ণগোচর হইল। স্বপ্নেও কখন তাঁহার রাজা হইবার ইচ্ছা হয় নাই। তিনি ঐ সকল কথা শুনিয়া অবাক্ হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ গৃহনির্ম্মাণ বন্ধ করিয়া দিলেন। পশ্চাৎ তিনি প্রজাগণের সন্দেহভঞ্জন করিবার নিমিত্ত তাহাদিগকে একত্র আহ্বান করিয়া তাহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন। রোমে এইপ্রকার প্রথা ছিল, বারজন পরিচর যষ্টিবদ্ধ পরশুশ্রেণী উন্নামিত করিয়া কন্সলের অগ্রে অগ্রে গমন করিত। ব্যালিরিয়স তাদৃশ ব্যবহার নিষেধ করিয়া প্রজা-গণের সম্মানার্থ যষ্টিবদ্ধ পরশুশ্রেণী অবনামিত করিয়া লইবার অনুমতি করিলেন। প্রজাগণ তাঁহার তাদৃশ বিনয় ও শিষ্টা-চার সন্দর্শন করিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইল এবং আপনাদিগের হৃদয়োপজাত অলীক সন্দেহ দূরীকৃত করিয়া তাঁহাকে বিলিয়া পর্ব্বতের উন্নত প্রদেশে এক খণ্ড ভূমি দান করিল। ব্যালি-রিয়স পূর্ব্বসংকল্পিত বিলিয়া শৈলশিখরে বাসগৃহ নির্ম্মাণের বাসনা পরিত্যাগ করিলেন এবং প্রজাপ্রদত্ত ভূভাগে গৃহ নির্ম্মাণ আরম্ভ করিলেন।

ব্যালিরিয়স কোন ক্রমে রাজপদগ্রহণে অভিলাষী নহেন, এই বিষয় অতি পরিস্ফুটরূপে প্রজাগণের হৃদয়ঙ্গম করিবার অভিপ্রায়ে তিনি সর্ব্বজনসন্তোষজনক নানা নিয়ম নিবদ্ধ করিলেন। তিনি যেসকল নিয়ম করিলেন তদ্দ্বারা কোন-রূপেই এরূপ বোধ হয় না যে, তাঁহার রাজা হইবার ইচ্ছা ছিল। রাজা হইবার ইচ্ছা দূরে থাকুক তিনি তৎকালে যে পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, নিম্নলিখিত নিয়ম দ্বারা সে পদেরও

শক্তি সঙ্কোচ করিয়া আনিলেন। এই নিয়ম করিলেন যদি কোন কন্সল কোন নাগরিক ব্যক্তির শরীরিক দণ্ড, অর্থদণ্ড অথবা প্রাণদণ্ডের অনুমতি করেন, আর সেই নাগরিক ব্যক্তি প্লিবীয়দিগের সভায় পুনর্ব্বিচারের প্রার্থনা করে, তাহা হইলে তাহার প্রার্থিত বিষয়ের পুনর্ব্বার বিচার হইবে। এই অভিনব নিয়ম দ্বারা প্লিবীয়দিগের পক্ষেই সবিশেষ উপকার দর্শিল; কারণ পেট্রিসীয়সভায় পেট্রিসীয়বংশীয়দিগের পুনর্ব্বিচার-প্রার্থনাবিধি পূর্ব্বাবধিই রোমে প্রচলিত ছিল, প্লীবীয়সভায় প্লিবীয়দিগের পুনর্ব্বিচার প্রার্থনাবিধি পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল না; ব্যালিরিয়স নূতন নিয়ম করাতে তাহা প্রচলিত হইল। রাজধানী ও তাহার চতুর্দ্দিকে আধক্রোশ পর্য্যন্ত এই নিয়মের ফলোপধায়কতা ছিল। রাজধানীর আধক্রোশ পরে কন্সলেরা পেট্রিসীয় ও প্লিবীয় উভয়ের উপরেই তুল্যরূপে ক্ষমতা প্রকাশ করিতে পারিতেন। অপর ব্যালিরিয়স রাজপদগ্রহণাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিদিগের দণ্ডবিধানার্থ এই নিয়ম করেন, যদি কেহ রোমে রাজা হইবার অভিলাষ করে, আর সেই বিষয় সপ্রমাণ হয়, তাহা হইলে যেকোন ব্যক্তি স্বেচ্ছানুসারে সেই রাজ্যলোভীর প্রাণবধ করিতে পারিবে, তাহাকে তন্নিবন্ধন রাজদণ্ড ভোগ করিতে হইবে না। ইত্যাদি বিবিধ হিতকর বিষয় বিধিবদ্ধ করাতে পব্লিয়সব্যালিরিয়সের উপর প্রজাগণ অতিশয় সন্তুষ্ট হইল। প্রজাগণের সুখসম্পাদনই ব্যালিরিয়সের মুখ্য উদ্দেশ্য, এই বিবেচনা করিয়া নাগরিক লোকেরা ঐক্যবাক্যে পব্লিয়সব্যালিরিয়সকে (১) পব্লিকোলা

(১) পব্লিকোলা শব্দে প্রজাগণের বন্ধু বুঝায়।

(প্রজাসখ) এই উপাধি প্রদান করিল।

ব্যালিরিয়সপবলিকোলা উক্ত নিয়মাবলী নির্দ্ধারিত করিয় প্রজাগণের সম্মতিক্রমে লিউক্রিসিয়ার পিতা স্পিউরিয় লিউক্রিসিয়সকে ব্রুটসের পদে নিয়োজিত করিলেন। নব নিয়োজিত কন্সল অত্যন্ত বৃদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি কন্সল পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া দীর্ঘকাল স্বপদ ভোগ করিতে পারিলেন না কতিপয় দিবসের মধ্যেই কালগ্রাসে পতিত হইলেন। অনন্ত প্রজাগণ একত্র সমবেত হইয়া মার্কস হোরেশিয়স পল্‌বিলসকে দ্বিতীয় কন্সল পদে অভিষিক্ত করিল।

টার্কুইনিয়স ক্যাপিটলে জুপিটরের মন্দির নির্ম্মাণ করিয় যান। এত দিন পর্য্যন্ত সেই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকার্য্য সম্পাদি হয় নাই। অধুনা তদুৎসর্গের প্রস্তাব উত্থাপিত হইল উভয় কন্সলই উৎসর্গক্রিয়াসমাধানের আকাঙ্ক্ষী হইয় পরস্পর বিবাদ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে নিয়তি পরীক্ষ দ্বারা ঐ বিবাদের নিষ্পত্তি হইল। হোরেশিয়সের অদৃষ্ট প্রসন্ন হওয়াতে তিনিই প্রতিষ্ঠাকর্ম্মসম্পাদনের ভার প্রাপ্ত হইলেন। ব্যালিরিয়স এবং তাঁহার বন্ধুগণের অভীষ্টসিদ্ধি না হওয়াতে আপনাদিগকে অবমানিত জ্ঞান করিয়া অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ ও ঈর্ষ্যান্বিত হইলেন এবং উপস্থিত কার্য্যে বিঘ্ন দিবার বিবিধ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। হোরেশিয়স মন্দিরের অর্গলা উদ্‌ঘাটন করি- বার উপক্রম করিতেছেন এমত সময়ে ব্যালিরিয়সের বন্ধুগণের শিক্ষিত এক ব্যক্তি তথায় উপস্থিত হইয়া মিথ্যা করিয়া কহিল, মহাশয়! আপনকার পুত্রের অকস্মাৎ মৃত্যু হইয়াছে, এ সময়ে

আপনকার এ বিষয়ে ব্যাপৃত থাকা উচিত নয়। হোবেশিয়স শুনিয়া উত্তর দিলেন, উহাতে আমার কিছুমাত্র খেদ নাই। অনন্তর তিনি একাগ্রচিত্তে মন্দিরের প্রতিষ্ঠা কার্য্য সমাপন করিলেন। যে দিবস ঐ মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই দিন অবধি নূতন অব্দ প্রচলিত হইতে আরম্ভ হয়।

যে বর্ষে রোমে সাধারণতন্ত্রের আরম্ভ হয়, সেই বৎসরেই কার্থেজের সহিত রোমকদিগের প্রথম সন্ধি হইয়াছিল। এ কথা পূর্ব্বে সংক্ষেপে উল্লিখিত হইয়াছে। এক্ষণে ঐ বিষয় বিশদরূপে উল্লিখিত হইতেছে। ঐ বর্ষে যে যে ঘটনা হয়, তৎসমুদায় বাহুল্যরূপে উপাখ্যানে বর্ণিত হইয়াছে। উপাখ্যানবর্ণিত বলিয়াই তৎসমুদায়ে সম্যক্ আস্থা হয় না। কিন্তু ঐ সন্ধিবার্ত্তা সেরূপ সন্দেহস্থল হইবার বিষয় নহে। যে পিত্তলফলকে ঐ সন্ধিবার্ত্তা লিখিত ছিল, পলিবিয়স স্বয়ং সেই ফলক হইতে ঐ সন্ধি বৃত্তান্তের ভাষান্তর করিয়াছেন। অতএব উহার প্রামাণ্য বিষয়ে কোন ক্রমে সন্দেহ করা যাইতে পারে না। পলিবিয়সের গ্রন্থ ব্যতীত অন্য কোন গ্রন্থে ঐ সন্ধির কথা উল্লেখ নাই। পলিবিয়স স্বগ্রন্থে উল্লেখ না করিলে উহা বিস্মৃতিসাগরে নিমগ্ন হইত সন্দেহ নাই। পলিবিয়স যে পিত্তল ফলক হইতে ঐ সন্ধির আনুপূর্ব্বিক সমুদায় বৃত্তান্ত ভাষান্তর করেন, ঐ পিত্তলফলক, ক্যাপিটলের যে স্থলে রোমকদিগের প্রাচীনিক বৃত্তান্ত সম্বলিত সমুদায় কাগজ পত্র থাকিত, সেই স্থানেই দৃষ্ট হয়। পলিবিয়সের সময় পর্য্যন্ত উহা অবিকৃত ও অক্ষত ছিল।

যে সন্ধির কথা উল্লেখ করা যাইতেছে, ঐ সন্ধির সমস্ত

বিবরণ অতি প্রাচীন ভাসায় লিখিত ছিল। পলিবিয়সের সময়ে ঐ ভাসা এত অব্যবহার্য্য হইয়া গিয়াছিল যে, অতি সুপণ্ডিত রোমকেরাও সকলস্থলের অর্থবোধে সমর্থ হইতেন না। তাঁহাদিগকেও স্থানের স্থানের অর্থ অনুমান করিয়া বুঝিতে হইত। উল্লিখিত সমধিক প্রামাণিক সন্ধিবার্ত্তা দ্বারা যেসমস্ত বিষয় অবগত হওয়া যায়, তৎসমুদায়ের ক্রমশঃ উল্লেখ করা যাইতেছে। প্রথম, যে সময়ে সন্ধি বন্ধন হয় তৎকালে টাইবর নদীর মুখ অবধি টেরেসিনা পর্য্যন্ত ল্যাটিয়মের সমুদায় উপকূলে রোমের আধিপত্য বিস্তারিত ছিল। দ্বিতীয়, আর্ডিয়া, আন্টিয়ম, আরিসিয়া, সর্সিযাই ও টেরেসিনা এই কয়েক নগরের পক্ষ হইয়া রোমকেরা সন্ধি করে; এতদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, ঐ কয় নগরের উপর রোমের প্রভুত্ব ছিল। তৃতীয় রোমকেরা এবং উহাদিগের মিত্ররাজগণ এই অঙ্গীকার করেন যে আমরা কার্থেজীয় শাখাসাগরের পূর্ব্বসীমা হর্ম্মিয়ম অন্তরীপের দক্ষিণ কোন স্থানে জাহাজ লইয়া যাইব না। চতুর্থ কার্থেজীয ও রোমক এই উভয়জাতীয় বণিকৃগণ সিসিলিতে নির্ব্বিবাদে বাণিজ্য করিত। পঞ্চম রোমীয় বণিক্‌গণ কার্থেজের পশ্চিম লিবিয়ার উপকূলে এবং সার্ডিনিয়ায় বাণিজ্য করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হয়। ষষ্ঠব্রুটস ও হোরেশিয়স এই উভয় কন্সলের সময়ে ঐ সন্ধি হয়। এই শেষোক্ত বাক্যের সহিত প্রসিদ্ধ উপাখ্যানের অতিশয় বিরোধ দৃষ্ট হইতেছে। উপাখ্যানে উল্লিখিত আছে ব্রুটসের মৃত্যুর পর হোরেশিয়স তৎপদে অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু সন্ধি বিবরণ দ্বারা জানা যাইতেছে, ব্রুটস ও হোরেশিয়

উভয়ে এককালে কন্সলপদে অভিষিক্ত হইয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করেন।

সাধারণতন্ত্রসংস্থাপনের পর এক বৎসর এইরূপে অতীত হইল। প্রজাগণ পব্লিয়স ব্যালিরিয়সকে পুনর্ব্বার কন্সলপদে নিয়োজিত করিল। টাইটস লিউক্রসিয়স দ্বিতীয় কন্সলপদে অধিরূঢ় হইলেন। বিয়াই ও টার্কুনিয়াই নগরের লোকেরা রণপরাঙ্মুখ হইলে টার্কুইনিয়স সুপর্ব্বসের আশাকুসুম ক্রমশঃ বিশুষ্ক হইতে লাগিল। টার্কুইনিয়াই নগরে অবস্থান করিয়া অভীষ্টসিদ্ধির আকার না দেখিয়া তিনি ইট্রুরিয়ার প্রান্ত-বর্ত্তী ক্লুসিয়ম নগরে গমন করিলেন এবং তত্রত্য মহাবল পরাক্রান্ত নরপতি পর্সেনার শরণাগত হইয়া সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। পর্সেনা তাঁহার সাহায্যদানে উন্মুখ হইলেন এবং স্বল্পকালমধ্যে মহতী সেনা সংগ্রহ করিয়া রোমের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। টাইবর নদীর পরপারে জেনিকিউলম পর্ব্বতে রোমকদিগের যে দুর্গ ছিল, পর্সেনা সহসা উপস্থিত হইয়া একবারেই সেই দুর্গ আক্রমণ করিলেন। ঐ পর্ব্বতের নীচেই টাইবর নদীর উপরে যে দারুময় সেতু ছিল, রোমীয় সেনাগণ সেই সেতু দিয়া নগরমধ্যে পলায়নের উপক্রম করিল। বিপক্ষগণ উহাদিগের পশ্চাৎ ধাবমান হইল। হোরেশিয়স কক্লিস্-নামক এক ব্যক্তির উপর ঐ সেতুরক্ষার ভার সমর্পিত ছিল। ঐ বীরপুরুষ সাহসপূর্ব্বক সেতুসম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া শত্রুগণের সম্মুখীন হইলেন। স্পিউরিয়স লার্শিয়স এবং টাইটস হর্শ্বিনিয়স নামক অপর দুই ব্যক্তি তদ্দর্শনে প্রোৎসাহিত হইয়া তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তী হইলেন। রোমকেরা ঐ অবসরে

নদীর অপর তীরে উপস্থিত হইয়া কক্‌লিসের নিদেশানুসারে সেতু ভগ্ন করিতে আরম্ভ করিল। ঐ বীরত্রয় অচলত্রিতয়ের ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া সহস্র সহস্র শত্রুগণের পথরোধ করিয়া রহিলেন। সেতু ভগ্নপ্রায় হইলে কক্‌লিস আপন সহচরদ্বয়কে পরপারে যাইতে অনুরোধ করিলেন। অবশেষে তিনি একাকী অসহায় হইয়া সেতুসম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। শত শত শত্রুগণ ক্রোধভরে তাঁহার উপর বাণ বর্ষণ করিতে লাগিল। তিনি সমুদায় ঢালের দ্বারা নিরাকরণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সেতু ভগ্ন হইয়া ভয়ঙ্কর শব্দে স্রোতে পতিত হইল। হোরেশিয়স যখন দেখিলেন রোমকেরা নিরাপদ হইয়াছে তখন তিনি টাইবর নদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নিকটে আত্মরক্ষার প্রার্থনা করিয়া অস্ত্রশস্ত্র সহিত লম্ফ দিয়া নদীতে পতিত হইলেন। শত্রুগণ তাঁহার উপর শরবৃষ্টি করিতে লাগিল। কিন্তু একটী বাণও তাঁহার গাত্র স্পর্শ করিল না। তিনি সন্তরণ দ্বারা ক্ষণকালমধ্যে পরতীরে উপনীত হইলেন। রোমকেরা কৃতজ্ঞতারসে আর্দ্র হইয়া তৎকৃত মহোপকারের পুরস্কার করিল। হোরেশিয়স স্বহস্তে লাঙ্গল ধরিয়া এক দিবসের মধ্যে মণ্ডলাকারে যত ভূমি চিহ্ন করিয়া লইতে শক্ত হইলেন, তত্তাবৎ ভূমি তাঁহাকে পুরস্কারস্বরূপ প্রদত্ত হইল এবং কমিটিয়মে তাঁহার প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত হইল। হোরেশিয়স কক্‌লিসের বৃত্তান্ত প্রসিদ্ধ উপাখ্যানানুসারে বর্ণিত হইল কিন্তু ঐ উপাখ্যান অত্যুক্তিতে পরিপূর্ণ সন্দেহ নাই।

পর্সেনার তুল্য প্রবল শত্রু পূর্ব্বে কখন রোমে উপস্থিত হ

নাই। ঐ রাজা রোমকদিগের অলৌকিক সাহসের অচির-বৃত্ত দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়াও ভগ্নোৎসাহ ও বিরত হইলেন না, রোমনগর অবরোধ করিয়া রহিলেন। তাহাতে নগরমধ্যে দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব হইল। ঐ সময়ে রোমকেরা হোরে-শিয়স কক্লিসের প্রতি অতিশয় কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিল। আপনারা না খাইয়াও তাঁহাকে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আহার-সামগ্রী প্রদান করিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে দুর্ভিক্ষের আত্য-ন্তিক প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠিল। আহারবিরহে প্রজাগণের দ্বিৎপরোনাস্তি কষ্ট হইতে লাগিল। উপস্থিত বিপদ্ হইতে দ্বারায় উদ্ধার হইবারও কোন সম্ভাবনা ছিল না। কেইয়স মিউসিয়স নামে পেট্রিসীয়বংশীয় পরম দয়াবান্ এক যুবা পুরুষ প্রজাগণের আত্যন্তিক দুঃখ দেখিয়া অতিশয় কাতর হইলেন এবং পর্সেনার প্রাণসংহার দ্বারা স্বদেশের দুঃখ দূর করিবার সংকল্প করিয়া সেনেটের সম্মতিলাভের নিমিত্ত গমন করিলেন। অনন্তর সেনেটের সম্মতিলাভ করিয়া টাইবরনদী পার হইয়া পর্সেনার শিবিরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি যখন যান, একখান করবাল পরিচ্ছদের মধ্যে লুকাইয়া রাখিলেন।

মিউসিয়স ইট্রুরিয় ভাষা জানিতেন। তিনি প্রথমে সেনাগণের সহিত আলাপ করিয়া ক্রমে ক্রমে রাজশিবির-সন্নিধানে উপনীত হইয়া দেখিলেন, একব্যক্তি অপূর্ব্ব পরি-চ্ছদ পরিধানপূর্ব্বক মহাধন আসনে উপবেশন করিয়া রাজ-কার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেছেন। বহু লোক তাঁহার নিকটে গমনাগমন করিতেছে। ঐ ব্যক্তি রাজার কর্ম্মকর্ত্তা একজন

প্রধান পুরুষ। মিউসিয়স তাঁহাকেই রাজজ্ঞান করিয়া ক্রমে ক্রমে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং স্ববস্ত্র মধ্য হইতে লুক্কায়িত অস্ত্র গ্রহণ করিয়া তাঁহার বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন। রাজকর্ম্মকর্ত্তা নিমেষমধ্যে তনুত্যাগ করিলেন। সেনানিবেশে তুমুল ব্যাপার উপস্থিত হইল। মিউসিয়স ঐ সুযোগে পলায়নের উপক্রম করিলেন। কিন্তু রাজপরিচরগণ চতুর্দ্দিক হইতে আসিয়া তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল, এবং তৎক্ষণাৎ রাজগোচরে লইয়া গেল। মিউসিয়স গোপন না করিয়া রাজসমক্ষে স্পষ্টই আপনার আগমনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন এবং মুক্তকণ্ঠে কহিলেন মহারাজ! রোমের অনেকেই আপনকার প্রাণসংহারের প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। এইমাত্র কহিয়া তিনি মৌনাবলম্বন করিলেন। পার্সেনা মিউসিয়সকে যন্ত্রণা দিয়া ঐ বিষয়ের সবিশেষ বৃত্তান্ত অবগত হইবার বাসনায় অনুচরদিগকে অগ্নি জ্বালিতে আদেশ করিলেন। মিউসিয়স রাজবচন শ্রবণ করিয়া অম্লানবদনে কহিলেন মহারাজ! আমাকে যন্ত্রণাভয় দেখাইতেছেন কি? আমি এপ্রকার যন্ত্রণা অতি তুচ্ছ জ্ঞান করি। এই কথা বলিয়া তিনি সমীপস্থিত বেদিমধ্যে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে দক্ষিণ হস্ত নিক্ষেপ করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। হস্ত দগ্ধ হইতে লাগিল। তিনি একবারও মুখবিকার বা অঙ্গভঙ্গী করিলেন না। গুণজ্ঞ লোকের নিকটেই গুণের সমুচিত সমাদর ও পুরস্কার হইয়া থাকে। শত্রুও যদি গুণগ্রামে ভূষিত হয়, তাহা হইলে গুণপক্ষপাতী ব্যক্তি তাহার যথোচিত সম্মান ও গৌরব করেন। পার্সেনা মিউসিয়সের অসামান্য সাহস দর্শন করিয়া সাতিশয় বিস্ময়া-

পন্ন হইলেন এবং অস্তে ব্যস্তে আসন হইতে উত্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে বীরপুরুষ! আমি তোমার অতিমানুষ সাহস দর্শনে অতিশয় প্রীত হইয়াছি, তোমাকে অনুমতি দিতেছি তুমি সচ্ছন্দে রোমে গমন কর। পর্সেনা পূর্ব্বে ভয়প্রদর্শন দ্বারা যে বিষয়ে কৃতার্থ হইতে পারেন নাই, অধুনা প্রশ্রয় বচন দ্বারা তাহাতে কৃতকার্য্য হইলেন। তখন মিউসিয়স রাজাকে সম্বোধন করিয়া সমুদায় ব্যক্ত করিয়া কহিলেন মহারাজ! আমি আপনকার নিকটে নিকপটচিত্তে কহিতেছি, আমার মত তিন শত রোমীয় যুবাপুরুষ শপথ পূর্ব্বক আপনার প্রাণসংহারের প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, আমি অগ্রে আসিয়াছিলাম কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না, তাঁহারাও পর্য্যায়ক্রমে আপনার নিধনচেষ্টা করিবেন, এবং প্রতিজ্ঞাত বিষয় সম্পাদিত করিতে না পারেন তাবৎ ক্ষান্ত হইবেন না। মিউসিয়স এই কথা কহিয়া রোমে প্রত্যাগমন করিলেন। তৎপৌরুষপ্রীত রোমকেরা তাঁহাকে কিয়দংশ ভূমি পুরস্কার দিল।

মিউসিয়সের বাক্যে দৃঢ়তর প্রত্যয় হওয়াতে পর্সেনা আত্মবিপদ্ নিশ্চয় করিয়া অতিশয় ব্যাকুলিত হইলেন এবং সন্ধিপ্রার্থনায় তৎক্ষণাৎ রোমনগরে দূত প্রেরণ করিলেন। রোমকেরাও সন্ধির নিমিত্ত উৎসুক ছিল। পর্সেনার দূতগণ রোমে উপস্থিত হইবামাত্র তাহারা তাঁহাদিগকে প্রত্যুদ্গমন করিয়া পরম সমাদরে লইয়া গেল। দূতগণ প্রথমে এই প্রস্তাব করিলেন যে, রোমকেরা টার্কুইনিয়সসুপর্ব্বসকে পুনর্ব্বার স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করে। কিন্তু রোমকেরা কোন ক্রমে

তাহাতে সম্মত হইল না। দূতগণ তদ্ভিন্ন আর যে যে প্রস্তাব করিলেন, তৎসমুদায় গ্রাহ্য হইল। রোমকেরা পূর্ব্বে বিয়াই-দেশীয়দিগের অধিকৃত যে সাতটী প্রদেশ জয় করিয়া লইয়াছিল, এক্ষণে তৎসমুদায় ছাড়িয়া দিল। পর্সেনাও জেনিকিউলম পর্ব্বত রোমকদিগকে প্রত্যর্পণ করিলেন, এবং রোমকেরা তৎকালকৃত সন্ধি নিয়ম প্রতিপালন করিবে স্বীকার করিয়া পর্সেনার বিশ্বাসার্থ স্বদেশীয় কতিপয় ব্যক্তিকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিল। এইরূপে সন্ধি সংস্থাপিত হইল।

পূর্ব্বে রোমীয় পুংগণের অতিমানুষ সাহস ও অলৌকিক বীরত্বের উদাহরণ প্রদর্শন করা গিয়াছে। এক্ষণে রোমীয় রমণীগণের অঙ্গনাজনদুর্লভ পরমাদ্ভুত সাহসগুণের এক উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে। রোমকেরা পর্সেনার বিশ্বাসার্থ যে কয়েক ব্যক্তিকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করে, তন্মধ্যে কয়েকটী স্ত্রীলোক ছিল। উহাদিগের মধ্যে ক্লিলিয়া নামে এক রমণী সমধিক সাহস গুণ দ্বারা অলঙ্কৃত ছিলেন। তিনি স্বমভিব্যাহারিণী-রমণীগণের সহিত পলায়নের পরামর্শ করিলেন এবং তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া সুযোগক্রমে শত্রুশিবির হইতে পলাইয়া টাইবরনদীর তীরদেশে উপস্থিত হইলেন। বিপক্ষগণ তাহাদিগকে ধরিবার নিমিত্ত ঊর্দ্ধশ্বাসে পশ্চাৎ ধাবমান দেখিয়া জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন এবং মুহূর্ত্তমধ্যে নদী পার হইয়া পরতীরে উপনীত হইয়া রোম নগরে প্রবেশ পূর্ব্বক আপন আপন আলয়ে গমন করিলেন। পর্সেনা স্বশিবির হইতে রোমীয় রমণীগণের পলায়নবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর চমৎকৃত হইলেন এবং দূতদ্বারা

রোমকদিগকে এই কথা বলিয়া পাঠাইলেন, যে যে স্ত্রীলোক আমার শিবির হইতে পলায়ন করিয়াছে তাহাদিগকে পাঠাইয়া দিবে। রোমকেরা সন্ধিভঙ্গ হইবার ভয়ে পলায়িত প্রত্যাগত স্ত্রীগণকে তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া পাঠাইয়া দিল। ক্লিলিয়া পর্সেনার সমক্ষে নীত হইলে ঐ ভূপতি অনুপম আত্মৌদার্য্য প্রকাশ করিলেন। তিনি ক্লিলিয়ার যথেষ্ট সমাদর ও গৌরব করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, আমি তোমাকে রমণীগুণদুর্লভ-গুণগ্রামভূষিত দেখিয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়াছি, তোমার পলায়নে আমার অন্তঃকরণে কিঞ্চিন্মাত্র রোষসঞ্চার হয় নাই, প্রত্যুত তোমার অসামান্য সাহস দর্শনে অনুক্ষণ বিস্ময়রসের আবির্ভাব হইতেছে, আমি তোমাকে মুক্ত করিয়া দিলাম, তুমি সচ্ছন্দে স্বগৃহে গমন কর এবং তোমার সমভিব্যাহারিণী-দিগের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা হয় একজনকে সঙ্গে লইয়া যাও। ক্লিলিয়া রাজবদনবিনির্গত ঐই উদারবচন শ্রবণ করিয়া সাতিশয় উল্লাসিত হইলেন। তাঁহার সমভিব্যহারে যে কয়েকটী স্ত্রীলোক ছিল, তাহার মধ্যে একটীর বয়স অতি অল্প। ক্লিলিয়া তাহাকে দেখিয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন, এ অতি বালিকা, এ কোন ক্রমেই পরগৃহবাসক্লেশ সহ্য করিতে পারিবে না। এই ভাবিয়া তাহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া রোমে প্রতিগমন করিলেন। রোমকেরা তাঁহার সম্মানার্থ এক প্রস্তরময় প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত করিল।

পর্সেনার সহিত রোমকদিগের যে যুদ্ধঘটনা হয় এবং যেরূপে ঐ সমরানল নির্ব্বাপিত হয়, তৎসমুদয় আনুপূর্ব্বিক প্রসিদ্ধ উপাখ্যানানুসারে বর্ণিত হইল। ভালরূপে বিবেচনা

করিয়া দেখিলে ঐ উপাখ্যানের মধ্যগত একটী বাক্যেও সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস জন্মিতে পারে না। উপাখ্যানে উল্লিখিত হইয়াছে, রোমকেরা পর্সেনার পরাধীনতা স্বীকার করে নাই কিন্তু ঐ উপাখ্যানের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমুদায় অভিনিবেশপূর্ব্বক পাঠ করিয়া তন্ন তন্ন করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট বোধ হয়, পর্সেনা রোমনগরের উপর স্বপ্রভুত্ব বিস্তারিত করিয়াছিলেন। রোমকেরা অতি অহঙ্কৃত ছিল। অহঙ্কৃত লোক অন্যের নিকটে পরাজিত হইয়া প্রাণান্তেও সেই পরাজয়ের কথা স্বীকার করে না। রোমকেরা পর্সেনার নিকটে আপনাদিগের পরাভবের প্রকৃত বৃত্তান্ত অহঙ্কার প্রযুক্ত গোপন রাখিয়া তৎস্থানে অলীক বাক্যের উপন্যাস করিয়াছে, তাহাতেই ঐ অযথাভূত উপাখ্যানের উদ্ভব হইয়াছে সন্দেহ নাই।

রোমকেরা পর্সেনার নিকটে পরাভূত হইয়া যে, তাঁহার আজ্ঞাধীন হইয়াছিল, এ কথা ট্যাসিটস স্পষ্টই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্লিনির বাক্য দ্বারাও ঐ বিষয় সুস্পষ্ট প্রতিপাদিত হইতেছে। প্লিনি বলেন পর্সেনা স্বয়ং রোমকদিগের নিকটে সন্ধির যে যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, রোমকেরা তাহাতে সম্মত হইয়া সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করে। ঐ সন্ধিপত্রে এরূপ উল্লেখ ছিল যে, রোমকেরা কৃষিকার্য্যোপযোগী অস্ত্র ব্যতিরিক্ত অন্য কোন অস্ত্রের ব্যবহার করিতে পারিবে না। এতদ্দ্বারা স্পষ্ট বোধ হইতেছে, রোমকেরা পর্সেনার নিকটে অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল; কারণ তাহারা যদি পরাধীন না হইত, তাহা হইলে কখনই এতাদৃশ নিয়মে বদ্ধ হইয়া সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিত না।

অপর, ডাইয়োনিসিয়স যে কথা লিখিয়াছেন, তদ্দ্বারাও এ বিষয় সপ্রমাণ হইতেছে। ডাইয়োনিসিয়স বলেন রোমীয় সেনেটরেরা পর্সেনাকে এক দ্বিরদদশনময় সিংহাসন ও অন্য নানাবিধ রাজচিহ্ন উপঢৌকন দেন। যদি রোমকেরা পর্সে-নার পরাধীন না হইবে, তবে কেন তাহারা করপ্রদ সামন্তের ন্যায় অনুগ্রহাপেক্ষী হইয়া পর্সেনাকে সন্তোষিত করিবার নিমিত্ত বিবিধ উপহার প্রদান করিবে। এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া বিলক্ষণ বোধ হইতেছে, রোমকেরা পর্সেনার নিকটে পরাভূত হইয়া পরতন্ত্রতা স্বীকার করিয়াছিল। কিন্তু তাহারা কেবল অহঙ্কার প্রযুক্ত ঐ কথা স্পষ্টাভিধানে স্বীকার করিতে না পারিয়া পর্সেনাকে সমরবিষয়ক অলীক উপাখ্যানে রচনা করিয়াছে। যাহা হউক, রোমকেরা পর্সেনার নিকটে পরা-ধীনতা স্বীকার করিয়া কিয়ৎকাল পরে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিল। পরের নিকটে পর্য্যুদস্ত ও পরাস্ত হইয়া পরতন্ত্রতা স্বীকারের পর পুনর্ব্বার স্বতন্ত্রতালাভে সমর্থ হওয়া সমধিক শ্লাঘার বিষয় এ কথা রোমকেরা অহঙ্কার প্রযুক্ত বুঝিতে পারে নাই। সেই নিমিত্ত তাহারা পর্সেনার নিকটে পরাজয়ের কথা গোপন করিয়াছিল সন্দেহ নাই।

অপর, রোমকেরা যে সময়ে স্বাধীনতা লাভ করে, সে সময়ে তাহাদিগকে আপনাদিগের অধিকৃত কতিপয় প্রদেশ পর্সেনাকে সমর্পণ করিতে হইয়াছিল; কারণ সর্ব্বিয়সটলিয়স রোমনগর এবং তদধিকৃত জনপদ ত্রিশ অংশে বিভক্ত করিয়া দান, তাহার এক একটী অংশ এক একটী প্রদেশ বলিয়া পরি-গণিত হয়। কিন্তু খৃষ্টের পূর্ব্ব ৪৫৯ অব্দে প্লিবীয়দলের

বিদ্রোহকালে ঐ ত্রিশটি প্রদেশের মধ্যে কেবল একুশটী রোমকদিগের অধিকৃত ছিল বলিয়া উল্লিখিত দৃষ্ট হইতেছে। ইহাতে এই অনুমান হয়, পর্সেনার সহিত সন্ধিকালে অবশিষ্ট নয়টী প্রদেশ রোমকেরা তাঁহাকে সমর্পণ করিয়াছিল।

উপাখ্যানে উল্লিখিত আছে পর্সেনার সহিত যে সময়ে সন্ধি হয়, সেই সময়েই তিনি জেনিকিউলম পর্ব্বত পরিত্যাগ করিয়া যান; কিন্তু ইহা সম্ভাবিত বোধ হইতেছে না। রোমকেরা যাবৎ পূর্ব্বাস্বাদিত স্বাধীনতা সম্পৎসম্ভোগে সমর্থ না হইয়াছিল, তাবৎ শত্রুগণ জেনিকিউলম পর্ব্বত পরিত্যাগ করে নাই। লিবি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, পর্সেনার সহিত রোমকদিগের যে সংগ্রাম হয়, তাহা বৎসরৈককালমাত্র স্থায়ী হইয়াছিল। কিন্তু অন্যান্য গ্রন্থকারেরা কহেন ঐ সময় ক্রমিক বৎসরত্রয়ব্যাপী ছিল।

পর্সেনা যে সময়ে রোমে ছিলেন, তৎকালে তাঁহার এই মানস হয় যে, সমুদায় ল্যাটিয়ম জয় করিয়া স্ববশে আনয়ন করেন। অনন্তর তিনি ঐ অভিপ্রায়ে আপন পুত্র আরন্সকে একদল সেনা সমভিব্যাহারে দিয়া ল্যাটিয়মে পাঠাইয়া দিলেন। আরন্স ল্যাটিয়মে উপস্থিত হইয়া আরিসিয়া নামক নগর অবরোধ করিলেন। তদুপলক্ষে আরিসিয়া-নগরোপকণ্ঠে এক ঘোরতর সংগ্রাম হইল। আরন্স ঐ যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিলেন। অন্যান্য অনেক যোদ্ধাও নিহত হইল। অবশিষ্ট সৈনিকগণ রণস্থল হইতে অতি কষ্টে পলাইয়া অতি দুরবস্থায় রোমে উপস্থিত হইল। রোমকেরা তাহাদিগের প্রতি অতি সদয় ও উদার ব্যবহার করিল। যুদ্ধে যাহারা আহত হইয়া

ছিল, তাহারা যথাবিধি চিকিৎসিত ও শুশ্রূষিত হইল। অন্য ব্যক্তিরাও আবশ্যক অশন বসন দ্বারা পরম প্রযত্নে পরিতোষিত হইল। উহাদিগের মধ্যে কতকগুলি স্বদেশে প্রতিগমন করিল, আর কতকগুলি রোমে বাস করিবার অভিলাষ প্রকাশ করাতে রোমকেরা তাহাদিগের স্বতন্ত্র বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিল।

রোমকেরা আরিসিয়ার সমরপলায়িত শরণাপন্ন ইট্রুরিয়দিগের প্রতি যে দানশৌণ্ডতা ও দয়া প্রকাশ করে, পর্সেনা সেই সমাচার প্রাপ্ত হইয়া পরম প্রীত হইলেন এবং রোমকদিগের প্রতিও নিজ মহানুভাবতা ও ঔদার্য্য প্রদর্শন করিলেন। রোমকেরা সন্ধিনিয়ম প্রতিপালন অঙ্গীকার করিয়া পার্সেনার বিশ্বাসার্থ যে সকল ব্যক্তিকে তাঁহার হস্তে ন্যস্ত করিয়াছিল, তিনি ক্ষণবিলম্ব না করিয়া তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া দিলেন। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, রোমকেরা পূর্ব্বে বিয়াইদেশীয়দিগের অধিকৃত যেসমস্ত প্রদেশ জয় করিয়া লয়, পর্সেনার সহিত সন্ধিসময়ে তৎসমুদায় ছাড়িয়া দিতে হইয়াছিল। পর্সেনা রোমকদিগের অত্যুদার ব্যবহার দ্বারা পরম প্রীতি প্রাপ্ত হইয়া সেই সমস্ত প্রদেশ রোমকদিগের হস্তে পুনর্ব্বার সমর্পণ করিলেন।

আরিসিয়া নগরের সন্নিকর্ষে ইট্রুরিয়দিগের যে পরাজয় হয়, তাহার যাথার্থ্য বিষয়ে কোন সংশয় নাই। কিন্তু তৎসংক্রান্ত অন্যান্য বৃত্তান্তে বিশ্বাস করা যাইতে পারে না; কারণ উপাখ্যানে উল্লিখিত হইয়াছে, রোমকেরা পূর্ব্বে বিয়াইদেশীয়দিগের অধিকৃত যেসমস্ত প্রদেশ জয় করিয়া লইয়া-

ছিল, পর্সেনার সহিত সন্ধিকালে তৎসমুদায় ছাড়িয়া দিতে হয়, অনন্তর পর্সেনা আরিসিয়ার অনতিদূরবর্ত্তী সংগ্রাম কালে রোমকদিগের সদ্ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া ঐ সকল প্রদেশ পুনর্ব্বার উহাদিগের হস্তে সমর্পণ করেন। কিন্তু অপর সমধিক প্রামাণিক বৃত্তান্ত দ্বারা জানা যাইতেছে যে, যে সময়ে আরিসিয়ার যুদ্ধ হয় তাহার পর প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের অধিক-কাল পর্য্যন্ত টাইবর নদীপারে ইট্রুউরিয়দিগের দিকে জেনিকিউলম এবং বেটিক্যান এই উভয় পর্ব্বতের সন্নিহিত স্থান ব্যতিরিক্ত অন্য কোন প্রদেশ রোমকদিগের অধিকারে ছিল না। কোন্ সময়ে রোমকেরা পর্সেনার অধীনতাশৃঙ্খল হইতে বিমুক্ত হয়, তাহার নির্ণয় নাই। কেহ কেহ অনুমান করেন ইট্রুউরিয় জাতীয়েরা যে সময়ে আরিসিয়ার উপকণ্ঠে ল্যাটিনদিগের নিকটে পরাস্ত হয়, ঐ সময়ে রোমকেরা স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিল। আরিসিয়ার অবিদূরবর্ত্তী সমর-বিষয়ক উপাখ্যানের তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনাদ্বারা ঐ কথাই সমধিক সম্ভাবিত বোধ হইতেছে।

আরিসিয়ার অবিদূরবর্ত্তী সমর সময়ে পর্সেনা স্বদেশে গমন করেন। স্বদেশে গমন করিয়া টার্কুইনিয়সস্থুপর্ব্বসের নির্ব্বন্ধাতিশয় দর্শনে রোমে পুনর্ব্বার দূত পাঠাইয়া দিলেন। দূত প্রেরণের উদ্দেশ্য এই যে, রোমকেরা টার্কুইনিয়স স্থুপর্ব্বসকে পুনঃস্বপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু রোমকেরা কোন প্রকারেই সম্মত না হওয়াতে তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, আর টার্কুইনিয়সের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন না। টার্কু-ইনিয়স পর্সেনার সমরবিরাগ ও ঔদাসীন্য দর্শন করিয়া

হতাশ ও দুর্ম্মনায়মান হইয়া ক্লুসিয়ম পরিত্যাগ করিলেন; ক্লুসিয়ম ত্যাগ করিয়া টস্কিউলম নগরে নিজ জামাতা ম্যামিলিয়স অকটেবিয়সের নিকটে গমন করিলেন।

পর্সেনার হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীনতালাভের পর সেবাইনীয়জাতীয় কতিপয় নগরের সহিত রোমকদিগের সংগ্রাম উপস্থিত হইল। সেবাইনীয়দিগের দৌরাত্ম্যদোষেই ঐ যুদ্ধ ঘটনা হয়। রোমকেরা সেনাগণ সমভিব্যাহারে রণস্থলে উপস্থিত হইয়া ঘোরতর সংগ্রাম করিয়া জয়ী হইল। ঐ যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া সেবাইনীয়েরা, রোমের সহিত সন্ধি করিয়া সমরে বিরত হওয়া উচিত কি না, এই বিবেচনা করিতে লাগিল। ঐ সময়ে আটাক্লসস নামক অতি গর্ব্বিত উদ্ধতস্বভাব সেবাইনীয় জাতীয় এক ব্যক্তি স্বগণ ও ক্লায়েণ্টগণ সমভিব্যাহারে বাসার্থী হইয়া রোমে গমন করিলেন। রোমকেরা ঐ আগন্তুক ব্যক্তির যথোচিত সমাদর করিল এবং এনিয়ো নদীর পর পারে তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিল। আটাক্লসস রোমীয় পেট্রিসীয় দল প্রবিষ্ট হইলেন। ঐ ব্যক্তি রোমে আপিয়সক্লডিয়স নাম দ্বারা প্রসিদ্ধ হন।

সেবাইনীয়েরা বহু বাদবিতণ্ডার পর পুনর্ব্বার সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। রোমীয় কন্সলদ্বয় যুদ্ধার্থ নির্গত হইয়া সেনাগণ সমভিব্যাহারে উহাদিগের দেশে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর উভয় পক্ষ রণক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিল। রোমকেরা যুদ্ধস্থলে জয়ী হইল। বিপক্ষগণ সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হইল। খৃষ্টের পূর্ব্ব ৫০৩ অব্দে পূর্ব্বোক্ত যুদ্ধ ঘটনা হয়। ব্যালিরিয়স পব্লিকোলা ঐ বৎসর কলেবর পরিত্যাগ করেন।

ব্যালিরিয়স তদানীন্তন রোমকদিগের মধ্যে এক জন প্রধানতম বীরপুরুষ বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে রোমকেরা অতিশয় শোকাকুল হইল। পুরবাসী পুরন্ধ্রীগণ ব্রুটসের মৃত্যুকালে যে প্রকার শোকাতুরা হইয়াছিলেন, ব্যালিরিয়সের মৃত্যুতেও সেই প্রকার দারুণ দীর্ঘশোক গ্রস্ত হইলেন। রোমকেরা সাধারণ ধনব্যয় দ্বারা ব্যালিরিয়সের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করিল।

যে বৎসরে ব্যালিরিয়সের মৃত্যু হয়, সেই বর্ষে কোরা ও পমিটিয়া নগরের লোকেরা বিদ্রোহী হইয়া রোমের অধীনতা পরিত্যাগ করিয়া অরন্সীয়দিগের সহিত মিলিত হয়। তাহাতে অরন্সীয়দিগের সহিত রোমকদিগের যুদ্ধ উপস্থিত হইল। রোমকেরা সুসজ্জিত হইয়া সমরে অবতীর্ণ হইলে অরন্সীয়েরা প্রথম যুদ্ধেই পলায়ন করিল। অনন্তর রোমকেরা পমিটিয়া নগর অবরোধ করিতে গেল; কিন্তু বিপক্ষগণের বীর্য্যাতিশয় মহিমাদ্বারা প্রতিহত হইল। এইরূপে রোমকেরা অপ্রতিভ ও অবমানিত হইয়া স্বদেশ প্রত্যাগমন করিল। কিছুদিন পরে উহারা আবার পমিটিয়া আক্রমণ করিতে গেল; কিন্তু এবার পূর্ব্বের ন্যায় অপ্রতিভ না হইয়া কৃতকার্য্য হইল। বিপক্ষগণ পরাভূত হইয়া অধীনতা স্বীকার করিল। রোমকেরা পূর্ব্বাপমান স্মরণ করিয়া নিতান্ত ক্রোধান্ধ হইয়া অরি নগর ভূমিসাৎ করিল। ঐ যুদ্ধে রোমকদিগের বিপক্ষপক্ষীয় বহু লোক নিহত হয়। এবং রোমকেরা হতাবশিষ্ট শত্রুগণকে দাস বলিয়া বিক্রয় করে।

টার্কুইনিয়সস্থপর্ব্বস বারম্বার মনস্তাপ পাইয়াও বৈর-সাধনের চেষ্টা হইতে বিরত হন নাই। তিনি টস্কিউলম নগরে নিজ জামাতার আবাসে বাস করিয়া যাবতীয় ল্যাটিন জাতীয়দিগকে রোমের সহিত সংগ্রামে প্রবর্ত্তিত ও প্রোৎসাহিত করিতে লাগিলেন। টার্কুইনিয়স যখন রাজা ছিলেন তখন তিনি রোমকদিগের অপেক্ষা ল্যাটিনদিগের সমধিক সমাদর ও গৌরব করেন। তন্নিমিত্ত তাহারা এক্ষণে তাঁহার উপরোধ পরিহার করিতে না পারিয়া যুদ্ধার্থ উদ্যত হইল। বিশেষতঃ ল্যাটিনদিগের এমন আন্তরিক ইচ্ছাও ছিল যে রোমকদিগকে সমরে পর্য্যুদস্ত করিয়া সমকক্ষতা লাভ করে। ল্যাটিনজাতীয় ত্রিশটী নগরের লোক একমতাবলম্বী হইয়া উপস্থিত যুদ্ধে প্রস্তুত হইল। ম্যামিলিয়স অক্টেবিয়স সেনাপতিব পদে অভিষিক্ত হইলেন।

পবলিয়সব্যালিরিয়সের মৃত্যুর পর কেহই তৎপদে প্রতিষ্ঠিত হন নাই। ল্যাটিনদিগের সহিত সংগ্রাম উপস্থিত হইলে পর রোমকেরা আলসপষ্টিউমিয়সকে ডিক্টেটর পদে এবং টাইটসইবিউশিয়সকে অশ্বারোহ সেনার অধিপতি পদে অভিষিক্ত করিল। ডিক্টেটর রাজ্যের যাবতীয় সেনা সংগ্রহ করিয়া অশ্বারোহ সেনাপতির সহিত টাস্কিউলম নগরে গমন করিয়া রিজিলস হ্রদের অবিদূরে উপনীত হইলেন। বিপক্ষপক্ষও রণসজ্জা করিয়া ঐ স্থানে উপস্থিত হইল। টার্কুইনিয়স স্থপর্ব্বস এবং তাঁহার পুত্র স্বগোত্রজ যাবতীয় যোধগণ বেষ্টিত হইয়া যুদ্ধস্থলে উপস্থিত ছিলেন। ল্যাটিনজাতীয় বহুসংখ্য লোক তাঁহার পক্ষ হওয়াতে বিবাসিত রাজার হৃদয়ে বলবতী

জয়াশা জন্মিয়াছিল। এই নিমিত্ত তিনি দল বল লইয়া পুনঃ যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হন।

রোমক ও ল্যাটিন এই উভয় জাতির পরস্পর কন্যা আদান প্রদানের প্রথা প্রচলিত ছিল। রোমনগরের অনেক লোক ল্যাটিনদিগের দেশে বিবাহ করে। ল্যাটিনদিগের মধ্যেও অনেকে রোমীয় রমণীগণের পাণিগ্রহণ করে। উভয় জাতির পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হওয়াতে যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে উভয় জাতি পরস্পরের সম্মতিক্রমে এই ঘোষণা করিয়া দিল যদি কোন রমণী পতিগৃহ পরিত্যাগ করিয়া পিতৃগৃহে গমনের বাসনা করেন তিনি অবিবাহিতা কন্যাদিগকে সঙ্গে লইয়া পিতৃগৃহে গমন করিতে পারিবেন। এই ঘোষণা হইবামাত্র রোমনগরীয় যে যে স্ত্রীর ল্যাটিনদিগের দেশে বিবাহ হইয়াছিল, তাহারা রোমনগর সমধিক হৃদয়ঙ্গমজ্ঞান করিয়া পতিগৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক রোমে গমন করিল। কিন্তু রোমকদিগের পরিণীত ল্যাটীন জাতীয় বনিতাগণ স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত না হইয়া রোমেই রহিল। উহাদিগের মধ্যে কেবল দুই স্ত্রী রোম ত্যাগ করিয়া পিতৃগৃহে গমন করিল।

অনন্তর সমরোৎসুক সেনাপতিগণ ব্যূহরচনা করিয়া রিজিলস হ্রদের অবিদূরে যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। টার্কুইনিয়স সুপর্ব্বস বৃদ্ধতম হইয়াও সমররসজ্ঞ যুবাপুরুষের ন্যায় অস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক তুরঙ্গমে আরোহণ করিয়া সমরাগ্র ভূমিতে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার পুত্র টাইটসটার্কুইনিয়স স্ববংশীয় যোধগণ লইয়া অসীম বিক্রম প্রকাশ করিতে লাগিলেন। টার্কুইনিয়সের জামাতা অক্টেবিয়স ম্যামিলিয়স সমুদায়

ল্যাটিন সেনার প্রধানতম সেনাপতি হইয়া সমরসাগরে অবতীর্ণ হইলেন। পক্ষান্তরে ডিক্টেটর আলসপষ্টিউমিয়স রোমকদিগকে রণভূমিতে লইয়া গেলেন। অশ্বসেনার অধিপতি টাইটসইবিউশিয়স তাঁহার সহায়তা করিতে লাগিলেন। হোরেশিয়সককলিস্ যে দিবস পর্সেনার হস্ত হইতে রোম রক্ষা করেন; সেই দিন যে ব্যক্তি সেতুসম্মুখে ঐ বীরপুরুষের পার্শ্বপরিবর্ত্তী হইয়া সহায়তা করিয়াছিলেন, সেই বীরবর টাই-টসহর্মিনিয়স এই যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। পব্লিয়সব্যালিরিয়-সের ভ্রাতা মার্কসম্যালিরিয়সও যুদ্ধস্থলে উপস্থিত ছিলেন। এই বীরপুরুষ মুহুর্ম্মুহুঃ আস্ফালন করিয়া কহিতে লাগিলেন, আমার ভ্রাতা টার্কুইনিয়সসুপর্ব্বসকে স্বরাষ্ট্র হইতে নির্ব্বা-সিত করিয়া যে সমরাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া গিয়াছেন, অদ্য আমি টার্কুইনিয়সকে সবংশে ধ্বংস করিয়া সেই সমরানল নির্ব্বাপিত করিব।

টার্কুইনিয়সসুপর্ব্বস সর্ব্বাগ্রে আলসপষ্টিউমিয়সকে লক্ষ্য করিয়া তদভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং ব্যূহের বামভাগে টাইটসইবিউসিয়স অকটেবিয়স ম্যামিলিয়সের দিকে দ্রুত-বেগে অশ্ব প্রেরণ করিলেন। টার্কুইনিয়সসুপর্ব্বস পষ্টিউমি-য়সের নিকট পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারিলেন না। পথিমধ্যে কক্ষ-দেশে রিপুক্ষলক্ষিত অস্ত্রাঘাত প্রাপ্ত হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ি-লেন। অনুচরগণ তাঁহাকে লইয়া রণস্থল হইতে প্রস্থান করিল। টাইটস এবং অক্টেবিয়স উভয়ে যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। টাইটস প্রথমে অক্টেবিয়সের বক্ষঃস্থলে অস্ত্রের আঘাত করিলেন। অক্টেবিয়সও অতিশয় বেগে নিদারুণ অস্ত্র প্রহার দ্বারা টাই-

টসের বাহু ছিন্ন করিলেন। বাহু বিবশ হওয়াতে টাইটস অস্ত্রপ্রয়োগে অপারক হইয়া রণস্থল হইতে চলিয়া গেলেন। কিন্তু অক্টেবিয়স ব্রণবেদনায় ভ্রূক্ষেপ না করিয়া অকাতরে রণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহার ল্যাটিন সৈন্যগণ রণভরসহিষ্ণু না হইয়া পলায়নোন্মুখ হইল। অক্টেবিয়স পলায়নোদ্যত ল্যাটিনদিগের সাহায্যার্থ টাকুইনীয়বংশের যোধগণকে আহ্বান করিলেন। তাহারা ভীষণ বেশ ধারণ করিয়া নিমেষমধ্যে আসিয়া পড়িল। তাহারা এমনি বেগে আসিয়া উপস্থিত হইল যে, বিপক্ষপক্ষের কি অশ্ব, কি পাদাত কোন সৈন্যই রণস্থলে স্থির হইতে পারিল না। বিপক্ষগণ তাহাদিগের ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া সমুখ হইতে পলাইতে লাগিল। শত্রুকৃত অপকার যত তাহাদিগের স্মৃতিপথে উদিত হইতে লাগিল, ততই তাহাদিগের মূর্ত্তি অতি ভয়ঙ্কর ও দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিল।

মার্কসব্যালিরিয়স টাইটসটাকুইনিয়সকে লক্ষ্য করিয়া দ্রুতবেগে ধাবমান হইলেন। টাইটস তদভিমুখীন না হইয়া স্বদলমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক আত্মরক্ষা করিলেন। কিন্তু প্রাতমন্যু মার্কস অর্জ্জুনতনয় অভিমন্যুর ন্যায় একাকী ব্যূহভেদ করিয়া শত্রুমণ্ডলীমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। ল্যাটিনজাতীয় এক জন সৈনিকপুরুষ তাঁহার বাহুমূলে অস্ত্রের আঘাত করিল। মার্কস সেই নিদারুণ প্রহারে বিচেতন হইলেন। তাঁহার তুরঙ্গ বেগভঙ্গ না করিয়া অনবরত দৌড়িতে লাগিল। তিনি গতাসু হইয়া ক্ষিতিতলে নিপতিত হইলেন। মার্কস নিহত হইলে পর টাকুইনীয়েরা অধিকতর বেগে অস্ত্র প্রয়োগ

করিতে লাগিল। রোমকেরা তাহাদিগের বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া রণে ভঙ্গ দিবার উপক্রম করিল। পষ্টিউমিয়স কতকগুলি মনোনীত যোধগণ সহিত তথায় উপস্থিত হইলেন এবং তাহাদিগকে আদেশ করিলেন, তোমরা অব্যগ্রচিত্তে অকুতোভয়ে অস্ত্র গ্রহণ কর, যে সকল ব্যক্তির মুখ তোমাদিগের অভিমুখে দেখিতে পাইবে, তাহাদিগকে তৎক্ষণাৎ বধ করিবে তাহাতে মিত্রামিত্র বিবেচনা নাই। সাগরনিমগ্ন ব্যক্তি নৌকার আশ্রয় প্রাপ্ত হইলে যেরূপ আহ্লাদিত ও আশ্বাসিত হয়, পলায়নোন্মুখ রোমীয় সেনাগণ সেইরূপ পষ্টিউমিয়সের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া আনন্দিত ও আশ্বাসিত হইল এবং প্রত্যাবৃত্ত হইয়া অসীম সাহস সহকারে যুদ্ধ করিতে লাগিল। পষ্টিউমিয়স ঐ সময়ে ক্যাষ্টর ও পোলক্স নামক অমর্ত্য যমজ বীরদ্বয়ের নিকটে বিনীতভাবে প্রার্থনা পূর্ব্বক এই প্রতিজ্ঞা করিলেন, হে সুরবর বীরসোদরদ্বয়! যদি আমি আপনকারদিগের অনুগৃহীত হইয়া উপস্থিত সমরে জয়ী হই, তাহা হইলে আমি আপনকারদিগের মন্দির প্রতিষ্ঠা করিব। এইরূপ প্রতিজ্ঞার পর পষ্টিউমিয়স সৈন্যগণকে কহিলেন, তোমাদিগের মধ্যে যে দুই ব্যক্তি সর্ব্বাগ্রে শক্রশিবিরে প্রবেশ করিতে পারিবে, আমি সেই দুই ব্যক্তিকে যথেষ্ট পুরস্কার প্রদান করিব।

কি আশ্চর্য্য কাণ্ড! পষ্টিউমিয়সের প্রার্থনার অব্যবহিত পরেই নবযৌবনমনোহর পরমসুন্দর অতি দীর্ঘকায় দুই বীরপুরুষ তুষারগৌর তুরগদ্বয়ে আরোহণ করিয়া সমরাগ্রভূমিতে দৃশ্যমান হইলেন। তাঁহারা পষ্টিউমিয়সের মনোনীত যোধ

গণের অগ্রে অগ্রে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর টার্ক্‌ইনীয়দিগের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। ল্যাটিন সেনার অধিপতি অকৃটেবিয়সটার্ক্‌ইনিয়দিগকে বিপদ্‌সাগরে নিমগ্ন দেখিয়া তাহাদিগের উদ্ধারের নিমিত্ত ত্বরিত পদে আগমন করিলেন। টাইটসহর্ম্মিনিয়স তাঁহাকে দেখিবা মাত্র বেগে ধাবমান হইয়া অস্ত্রের আঘাতে তাঁহাকে সংহার করিলেন; স্বয়ং ও নিহত শত্রুর কবচাদি গ্রহণকালে অস্ত্রাঘাত প্রাপ্ত হইয়া মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া পড়িলেন। অনুচরগণ তাঁহাকে সমর হইতে অপসারিত করিল। তিনি মুহূর্ত্তৈকমধ্যে কলেবর পরিত্যাগ করিলেন।

অচিরাগত অপরিচিত যুগ্মচারী বীরদ্বয় শ্বেত অশ্বদ্বয়ে আরোহণ করিয়া অদ্ভুতরূপে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। বিপক্ষগণ তাঁহাদিগকে দেখিবামাত্র ভয়বিহ্বল হইয়া সমর পরিত্যাগ করিয়া পলাইতে লাগিল। টাইটস টার্ক্‌ইনিয়স স্বগণের সহিত স্বল্পকালমধ্যে নিহত হইলেন। ল্যাটিনজাতীয়েরা তদ্দর্শনে ত্রস্ত হইয়া রণস্থল হইতে প্রস্থান করিল। রোমকেরা তদনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়া শত্রুশিবিরসন্নিধানে উপস্থিত হইল। মহাবল অমর্ত্যযুগল সর্ব্বাগ্রে শিবিরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে শিবির পরিগৃহীত হইল। রোমকেরা সম্পূর্ণ জয় লাভ দ্বারা আনন্দসাগরে ভাসিতে লাগিল। পষ্টিউমিয়স প্রতিজ্ঞাত পুরস্কারপ্রদানের উদ্দেশে শত্রুশিবিরে প্রথম প্রবিষ্ট বীরদ্বয়ের ইতস্ততঃ বিস্তর অনুসন্ধান করিলেন, কুত্রাপি দেখিতে পাইলেন না। পরিশেষে তত্রত্য শ্যামল অচলের উপরিভাগে অলৌকিক অশ্বচরণচিহ্ন অবলোকন করিয়া বিস্ময়াপন্ন হই-

লেন। বিস্ময়াপন্ন হইবার কারণ এই, তাদৃশ কঠিন পর্ব্বতের উপরে লৌকিক অশ্বের খুরচিহ্ন লগ্ন হওয়া সম্ভাবিত নহে; ঐ চিহ্ন বহুকাল পর্য্যন্ত অবিকৃত ও অবিলুপ্ত ছিল। রিজিলস হ্রদের অবিদূরবর্ত্তী দারুণ সংগ্রাম এইরূপে শেষ হইল, দিবাকরও অস্তাচলে গমন করিলেন।

রোমনগরের আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই সমরবৃত্তান্ত জানিবার জন্য নিতান্ত উৎসুক ছিল। দিবা যত অবসান হইতে লাগিল, ততই তাহাদিগের উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। সায়ংকাল উপস্থিত হইলে পর শ্বেত অশ্বদ্বয়ে আরোহণ করিয়া দুই পুরুষ সহসা ফোরমে উপস্থিত হইলেন। তুরগদ্বয় সমরখিন্ন অধ্বশ্রান্ত এবং স্বেদজলে পরিপ্লুত। অশ্বারোহী পুরুষদ্বয়েরও সর্ব্বাবয়ব রক্তাক্ত। দর্শকগণ নবাগত বীরদ্বয়ের আকার প্রকার দর্শন করিয়া বোধ করিল, তাঁহারা যুদ্ধস্থল হইতে আসিতেছেন। বীরদ্বয় বেষ্টাদেবীর মন্দিরের অনতিদূরে অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া শোণিতলেপ ধৌত করিলেন। তাঁহাদিগের চতুর্দ্দিকে সমরসমাচারজিজ্ঞাসু ব্যক্তিদিগের জনতা হইল। তাঁহারা কৌতূহলাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের সন্তোষ জন্মাইবার নিমিত্ত আদ্যোপান্ত সমুদায় সমরবৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। শ্রোতৃগণ পরিতৃপ্ত হইল। অনন্তর তাঁহারা অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া কশাঘাত করিলেন। ঘোটকদ্বয় ক্ষণৈকমধ্যে অদৃশ্য হইল। নাগরিক লোকেরা সমস্ত নগর প্রদক্ষিণ করিয়া তাঁহাদিগের বিস্তর অন্বেষণ করিল, কিন্তু কুত্রাপি দেখিতে পাইলেন না।

ডিক্‌টেটর পষ্টিউমিয়স জয়োদ্ধত সেনাগণ সমভিব্যাহারে

রোমে প্রত্যাগমন করিলেন এবং অদৃষ্টপূর্ব্ব দিব্যপুরুষদ্বয়ের সহসা সমাগমন, সমরসমাচার প্রদান এবং সহসা অন্তর্দ্ধানের কথা লোকমুখে শ্রবণ করিয়া বুঝিতে পারিলেন, ক্যাষ্টর ও পোলকস্ যমজ সোদরদ্বয় তাঁহার প্রার্থনা বাণী শ্রবণ করিয়া রণস্থলে উপস্থিত হইয়া অতি অদ্ভুতরূপে যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং অরাতিগণকে পরাভূত করিয়া সর্ব্বাগ্রে শত্রুশিবিরে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, পরিশেষে তাঁহারাই অতিমানুষ অবযোগে রোমে আসিয়া সম্বাদ দিয়াছেন। অতএব তিনি পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞানুসারে ক্যাষ্টর ও পোলকসের মন্দির নির্ম্মাণ করাইলেন এবং মহাসমৃদ্ধি পূর্ব্বক ঐ দেবদ্বয়ের উদ্দেশে নানা দ্রব্য দান করিয়া কহিলেন, আমি পূর্ব্বে অঙ্গীকার করিয়াছিলাম যে দুই ব্যক্তি সর্ব্বাগ্রে শত্রুশিবিরে প্রবিষ্ট হইতে পারিবেন, তাঁহাদিগকে সমুচিত পুরস্কার দিব। ক্যাষ্টর ও পোলকস আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া সর্ব্বাগ্রে শত্রুশিবিরে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন অতএব তাঁহাদিগের উদ্দেশে এই দ্রব্য দান করিলাম।

রিজিলস্ হ্রদের অবিদূরবর্ত্তী মহাযুদ্ধে টার্কুইনীয় বংশ ধ্বংস প্রাপ্ত হইল। টার্কুইনিয়সস্থুপর্ব্বসের পুত্র ও জামাতা সমরানলে পতঙ্গবৃত্তি প্রাপ্ত হইলেন। টার্কুইনিয়সস্থুপর্ব্বস অসহায় ও অশরণ হইয়া দশদিক শূন্য দেখিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি গ্রীস দেশের অন্তঃপাতী কিউমা নগরে গমন করিলেন। খৃষ্টের পূর্ব্ব ৪৯৬ অব্দে ঐ নগরে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি মৃত্যুকালে ঐ নগরেই দুরাত্মা আরিষ্টডিমসের হস্তে আপনার সমস্ত সম্পত্তি ন্যস্ত করিয়া যান।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ আর রিজিলস হ্রদের নিকটে টার্কুইনিয়

সের সহিত রোমকদিগের যুদ্ধ, এই উভয় যুদ্ধের অনেক অংশে সৌসাদৃশ্য আছে। দুরাত্মা দুঃশাসন সভামধ্যে দ্রৌপদীর কেশাম্বরাকর্ষণ করাতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সূত্রপাত হয়; এস্থলেও সেইরূপ দুর্ব্বৃত্ত সেক্‌ষ্টস বলপূর্ব্বক পতিপরায়ণা লিউক্রিসিয়ার পাতিব্রত্য ভঙ্গ করাতে সমরানল প্রজ্বলিত হয়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কৃষ্ণ সহায়তা করিয়া পাণ্ডবদিগকে জয়ী করিয়া দেন; এস্থলেও সেইরূপ রোমকেরা ক্যাষ্টর ও পোল-ক্স নামক দেবদ্বয়ের সহায়তা দ্বারা যুদ্ধে জয়লাভ করে। কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধে প্রধান প্রধান বীরগণেরই পরস্পর যুদ্ধ ও বীরত্ব প্রকাশের কথা সবিশেষ বর্ণিত হইয়াছে; এস্থলেও প্রধান প্রধান বীরগণেরই যুদ্ধবৃত্তান্ত বাহুল্যরূপে বর্ণিত হইয়াছে। সামান্য সেনাগণের যুদ্ধের কথার সবিশেষ উল্লেখ নাই। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রধান প্রধান বীরগণ নিহত হওয়াতেই যুদ্ধ শেষ হয়; এস্থলেও সেইরূপ প্রধান প্রধান বীরগণ বিনিপাতিত হইলেই সমরানল নির্ব্বাপিত হয়। কুরু-ক্ষেত্রের যুদ্ধে অতি বিশাল কুরুকুল ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে দুরাত্মা দুর্য্যোধন অসহায় ও অশরণ হইয়া পরিশেষে বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইয়া অসুত্যাগ করে; এস্থলেও সেইরূপ অতি বিশাল টাকু´ইনীয় বংশ ধ্বংস প্রাপ্ত হইলে দুরাত্মা টাকু´ইনিয়সসুপ-র্ব্বস অশরণ ও অসহায় হইয়া মনোদুঃখে দেহ বিসর্জ্জন করে।

রিজিলস হ্রদের সমীপতরবর্ত্তী সংগ্রামবিষয়ক যে উপা-খ্যান প্রসিদ্ধ আছে তদনুসারে ঐ যুদ্ধের যাবতীয় বৃত্তান্ত বর্ণিত হইল। রিজিলস হ্রদের অনতিদূরে যে এক যুদ্ধ ঘটনা হয়, তাহার যাথার্থ্যবিষয়ে কোন সংশয় নাই। কিন্তু কবিগণ

তৎসংক্রান্ত অন্যান্য বৃত্তান্ত যেরূপে বর্ণন করিয়াছেন, তাহাতে প্রকৃত বিষয়ও সন্দেহস্থল হইয়া উঠিয়াছে। এই উপাখ্যান অভিনিবেশ পুরঃসর পাঠ করিলে উপাখ্যানবর্ণিত যাবতীয় বৃত্তান্তের সত্যাসত্যতা অনায়াসেই পাঠকগণের বোধগম্য হইতে পারে। আলস পষ্টিউমিয়সের প্রার্থনাবাক্য শ্রবণমাত্র ক্যাষ্টর ও পোলকস নামক দেবদ্বয় সমরভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া রোমকদিগের সাহায্য করেন, কবিকুল প্রলপিত এই অলীক বাক্য দ্বারা রিজিলস হ্রদের অদূরবর্ত্তী সমরের যাবতীয় বৃত্তান্ত যথার্থ কি না, বুদ্ধিমান্ লোকেরা বুঝিতে পারিবেন। বিশেষতঃ উল্লিখিত যুদ্ধের কালপরিমাণেরও স্থিরতা নাই। লিবি বলেন খৃষ্টের পূর্ব্ব ৪৯৯ অব্দে, ডাইয়োনিসিয়স বলেন ৪৯৬ অব্দে, ঐ যুদ্ধ ঘটনা হয়। রিজিলস হ্রদের অদূরবর্ত্তী সমরবিষয়ক উপাখ্যান যেরূপ হউক, এই অবধিই যে প্রকৃত ইতিহাস আরম্ভ হইল ইহা বিলক্ষণ বোধ হইতেছে। কিন্তু ইহার পর যে সমস্ত বিষয় বর্ণিত হইবে, তাহাতে উপাখ্যানের নাম গন্ধও নাই, এরূপ নির্দ্দেশ করা কোন ক্রমেই অভিপ্রেত নহে।

আল্‌বা ও তৎসন্নিহিত অন্য অন্য নগরে ডিক্‌টেটর নিয়োগের প্রথা ছিল। রোমকেরাও রোমনগরে ঐ প্রথা প্রবর্ত্তিত করে। প্রাচীন গ্রন্থকারেরা টাইটসলার্সিয়সকে প্রাথমিক ডিক্‌টেটর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভূতপূর্ব্ব রাজগণের অপেক্ষা ডিক্‌টেটরের সমধিক ক্ষমতা ছিল। রাজা যদি কোন অপরাধে কোন প্রজার দণ্ড বিধান করিতেন, আর সেই রাজবিহিত দণ্ডে যদি তাহার অসন্তোষ জন্মিত,

তাহা হইলে সেই প্রজা, পেট্রিসীয় হইলে পেট্রিসীয় সভায় এবং প্লিবীয় হইলে প্লিবীয় সভায়, পুনর্ব্বিচারের প্রার্থনা করিতে পারিত। কিন্তু ডিক্‌টেটরের বিষয়ে সেপ্রকার নিয়ম ছিল না। রাজধানীর সীমার মধ্যে ডিক্‌টেটরের আজ্ঞা অমোঘ ও অলঙ্ঘনীয় ছিল। পেট্রিসীয়বংশীয়েরাই কেবল ডিক্‌টেটর পদে অভিষিক্ত হইত। প্লিবীয়েরা তদ্বিষয়ে নিরাকৃত ছিল। পেট্রিসীয়বংশীয়দিগের কেবল ডিক্‌টেটর পদে অভিষিক্ত হইবার নিয়ম থাকাতে তাহারা প্লিবীয়দিগকে দমন করিয়া স্বচ্ছন্দে অত্যাচার করিবার উত্তম পথ প্রাপ্ত হয়।

প্লিবীয়েরা রোমীয় সেনার প্রধান অঙ্গ ছিল। তাহারা যুদ্ধে গমন না করিলে পেট্রিসীয়দিগের জয় লাভ করা অতিশয় ভার হইয়া উঠিত। এই নিমিত্তই রাজ্যান্তরের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হইলে পেট্রিসীয়েরা অনুনয় বিনয় ও নানারূপ প্রলোভনদ্বারা প্লিবীয়দিগকে বশীভূত করিয়া রাখিত। যুদ্ধ শেষ হইলে তাহারা পুনরায় প্লিবীয়দিগের উপরে অত্যাচার আরম্ভ করিত। পক্ষান্তরে রাজ্যান্তরের সহিত যুদ্ধ ঘটনা হয়, প্লিবীয়দিগের ইহা নিতান্ত অভীষ্ট ছিল। তাহারা ঐ সময়ে পেট্রিসীয়দিগের কৃত অনিষ্ট নিবারণের চেষ্টায় এই কথা কহিয়া অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া বলিত যে যাবৎ পেট্রিসীয়-দিগের কৃত অন্যায়াচরণের প্রতিবিধান না হইবে তাবৎ আমরা যুদ্ধে যাইব না। পেট্রিসীয়দিগকে সে সময়ে কাজে কাজেই ভাল মানুষ হইতে হইত। তৎকালে তাহারা স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়াও প্লিবীয়দিগকে সন্তাষিত করিত। কিন্তু ডিক্‌টেটর পদের সৃষ্টি হওয়াতে প্লিবীয়দিগের আত্মরক্ষণের

ঐ উৎকৃষ্ট উপায় তাহাদিগের হস্তপরিভ্রষ্ট হইয়া যায়। তাহারা রণপরাঙ্মুখ হইলে ডিক্‌টেটর তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক যুদ্ধে লইয়া যাইতেন। সুতরাং প্লিবীয়দিগের তৎকালের সমুদায় প্রয়াস বিফল হইত। ল্যাটিনদিগের সহিত সংগ্রাম উপস্থিত হইলে প্লিবীয়েরা পেট্রিসীয়দিগের উপরে কোপ প্রযুক্ত যুদ্ধগমনে অনিচ্ছু হইয়া অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করে। কিন্তু ডিক্‌টেটর নিয়োজিত হওয়াতে প্লিবীয়দিগকে অগত্যা অস্ত্র গ্রহণ করিতে হয়। ঐ সময়েই ডিক্‌টেটর নিয়োগের প্রথা রোমে প্রথম প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।

যে সে ডিক্‌টেটরের পদ প্রাপ্ত হইত না। যাহারা প্রথমে কন্সলপদে নিয়োজিত হইয়া উত্তমরূপে কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া খ্যাতিলাভ করিতে পারিত, তাহারাই পশ্চাৎ ডিক্‌টেটর পদে অভিষিক্ত হইত। ছয় মাসের অধিক কেহ ডিক্‌টেটর পদে থাকিতে পারিত না। ডিক্‌টেটরনিয়োগকালে অপর এক ব্যক্তি তাহার সহযোগী রূপে নিয়োজিত হইত। ঐ ব্যক্তি ডিক্‌টেটরের প্রতিনিধি স্বরূপ; প্রতিনিধি হইয়া ডিক্‌টেটরের কর্ত্তব্য সমুদায় কর্ম্ম করিত এবং অশ্বসেনার অধিপতি হইয়া ডিক্‌টেটরের সমভিব্যাহারে সমরে গমন করিত। প্রথম প্রথম সেনেট হইতেই ঐ ব্যক্তি নিয়োজিত হইত। পশ্চাৎ ডিক্‌টেটরের উপরে তাহার নিয়োগ ভার সমর্পিত হয়।

এইরূপ কিম্বদন্তী প্রসিদ্ধ আছে, টার্কুইনিয়সসুপর্ব্বা যাবৎ জীবিত ছিলেন, তাবৎ পেট্রিসীয়েরা বহিঃস্থ শত্রুগণের আক্রমণশঙ্কায় শঙ্কিত হইয়া বিবিধ প্রযত্নে প্রশ্রয় দিয়া গৃহশত্রু প্লিবীয়দিগকে সন্তুষ্ট করিয়া রাখিয়াছিল। পশ্চা

কু'ইনিয়সের মৃত্যু হইলে উহারা নিতান্ত নির্দ্দয় হইয়া
শরণ প্লিবীয়দিগকে অতিশয় পীড়ন করে।

দশম অধ্যায়।

প্লিবীয়দিগের নগর পরিত্যাগ এবং ট্রিবিউন নিয়োগ।

প্লিবীয়দিগের যেরূপে উৎপত্তি হয়, তাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত
য়াছে. অতএব এস্থলে পুনরুল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই।
থম প্রথম তাহাদিগের রাজ্যসংক্রান্ত কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ
রিবার ক্ষমতা ছিল না। পেট্রিসীয়েরাই সর্ব্বেসর্ব্বা ছিল।
বীয়েরা যত দিন অগ্রাহ্য ছিল তত দিন বরং তাহাদিগের
ক্ষ ভাল ছিল। তাহারা যে অবধি রাজ্যাঙ্গ বলিয়া পরি-
ণিত হয়, সেই অবধিই তাহাদিগের দুঃখভোগের স্বস্তিবাচন
ল। তাহাদিগকে যুদ্ধে যাইয়া যুদ্ধের যাবতীয় কষ্টভোগ
রিতে হইত এবং করপ্রদান করিতে হইত, তদ্ভিন্ন স্বদেশে
টি্রসীয়দিগের অসহ্য অত্যাচারযন্ত্রণা সহ্য করিতে হইত।
কু'ইনিয়সস্পুপর্ব্বস যাবৎ জীবিত ছিলেন তাবৎ পেট্রিসী-
রা তাঁহার আক্রমণশঙ্কায় শঙ্কিত হইয়া মৌখিক সদ্ব্যব-
রদ্বারা প্লিবীয়দিগকে বশীভূত করিয়া রাখিয়াছিল।
কু'ইনিয়সের মৃত্যুর পর উহারা যৎপরোনাস্তি অত্যাচার
রম্ভ করিল। প্লিবীয়েরা ক্রমে ক্রমে অত্যন্ত নিঃস্ব হইয়া

পড়িল। তাহাদিগের দারিদ্র্যদুঃখের এত বৃদ্ধি হইয়াছিল যে শেষে তাহারা আর দুঃখ সহ্য করিতে না পারিয়া বিদ্রোহা- চরণে প্রবৃত্ত হইল।

পেট্রিসীয় ও প্লিবীয় উভয়ই এক রাজ্যের লোক। রাজ্যের কোন বিপদ উপস্থিত হইলে উভয়কেই তুল্যরূপে ভোগ করিতে হইত; অথচ পেট্রিসীয়েরা দরিদ্র না হইয়া প্লিবীয়ে- রাই কেবল নিরতিশয় দারিদ্র্যদশাগ্রস্ত হয় কেন, অনেকের মনে এরূপ সন্দেহ জন্মিতে পারে। অতএব সেই সন্দেহ ভঞ্জনের নিমিত্ত অগ্রে প্লিবীয়দিগের দারিদ্র্যদুঃখের নিদান নির্ণয় করা যাইতেছে। প্রথমতঃ প্লিবীয়দিগের কৃষিকার্য্যের উপরেই নির্ভর ছিল। তাহাদিগের কৃষিকার্য্যোপযোগী যে ভূমি ছিল তাহাও অতি অল্প। সেই অনত্যায়ত ভূমিখণ্ডে নির্ব্বিঘ্নে উত্তম শস্য জন্মিলেও তাহার উপস্বত্বে সচ্ছন্দে আব- শ্যক গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ হওয়াই কঠিন হইত। তাহাতে আবার কৃষিকার্য্যের কিম্বা শস্যের ব্যাঘাত জন্মিলে তাহাদিগের যে অনন্ত দুরবস্থা হইবে তাহার সন্দেহ কি?

টার্কুইনিয়সসুপর্ব্বস অতিশয় পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন। তাঁহার রাজত্বসময়ে অরাতিগণ তাঁহার প্রবল প্রতাপতাপিত হইয়া রোমের সন্নিকর্ষে সমরানল প্রজ্বলিত করিতে সাহসী হয় নাই। তিনি রাজ্যচ্যুত্য হইবামাত্র বিপক্ষগণ তাঁহার যোগ পাইয়া নির্ব্বিশঙ্কচিত্তে রোমের সহিত সংগ্রাম করে। তাহাতে সাধারণ তন্ত্রের আরম্ভাবধি প্লিবীয়দিগকে নিয়তকাল প্রায় রণস্থলে থাকিতে হইয়াছিল। তাহারা কৃষিকার্য্যে বিশিষ্টরূপ মনোযোগ করিতে পারে নাই। তাহাদিগের

অনেক ভূমি পতিত ছিল। আর যে সকল ক্ষেত্রে শস্য সমুৎপন্ন হইত শত্রুগণ তৎসমুদায় সমুৎসাদিত করিত, অথবা তত্তৎক্ষেত্রজাত শস্যসম্পত্তি লুঠিয়া লইত।

পক্ষান্তরে, পেট্রিসীয়দিগের অর্থাগমের বহুবিধ উপায় ছিল। প্লিবীয়দিগের ন্যায় তাহাদিগের ক্ষতি হইবারও সম্ভাবনা ছিল না। রোমের অধিকৃত যাবতীয় সাধারণ ভূমি (এগার পব্লিকস) পেট্রিসীয়দিগেরই হস্তগত ছিল। প্লিবীয়েরা তদধিকারে বঞ্চিত ছিল। পেট্রিসীয়েরা ঐ সকল ভূমিতে শস্য উৎপাদিত না করিয়া আপনাদিগের পশুযূথচারণের নিমিত্ত প্রায় পতিত করিয়া রাখিত। শাত্রবগণ উহাদিগের পশুযূথেরও স্বল্পমাত্র অপকার করিতে পারিত না; কারণ পশুপালকেরা বিপক্ষগণের আগমনবার্ত্তা শ্রবণমাত্রেই সত্বর পশুপাল লইয়া কোন সন্নিহিত দুর্গমধ্যে প্রবেশিত করিত। কিন্তু প্লিবীয়েরা পেট্রিসীয়দিগের ন্যায় পশুযূথচারণার্থ ভূমি পতিত না রাখিয়া শস্য উৎপাদন করিত; সুতরাং শত্রুগণের আক্রমণকালে পেট্রিসীয়দিগের পশুপালকেরা তাহাদিগের পশুযূথ লইয়া যেরূপ পলায়ন করিত, প্লিবীয়দিগের শস্য লইয়া সেরূপ পলাইবার যো ছিল না। শত্রুগণ তাহাদিগের শস্যপূর্ণক্ষেত্র এবং ফলসুশোভিত তরু সকল উৎসাদিত করিয়া প্রস্থান করিত। তন্নিবন্ধন প্লিবীয়দিগকে পরিবারের ভরণ পোষণ এবং রাজকরপ্রদানের নিমিত্ত ঋণ গ্রহণ করিতে হইত। অন্যান্য দেশে যেরূপ প্রযুক্ত ধনের বৃদ্ধিগ্রহণ-বিষয়ক নিয়ম নির্দ্ধারিত আছে, তদানীন্তন রোমকদিগের মধ্যে সেরূপ বৃদ্ধিগ্রহণবিষয়ক নিয়ম পরিভাষিত ছিল না।

উত্তমর্ণেরা ঋণপ্রদানকালে অধমর্ণের সহিত আপনাদিগের ইচ্ছানুরূপ বৃদ্ধিগ্রহণের নিয়ম নিরূপণ করিত। অতএব যে স্থলে বৃদ্ধিগ্রহণবিষয়ক কোন নিয়ম নির্দ্দিষ্ট নাই এবং যে স্থলে বহু লোক ঋণগ্রহণের আকাঙ্ক্ষী, সে স্থলে যে গৃহীত ধনের বৃদ্ধি অধিক হইবে সন্দেহ কি? প্লিবীয়েরা অগত্যা অধিক বৃদ্ধি দান স্বীকার করিয়া পেট্রিসীয়দিগের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া অতিশয় বিব্রত ও দৈন্যদশাগ্রস্ত হয় এবং পেট্রিসী-য়েরা ঋণপরিশোধে অশক্ত প্লিবীয়দিগের সমুদায় বিষয় ক্রমে ক্রমে হস্তগত করিয়া লয়।

দারিদ্র্য দুঃখভোগ করিয়াই যে, প্লিবীয়দিগের দুঃখ ভোগের অবসান হইত এমত নহে; তৎকালে রোমে ঋণদান-বিষয়ক যে নিয়ম প্রচলিত ছিল, তন্নিবন্ধনও উহাদিগকে যৎপরোনাস্তি কষ্টভোগ করিতে হইত। নির্দ্দয় পেট্রিসীয়েরা সেই নিদারুণ নিয়ম প্রভাবে অসমর্থ দরিদ্র প্লিবীয়দিগকে বধ, বন্ধন ও প্রহার করিত অথবা উহাদিগকে দাস বলিয়া বিক্রয় করিত। উল্লিখিত ঋণদানবিষয়ক নিয়ম এই, যদি কেহ কাহারও নিকটে ঋণগ্রহণ করিয়া অস্বীকার করিত, আর উত্তমর্ণ প্রাড়্বিবাকের অগ্রে সাক্ষী লেখ্যাদিদ্বারা সেই ঋণগ্রহণ সপ্রমাণ করিয়া দিত, তাহা হইলে প্রাড়্বিবাক প্রথমে অধমর্ণকে ঋণপরিশোধের সময় নিয়ম করিয়া দিতেন। অধমর্ণ সেই পরিভাষিত কালের মধ্যে ঋণপরিশোধে অসমর্থ হইলে তাহাকে উত্তমর্ণের দাস হইতে হইত। রোমকেরা ঐ ঋণ-দাসকে আডিক্টস বলিত। অধমর্ণ আডিক্টস হইলে তাহার আর নিস্তার থাকিত না। উত্তমর্ণ তাহাকে শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া

দৈহিক দণ্ড প্রদান করিত এবং তাহাকে পুত্র পৌত্রাদি সহিত রুদ্ধ করিয়া রাখিত। আর যাহারা আত্মসম্পত্তি কিম্বা শরীর বন্ধক দিয়া ঋণগ্রহণ করিত, তাহাদিগকে নেক্সস্ বলিত। নেক্সস্ যে সময় নিয়ম করিয়া ঋণগ্রহণ করিত, সেই সময় অতীত হইলে যদি সে ঋণপরিশোধ করিতে না পারিত, তাহা হইলে উত্তমর্ণ প্রাড়্বিবাকের আদেশানুসারে তাহার বিষয়বিভব অধিকার করিয়া লইত। আর যাহার বিষয় না থাকিত, সে খাটিয়া দিলেও ঋণ মুক্ত হইতে পারিত। আডিক্টসের ন্যায় নেক্সসকে দুর্গতিগ্রস্ত হইতে হইত না। কিন্তু নেক্সস কোন ক্রমে ঋণ পরিশোধ করিতে না পারিলে তাহাকে আডিক্টস হইতে হইত এবং আডিক্টসের যে সকল দুর্গতির কথা উল্লেখ করা গিয়াছে তৎসমুদায় তাহাকে ভোগ করিতে হইত।

কি অবন্ধক প্রয়োগ, কি সবন্ধক প্রয়োগ, উভয়বিধস্থলেই যে কোন কারণ-বশত হউক অধমর্ণ ঋণ পরিশোধে অক্ষম হইলে তাহাকে পুত্রপৌত্রাদি সহিত উত্তমর্ণের দাসত্ব স্বীকার করিয়া বিস্তর যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত। কিন্তু যে ব্যক্তি আত্মকৃত ঋণের নিমিত্ত পুত্রাদির স্বাধীনতা বিনাশ করিতে অনিচ্ছু হইয়া স্বয়ং সমুদায় অনিষ্ট ফলভোগ করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া পুত্রাদি সহিত উত্তমর্ণের ঋণদাস হইতে অস্বীকার করিত, তাহার দুর্দ্দশার পরিসীমা ছিল না। তাহার ঋণগ্রহণ সাক্ষী লেখ্যাদিদ্বারা বিভাবিত হইলে পর ত্রিংশৎ-দিবসের মধ্যে যদি সে ঋণ পরিশোধ না করিত তাহা হইলে উত্তমর্ণ স্বয়ং তাহাকে রুদ্ধ করিয়া ধর্ম্মাধিকরণে লইয়া যাইত।

কেহ তাহার প্রতিভূ না হইলে প্রাড্‌বিবাক তাহাকে উত্তম-র্ণের হস্তে পুনর্ব্বার সমর্পণ করিতেন। উত্তমর্ণ তাহার পায় সাড়ে সাত সের বেড়ি দিয়া নিজ গৃহে আটক করিয়া রাখিত এবং প্রতিদিন আধ সের খাদ্য দ্রব্য দিত। অধমর্ণ তাহাতেও যদি ঋণ পরিশোধের কোন উপায় না করিতে পারিত তাহা হইলে উত্তমর্ণ তাহাকে ষাটিদিন ঐরূপ অবস্থায় রাখিত এবং ঐ কালের মধ্যে তিন বার তাহাকে হাট্‌বারে কমিটিয়মে লইয়া গিয়া সর্ব্বজন সমক্ষে স্বপ্রাপ্য অর্থের ঘোষণা করিয়া দিত। ঐ প্রকার ঘোষণা করিবার তাৎপর্য্য এই যদি কেহ সেই অর্থ দিয়া অধমর্ণকে ঋণ মুক্ত করিয়া দেয়। উত্তমর্ণ ক্রমাগত তিন বার এইরূপ করিয়া যখন দেখিত, অধমর্ণের কোন আত্মীয় প্রতিভু হইয়া তাহাকে মুক্ত করিল না, তখন সে স্বেচ্ছানুসারে হয় তাহার প্রাণ বধ করিত অথবা তাহাকে দাস বলিয়া দেশান্তরে বিক্রয় করিত। যদি সেই অধমর্ণ বহুলোকের নিকটে ঋণী হইত, তাহা হইলে উত্তমর্ণগণ একত্র হইয়া তাহাকে কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিত।

নিরবচ্ছিন্ন ঋণের নিমিত্ত রোমে মনুষ্যহত্যার বিধি প্রচলিত ছিল এ কথা অসম্ভব জ্ঞান করিয়া সাধুদর্শী সদাশয় লোকেরা এরূপ অনুমান করিতে পারেন যে রোমের আদ্যকালের অন্যান্য বৃত্তান্তের ন্যায় এ বিষয়ও অলীক। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। অসভ্যকালের পুরাবৃত্ত পাঠ করিলে এবম্বিধ ক্রূরাচরণের ভূরি ভূরি উদাহরণ লক্ষিত হয়। যে সময়ের কথা এক্ষণে উল্লিখিত হইতেছে তদানীন্তন রোমকেরা সম্পূর্ণ রূপে সভ্যতাপদবীতে অধিরূঢ় হয় নাই। অতএব তাহা-

দগের মধ্যে এতাদৃশ নৃশংস ব্যবহারের বিধি প্রচলিত থাকা কোনক্রমেই অসম্ভাবিত নহে। মিথ্যা, প্রবঞ্চনা প্রভৃতি কতকগুলি দোষ অসভ্য লোকদিগের মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হয় না। কিন্তু এক নৃশংসতা দোষ তাহাদিগের সমুদায় গুণকে মলীমস করিয়া রাখে। অতএব ক্রূর অসভ্য লোকের সৃষ্ট বিধি ক্রূর হইবে বিচিত্র কি? সেলেনের পূর্ব্বে এথেন্স নগরে ঋণাদান-বিষয়ক ঐরূপ নিষ্ঠুর নিয়ম প্রচলিত ছিল।

যাহা হউক, আমরা রোমনগরপ্রচলিত ঋণাদানবিষয়ক নিয়ম যেরূপ নিষ্ঠুর বলিয়া বিবেচনা করিতেছি তদানীন্তন রোমকেরা ঐ নিয়ম সেরূপ নিষ্ঠুর জ্ঞান করিত না। পেট্রিসীয়দিগের অত্যাচার নিবন্ধন প্লিবীয়দিগের সহিত যে বিষম বিবাদ উপস্থিত হয় এবং প্লিবীয়েরা যে বিবাদোপলক্ষে রোম-নগর পরিত্যাগ করিয়া গমন করে, সেই বিবাদ মীমাংসা হইবার কিয়ৎকাল পরে রোমকদিগের যে ব্যবস্থা সংহিতা প্রস্তুত হয়, প্লিবীয়দিগের সম্মতিক্রমে তাহার মধ্যে পূর্ব্বোক্ত ঋণদানবিষয়ক নিষ্ঠুর বিধি প্রবেশিত হইয়াছিল। তাহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে, প্লিবীয়েরা ঋণাদানবিষয়ক উক্ত নিয়ম নিষ্ঠুর ও অনৈসর্গিক বলিয়া উহার বিদ্বেষ্টা ছিল না। পেট্রিসীয়েরা ঋণ আদায় করিবার নিমিত্ত বাস্তবিক অসমর্থ অধমর্ণ-দিগের উপর যে অত্যাচার করিত, তাহাতেই প্লিবীয়েরা অত্যন্ত বিরক্ত হয় এবং সেই অত্যাচারনিবারণের নিমিত্ত ট্রিবিউন পদ স্থাপন বিষয়ে আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করে। ট্রিবিউন নিয়োজিত হওয়াতে তাহাদিগের সেই অভীষ্ট সিদ্ধি হইয়াছিল। যাহারা বিশিষ্ট কারণ বশতঃ যথার্থই ঋণ পরি

শোধে অসমর্থ হইত, ট্রিবিউনেরা সেই অকপট দরিদ্র অধমর্ণ-দিগকে বিবিধ প্রযত্নে রক্ষা করিত। কিন্তু যে সকল লোক সঙ্গতিসত্ত্বেও ঋণ পরিশোধ না করিত, ট্রিবিউনেরা তাহাদিগের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিত না।

টার্কুইনিয়স স্থপর্ব্বস রাজ্যচ্যুত হইয়া যত দিন জীবিত ছিলেন, তাহার মধ্যে একদিনও প্লিবীয়েরা সচ্ছন্দে বিশ্রাম সুখ ভোগ করিতে পারে নাই। তাহাদিগকে নিয়তকাল সমরে লিপ্ত থাকিয়া শিবিরবাসের যথেষ্ট কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল এবং পুত্র কলত্রাদিকে আবশ্যক গ্রাসাচ্ছাদনাদি বিষয়ে বঞ্চিত করিয়াও রাজকর প্রদান করিতে হইয়াছিল। টার্কুইনিয়সের মৃত্যুর পর তাহারা সমরে অন্ত্যাহুতি প্রদান করিয়া গৃহে আসিবামাত্র পেট্রিসীয় উত্তমর্ণেরা তাহাদিগের উপর পুনরায় অত্যাচার আরম্ভ করিল। পেট্রিসীয়দিগের ঈদৃশ অসদ্ব্যবহার দর্শনে প্লিবীয়দিগের হৃদয়ে কোপানল জ্বলিতপ্রায় হইয়া উঠিল, কেবল স্বল্পসমীরণ সংযোগের অপেক্ষা ছিল। ইতিমধ্যে এক দিবস অতি দীনহীন, হীনবেশ, শীর্ণ-কলেবর, বৃদ্ধতম একব্যক্তি সহসা ফোরমে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং সর্ব্বজনসমক্ষে নিজ পৃষ্ঠদেশবাহিনী রুধিরধারা প্রদর্শিত করিয়া কহিল, আপনারা দেখুন আমার কি দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। আমি সৈনিক পুরুষের পদে নিয়োজিত হইয়া স্বদেশ রক্ষার্থ প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াছি, বিপক্ষগণ আমার পশুগণ লইয়া প্রস্থান করিয়াছে, নিতান্ত নিঃস্ব ও নিরবলম্বন হওয়াতে সুতরাং আমাকে ঋণ করিয়া পরিবার ভরণপোষণ করিতে এবং রাজকর দিতে হইয়াছিল। সেই ঋণদায়ে আমার

সমুদায় বিষয়বিভব বিক্রীত হইয়াছে, তথাপি ঋণপরিশোধ হয় নাই, অবশিষ্ট অর্থের নিমিত্ত দুরাত্মা উত্তমর্ণ আমাকে দাসত্বে নিয়োজিত করিয়া এই নির্দ্দয় প্রহার করিয়াছে। এই কথা শ্রবণ মাত্র তত্রত্য প্লিবীয়দিগের হৃদয়ে পূর্ব্বপ্রধূমিত কোপানল তৎক্ষণাৎ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। জলপতিত তৈল-বিন্দুর ন্যায় ঐ সমাচার ক্ষণকালমধ্যে নগরময় হইল। প্লিবী-য়েরা পালে পালে ফোরমে আসিতে লাগিল। মুহূর্ত্তকাল-মধ্যে ফোরমে লোকারণ্য হইল। অনবরত কলকল শব্দ হইতে লাগিল। সেনেটের সভ্যগণ ও কন্সলদ্বয় ঐ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া অতিশয় ব্যাকুল হইলেন। খৃষ্টের পূর্ব্ব ৪৯৫ অব্দে ঐ ঘটনা হয়। ক্লডিয়স এবং পব্লিয়স সর্ব্বিলিয়স তৎকালে কন্সল পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

কি উপায় অবলম্বন করিলে উপস্থিত আপদের নিবারণ হইতে পারে, কি করাই বা কর্ত্তব্য, সেনেটে এই বিবেচনা হইতে লাগিল। কিন্তু সেনেটরদিগের এবং কন্সলদ্বয়ের পরস্পর মতের ঐক্য না হওয়াতে কিছুই স্থির হইল না। আপিয়স ক্লডিয়স স্বভাবতঃ ধনগর্ব্বিত, ধনলুব্ধ ও নিতান্ত উদ্ধত ছিলেন। তিনি কহিলেন বিদ্রোহ প্রবৃত্ত প্লিবীয়দিগকে প্রশ্রয় দিলে উহাদিগের আস্পর্দ্ধা বৃদ্ধি হইবে, অতএব প্রশ্রয় না দিয়া অপরাধানুরূপ সমুচিত দণ্ডবিধান করিয়া উহাদিগের দমন করাই উচিত। সর্ব্বিলিয়স অতি শিষ্ট, বিনীত ও পরম দয়াবান্ ছিলেন। তাঁহার এই মত হইল যে, কুপিত প্লিবীয়-দিগকে সামপ্রয়োগ দ্বারা বশীভূত করাই কর্ত্তব্য। সেনেটর-দিগেরও ঐরূপ মতামত হইতে লাগিল। নগরমধ্যে এই

প্রকার তুমুলকাণ্ড উপস্থিত; কোনবিষয়ে মীমাংসা হইতেছে না; এমত সময়ে দূতগণ আসিয়া সমাচার দিল, বোল্‌সীয় সেনাগণ সমরসজ্জা করিয়া নগর অবরোধ করিবার বাসনায় রোমের অভিমুখে ধাবমান হইয়াছে। এই সম্বাদ শুনিবামাত্র কন্সলদ্বয় নিমেষমাত্র বিলম্ব না করিয়া সেনাগণকে সমরসজ্জা করিতে আজ্ঞা করিলেন। কিন্তু প্লিবীয়েরা এই কথা কহিয়া অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া বলিল যে, যদি নগর সমভূমি হয়, তথাপিও আমরা আর আপনাদিগের প্রাণদান করিয়া দুরাত্মাদিগের সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিব না।

যে সঙ্কট সময় উপস্থিত, এসময়ে বল প্রকাশ করিয়া প্লিবীয়দিগকে যুদ্ধে লইয়া যাইবার চেষ্টা করা অবিধেয়, তাহা করিলে বিপরীত ঘটনা হইবে। এই বিবেচনা করিয়া সর্ব্বিলিয়স এই ঘোষণা করিয়া দিলেন প্লিবীয়দিগের যে প্রার্থয়িতব্য আছে, উপস্থিত যুদ্ধ শেষ হইলে পর তদ্বিষয়ে বিশিষ্ট বিবেচনা করা যাইবে। কারারুদ্ধ ব্যক্তিদিগের মধ্যে যদি কেহ সমরগমনে অভিলাষী হয় সে যুদ্ধে যাইতে পারিবে, কেহ তাহাকে রুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিবে না। যাবৎ যুদ্ধ শেষ না হইবে তাবৎ কেহ ঋণের নিমিত্ত সমরগত সৈনিক পুরুষের বিষয় বিভব বিক্রয় করিতে পারিবে না; আর যত দিন সমরানল প্রজ্বলিত থাকিবে তাবৎ কেহ সৈনিক পুরুষের পুত্র পৌত্রকে ঋণের নিমিত্ত বদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিবে না। প্লিবীয়েরা এই ঘোষণা বাক্য শ্রবণ করিয়া সাতিশয় উল্লাসিত হইল এবং ঐকমত অবলম্বনপূর্ব্বক সমরগমনে উদ্যত হইল। সর্ব্বিলিয়স সেনাগণ সমভিব্যাহারে সমরে গমন করিলেন। ঘোরতর

সংগ্রাম হইল। ধোল্‌সীয়েরা রোমকদিগের রণবেগসহিষ্ণু না হইয়া স্বল্পকালমধ্যেই রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। সুয়েসা নগর এবং শত্রুশিবির রোমকদিগের হস্তগত হইল। কন্সল সেনাগণের হৃদয়ে পরিতোষ জন্মাইবার নিমিত্ত উক্ত নগর ও শিবির লুঠ করিবার আদেশ দিলেন। ইসিট্রা নগরের লোকেরা স্বাধিকৃত ও জনপদের কিয়দংশ পরিত্যাগ করিয়া রোমকদিগের সহিত সন্ধি করিল। সমরবিজয়ী লোকেরা আনন্দিত মনে স্বদেশে প্রত্যাগত হইল। সেবাইনীয়েরাও ঐ সময়ে এনিয়ো নদীতীরে উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছিল, ভূতপূর্ব্ব ডিক্‌টেটর আলস পষ্টিউমিয়স উহাদিগকে সমরে পরাজিত করিলেন। অরন্সীয়েরা রোমকদিগের যুগপৎ সমূহ বিপৎপাত দেখিয়া জয়াশা করিয়া সমরে অবতীর্ণ হইয়াছিল; তাহারাও অচিরকালমধ্যে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল।

প্লিবীয়েরা এইরূপে অসীম পরাক্রম প্রকাশ করিয়া বিবিধ যুদ্ধে জয়ী হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিল। তাহাদিগের মনে দৃঢ় আশা জন্মিয়াছিল যে, পেট্রিসীয়েরা তাহাদিগের পৌরুষপ্রীত হইয়া সমুদায় দুঃখ দূর করিবে। কিন্তু তাহাদিগের সে আশা পূর্ণ হইল না। দুর্ব্বিনীত আপিয়স ক্লডিয়স প্রীত না হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বিপক্ষতাচরণ করিতে লাগিলেন। তিনি কোন প্রকারেই প্লিবীয়দিগের প্রতি সদয় ব্যবহার করিতে দিলেন না। সর্ব্বিলিয়সের ঘোষণানুসারে যাহারা কারামুক্ত হইয়া সমরে গমন করিয়াছিল, তাহাদিগের প্রতি পুনর্ব্বার কারাপ্রবেশের আদেশ হইল। পেট্রিসীয়েরা

নিতান্ত নির্দ্দয় হইয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্বের মত অত্যাচার আরম্ভ করিল। যে সকল ব্যক্তি সর্ব্বিলিয়সের কথার উপর নির্ভর করিয়া যুদ্ধে গমন করিয়াছিল, তাহারা তাঁহাকে পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞাত বিষয় স্মরণ করাইয়া দিল। সর্ব্বিলিয়স প্লিবীয়দিগের হিতার্থ বিস্তর চেষ্টা করিলেন; কিন্তু পেট্রিসীয়েরা অত্যন্ত বিপক্ষ হওয়াতে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। প্রত্যুত তিনি উভয় পক্ষেরই অবজ্ঞাত হইয়া উঠিলেন। অতঃপর প্লিবীয়েরা প্রকাশ্যরূপেই বিদ্রোহাচরণ আরম্ভ করিল। বিদ্রোহাচরণের প্রথম লক্ষণ যে আজ্ঞাবিঘাত, তাহাই প্রথমে আরম্ভ হইল। ওপিয়স ক্লডিয়স যে যে ব্যক্তির যে যে দণ্ড বিধানে অনুমতি করিয়াছিলেন, প্লিবীয়েরা সহায় হইয়া তাহাদিগকে সেই সেই দণ্ড হইতে মুক্ত করিয়া দিল। উভয় পক্ষই সমকক্ষরূপে বিবাদে প্রবৃত্ত হওয়াতে উত্তরোত্তর বিবাদ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। সেবাইনীয়েরা রোমকদিগের গৃহবিচ্ছেদবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া পুনর্ব্বার সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। রোমীয় কন্সলদ্বয় সেনাসংগ্রহে উদ্যুক্ত হইলেন, কিন্তু কৃতকৃত্য হইতে পারিলেন না। প্লিবীয়েরা কোন রূপেই যুদ্ধে যাইতে সম্মত হইল না। তাহারা স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিল। এদিকে কন্সলদ্বয়ের নিয়মিত সময় অতীত হওয়াতে তাঁহাদিগকে স্বপদ পরিত্যাগ করিতে হইল। তৎপদে দুই নূতন কন্সল নিয়োজিত হইলেন।

নূতন কন্সল নিয়োজিত হইলে পর, সেনেটরেরা তাঁহাদিগের উপর সৈন্যসংগ্রহের ভার সমর্পণ করিলেন। কিন্তু প্লিবীয়েরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়াতে তাঁহাদিগেরও প্রযত্ন বিফল হইল।

প্লিবীয়দিগের বিদ্রোহানুরাগের খর্ব্বতা না হইয়া বরং দিন দিন বৃদ্ধি হইতে লাগিল। উহারা এস্কুইলাইন ও আবেণ্টাইন পর্ব্বতে সভা করিয়া অনন্তর করণীয় বিষয় সকলের মন্ত্রণা করিতে আরম্ভ করিল এবং এই প্রতিজ্ঞা করিল, পেট্রিসীয়েরা যাবৎ আমাদিগের প্রার্থনা পরিপূরণ না করিবে, তাবৎ আমরা অস্ত্র গ্রহণ করিব না। শান্তস্বভাব সাধু লোকেরা রাজ্যের আসন্ন বিপদ দেখিয়া অতিশয় কাতর হইয়া কহিতে লাগিলেন, প্লিবীয়দিগের প্রার্থয়িতব্য পরিপূরণ করিয়া কলহাগ্নি নির্ব্বাণ করাই কর্ত্তব্য। অন্য কতকগুলির এই মত হইল যে, যে সকল লোক পূর্ব্বযুদ্ধে গমন করিয়াছিল কেবল তাহাদিগেরই প্রার্থনা পরিপূরণ করা উচিত, কিন্তু আপিয়স ক্লডিয়স এবং তম্মতাবলম্বী লোকেরা এই কথা কহিলেন, প্লিবীয়দিগের নিকটে যদি এখন লঘুতা স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে উহাদিগের স্পর্দ্ধা বাড়িবে, অতএব লঘুতাস্বীকার করিয়া উহাদের চিত্তসন্তোষ জন্মাইবার প্রয়োজন নাই, ডিক্‌টেটর নিয়োজিত করিয়া উহাদিগকে বলপূর্ব্বক যুদ্ধে লইয়া যাওয়াই উচিত।

ডিক্‌টেটর নিয়োগেরই মত স্থির হইল। ক্লডিয়সের আশা ছিল উক্ত পদে অভিষিক্ত হইবেন। কিন্তু সকলেই তাঁহার স্বভাব ও চরিত্র জানিত। তাদৃশ সঙ্কট সময়ে তাঁহাকে তাদৃশ পদে অভিষিক্ত করিতে কাহারও ভরসা না হওয়াতে ক্লডিয়সের মনোরথ পূর্ণ হইল না। পরিশেষে মার্কস ব্যালিরিয়স ডিক্‌টেটর পদে নিযুক্ত হইলেন। ব্যালিরিয়স বংশের প্রতি প্লিবীয়দিগের নিরতিশয় ভক্তি ছিল। ব্যালিরিয়স ডিক্‌টেটর হইয়াছেন শুনিয়া প্লিবীয়েরা সমরগমনে উন্মুখ হইল।

সেবাইনীয়, ইকুরীয় ও বোলসীয় এই জাতিত্রিতয়ের
হিত রোমকদিগের যুগপৎ যুদ্ধ উপস্থিত হয়। কন্সলদ্বয়
সন্য সমভিব্যাহারে সমরসাগরে অবতীর্ণ হইয়া বোলসীয় ও
কুরীয়দিগের অভিমুখে এবং ডিক্টেটর ব্যালিরিয়স সেবা-
নীয় জাতির অভিমুখে যাত্রা করিলেন। বোল্সীয় ও
কুরীয়েরা স্বল্পকালমধ্যেই সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হইল।
ডিক্টেটর সেবাইনীয়দিগের দেশে উপস্থিত হইলে পর তথায়
রিম দারুণ সংগ্রাম হইল। কিয়ৎকাল সংগ্রামের পর
সবাইনীয়েরা পরাভূত হইয়া রণস্থল হইতে প্রস্থান করিল।
বলিটি ই নগর এবং শত্রুশিবির রোমকদিগের হস্তগত হইল।
্যালিরিয়স এইরূপে সমরবিজয়ী হইয়া জয়োদ্ধত সৈন্যগণ
সমভিব্যাহারে রোমে প্রত্যাগমন করিলেন। রোমকের
াঁহার যথেষ্ট সম্মান করিল।

যুদ্ধে যাইবার পূর্ব্বে ব্যালিরিয়স অঙ্গীকার করিয়াছিলে
মর অবসিত হইলে পর প্লিবীয়দিগের হিতচেষ্টা করিবেন
এক্ষণে সেই অবসর উপস্থিত জানিয়া তিনি পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞা
অনুসারে তাহাদিগের শ্রেয়ঃসাধনে মনোনিবেশ করিলেন এব
সেনেটরদিগকে বিস্তর উপরোধ করিয়া কহিলেন প্লিবীয়ের
অত্যন্ত দুঃস্থ ও দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়াছে, তাহারা যে প্রকা
দুরবস্থাগ্রস্ত, তাহাদিগের বিষয়ে বিশিষ্ট বিবেচনা না করিলে
তাহারা একেবারে উৎসন্ন হইয়া যায়, অতএব তাহাদিগে
অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাহাদিগের কষ্ট দূর কা
সর্ব্বতোভাবে কর্তব্য। নিতান্ত বিমোহিত সেনেটবে
ব্যালিরিয়সের বাক্য গ্রাহ্য করিলেন না। ব্যালিরিয়স কা

রক্ষা না হওয়াতে তৎক্ষণাৎ স্বপদ পরিত্যাগ করিলেন। পুনঃ পুনঃ প্রতারিত প্লিবীয়েরা পেট্রিসীষদিগের স্বার্থপরতা ও অসদ্ব্যবহারের দৃষ্টান্ত বারম্বার দর্শন করিয়া অতিশয় কুপিত হইল এবং ব্যালিরিয়সের নির্দোষিতা ও হিতৈষিতার প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়া ভক্তি সহকারে তাঁহাকে তাঁহার আলয়ে লইয়া গেল। ব্যালিরিয়স যে সময়ে ডিক্টেটর পদ পরিত্যাগ করেন, কন্সলদ্বয় তৎকালে সেনেটের আজ্ঞা প্রতীক্ষা করিয়া সেনাগণ সমভিব্যাহারে শিবিরমধ্যে অবস্থিত ছিলেন। সমুদায় সৈন্য সমর হইতে অবসৃত হইয়া একত্র হইলে পাছে তাহারা পূর্ব্বের মত বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হয়, এই আশঙ্কা করিয়া সেনেটরেরা কন্সলদিগের প্রতি এই আদেশ করিয়া পাঠাইলেন তোমরা আরো কিছুকাল শিবিরমধ্যে অবস্থান কর, ইকুয়ীয়েরা পুনর্ব্বার যুদ্ধের উদ্‌যোগ করিতেছে এইপ্রকার জনরব শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। অসৎসংকল্পকল্পিত সেনেটের এই আজ্ঞাবচন শ্রবণবিবরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র প্লিবীয় সৈনাগণ একবারে ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল এবং তৎক্ষণাৎ কন্সলদিগের শাসন উল্লঙ্ঘন করিয়া সিসিনিয়সকে সেনাপতি করিয়া এনিয়ো নদী পার হইল; নদী পার হইয়া ক্রষ্টুমিরিংয়মের আসন্নতরবর্ত্তী এক শৈলে আশ্রয় গ্রহণ করিল। কন্সলেরা পেট্রিসীয় সেনাগনের সহিত রোমে প্রত্যাগমন করিলেন।

প্লিবীয় সেনাগণ সেনেটের আজ্ঞা অবজ্ঞা করিয়া নদী পার হইয়া গমন করিলে পর নগরের যাবতীয় লোকের বিজাতীয় শঙ্কা উপস্থিত হইল। সেনেটে ঐ বিষয় লইয়া তুমুল আন্দো-

লন হইতে লাগিল। সভার অধিকাংশ সভ্যেরই এই মত হইল যে, সান্ত্বনবচনদ্বারা সন্তোষিত করিয়া প্লিবীয়দিগকে প্রত্যানয়ন করা কর্ত্তব্য; কিন্তু আপিয়স ক্লডিয়স সামোপায়দ্বারা কার্য্যসাধনে কোন ক্রমেই সম্মত হইলেন না। তিনি তখন পর্য্যন্ত প্লিবীয়দিগের উপর খড়্গহস্ত ছিলেন। তিনি সভ্যগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন তোমরা এত ভীত হইতেছ কেন? প্লিবীয়দিগকে এত যত্ন করিয়া আনিবার প্রয়োজন কি? পেট্রিসীয়েরা কি তাহাদিগের ব্যতিরেকে রাজ্যরক্ষা করিতে পারে না? তোমরা যে বিষয় অঙ্গীকার করিয়াছ, এখন যদি প্লিবীয়দিগের সেই অভীষ্ট বিষয় সম্পাদন করিয়া তাহাদিগের চিত্তানুবৃত্তি কর, তাহা হইলে তোমাদিগের কেবল কাপুরুষতাই প্রকাশ হইবে এবং প্লিবীয়েরা বোধ করিবে তোমরা এক্ষণে ভীত হইয়া তাহাদিগের মনোরঞ্জন করিতেছ, তাহাদিগকে যদি একান্তই আনিতে হয়, বলপূর্ব্বক আনয়ন কর, প্রশ্রয় দেওয়া কোন ক্রমেই বিধেয় নহে। বল প্রকাশ করিতে গেলে বিপরীত হইবে এই বিবেচনা করিয়া ক্লডিয়সের মতাবলম্বী কতিপয় ব্যক্তি ব্যতিরিক্ত প্রায় কেহই তদ্বাক্যে অনুমোদন করিলেন না, সুতরাং তাঁহার বচনোপন্যাস অরণ্যরুদিত প্রায় নিরর্থক হইল। প্রণয়বচনদ্বারা কুপিত প্লিবীয়দিগকে সান্ত্বনা করা উচিত কল্প বলিয়া নিশ্চিত হইলে সেনেটরেরা প্লিবীয়দিগের নিকটে দশ জন দূত প্রেরণ করিলেন। মিনিনিয়স এগ্রিপা তন্মধ্যে প্রধানতম ছিলেন।

দূতগণ শিবিরসন্নিধানে উপনীত হইলে সেনাগণ আগমনপ্রয়োজন শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকে শিবিরমধ্যে লইয়া গেল।

অবসরোচিতবক্তা অতি চতুর এগ্রিপা শিবিরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অগ্রে নানাবিধ মৃদুমধুর প্রবোধবচনদ্বারা সেনাগণের মন নরম করিয়া আনিলেন, পশ্চাৎ উদরের সহিত অন্যান্য অঙ্গের বিরোধবিষয়ক প্রসিদ্ধ উপন্যাস বলিলেন “একদিবস অঙ্গসকল নিজ নিজ দুঃখ পরিগণন করিয়া উদরের বিপক্ষ হইয়া পরস্পর মন্ত্রণা করিল, আমরা প্রাতরবধি সায়ংকাল পর্য্যন্ত অনবরত পরিশ্রম করি, উদর সচ্ছন্দে কালহরণ করে, আইস আমরা সকলে প্রতিজ্ঞা করি, আজি অবধি আর উদরের সুখসচ্ছন্দের নিমিত্ত বৃথা কষ্টস্বীকার করিব না। এই কথা কহিয়া সমুদায় অঙ্গ সেই দিন অবধি পরিশ্রম হইতে বিরত হইল। চরণদ্বয় জঠরের বহনকর্ম্ম পরিত্যাগ করিল। করদ্বয় দ্রব্য সামগ্রী আহরণ করিয়া আস্যদেশে প্রদানবিষয়ে পরাঙ্মুখ হইল। দন্তপংক্তি চর্ব্বণে এবং রসনা রসাস্বাদনে বিমুখতা প্রাপ্ত হইল। সমস্ত অবয়ব স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া এইরূপে স্বস্বকর্ম্মে শ্লথাদর হইলে কণমাত্র দ্রব্যও গলাধঃকরণ না হওয়াতে উদর অন্যান্য অঙ্গের সহিত ক্রমশঃ বিশুষ্ক হইতে লাগিল। অঙ্গসকল উত্তরোত্তর নিকামক্ষাম ও অত্যন্ত অবসন্ন হইয়াও পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞায় স্থিরতর রহিল। কিন্তু অতি শীঘ্র বুঝিতে পারিল উদরের অনিষ্টচেষ্টায় প্রবৃত্ত হওয়া আপনাদিগেরই অপকার করিয়াছে; আর তাহারা এতকাল যে কেবল উদরের বলেই যুঝিয়াছিল তাহাও তৎকালে তাহাদিগের জ্ঞানগোচর হইল। যাহা হউক, যে সময়ে অঙ্গসকলের চৈতন্য জন্মিল তৎকালে প্রতীকারের কোন উপায় ছিল না, সুতরাং তাহারা উদরের সহিত বিলয় প্রাপ্ত হইল।”

প্লিবীয়েরা উক্ত উপন্যাসের তাৎপর্য্য গ্রহ করিয়া উপস্থিত বিবাদের মীমাংসাবিষয়ে সম্মতি প্রকাশ করিল। তৎকালে সর্ব্ববাদিসম্মত হইয়া প্লিবীয়দিগের সহিত যে অমুল্লঙ্ঘনীয় সন্ধিবন্ধন হয়, কি পেট্রিসীয়, কি প্লিবীয়, রোমের সমুদায় লোকই তাহাতে বদ্ধ হয়। ঐ সন্ধিব্যবস্থাদ্বারা ঋণপরিশোধে অসমর্থ ঋণগ্রাহিরা পরিত্রাণ পাইল। উত্তমর্ণেরা ঋণের নিমিত্ত যাহাদিগকে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, তাহারা মুক্ত হইল। কিন্তু তৎকালে ঋণদানবিষয়ক নিষ্ঠুর নিয়ম রহিত করিবার কোন কথা উল্লিখিত না হওয়াতে প্লিবীয়দিগের সমুদায় ক্লেশের মূলকারণ যেমন তেমনি রহিল। যাহা হউক উহা-দিগের একটী পরম ইষ্টলাভ হইয়াছিল। প্লিবীয়েরা ট্রিবি-উন নিয়োগ বিষয়ে নির্ব্বন্ধাতিশয় প্রদর্শন করাতে দূতগণ তদ্বিষয়ে সম্মতি প্রদান করেন। তাহাতে ঐ সময়ে ট্রিবিউন পদের সৃষ্টি হয়। ট্রিবিউন পদ সৃষ্ট হওয়াতে প্লিবীয়দিগের ভূয়িষ্ঠ উপকার দর্শিয়াছিল। ট্রিবিউনের প্রভাবে উহাদিগের উপর কেহ অকারণ অন্যায়াচরণ করিতে সমর্থ হইত না। অন্যের কথা দূরে থাকুক, কন্সলেরাও অন্যায় করিয়া কোন প্লিবীয়ের দণ্ডবিধান করিলে ট্রিবিউনেরা স্বপদপ্রভাবে তাহাকে রক্ষা করিতে পারিত। ফলতঃ প্লিবীয়দিগকে অন্যায় অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্তই ট্রিবিউন পদের সৃষ্টি হয়।

ট্রিবিউনেরা অতিশয় মাননীয় ও পূজনীয় ছিল। কেহ অপমান করিবার অভিপ্রায়ে পরম পবিত্র ট্রিবিউন শরীর স্পর্শ করিলে তাহার দুর্দ্দশার পরিসীমা থাকিত না। অবমাননা-

কারীর বিষয়বিভব অবরুদ্ধ হইয়া সিরিসদেবীর উদ্দেশে উৎসৃষ্ট হইত। যে কোন ব্যক্তি ট্রিবিউনের অবমন্তাকে দেখিবামাত্র নির্ব্বিকারচিত্তে উহার প্রাণবধ করিতে পারিত। ট্রিবিউনের গৃহদ্বার অহোরাত্র উদ্‌ঘাটিত থাকিত। অর্থিগণের তথায় গমনের কোন বাধা ও নিষেধ ছিল না। প্লিবীয়দিগের রক্ষার নিমিত্তই ট্রিবিউনেরা নিয়োজিত হয়। অতএব কি দিন কি রাত্রি যে যখন যাউক, ট্রিবিউনেরা তৎক্ষণাৎ তাহার আবেদন শ্রবণ করিত। ট্রিবিউনেরা প্লিবীয়দিগের সভায় সভাপতির কার্য্য নির্ব্বাহ করিত এবং কোন বিষয় বিবেচনাযোগ্য বোধ করিলে ঐ সভায় তাহার প্রস্তাব উত্থাপিত করিত। কোন ব্যক্তি ট্রিবিউনদিগের প্রক্রান্ত কার্য্যের ব্যাঘাত জন্মাইবার উপক্রম করিলে উহারা তাহাকে রুদ্ধ করিয়া প্লিবীয়সভার সাক্ষাতে তাহার দণ্ডবিধান করিত। ট্রিবিউনেরা যাহার যে দণ্ডবিধান করিত, সেই ব্যক্তি সেই দণ্ডদানে অসম্মত হইলে তাহার সমুদায় বিষয় বিভব অবরুদ্ধ হইত।

ট্রিবিউনেরা সেনেট নামক সভাগৃহের প্রবেশদ্বারে উপবিষ্ট হইয়া ঐ সভায় যে সকল কথার আন্দোলন হইত, তাহা শ্রবণ করিত। সেনেটরেরা ট্রিবিউনদিগের অনভিমত বিষয়ে আজ্ঞাদানে উন্মুখ হইলে, তাহারা নিষেধ করিতে পারিত। ট্রিবিউনেরা নিষেধ করিলে আর সে বিষয় সুসিদ্ধ হইত না। ট্রিবিউন পদের সৃষ্টি অবধি ট্রিবিউনদিগের সহিত সেনেটের সভ্যগণের বিষম বৈরিভাব জন্মে; কারণ সেনেটরেরা কায়মনোবাক্যে পেট্রিসীয়দিগেরই কেবল শুভানুধ্যান করিত; আর ট্রিবিউনেরা প্লিবীয়দিগের কুশলচিন্তায় ব্যাপ্রিয়মাণ

ছিল। অতএব চিরবিরোধী পেট্রিসীয় ও প্লিবীয় এই উভয় দলের সহায় ও আশ্রয়ভূত সেনেটর ও ট্রিবিউন ইহাদিগের যে পরস্পর শত্রুভাব জন্মিবে তাহা বিচিত্র নহে। প্লিবীয়-দিগের রক্ষার নিমিত্ত প্রথম ট্রিবিউন পদের সৃষ্টি হয়; কিন্তু কালক্রমে ঐ পদের এত গৌরব, এত মর্য্যাদা ও এত প্রভাব বৃদ্ধি হইয়াছিল যে, কি সেনেটর, কি কন্সল, কি ডিক্টেটর সকলেই উহার নিকটে ভয়ে কম্পমান হইত।

টার্কুইনিয়স সুপর্ব্বসের নির্ব্বাসনদিনাবধি রোমীয় রাজ্যতন্ত্র সাধারণতন্ত্র বলিয়া বিখ্যাত হয়। কিন্তু পেট্রি-সীয়েরা এতদিন পর্য্যন্ত সেই নাম অন্বর্থ করিতে দেয় নাই। উহারা প্লিবীয়দিগকে রাজ্যাংশভোগে বঞ্চিত করিয়া আপনা-রাই রাজকীয় যাবতীয় শক্তি হস্তগত করিয়া রাখিয়াছিল। যে রাজ্যে রাজ্যান্তর্গত সমুদায় প্রজার সমস্বামিত্ব না থাকে, তাহাকে সাধারণতন্ত্র কহা যাইতে পারে না। এতদিন পর্য্যন্ত যাবতীয় রাজশক্তি কেবল পেট্রিসীয়দিগেরই হস্তগত থাকাতে রোমের রাজ্যতন্ত্র নামমাত্রে সাধারণতন্ত্র হইয়াছিল। ট্রিবিউন নিয়োগের পর অবধি রোমের রাজ্যতন্ত্র প্রকৃতরূপে সাধারণ-তন্ত্র হইবার উপক্রম হইল; কারণ প্লিবীয়েরা এই অবধি ট্রিবিউনদিগকে দ্বারস্বরূপ করিয়া প্রার্থিত লাভ দ্বারা ক্রমে ক্রমে পেট্রিসীয়দিগের সমকক্ষ হইয়া পরিণামে রাজ্যাংশভাগী হয়। অপর, প্লিবীয়েরা পেট্রিসীয়দিগের সমকক্ষতালাভের নিমিত্ত যে বিবাদে প্রবৃত্ত হয় এবং যে বিবাদানল প্রবলজ্বালা সহকারে বহুকালপর্য্যন্ত রোমে প্রজ্বলিত ছিল, এই সময়কেই সেই বিবাদের প্রকৃত আরম্ভকাল বলিতে হইবে।

পেট্রিসীয় ও প্লিবীয় এই উভয় দলের পরস্পর বিবাদ-নিবন্ধন রোমকদিগের যেপ্রকার গৃহবিচ্ছেদ উপস্থিত হয়, অন্য রাজ্যে সেরূপ হইলে রাজ্য উচ্ছিন্ন হইয়া যায় সন্দেহ নাই। কিন্তু ঐ অভ্যন্তরীণ বিবাদদ্বারা রোমরাজ্যের সমুচ্ছেদ না হইয়া উত্তরোত্তর ভূয়সী শ্রীবৃদ্ধি হইয়া উঠিল, এবং ঐ উপলক্ষে প্লিবীয়দিগেরও অবস্থা ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া উৎকৃষ্ট হইতে লাগিল। রোমকদিগের স্বদেশীয় চিরাচরিত আচার ব্যবহারের প্রতি অচলা ভক্তি এবং স্বদেশের প্রতি গাঢতর অনুরাগ ছিল। এই নিমিত্ত প্লিবীয়েরা পেট্রিসীয়-দিগের উপর এত যে রাগান্ধ হইয়াছিল, তথাপি একদিনের জন্যেও স্বেচ্ছাচারী হইয়া স্বদেশীয় চিরন্তন প্রথার রেখামাত্র অতিক্রম করিয়া বিরুদ্ধ ব্যবহারে প্রবৃত্ত হয় নাই। উহারা স্বদেশীয় নিয়ম সমূহের নিষ্ঠুরতা নিবন্ধন যথেষ্ট কষ্ট ভোগ করিয়াছিল বটে, কিন্তু একবারে তৎসমুদায়ের উচ্ছেদ করিতে উদ্যত হয় নাই। যাহাতে ঐ সকল ব্যবস্থার ক্রমে ক্রমে পরি-বর্ত্ত হয়, তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হইয়াছিল। পেট্রিসীয়েরা উহাদিগের উপর এত যে অত্যাচার করিয়াছিল, উহারা অসামান্য সহি-ষ্ণুতা সহকারে তাহা সহ্য করে, তথাপি একবারে পেট্রিসীয়-দিগের প্রাধান্য বিলোপনের চেষ্টা করে নাই, ক্রমে ক্রমে তাহাদিগের প্রাধান্য সঙ্কুচিত করিয়া আনে। অপর, প্লিবী-য়েরা পেট্রিসীয়দিগের সমকক্ষতালাভের নিমিত্ত যত প্রয়াস পাইয়াছিল, ততই পেট্রিসীয়েরা নানাপ্রকার ছল, চাতুরী ও প্রবঞ্চনাদ্বারা উহাদিগকে পর্য্যুদস্ত করিয়া রাখিবার চেষ্টা করে কিন্তু প্লিবীয়েরা তাহাতে ভগ্নোৎসাহ না হইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা

চরণে অধিকতর উৎসাহী হয়। এই সমস্ত কারণ বশতঃ প্লিবীয়দিগের অবস্থার ক্রমশঃ উন্নতি হয়। পরিশেষে উহারা পেট্রিসীয়দিগের সমকক্ষ হইয়া উঠে। পেট্রিসীয়দিগের সহিত বিবাদকালে প্লিবীয়েরা যে স্থিরতর প্রযত্ন, গুরুতর অধ্যবসায় এবং মহীয়সী সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করে, পৃথিবীর তাবৎ দেশের সমস্ত ইতিহাস আলোচনা করিলেও তাহার দ্বিতীয় উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

ট্রিবিউনপদে প্রথমে দুই ব্যক্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল কিন্তু অব্যবহিত পরেই আর তিনজন ঐ দুইব্যক্তির সহযোগি-রূপে নিয়োজিত হয়। ফলতঃ প্লিবীয়েরা পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল, ঐ পাঁচ শ্রেণীর প্রত্যেক শ্রেণী হইতে এক এক ব্যক্তি মনোনীত হইয়া ট্রিবিউনপদে নিয়োজিত হওয়াতে সমুদায়ে পাঁচজন ট্রিবিউন হয়। প্লিবীয়েরাই ট্রিবিউনদিগকে মনোনীত করিয়া নিয়োজিত করিত কিন্তু নিয়োগকালে পেট্রিসীয় সভার মতগ্রহণের অপেক্ষা ছিল।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে ট্রিবিউনেরা যে বিষয় নিষেধ করিত, সে বিষয় কোনক্রমেই সম্পন্ন হইত না। নিষেধকল্পে প্রতি ট্রিবিউনেরই ক্ষমতা সমান ছিল। ট্রিবিউনদিগেরও পরস্পর মতের বিভিন্নতা হইলে যদি কোন ট্রিবিউন অপর ট্রিবিউনের প্রারব্ধকর্ম্মের নিষেধ করিত, তাহা হইলে সে আর সে বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিত না। নিষেধকল্পে প্রতি ট্রিবিউনের তুল্য ক্ষমতা থাকা পেট্রিসীয়দিগের ইষ্টসাধন করিবার এক উৎকৃষ্ট উপায় হইয়াছিল। ট্রিবিউনেরা যখন প্লিবীয়দিগের হিতের নিমিত্ত পেট্রিসীয়দিগের অনভিমত

কান নূতন নিয়ম নির্দ্ধারিত করিতে উদ্যত হইত, তখন পেট্রিসীয়েরা ট্রিবিউনদিগের মধ্যে এক ব্যক্তিকে বশীভূত রিয়া সেই বিষয়ের ব্যাঘাত জন্মাইত। যে সময়ে ট্রিবিউন দের প্রথম সৃষ্টি হয়, সেই সময়ে প্লিবীয়পক্ষীয় আর কয়েক- ন অধিকৃত পুরুষ নিয়োজিত হইয়াছিল, তাহাদিগকে ইডা- ল বলিত। ইডাইলদিগের প্রথম প্রথম এই কর্ম্ম ছিল, বিউনেরা তাহাদিগের উপরে যে সকল মোকর্দ্দমার বিচার- ার সমর্পণ করিত, উহারা তৎসমুদায়ের বিচার করিত। ালান্তরে উহাদিগের উপর বাজারের অধ্যক্ষতা প্রভৃতি তিপয় কর্ম্মের ভার সমর্পিত হয়।

বিদ্রোহী প্লিবীয়েরা সেনেটের প্রেরিত দূতগণের নিকটে যে প্রার্থনা করে, তৎসমুদায় পূর্ণ হইলে উহারা সন্তুষ্টচিত্তে ামে প্রত্যাগমন করিল। এইরূপে উপস্থিত বিবাদের শান্তি ইল। প্লিবীয়েরা বিদ্রোহে প্রবৃত্ত হইয়া যে পর্ব্বতে আশ্রয় হণ করিয়া সমুদায় প্রার্থিত বিষয় প্রাপ্ত হয়, উহারা সেই র্ব্বতের শিখরদেশে বেদী নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বিবিধ উপ- বদ্বারা জুপিটরের পূজা করিতে আরম্ভ করে। ঐ পর্ব্বত বিত্র পর্ব্বত বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়।

একাদশ অধ্যায়।

কোরায়োলেনস।

আঙ্কস মার্সিস নামে রোমের যে পরম দয়াবান্ রাজা লেন, কেইয়স মার্সিস সেই মহাত্মা রাজার বংশে জন্মগ্রহণ

করেন। অতি শৈশব কালেই কেইয়সের পিতৃবিয়োগ হয়। পিতৃবিয়োগ হইলে তাঁহার মাতার উপরেই তাঁহার রক্ষণা বেক্ষণ করিবার এবং বিদ্যা শিখাইবার সমুদায় ভার পতিত হয়। তাঁহার প্রসূতি কেবল যে পরম প্রযত্নে তাঁহার প্রতি পালন করিয়াছিলেন এমত নহে, ঐ গুণবতী রমণী তাঁহার গুণার্জ্জন বিষয়েও অতিশয় যত্নবতী ছিলেন। কেইয়সের যত বয়স বাড়িতে লাগিল, ততই তাঁহার বলবীর্য্য ও সাহসের বৃদ্ধি হইতে লাগিল। জননীর প্রতি তাঁহার অচলা ভক্তি ও অসাধারণ স্নেহ ছিল; মাতাকে সন্তোষিত রাখিতে পারিলে তিনি আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিতেন। তাঁহার মাতা তাঁহার গুণানুবাদ শ্রবণ করিয়া যত আহ্লাদিত হইতেন ততই তাঁহার আনন্দসিন্ধু উথলিয়া উঠিত। অন্যান্য বীরপুরুষেরা যেমন কীর্ত্তিলোলুপ হইয়া যুদ্ধস্থলে অসীম বিক্রম প্রকাশ করিয়া জয়মুকুট গ্রহণ করিতেন, কেইয়সের সমরে যশোলাভ সেরূপ মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না। তাঁহার মাতা তাঁহার মস্তকে জয়মুকুট দর্শন করিয়া আহ্লাদিত হইবেন বলিয়া তিনি রণ স্থলে অসীম পরাক্রম প্রকাশ করিয়া জয় মুকুট গ্রহণ করিতেন।

রিজিলস হ্রদের অবিদূরে যে পরম দারুণ সংগ্রাম হয় কেইয়স সেই যুদ্ধে প্রথম জয়মুকুট লাভ করেন, তাহার সবি শেষ উল্লেখ করা যাইতেছে। কেইয়স যে স্থলে যুদ্ধ করিতে ছিলেন, তাহার অতি নিকটে দেখিতে পাইলেন বিপক্ষপক্ষীয় এক ব্যক্তি দূর হইতে লক্ষ্য করিয়া অস্ত্র প্রহারদ্বারা একজন রোমীয় সৈনিক পুরুষকে ক্ষিতিতলে পতিত করিয়া তাহার প্রাণসংহারের নিমিত্ত বেগে ধাবমান হইয়াছে। দেখিবা

াত্র তিনি নক্ষত্রবেগে উভয়ের মধ্যস্থলে উপস্থিত হইলেন
এবং মুহূর্তৈকমধ্যে বিপক্ষের প্রাণ সংহার করিয়া নিজ সহচর
সনিক পুরুষের প্রাণ রক্ষা করিলেন। ডিক্টেটর আলস
াষ্টিউমিয়স তাঁহার অতিমানুষ সাহস দর্শন করিয়া সাতিশয়
ীত হইলেন এবং রোমপ্রচলিত (১) ব্যবহারানুসারে
াঁহাকে এক ওকবৃক্ষের পর্ণময় মুকুট পুরস্কার দিলেন। কেই-
স সেই অবধি একজন অসামান্য বীরপুরুষ বলিয়া গণনীয়
ইয়া উঠিলেন।

প্লিবীয়েরা পেট্রিসীয়দিগের উপর ক্রোধ করিয়া যে বর্ষে
রামনগর পরিত্যাগ করিয়া গমন করে, সেই বৎসরে বোল্-
ীয়দিগের সহিত রোমের যুদ্ধ আরম্ভ হয়। স্পিউরিয়স
কসিয়সের সহযোগী কন্সল পষ্টিউমিয়স কমিনিয়স সেনাপতি
দে অভিষিক্ত হইয়া সেনাগণ সমভিব্যাহারে সমরে গমন
রেন। কেইয়স মার্সস তাঁহার সমভিব্যাহারে ছিলেন।
রামকেরা কতিপয় শত্রুনগর হস্তগত করিয়া পরিশেষে
কারায়োলাই নগর অবরোধ করিল এবং অবরুদ্ধ নগরের
নতিদূরে সেনাসন্নিবেশ করিয়া রহিল। পুরবাসীরা অরি-
রিভব অসহমান হইয়া সহসা পুরদ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া
তিবেগে নগর হইতে বহির্গত হইল। তাহারা এত বেগে

---

(১) রোমে এই ব্যবহার প্রচলিত ছিল কোন যোদ্ধা
ইলে শত্রুহস্ত হইতে নিজ সহচর সৈনিক পুরুষের প্রাণ
া করিলে সে সেনাপতির নিকটে ওকবৃক্ষের পত্রময় মুকুট
রস্কার প্রাপ্ত হইত।

বহির্গত হইল যে, রোমকেরা তাহাদিগের বেগ সহিতে না পারিয়া পলায়ন আরম্ভ করিল। কেইয়স মার্সস তন্মধ্যে কতকগুলি বীরপুরুষকে সঙ্গে লইয়া অগ্রসর হইলেন। পলায়ন-পর রোমকেরা তাঁহাকে শত্রুসম্মুখীন দেখিয়া পরাবৃত্ত হইল। বেগগামিনী নদীর স্রোত যেমন সম্মুখবর্ত্তী শৈল দ্বারা প্রতিহত হইলে তাহার বেগভঙ্গ হইয়া যায়, সেই প্রকার রোমকেরা ফিরিয়া আইলে বিপক্ষসেনার বেগ ভঙ্গ হইল। তাহারা পুনর্ব্বার নগরমধ্যে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিল। কেইয়স তাহাদিগের পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোমকদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ঐ দেখ তোমাদিগের নিমিত্তেই পুরদ্বার উদ্‌ঘাটিত রহিয়াছে, তোমরা বিলম্ব করিতেছ কেন। শীঘ্র আইস, আমরা নগরমধ্যে প্রবেশ করি। এই কথা কহিয়া কেইয়স সহচরগণের আগমন প্রতীক্ষা না করিয়া একাকী শত্রুগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ নগরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। শত্রুগণ তাঁহাকে একাকী অসহায় দেখিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইয়া তাঁহার অভিমুখীন হইল। উত্তরগোগৃহে মহাবীর অর্জ্জুন যেমন একরথ হইয়াও মহাবল কৌরবদলকে দলন করিয়াছিলেন, লঘুহস্ত, দ্রুতপদ, অসীমসাহস, অকুতোভয় কেইয়স সেই প্রকার একাকী বিপক্ষগণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। মৃগগণ কতক্ষণ ব্যাঘ্রের সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারে? বিপক্ষগণ কিয়ৎক্ষণ রণ করিয়া পলায়ন আরম্ভ করিল। কেইয়স তাহাদিগকে তাড়াইয়া নগরের অপর প্রান্তে লইয়া গেলেন। তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী রোমকেরা নির্ব্বাধ পথ প্রাপ্ত হইয়া সচ্ছন্দে আসিয়া নগর অধিকার করিয়া লইল। সেনাপতি কমিনিয়

তাঁহার অসামান্য সাহস সন্দর্শন করিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং অধিকৃত নগরের নামে তাঁহাকে কোরায়োলেনস এই উপাধি প্রদান করিলেন। তদবধি তিনি কেইয়স মার্সিস কোরায়োলেনস বলিয়া প্রসিদ্ধি প্রাপ্ত হইলেন। বোল্‌সীয়-দিগের দেশে অতিশয় মারীভয় উপস্থিত হওয়াতে তাহারা তৎকালে সমর হইতে বিরত হইল।

খৃষ্টের পূর্ব্বে ৪৯৩ অব্দের শরৎকালে প্লিবিয়েরা বিদ্রোহে প্রবৃত্ত হয়। উহারা তদ্বিষয়েই মত্ত ছিল; তন্নিবন্ধন আপন আপন ক্ষেত্রজাত শস্য সংগ্রহ বিষয়ে নিতান্ত উপেক্ষা করে। তাহাতে পর বৎসর নগরমধ্যে দুর্ভিক্ষের সাতিশয় প্রাদুর্ভাব হয়। সেনেটরেরা দুর্ভিক্ষ সঞ্চার দেখিয়া সাতিশয় ব্যাকুল হইলেন এবং খাদ্যসামগ্রী ক্রয় করিবার নিমিত্ত ক্যাম্পেনিয়া, ইট্রুরিয়া এবং সিসিলি এই কয়েক রাজ্যে লোক প্রেরণ করিলেন। সেনেটের প্রেরিত দূতগণ সিরাকিউজ নগরে বিস্তর শস্য ক্রয় করিল; কিন্তু ঐ নগরের অধিপতি গিলো ঔদার্য্য ও বদান্যতা প্রদর্শন করিয়া ক্রীতশস্যের মূল্য গ্রহণ করিলেন না। রোমকেরা জাহাজ পূর্ণ করিয়া সমুদায় শস্য স্বদেশে আনয়ন করিল। সেনেটরেরা প্লিবীয়দিগকে শস্য বিতরণ করিবার প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু প্লিবীয়দ্বেষী আত্মম্ভরি নির্দ্দয় পেট্রিসীয়পক্ষীয় কতকগুলি লোক অতিশয় প্রতিবাদী হইল। কেইয়স মার্সিস তন্মধ্যে প্রধান ছিলেন। প্লিবীয়-দিগের উপর তাঁহার স্বভাবতঃ অতিশয় দ্বেষ ছিল। বিশেষতঃ প্লিবীয়েরা বিবাদ করিয়া পেট্রিসীয়দিগের অমতে ট্রিবিউন পদ সংস্থাপিত করাতে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন।

কেইয়স সেনেটরদিগকে কহিলেন, প্লিবীয়দিগের যদি শস্যগ্রহণের অভিলাষ থাকে, তাহারা তাহাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের মত পেট্রিসীয়দিগের অনুগত হউক এবং ট্রিবিউনদিগের আশ্রয় পরিত্যাগ করুক, আমরা তাহাদিগকে পরম প্রযত্নে পালন করিব। এই কথা শ্রুতিপরম্পরায় প্লিবীয়দিগের শ্রবণগোচর হইলে পর তাহারা একবারে ক্রোধে অন্ধ হইল। ট্রিবিউনেরা মধ্যবর্ত্তী না হইলে তাহারা কেইয়সকে সেনেট সভাগৃহ হইতে বহির্গমনকালে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিত। অনন্তর ট্রিবিউনেরা প্লিবীয়দিগের সভায় কেইয়সের নামে এই বলিয়া অভিযোগ করিল পবিত্র পর্ব্বতে পেট্রিসীয় ও প্লিবীয় এই উভয় দলের যে সন্ধিবন্ধন হইয়াছে, কেইয়স তাহার নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিতে উদ্যত হইয়াছেন। কেইয়সের নামে এই অভিযোগ হইলে পেট্রিসীয়েরা তাঁহাকে মুক্ত করিবার নিমিত্ত যৎপরোনাস্তি চেষ্টা পাইতে লাগিল। কিন্তু প্লিবীয়েরা কোন ক্রমেই ক্ষান্ত না হওয়াতে পেট্রিসীয়দিগের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল না। কেইয়স বিচারদিবসে বিচারস্থলে উপস্থিত না হইয়া রোম হইতে প্রস্থান করিলেন; প্রস্থান করিয়া বোল্‌সীয়দিগের শরণাপন্ন হইলেন। বোল্‌সীয়েরা তাঁহার বহুতর সমাদর করিল।

এটিয়স্ টলিয়স্ বোল্‌সীয়দিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ছিলেন। তিনি কেইয়সকে প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং মনে মনে বিবেচনা করিলেন রোমকেরা এতদিন যে ব্যক্তির দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে সমরবিজয়ী হইয়াছিল, সেই ব্যক্তি এক্ষণে আমাদিগের দিকে আসিয়াছে। এখন যদি আমরা

রোমকদিগের সহিত পুনর্ব্বার যুদ্ধ করি, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ জয়ী হইতে পারিব। এই বিবেচনা করিয়া এটিরস বোল্সীয়দিগের সমরপ্রবৃত্তি জন্মাইতে লাগিলেন। কিন্তু তাহারা ভয় প্রযুক্ত তাঁহার বাক্য অনুমোদন করিল না। এটিরস অবশেষে কৌশলদ্বারা তাহাদিগকে আপন অভীষ্ট সাধনে প্রবর্ত্তিত করিলেন।

রোমে এই নিয়ম ছিল, বর্ষে বর্ষে মহোৎসব হইত। সেই উৎসব উপলক্ষে মহাসমারোহ হইত। নানা দিগ্‌দেশীয় লোক উৎসবদর্শনার্থী হইয়া রোমে আগমন করিত। উৎসবকালে কোন ব্যক্তিকে যন্ত্রণা কিম্বা মনস্তাপ দেওয়া অতিশয় নিষিদ্ধ ছিল। সে সময়ে সকলেই আনন্দসাগরে মগ্ন থাকিত। বার্ষিক উৎসবকাল উপস্থিত হইলে যে দিবসে উৎসব আরম্ভ হয়, সেই দিবস প্রাতঃকালে এক জন পেট্রিসীয় উৎসবকালনিষিদ্ধ বিরুদ্ধ আচরণ করিয়া আপন দাসকে বন্ধন পূর্ব্বক উৎসব স্থলে আনয়ন করে এবং নিতান্ত নির্দ্দয় হইয়া ক্রোধভরে তাহাকে বিস্তর নিগ্রহ করে। নিগৃহীত ব্যক্তির আর্ত্তনাদে এবং ক্রন্দনকোলাহলে উৎসবস্থল পরিপূর্ণ হইল। দেবরাজ জুপিটর তাদৃশ গর্হিত ব্যবহার দর্শন করিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং উৎসবকাল অতীত হইলে পর টাইটস ল্যাটিনিয়স নামক একজন প্লিবীয়কে এই স্বপ্ন দিলেন, টাইটস শীঘ্র নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান কর, কন্সলদিগকে গিয়া বল, তাহারা পুনর্ব্বার সমারোহ করিয়া উৎসব আরম্ভ করুক, আমি যাহা ভাল বাসি না গত উৎসবের আরম্ভ দিবসে তাহাই ঘটিয়াছিল। যাহা হউক, তাহারা যদি আমার আজ্ঞা

অগ্রাহ্য করিয়া উৎসববিধির পুনরনুষ্ঠান না করে, তাহা হইলে তাহাদিগের মঙ্গল হইবে না। এই কথা কহিয়া দেবরাজ অন্তর্ধান হইলেন; টাইটসের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। সে অস্ত ব্যস্তে শয়নতল হইতে উত্থিত হইয়া ভাবিতে লাগিল, যদি আমি এই স্বপ্নবৃত্তান্ত ব্যক্ত করি, সকলে আমাকে পাগল বলিয়া উপহাস করিবে। এইরূপ চিন্তা করিয়া টাইটস দৈবাদেশপ্রতিপালনে উৎসাহী না হইয়া মনের কথা মনেই রাখিল।

কিছুদিন পরে টাইটসের পুত্রের মৃত্যু হইল। সে পুনর্ব্বার স্বপ্নে দেখিল দেবরাজ জুপিটর তাহার পার্শ্বদেশে দণ্ডায়মান হইয়া কহিতেছেন, টাইটস এখন পর্য্যন্তও তুমি আমার কথা শুনিলে না, তোমার পুত্র মরিয়াছে তথাপি তোমার চৈতন্য হয় নাই, এখনও যদি আপনার মঙ্গল চাও শীঘ্র যাও, আমার আজ্ঞা সম্পাদন কর, নতুবা তোমার পক্ষে বড় মন্দ হইবে। এই কথা কহিয়া দেবরাজ অন্তর্হিত হইলেন। টাইটসের নিদ্রা ভঙ্গ হইলে সে অতিশয় চিন্তাকুল হইল। লোকের উপহাসভয়ে সে তথনও স্বপ্নবৃত্তান্ত প্রকাশ করিতে সাহসী হইল না। তাহাতে তাহার পক্ষাঘাত হইল। তখন সে আর বিলম্ব না করিয়া আপনার আত্মীয় বন্ধুবান্ধবদিগকে ডাকাইয়া কহিল তোমরা শীঘ্র করিয়া আমাকে কন্সলদিগের নিকটে লইয়া চল। তাহার আত্মীয়েরা তাহাকে যানে করিয়া কন্সলদিগের নিকটে লইয়া গেল।

টাইটস কন্সলদিগের নিকটে উপস্থিত হইয়া আমূলতঃ স্বপ্নবৃত্তান্ত বর্ণন করিল এবং আপন যে যে বিপদ্ ঘটিয়াছে

তৎসমুদায়ও ব্যক্ত করিল। তাহার বাক্য শ্রবণ করিয়া কন্সলদিগের স্মরণ হইল, গত উৎসবের আরম্ভদিবসে পেট্রি-সীয়বংশীয় এক ব্যক্তি উৎসবস্থলে নিজ দাসকে বহু প্রহার করিয়াছিল; প্রহর্ত্তা পেট্রিসীয় ক্রোধে মত্ত হইয়া উৎসব-দিবসে তাদৃশ ব্যবহার গর্হিত বলিয়া বিবেচনা করে নাই; কিন্তু জুপিটর তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। পূর্ব্ববৃত্তান্ত কন্সল-দিগের স্মৃতিপথে উদিত হওয়াতে টাইটসের বাক্য তাঁহা-দিগের সত্য বলিয়া বোধ হইল। তাঁহারা তৎক্ষণাৎ তাহাকে সেনেটে লইয়া গেলেন। সে সেনেটরদিগের সমক্ষে পূর্ব্বো-দিত বৃত্তান্ত সমুদায় আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিল। দেখ কি চমৎকার! তাহার কথা যেমন শেষ হইল, সে অমনি রোগ-মুক্ত হইল। তাহার অঙ্গসকল পূর্ব্ববৎ সরল হইল। তখন সে অবলীলাক্রমে পাদচারে নিজ গৃহে গমন করিল।

রোমকেরা দেবরাজ জুপিটরের ক্রোধশান্তির উদ্দেশে উৎসবক্রিয়ার পুনরনুষ্ঠান করিল। পূর্ব্ববারের অপেক্ষা এবারে অধিকতর সমারোহ হইল। নানাবিধ ক্রীড়াকৌতুক হইতে লাগিল। বোল্‌সীয়েরা উৎসবদর্শনার্থী হইয়া রোমে আগমন করিল। এটিয়স টলিয়স উৎসবদর্শনোৎসুক বোল্‌-সীয়েরা রোমে গমন করিয়াছে জানিয়া, গুপ্তভাবে কন্সল-দিগের নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, অস্মদ্দেশীয় অসংখ্য লোক উৎসবস্থলে আগমন করিয়াছে, আমার স্মরণ হইতেছে এইরূপ উৎসবকালে একবার সেবাইনীয়েরা রোমে বিস্তর উপদ্রব করিয়াছিল; বোল্‌সীয়দিগের হইতেও সেইপ্রকার অপকার হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে, কোন ক্রমেই

আমার এরূপ ইচ্ছা নয় যে, আমার লোকে রোমের ভূপের হিংসা করে; অতএব আমি তোমাদিগকে অগ্রে সাবধান করিয়া দিতেছি তোমরা এই সময়ে সতর্ক হও। এই কথা কহিয়া এটিয়স চলিয়া গেলেন। কন্সলেরা তৎক্ষণাৎ সেনেটরদিগকে ঐ সমাচার দিলেন। সেনেটরেরা শুনিয়া অতিশয় ভীত হইলেন এবং আশঙ্কনীয় অনিষ্টাপাত নিবারণচেষ্টা সাধীয়সী জ্ঞান করিয়া তৎক্ষণাৎ এই ঘোষণা করিয়া দিলেন যে বোল্‌সীয়দিগকে দিবাভাগের মধ্যে রোম পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে। এই ঘোষণাবাক্য শ্রবণ করিয়া বোল্‌সীয়েরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া পরস্পর কহিতে লাগিল আমরা কি এতই অপবিত্র যে, আমরা উৎসবস্থলে উপস্থিত থাকিলে দেবগণ রুষ্ট হইবেন? এই কথা কহিয়া তাহারা আপনাদিগকে নিতান্ত অবমানিত জ্ঞান করিয়া সত্বর রোমনগর পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বদেশাভিমুখে চলিল।

এটিয়স টলিয়স রোমীয় কন্সলদিগের নিকট হইতে বিদায় হইয়া বোল্‌সীয়দিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবার কামনায় আল্‌বীয় পর্ব্বতের অনতিদূরে দণ্ডায়মান ছিলেন। বোল্‌সীয়েরা রোম পরিত্যাগ করিয়া তথায় উপস্থিত হইলে তিনি তাহাদিগের সম্মুখবর্ত্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা এত শীঘ্র রোম পরিত্যাগ করিয়া আগমন করিলে কারণ কি? তাহারা পূর্ব্ববিবরণ আমূলতঃ বর্ণন করিল। এটিয়স তাহাদিগকে তত্রত্য প্রস্রবণের অবিদূরজাত শষ্পবীথীর উপর লইয়া গেলেন এবং তৎকালোচিত কোপোদ্দীপক বাক্য প্রয়োগ করিয়া কহিলেন, হায় কি আক্ষেপ! কি লজ্জার বিষয়!

রোমকেরা তোমাদিগকে অনায়াসেই অপমান করিল! অনায়াসেই তোমাদিগকে পুত্র কলত্রাদি সহিত নগর হইতে দূর করিয়া দিল! লোকে কি বলিবে! উৎসব দেখিবার নিমিত্ত নানা দিগ্‌দেশ হইতে কত লোক রোমে আসিয়াছে, তাহারাই বা কি মনে করিবে! আজি রোমকেরা তোমাদিগের যশঃশশাঙ্ককে যেরূপ কলঙ্কিত করিয়াছে, তাহা কোন ক্রমেই ধৌত হইবার নহে। তোমরা কি এখন পর্য্যন্তও বুঝিতেছ না যে, রোমকেরা তোমাদিগের বিষম শত্রু? তোমরা যদি তথায় ব্যাপককাল থাকিতে আজি তোমাদিগের কি দুর্দ্দশা ঘটিত বলিতে পারি না। সূর্য্যদেব অস্তশৈলের শিখরোৎসঙ্গে শয়ন করিলে তোমাদিগকেও নিহত হইয়া সেই সঙ্গে সঙ্গে ক্ষিতিতলশায়ী হইতে হইত সন্দেহ নাই। তোমরা যদি মানুষ হও, আশু বৈরনির্য্যাতন কর। এই কথা কহিয়া তিনি মৌনাবলম্বন করিলেন। চতুষ্পার্শ্বস্থ বোল্‌সীয়েরা তদ্গত চিত্তে তাঁহার তাদৃশ উৎসাহবর্দ্ধন বচনোপন্যাস শ্রবণ করিল। একে তাহারা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছিল, তাহাতে আবার তাঁহার প্রোৎসাহন-বাক্য শ্রবণ করিল, তাহারা একবারে ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। তাহারা তৎক্ষণাৎ রোমকদিগের সহিত যুদ্ধের প্রতিজ্ঞা করিল এবং স্বদেশে উপস্থিত হইয়া অনতিদীর্ঘকালমধ্যে বহু সৈন্য সংগ্রহ করিল। এটিয়স টলিয়স্ এবং কেইয়স মার্সস কোরায়োলেনস উভয়ে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত হইলেন।

কোরায়োলেনস এবং এটিয়স টলিয়স সেনাপতি হইয়া মহতী সেনা সমভিব্যাহারে রণক্ষেত্রে আগত হইয়াছেন, এই

সমাচার শুনিয়া রোমকেরা অতিশয় ভীত হইল এবং তন্নিবন্ধন প্রযুক্ত যুদ্ধার্থ নির্গত হইতে পারিল না। বোল্‌সীয় সেনাপতিদ্বয় অবিরোধে সর্সিয়াই ও ল্যাটিকম প্রভৃতি কতিপয় ল্যাটিন নগর একাদিক্রমে আক্রমণ করিয়া অধিকার করিয়া লইলেন। পরিশেষে রোমকদিগের অতি পূজনীয় ল্যাবিনিয়ম নগর অধিকার করিলেন। রোমকদিগের বীজপুরুষ ইনিয়েস ঐ নগর স্থাপন করেন। বিশেষতঃ ঐ নগরে রোমকদিগের পূর্ব্ব পুরুষদিগের দেবালয় ও বহুবিধ পরম পবিত্র দ্রব্যজাত ছিল। তন্নিমিত্ত রোমকেরা ঐ নগর পরম পাবন জ্ঞান করিত। ঐ নগর বিপক্ষহস্তে পতিত হইলে রোমকেরা বিষাদসাগরে মগ্ন হইল। বোল্‌সীয় সেনাপতিদ্বয় রোমকদিগের অধিকৃত বহু নগর ও জনপদ অধিকার করিয়া ক্রমে ক্রমে রোমের সন্নিকৃষ্ট হইয়া প্রায় আড়াই ক্রোশ অন্তরে সেনা সন্নিবেশ করিলেন। ঐ আড়াই ক্রোশের মধ্যে সমৃদ্ধিপূর্ণ যত ক্ষেত্র ছিল, বোল্‌সীয় সেনাপতিদ্বয় তৎসমুদায় উৎসাদিত করিতে লাগিলেন, কিন্তু পেট্রিসীয়দিগের অধিকৃত কোন দ্রব্য স্পর্শ করিলেন না। ঐরূপ আচরণ করিবার তাৎপর্য্য এই, কোরায়োলেনস বিবেচনা করিলেন পেট্রিসীয়দিগের সহিত তাঁহার কোন বিরোধ নাই, প্লিবীয়েরাই তাঁহার বিপক্ষ, প্লিবীয়দিগের অনিষ্ট করিতে পারিলেই তাঁহার শত্রুতা সাধন করা হয়। এটিয়স বিবেচনা করিলেন পেট্রিসীয়দিগের কোন অনিষ্ট না করিয়া কেবল প্লিবীয়দিগের অপকার করিলে প্লিবীয়েরা এই মনে করিবে শত্রুর সহিত পেট্রিসীয়দিগের যোগ আছে, সেই নিমিত্ত বিপক্ষেরা পেট্রিসীয়দিগের হিংসা না করিয়া কেবল আমা-

দিগেরই অনিষ্ট করিতেছে, এইরূপ ভাবিয়া তাহারা পেট্রিসীয়-দিগের উপর ঈর্ষান্বিত হইবে, তাহা হইলেই রোমকদিগের গৃহবিচ্ছেদ হইবে সন্দেহ নাই, রোমকদিগের গৃহবিচ্ছেদ হইলে আমরা অনায়াসে রোমনগর জয় করিতে সমর্থ হইব।

এদিকে রোমনগরমধ্যে তুমুল ব্যাপার উপস্থিত। সকলেই সশঙ্ক, সকলেই উদ্বিগ্ন, সকলেই অসুখী, কি করিলে উপস্থিত বিপদ্ নিবারণ হইবে এই চিন্তাতেই সকলে ব্যাকুল ও বিমনায়মান। কুলকামিনীগণ দেবালয়ে গমন করিয়া দেবগণের আরাধনা, স্তুতি ও নতি করিতে লাগিল এবং অনুক্ষণ রোমের মঙ্গল প্রার্থনা করিতে লাগিল। দরিদ্রলোকেরা রাজপথে দণ্ডায়মান হইয়া আর্ত্তস্বরে বারম্বার চীৎকার করিয়া সেনেটর-দিগকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিল, তোমরা কোরায়োলেনসের নিকটে দূত পাঠাইয়া দাও এবং যাহাতে ঝটিতি সন্ধি হয়, সেই চেষ্টা কর। সেনেটরেরা ভাবিয়া চিন্তিয়া উপায়ান্তর প্রাপ্ত না হইয়া শেষে পেট্রিসীয়বংশীয় প্রধানতম পাঁচ ব্যক্তির উপর সন্ধি করিবার সম্পূর্ণ ভার সমর্পণ করিয়া কোরায়োলেনসের নিকটে পাঠাইয়াদিলেন। দূতগণ তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া সন্ধি প্রার্থনা করিলে তিনি এই উত্তর করিলেন তোমরা বোল্সীয়দিগের হস্ত হইতে যে সমস্ত দেশ অধিকার করিয়া লইয়াছ, যদি তৎসমুদায় প্রত্যর্পণ কর, তাহা হইলে সন্ধি হইতে পারে। কোরায়োলেনস যে কথা কহিলেন সেনেটের অনুমতি ব্যতিরেকে তাহাতে সম্মতি প্রদান করেন দূতগণের এরূপ সাহস হইল না, সুতরাং তাঁহারা অকৃতার্থ হইয়া ফিরিয়া আইলেন। সেনেটরেরা

তাঁহাদিগের মুখে সমুদায় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকে এই বলিয়া পুনর্ব্বার পাঠাইয়া দিলেন, তোমরা কোরায়োলেনসের নিকটে গিয়া এই কথা বল, তিনি আত্যন্তিক দয়া করিয়া উপস্থিত বিষয়ের মীমাংসা করেন। কিন্তু কোরায়োলেনস পুনরাগত দূতগণকে শিবিরমধ্যে প্রবেশ করিতে দিলেন না।

দূতগণ অকৃতার্থ হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলে সেনেটরেরা চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইলেন। কি করিবেন, কি প্রকারে সন্ধি হইবে এই ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ তাঁহাদিগের মনে উদয় হইল, দেবপূজক ও দৈবজ্ঞগণ সকলের মাননীয়; তাঁহাদিগকে পাঠাইলে কোরায়োলেনস কখনই প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবেন না। এই ভাবিয়া তাঁহারা দেবপূজক ও দৈবজ্ঞদিগকে কোরায়োলেনসের নিকটে গমনের অনুজ্ঞা করিলেন। দেবপূজক ও দৈবজ্ঞগণ পরম পবিত্র পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া কোরায়োলেনসের শিবিরে উপস্থিত হইলেন কিন্তু কোরায়োলেনস তাঁহাদিগের আগমনে কিঞ্চিন্মাত্র সঙ্কুচিত না হইয়া অম্লানবদনে তাহাদিগকে নিরাকরণ করিলেন।

রোমকেরা সাধ্যমত চেষ্টা করিয়া রোমের রক্ষণবিষয়ে হতাশ হইলে পর দেবগণের অনুগ্রহে রোমের রক্ষা হইল ব্যালিরিয়স পব্লিকোলার ভগিনী ব্যালিরিয়া অপর পুরনারীগণ সমভিব্যাহারে জুপিটরের মন্দিরে উপবিষ্ট হইয়া আরাধনা করিতেছিলেন। সর্ব্বান্তর্যামী ভক্তবৎসল ভগবান্ জুপিটর ধ্যানপরায়ণ বনিতাগণের বিনয় ভক্তি ও কাতরভাব দর্শন করিয়া কৃপাদৃষ্টি করিলেন। দেবরাজের কটাক্ষ হইবামা

ব্যালিরিয়ার অন্তঃকরণে এই উদয় হইল, যদি আমরা কোরায়োলেনসের মাতাকে সমভিব্যাহারিণী করিয়া তাঁহার পুত্রের নিকটে গমন করি, তাহা হইলে আমাদিগের উপস্থিত আপদ্ শান্তি হইবে। এই ভাবোদয় হইবামাত্র ব্যালিরিয়া আসন হইতে উত্থিত হইলেন এবং ধ্যানরত অপর যোষিদ্গণকে কহিলেন তোমরা আমার সমভিব্যাহারে আইস। এই কথা কহিয়া তিনি কোরায়োলেনসের মাতা বিটিউরিয়ার গৃহাভিমুখে চলিলেন। অন্যনারীগণও তাঁহার সমভিব্যাহারী হইলেন। তাঁহারা সকলে একত্র হইয়া বিটিউরিয়ার আলয়ে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, কোরায়োলেনসের পত্নী বলম্নিয়া এবং তাহার শিশুসন্তানগুলিও সেই স্থানে আছেন।

বিটিউরিয়া ও বলম্নিয়া পুরবাসী মান্যতম মহিলাগণকে সহসা সমাগত দেখিয়া সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং ব্যস্তে ব্যস্তে আসন হইতে উত্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে যথেষ্ট সমাদর করিয়া, তাঁহারা কি কারণে আগমন করিয়াছেন, জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্যালিরিয়া তাঁহাদিগের সম্মুখবর্ত্তী হইয়া কহিলেন, আমরা রাজ্যের আসন্ন বিপদ্ দর্শনে অতিশয় ব্যাকুল হইয়া ক্যাপিটলে জুপিটরের মন্দিরে গমন করিয়াছিলাম এবং রাজ্যের কল্যাণ কামনা করিয়া সেই স্থানে দেবরাজের আরাধনা করিতেছিলাম, আমাদিগের কাতরতা দেখিয়া ভক্তানুকম্পী ভগবান্ জুপিটর প্রসন্ন হইয়াছিলেন, প্রসন্ন হইয়া তোমাদিগের নিকটে আগমন করিতে আমাদিগকে আদেশ করিয়াছেন। আমরা দেবপ্রেরিত হইয়া তোমাদিগের ভবনে আগমন করিয়াছি। অতএব তোমরা

আমাদিগের সঙ্গে আগমন কর, আমরা সকলে একত্র হইয়া কোরায়োলেনসের শিবিরে গমন করি এবং বিনয়বাক্যে তাঁহার ক্রোধ সান্ত্বনার চেষ্টা করি। আমাদিগের দীনভাব ও কাতরতা দর্শন করিলে তাঁহার মনে করুণাসঞ্চার হইবে সন্দেহ নাই। আমাদিগের বিপুলতরপ্রযত্ন ও অধ্যবসায়দ্বারা যদি এতদ্বিষয় সুসাধিত হয়, তাহা হইলে আমাদিগের নাম লোকের মনে চিরজাগরূক থাকিবে। পূর্ব্বে সেবাইনীয় রমণীগণ সেবাইনীয় ও রোমীয় যোধগণের মধ্যবর্ত্তী হইয়া বিবাদ ভঞ্জনদ্বারা যে যশোলাভ করিয়া গিয়াছেন, আমরা কোনরূপে কোরায়োলেনসের ক্রোধ সান্ত্বনা করিতে পারিলে তদপেক্ষাও অধিকতর যশোভাজন হইব সন্দেহ নাই। এই কথা কহিয়া ব্যালিরিয়া মৌনাবলম্বন করিলে কোরায়োলেন-সের মাতা সম্মত হইয়া গমনের উপক্রম করিলেন। বলম্‌নিয়াও আপন শিশুসন্তানদিগকে সঙ্গে লইয়া সেই সঙ্গে সঙ্গে চলি-লেন। ব্যালিরিয়া প্রভৃতি পুরপুরন্ধ্রীগণ তাঁহাদিগের অনুবর্ত্তী হইলেন।

রোমীয় মহিলাগণ শত্রুশিবিরসন্নিহিত হইলে বোল্‌সী সেনাগণ চিত্রার্পিতের ন্যায় অনিমিষ নয়নে তাঁহাদিগকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। যত তাঁহারা সেনাগণের নিকট দিয়া গমন করিতে লাগিলেন, ততই তাহাদিগের মনে বিস্ময় ভয় ভক্তি ও করুণারসের উদয় হইতে লাগিল। সীমন্তিনীগ দূর হইতে দর্শন করিলেন কোরায়োলেনস সেনাপতির আসনে উপবিষ্ট আছেন এবং বোল্‌সীয় প্রধান পুরুষেরা চতুষ্পার্শে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। কোরায়োলেনস রোমীয় অবলাগণকে

অবলোকন করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া নানাপ্রকার ভাবিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরেই দেখিতে পাইলেন তাঁহার মাতা দর্ব্বাগ্রে আগমন করিতেছেন। বহুদিবসের পর জননীকে দর্শন করিবামাত্র তাঁহার অন্তঃকরণে চিরার্জ্জিত স্নেহ ও ভক্তিরসের উদ্রেক হইল। তিনি নিজাসনে উপবিষ্ট থাকিতে না পারিয়া লম্ফ দিয়া অবনীতলে অবতীর্ণ হইলেন এবং দ্রুত-পদে মাতৃসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া অকৃত্রিম স্নেহ প্রদর্শন নিমিত্ত মাতৃমুখ চুম্বনে উদ্যত হইলেন। তাঁহার মাতা তাঁহাকে নিবারণ করিয়া কহিলেন, কোরায়োলেনস! আমি তোমাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছি এবং বিস্তর দুঃখে মানুষ করিয়াছি; তুমি যদি আমার কিন্তু পুত্র হও এবং মাতা বলিয়া আমার প্রতি তোমার স্নেহ থাকে, আমি যাহা বলি শ্রবণ কর এবং সেইরূপ আচরণ কর। আর যদি তুমি আমার শত্রু হও এবং আমাকে বন্দী করিয়া লইতে বাসনা কর, তাহা হইলে মাতা বলিয়া আমাকে সম্ভাষণ করিয়া আর আমার প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করিবার প্রয়োজন নাই। এক্ষণে আমি তোমাকে শত্রু ও পুত্র উভয়ের অন্যতর কি জ্ঞান করিব স্পষ্ট করিয়া বল।

কোরাযোলেনস মাতৃবাক্য শ্রবণ করিয়া অতিশয় লজ্জিত হইলেন এবং সহসা উত্তরদানে সমর্থ না হইয়া মৌনী হইয়া রহিলেন। তাঁহার মাতা উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া পুন-র্ব্বার কহিলেন, যদি আমি নিঃসন্তান হইতাম তাহা হইলে রোমনগর কখন এতাদৃশ ভয়ঙ্কর শত্রুর হস্তে পতিত হইত না। বন্ধ্যা হইলে পুত্র জন্মে নাই বলিয়া আমার একমাত্র

দুঃখ হইত, কিন্তু আমি স্বাধীননগরমধ্যে বাস করিয়া পরম সুখে দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিতাম। তোমা হইতেই রোম নগরের স্বাধীনতাবিলোপের উপক্রম হইয়াছে। তুমি যদি ক্ষান্ত না হইয়া রোমনগর জয় করিবার একান্ত পণ কর, তাহা হইলে রোমনগর নিঃসন্দেহ বোল্সীয়দিগের হস্তগত হইবে। রোমনগর পরতন্ত্র হইলে আমাকেও যাবজ্জীবন দুঃসহ পারতন্ত্র্যদুঃখ ভোগ করিতে হইবে। আমার জীবিত-কালের কিয়দ্দিন মাত্র অবশিষ্ট আছে, এসময়ে আমাকে দুস্তর দুঃখসাগরে পাতিত করিতে উদ্যত হইয়াছ কেন? আমার ভাবী দুঃখ বিবেচনা করিয়া তোমার পাষাণহৃদয়ে যদি একান্তই করুণাসঞ্চার না হয়, অন্ততঃ তোমার স্ত্রীপুত্রা-দির অবস্থার বিষয় একবার বিবেচনা কর। রোমনগর পর-হস্তগত হইলে উহাদিগের কি দুর্দ্দশা ঘটিবে? উহারা স্বাধীন নগরে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, এবং চিরকাল স্বাধীনতা-সুখ-সম্ভোগ করিয়া আসিতেছে, উহাদিগকে যদি এখন পরাধীন হইতে হয় তাহার পর অধিক কষ্টের বিষয় আর কি আছে? উহারা সেই অসহ্য পারতন্ত্র্যদুঃখ সহ্য করিতে না পারিয়া নিঃসংশয় প্রাণ পরিত্যাগ করিবে। আর যদি চিরপরিচিত প্রাণের মমতায় তৎপরিত্যাগে সমর্থ না হয়, তাহা হইলে উহাদিগকে চিরকাল পরাধীনতা-শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকিয়া অতি-কষ্টে জীবন যাপন করিতে হইবে সন্দেহ নাই।

বিটিউরিয়া এই কথা কহিয়া মৌনাবলম্বী হইলে কোরায়ো-লেনসের পত্নী বলমনিয়া ও তাঁহার শিশুসন্তানগুলি তাঁহার চতুর্দ্দিকে উপস্থিত হইল এবং সপ্রেম সম্ভাষণ ও আলিঙ্গন

করিয়া তাঁহার বদন চুম্বন করিল। সমীপবর্ত্তী পুরনারীগণ কাতর হইয়া করুণ স্বরে আপনাদিগের দেশের এবং আপনাদিগের দুর্ভাগ্যের কথা উল্লেখ করিয়া বহুখেদ ও পরিদেবন করিতে লাগিলেন। কোরায়োলেনস এই সমস্ত দর্শন ও শ্রবণ করিয়া অতিমাত্র ব্যাকুল হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, মা! তোমা হইতেই রোমের জয় হইল; তুমি রোমকদিগকে সুখী করিলে, কিন্তু তোমার পুত্র চির দুঃখী হইল। এই কথা কহিয়া তিনি নিজ জননীর কণ্ঠদেশে বাহুদ্বয় নিঃক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। অনন্তর নিজ প্রিয়তমা পত্নী এবং প্রিয়তম সন্তানদিগকে সপ্রেম আলিঙ্গন ও চুম্বন করিয়া সকলকে বিদায় করিয়া দিলেন। পশ্চাৎ বোল্‌সীয় সেনাগণকে রণস্থল হইতে লইয়া গেলেন। তিনি জীবিতকালের মধ্যে আর কখন রোম আক্রমণ করেন নাই। কেহ কেহ কহেন কোরায়োলেনস লজ্জা, অনুতাপ এবং শোকগ্রস্ত হইয়া অব্যবহিত পরেই কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু অনেকে কহেন তিনি দীর্ঘকাল বোল্‌সীয়দিগের দেশে বাস করিয়া পুত্রকলত্রাদির চিরবিরহানলে দহ্যমান হইয়া বৃদ্ধকালে দেহ বিসর্জ্জন করেন।

রোমকেরা কোরায়োলেনসের প্রতিপ্রয়াণ-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইল। বিটিউরিয়া ও ব্যালিরিয়ার যশোগান সর্ব্বত্র গীয়মান হইতে লাগিল। রোমকেরা কৃতজ্ঞতা-রসে অভিষিক্ত হইয়া ঐ উদারপ্রকৃতি গুণবতী রমণীদ্বয়ের যথেষ্ট সম্মান ও গৌরব করিল। রমণীগণ হইতে রোম রক্ষিত হইয়াছে বলিয়া. ফর্চিউনা মিউলাইব্রিসের মন্দির

প্রতিষ্ঠিত হইল। ব্যালিরিয়া ঐ মন্দিরে প্রধান পুরকর্তা-কর্মের ভার প্রাপ্ত হইলেন। কোরায়োলেনস যে স্থলে মাতৃ-আজ্ঞা-পরাধীন হইয়া সমর হইতে বিরত হন সেই স্থলে ঐ মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়।

পূর্ব্বকবিগণ কোরায়োলেনসের বৃত্তান্ত লইয়া যেরূপ অদ্ভুত বর্ণন করিয়াছেন, এস্থলে তাঁহার বৃত্তান্ত তদনুরূপ বর্ণিত হইল। কবিগণ তাঁহাকে ন্যায়পরায়ণ ও ধার্ম্মিক বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। কোরায়োলেনসের বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে স্পষ্ট বোধ হয়, তাঁহার বৃত্তান্ত রোমীয় ভূতপূর্ব্ব রাজগণের বৃত্তান্তের ন্যায় কেবল কবিগণের কপোলকল্পিত অলীক বাক্য দ্বারা পরিপূর্ণ। অতএব তাঁহার বৃত্তান্ত কোন ক্রমেই যথার্থ ইতিহাসের বিষয় হইতে পারে না।

উপাখ্যানে উল্লিখিত হইয়াছে, কোরায়োলেনস নিজ বাহুবলে কোরাযোলাই নগর বোলসীয়দিগের হস্ত হইতে অধিকার করিয়া লন। কিন্তু যে সময়ে কোরায়োলাই গ্রহণের কথা উপাখ্যানে উল্লিখিত হইয়াছে, সে সময়ে কোরায়োলাই বোলসীয়দিগের হস্তগত ছিল না, ল্যাটিনদিগের অধিকৃত ছিল। এই কালগত বৈলক্ষণ্য দেখিয়া নাইবুর এই সিদ্ধান্ত করেন যে, কোরাযোলেনসের উপাখ্যান পূর্ব্ব পূর্ব্ব গ্রন্থকারদিগের ভ্রমক্রমে এস্থলে আনীত হইয়াছে, বাস্তবিক এ উপাখ্যান এস্থলের নহে। উপাখ্যানে বর্ণিত আছে কেইয়স মার্সস একাকী অসহায় হইয়া বোলসীয় সেনাদিগকে পরাজয় করিয়াছিলেন, তাহাতেই সেনাপতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার কোরায়োলেনস এই উপাধি দেন। কিন্তু কো

কোন গ্রন্থকার উপাখ্যানবর্ণিত ঐ বাক্য অলীক বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়া এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, কেইয়স মার্স স্বরাষ্ট্র হইতে বিবাসিত হইয়া বহুকাল কোরায়োলাই নগরে বাস করিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার কোরায়োলেনস উপাধি হয়। এতদ্ভিন্ন কোরায়োলেনসের বৃত্তান্তের আর আর অংশেও বহু বিসংবাদ আছে। তাঁহার মরণকালের নির্ণয় নাই। কেহ কেহ কহেন কোরায়োলেনস মাতার আজ্ঞায় রোমের আক্রমণে বিরত হইয়া বোলসীয়দিগের দেশে প্রতিনিবৃত্ত হন, প্রতিনিবৃত্ত হইয়া অব্যবহিত পরেই দেহ ত্যাগ করেন। কিন্তু অন্যান্য গ্রন্থকর্ত্তারা বলেন কোরায়োলেনস বোলসীয়-দিগের দেশে বাস করিয়া বৃদ্ধ হইয়া কালধর্ম্ম প্রাপ্ত হন। কোরায়োলেনসের মাতার এবং পত্নীর নাম নানা জন নানা রূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কেহ কেহ কহেন তাঁহার মাতার নাম বলমনিয়া এবং তাঁহার স্ত্রীর নাম বর্জ্জিনিয়া। কিন্তু অনেকে তাঁহার প্রসূতির নাম বিটিউরিয়া এবং পত্নীর নাম বলমনিয়া বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কোরায়োলেনসের উপাখ্যানগত এই সমস্ত মতভেদ ও বিরোধ দেখিয়া স্পষ্ট বোধ হইতেছে, উপাখ্যানে কোরায়োলেনসের যে বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে, তাহা কোরায়োলেনসের প্রকৃত বৃত্তান্ত নহে, প্রকৃত বৃত্তান্ত বিলোপিত হইয়াছে।

বোল্‌সীয়েরা একদা অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। রোমক ও ল্যাটিন জাতীয়েরা উহাদিগের নিকটে পর্য্যুদস্ত হয়। বোল্‌সীয় ও কুইয়ীয়েরা বহু ল্যাটিন নগর অধিকার করিয়া লয়। ঐ সকল নগর বহুকাল উহাদিগের হস্তগত

ছিল। এ সকল অতি প্রামাণিক কথা। কিন্তু বৃথা-গর্ব্ব-বিমোহিত রোমকেরা ঐ সকল সত্য বাক্যের অপলাপ ও গোপন করিয়া বোল্‌সীয় ও ইকুয়ীয়দিগের উপর আপনা-দিগের জয়ের কথাই বহু আড়ম্বর করিয়া উল্লেখ করিয়াছে। বোধ হয়, এতন্মূলকই কোরায়োলেনসের অমূলক অদ্ভুত উপা-খ্যানের উদ্ভব হইয়াছে। রোমকেরা বোল্‌সীয়দিগের নিকটে যে পরাজয় প্রাপ্ত হয়, তাহারা অহঙ্কার প্রযুক্ত তাহা স্বীকার করিতে না পারিয়া এই উপাখ্যানের সৃষ্টি করে যে, কোরায়ো-লেনস সেনাপতি হওয়াতেই বোল্‌সীয়েরা জয়ী হয় এবং কোরায়োলেনস সেনাপতিপদ পরিত্যাগ করিলে উহারা রণস্থল হইতে প্রস্থান করে। রোমকেরা অতি মহৎ ছিল বটে, কিন্তু বৃথাভিমানদ্বারা নিতান্ত অভিভূত ছিল। তাহারা অভিমানী বলিয়াই পরের নিকটে আপনাদিগের পরাভবের কথা স্বীকার করিতে পারিত না। রোমকেরা অনেকবার অনেকের নিকটে পরাজিত হয়, কিন্তু গর্ব্ব প্রযুক্ত সে সকল কথা স্বীকার করে নাই। রোমকদিগের অতি প্রাচীনকালের যে সকল অলীক ও অদ্ভুত উপাখ্যান দেখিতে পাওয়া যায়, উহাদিগের বৃথা গর্ব্বই তাহার অধিকাংশের মূলস্বরূপ।

কেহ কেহ কহেন কোরায়োলেনস চলিয়া গেলে বোল্‌-সীয় ও ইকুয়ীয় এই উভয় জাতি একবাক্য হইয়া রোমক-দিগের সহিত যুদ্ধ করিতে আইসে। কিন্তু ইকুয়ীয়েরা এটিয়স টলিয়সকে সেনাপতি বলিয়া স্বীকার করিতে সম্মত না হওয়াতে ঐ উভয় জাতির পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হয় তাহাতেই রোমকেরা নিস্তার পায়।

দ্বাদশ অধ্যায়।

স্পিউরিয়স কেসিয়স এবং তৎকৃত ভূমিবিভাগবিধি প্রস্তাব।

অধুনা যে মহাত্মার বৃত্তান্ত বর্ণিত হইতেছে, তাঁহার নাম স্পিউরিয়স কেসিয়স। স্পিউরিয়স কেসিয়স জন্মপরিগ্রহ-দ্বারা পেট্রিসীয় বংশ অলঙ্কৃত করেন। কোন কবি তাঁহার বৃত্তান্ত লইয়া স্বকপোলকল্পিত অলীক বাক্যদ্বারা অদ্ভুত বর্ণন করেন নাই। অতএব তাঁহার বৃত্তান্ত কোরায়োলেনসের বৃত্তান্তের ন্যায় অদ্ভুত, অশ্রদ্ধেয় ও মিথ্যাদোষে দূষিত নহে। স্পিউরিয়স কেসিয়স অতি মহানুভব ছিলেন। তৎকৃত কার্য্যদ্বারা তাঁহার মহানুভাবতার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। তিনি তিনবার কন্সলপদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় বার কন্সলপদে অধিষ্ঠিত হইয়া ল্যাটিনদিগের সহিত সন্ধিবন্ধন করেন এবং তৃতীয় বার কন্সলপদস্থ হইয়া হর্নি-সীয় জাতির সহিত সন্ধি ও ভূমিবিভাগবিধির প্রথম প্রস্তাব করেন। এই তিনটি কার্য্য দ্বারা রোমের ভাবী মহত্ত্বলাভের সোপান প্রস্তুত হয়। কিন্তু কেইয়সকৃত ভূমিবিভাগবিধি তদানীন্তন পেট্রিসীয়দিগের অনভিমত ও স্বার্থবিঘাতক হও-য়াতে তাহারা প্রবল বিপক্ষ হইয়া মিথ্যাপবাদ দ্বারা তাঁহার প্রাণদণ্ড করে। কেসিয়স দ্বিতীয়বার কন্সলপদে অধিরূঢ় হইয়া ল্যাটিনদিগের সহিত যে সন্ধি করেন, তাহার বিষয় সবিস্তর উল্লিখিত হইতেছে।

ল্যাটিনজাতীয়েরা টার্কুইনিয়স সুপর্ব্বসের প্রতাপে নত হইয়া রোমের পরাধীন হইয়াছিল। সাধারণতন্ত্র আরম্ভ হইলেও তাহারা একবৎসরকাল পূর্ব্ববৎ অধীন ছিল। অনন্তর তাহারা রোমের অধীনতানিগড় ভগ্ন করিয়া টার্কুইনিয়সের প্রলোভনবাক্যে প্রলোভিত হইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হয় এবং রোমের বিপক্ষ হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। রোমকেরা ঐ যুদ্ধে তাহাদিগকে পরাভূত করিয়াও পূর্ব্বের ন্যায় অধীনতা স্বীকার করাইতে পারে নাই। তাহারা তদবধি স্বাধীন হয়। পরে যে সময়ে প্লিবীয়েরা বিদ্রোহী হইয়া রোমনগর পরিত্যাগ করিয়া গমন করে, সেই সময়ে স্পিউরিয়স কেসিয়স ল্যাটিনদিগের সহিত নিম্নপ্রদর্শিত প্রকারে সন্ধি সংস্থাপন করেন।

স্পিউরিয়স কেসিয়স রোমকদিগের প্রতিনিধি হইয় ল্যাটিনজাতির সহিত সন্ধি করেন। সন্ধিকালে যে সকল নিয় হয় সে নিয়ম এই, রোম ও ল্যাটিন এই উভয় জাতি পূর্ব্ববৈ বিস্মরণপূর্ব্বক সদ্ভাবসম্পন্ন হইয়া অদ্যাবধি পরস্পরকে মিত্র জ্ঞান করিবেন; এক জাতি অপর জাতির বিপক্ষ হইয় কোনক্রমে সমরানল প্রজ্বলিত করিতে পারিবেন না; এ জাতির শত্রুসঙ্কট উপস্থিত হইলে পর অপর জাতিকে অক পট হৃদয়ে সাধ্যানুসারে তাহার সহায়তা করিতে হইবে পরস্পর পরস্পরের বিরোধীদিগকে স্বরাষ্ট্রমধ্যে গমনের প দিতে পারিবেন না; যখন যুদ্ধস্থলে গমন আবশ্যক হইবে তখন উভয় জাতি একবাক্য হইয়া উভয়জাতীয় সৈনিকগণে যুদ্ধে লইয়া যাইবেন, কিন্তু একজাতীয় প্রধান পুরুষেরা চি

কাল সেনাপতি না হইয়া উভয়জাতীয় প্রধান পুরুষেরা পর্য্যায়ক্রমে সৈনাপত্য গ্রহণ করিবেন; যুদ্ধস্থলে যে সমস্ত বস্তু লব্ধ হইবে, উভয় জাতি তৎসমুদায় সমান ভাগ করিয়া লইবেন; কোন বিষয় লইয়া অথবা অন্য কোন কারণ বশতঃ যদি উভয়জাতীয় প্রজাগণের পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে যে দেশে সেই বিবাদাস্পদ বস্তু থাকিবে কিম্বা বিবাদের কারণ সংঘটন হইবে, তত্রত্য ধর্ম্মাধিকারে নিযুক্ত লোকেরা দশ দিবসের মধ্যে সেই বিবাদের নিষ্পত্তি করিয়া দিবেন; এই সন্ধির কোন অংশের বা কোন প্রকরণের পরিবর্ত্ত করিবার আবশ্যকতা হইলে উভয় জাতির সম্মতি ব্যতিরেকে তাহা সম্পাদিত হইতে পারিবে না; ঐ স্বর্গ এই মর্ত্ত্য যাবৎ উর্দ্ধাধোভাবে অবস্থান করিবে, তাবৎ রোম ও ল্যাটিন এই উভয় জাতির প্রণয়কৃত এই সন্ধি দেদীপ্যমান থাকিবে। এইরূপে সন্ধির যাবতীয় নিয়ম নির্দ্ধারিত করিয়া উভয়জাতীয় প্রতিনিধিগণ শপথপূর্ব্বক সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করেন।

ল্যাটিন-জাতীয়েরা রোমকদিগের নিকটে পর্য্যুদস্ত ছিল, কিন্তু স্পিউরিয়স কেসিয়সের সহিত যে সময়ে সন্ধি হয়, তখন তাহারা রোমকদিগের সমকক্ষ হইয়া সন্ধিবিধান করে, ইহার কারণ কি? আর রোমকেরাই বা তাহাতে সম্মত হইল কেন? অনেকের মনে এরূপ সংশয় জন্মিতে পারে। সেই সন্দেহ ভঞ্জনের নিমিত্ত কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতেছে। প্রথম কারণ এই, প্লিবীয়েরা পেট্রিসীয়দিগের উপর রাগ করিয়া রোম পরিত্যাগ করিলে পেট্রিসীয়েরা এই বিবেচনা করিল প্লিবীয়েরা আমাদিগের অন্তঃশত্রু, প্রিয়বচনদ্বারা উহা-

দিগের অহঙ্কার বর্দ্ধন করা যুক্তিসিদ্ধ নহে, যে কোন রূপে উহাদিগকে দমন করিয়া রাখাই আবশ্যক, এসময়ে ল্যাটিন-দিগের সাহায্য গ্রহণ করিলে উহাদিগকে অনায়াসেই দমন করিয়া রাখা যাইতে পারে। এই ভাবিয়া পেট্রিশীয়েরা ল্যাটিনদিগের সাহায্য প্রার্থনা করে। ঐ উপলক্ষেই ল্যাটিন-দিগের সহিত সন্ধি হয়। ল্যাটিনেরাও ঐ সুযোগে রোমক-দিগের প্রতিযোগী হইয়া সন্ধিবিধান করে। প্লিবীয়েরা ঐ সন্ধিবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ভয়প্রযুক্ত আন্তরিক না করিয়া আপনা-দিগের কাঙ্ক্ষিত বিষয়ের কিয়দংশমাত্র অধিগত হইয়া রোমে প্রত্যাগত হয়। দ্বিতীয় কারণ এই, বোল্‌সীয় ও ইকুয়ীয় জাতীয়েরা তৎকালে অতিশয় প্রদৃপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। রোমক ও ল্যাটিন জাতীয়েরা উহাদিগের প্রতিদিবসোপচীয়-মান প্রভাব দর্শন করিয়া আক্রমণশঙ্কায় সাতিশয় শঙ্কিত হয়, শঙ্কিত হইয়াই পরস্পর সম্মতিক্রমে পূর্ব্বোক্ত সন্ধি বিধান করে।

ইহার সাত বৎসর পরে স্পিউরিয়স কেসিয়স তৃতীয়বার কন্সলপদে অধিষ্ঠিত হইয়া হর্নিসীয় জাতির সহিত সন্ধি বন্ধ করেন। ঐ সন্ধি আর ল্যাটিনদিগের সহিত কৃত সন্ধি উভ-য়ই একরূপ নিয়মে নিবদ্ধ হয়। উভয় সন্ধির নিয়মগত কোন বৈলক্ষণ্য ছিল না। হর্নিসীয়েরা সেবাইনীয় জাতীয় লোক। উহারা টার্কুইনিয়সের রাজত্বসময়ে নামমাত্রে রোমের মিত্র বলিয়া পরিগণিত ছিল। বাস্তবিক ল্যাটিনদিগের ন্যায় রোমের অধীন ছিল। সাধারণতন্ত্র আরম্ভ হইলে উহারা ল্যাটিনদিগের ন্যায় স্বাধীনতা লাভ করে। উহাদিগের দে

কুরীয় ও বোল্‌সীয় এই উভয় প্রবল শত্রুর মধ্যবর্ত্তী হওয়াতে
হারা শত্রুর উপদ্রবে অতিশয় বিব্রত হইয়াছিল। অতএব
সেই ভয়ঙ্কর শত্রুদ্বয়ের হস্ত হইতে নিস্তার পাইবার আশায়
হারা স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া রোমকদিগের সহিত সন্ধি করিবার
অভিলাষ করে। রোমকেরাও উহাদিগকে স্বতঃপ্রবৃত্ত দেখিয়া
মুৎসুকচিত্তে সন্ধিবিধানে প্রবৃত্ত হয়। রোমকদিগের প্রবৃ-
ত্তির কারণ এই, তাহারা বিবেচনা করিল বোল্‌সীয়দিগকে
রাম আক্রমণ করিতে হইলে হর্নিসীয়দিগকে পশ্চাতে রাখিয়া
াসিতে হইবে; হর্নিসীয়দিগের মধ্যে অনেক সাহসী বীর-
ষ আছে; অতএব তাদৃশ পরাক্রমশালী প্রবল শত্রুদিগকে
দেশে রাখিয়া আসিতে হইলে বোলসীয়েরা সহসা রোম
াক্রমণ করিতে সাহসী হইবে না। এই বিবেচনা করিয়া
ামকেরা হর্নিসীয়দিগের অভিলাষানুরূপ সন্ধি বিধান করে।
ষ্টের পূর্ব্ব ৪৮৬ অব্দে ঐ সন্ধি হয়।

স্পিউরিয়স কেসিয়স নিজ প্রযত্নদ্বারা পূর্ব্বোদিত সন্ধিদ্বয়
ধান করিয়া রোমের মহৎ ইষ্ট সম্পাদন করেন। পূর্ব্বে
াটিন ও হর্নিসীয়দিগের সহিত সৌহৃদ্য থাকাতে টার্কু-
িনিয়স সুপর্ব্বসের অধিকার কালে রোমের প্রতাপ অতি
সহ ও রোমের অধিকার বহুদূর বিস্তৃত হইয়াছিল। টার্কু-
িনিয়স স্বরাষ্ট্র হইতে বিবাসিত হইলে পর ল্যাটিন ও হর্নিসীয়
গর সহিত বিচ্ছেদ হওয়াতে রোমের পূর্ব্ব প্রভাবের
নক হ্রাস হয় এবং রোমের পূর্ব্বাধিকৃত প্রদেশ সকলও
ম ক্রমে হস্তান্তর হইয়া যায়। স্পিউরিয়স কেসিয়স উক্ত
য় জাতির সহিত সন্ধি বিধান করিয়া পুনর্ব্বার রোমের

ভাবী মহত্বলাভের বীজ বপন করিয়া যান। বিশেষতঃ কেসি-য়স উচিত অবসরেই সন্ধি বিধান করিয়াছিলেন। বোলসীয়েরা যে সময়ে ল্যাটিয়ম আক্রমণ করে, তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বেই ল্যাটিনদিগের সহিত সন্ধি হইয়াছিল। তাদৃশ আসন্নকালে সন্ধি করিতে না পারিলে রোমের পক্ষে অতিশয় অমঙ্গল ঘটিত সন্দেহ নাই। বোলসীয়েরা ল্যাটিয়ম আক্রমণ করিলে ল্যাটিন-জাতীয়েরা প্রথমতঃ দুই এক যুদ্ধে শত্রুর বল বীর্য্য পরীক্ষা করিয়া রণভরসহনে সমর্থ না হইলে অগত্যা শরণা-গত হইয়া শত্রুর সহিত সন্ধি করিত। পশ্চাৎ ল্যাটিন ও বোলসীয় উভয় জাতি মিলিত হইয়া রোম আক্রমণ করিতে যাইত, তাহা হইলে রোমকদিগের যুগপৎ সকলদিক্ রক্ষা করা ভার হইয়া উঠিত।

স্পিউরিয়স কেসিয়স হর্নিসীয় জাতির সহিত মৈত্রী করি[য়া] রোমনগরের উন্নতিকল্পে মনোনিবেশ করিলেন। যে রাজ্যে[র] সমস্ত প্রজাগণ অন্নবস্ত্রাদি আবশ্যক দ্রব্যজাত পর্য্যাপ্ত পরি-মাণে প্রাপ্ত হইয়া সুখস্বচ্ছন্দে কালহরণ করে, সেই রাজ্যের উত্তরোত্তর উন্নতি ও সৌভাগ্য বৃদ্ধি হইয়া থাকে। আ[র] যে রাজ্যে অধিকাংশ লোক দুঃখী, কতিপয় ব্যক্তিমাত্র ধ[ন-] বান্, সে রাজ্যের সৌভাগ্য বৃদ্ধির আশা করা বিফ[ল।] স্পিউরিয়স কেসিয়সের সময়ে প্লিবীয়দিগের মধ্যে অধিকা[ংশ] লোকই দরিদ্র ছিল, এরূপ দরিদ্র ছিল যে, তাহাদিগের ক[থ-] ঞ্চিৎ দিনপাত করা ভার হইত। তাদৃশ নিঃস্বভাবা[পন্ন] প্লিবীয়দিগের দুঃখ দূর করিয়া রাজ্যের মহোন্নতি সম্প[াদন] করিবেন বলিয়া কেসিয়স সবিশেষ যত্নবান্ হইলেন। যে স

সাধারণ ভূমি পেট্রিসীয়দিগের হস্তগত ছিল, কেসিয়স তৎসমুদায় ভূমি ভূমিসম্পর্কশূন্য দরিদ্র প্লিবীয়দিগকে বিভাগ করিয়া দিবার উদ্দেশে এক নূতন নিয়ম নিবদ্ধ করিবার প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু পেট্রিসীয়েরা তৎকৃত প্রস্তাবে অনুমোদন করিল না, প্রত্যুত অত্যন্ত বিপক্ষ হইয়া উঠিল। তাহাদিগের বিপক্ষতাচরণের কারণ এই, কেসিয়সের প্রস্তাবিত নিয়ম প্রচলিত হইলে প্রথমতঃ তাহাদিগের স্বার্থহানি হইবার সম্ভাবনা। দ্বিতীয়তঃ, কেসিয়স পেট্রিসীয়বংশীয় ছিলেন; পেট্রিসীয় হইয়া তিনি যে পেট্রিসীয় দলের চির শত্রু প্লিবীয়দিগের হিতসাধনে যত্নবান্ হন, ইহা তাহাদিগের অত্যন্ত অসহ্য হইয়াছিল। পেট্রিসীয়েরা বিপক্ষ হইতেই পারে; কারণ তাহারা প্লিবীয়দিগের চিরবিরোধী; শত্রুর শ্রেয়ঃসাধনের উপক্রম দেখিলে লোকে যে প্রাণপণে ক্রতাসাধনে প্রবৃত্ত হয়, তাহা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। ন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, কেসিয়স যাহাদিগের হিতসাধনার্থ দ্যুক্ত হইয়াছিলেন, সেই প্লিবীয়েরাই তাঁহার প্রতি সমুচিত াদর প্রদর্শন ও সাহায্য দান করে নাই। বোধ হয়, কেসিয়স াটিন ও হর্নিসীয়দিগকে সাধারণ ভূমির অংশ প্রদান করিবার ংকল্প করিয়াছিলেন, তাহাতেই প্লিবীয়েরা তাঁহার উপরে বিরক্ত ইয়া সমুচিত সাহায্য দানে উন্মুখ হয় নাই।

স্পিউরিয়স কেসিয়স রাজা হইলে তিনি ভূতপূর্ব্ব রাজগণের ায় অনায়াসেই আত্মকৃত ভূমিবিভাগবিধি প্রচারিত করিতে ারিতেন। তিনি রাজা ছিলেন না। সুতরাং তাঁহাকে পরতন্ত্র ইয়া কার্য্য করিতে হইত। তাঁহার সহকর্ম্মা দ্বিতীয় কন্সল াকিউলস বির্জ্জিনিয়স পেট্রিসীয়দিগের সহায়তাক্রমে অত্যন্ত

বিপক্ষতাচরণ করিয়া তাঁহাকে কৃতকার্য্য হইতে দিলেন না। প্রত্যুত তাঁহার উদার আশয়ের উপর অলীক দোষোপন্যাস করিয়া তাঁহার শারদীয়-শশাঙ্কতুল্য সুবিমল যশোরাশি কলঙ্কিত করিয়া দিলেন। প্রকিউলস বর্জ্জিনিয়স এবং পেট্রিসায়েরা রাগ-দ্বেষ-বর্জ্জিত হইয়া অপক্ষপাতচিত্তে যদি বিবেচনা করিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা কখনই কেসিয়সের প্রতি তাদৃশ দুর্ব্ব্যবহার করিতেন না। স্বার্থহানি-সম্ভাবনা দেখিয়া তাঁহাদিগের অন্তঃকরণ নিতান্ত কোপকলুষিত হইয়াছিল। সদসদ্বিবেচনা তৎকালে তাঁহাদিগের অন্তঃকরণে স্থান প্রাপ্ত হয় নাই। এই নিমিত্ত তাঁহারা কেসিয়সের প্রতি অতি অসদ্ব্যবহার করেন। বাস্তবিক কেসিয়স কোন ক্রমেই তাঁহাদিগের ক্রোধের পাত্র নহেন। তিনি ন্যায়ানুগত কার্য্য সাধনেই উদ্যত হইয়াছিলেন। যাহারা প্রাণব্যয় স্বীকার করিয়া অতিকষ্টে যে বিষয় অর্জ্জন করে, তাহাদিগকে সে বিষয়ের অংশ দিবার চেষ্টা করা কোন রূপে অন্যায় নহে। প্লিবীয়দিগের প্রযত্নে যে বিষয় অর্জ্জিত হয়, তাহাদিগকে সেই বিষয় বিভাগ করিয়া দেওয়া কোন ক্রমে দূষিত হইতে পারে না। বিশেষতঃ পেট্রিসীযদিগের ধনাগমের বিবিধ উপায় ছিল অতএব কেসিয়সকৃত ভূমিবিভাগবিধি দ্বারা তাহাদিগের সবিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা ছিল না। পক্ষান্তরে প্লিবীয়েরা যে প্রকার দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছিল, তাহাদিগের দৈন্যদশা-বিমোচনে কোন সদুপায় না করিলে তাহারা ক্রমশঃ উচ্ছেদ প্রাপ্ত হইয়া যাইত।

পেট্রিসীয়েরা স্পিউরিয়স কেসিয়সের প্রতি প্লিবীয়দিগের দ্বেষভাব জন্মাইবার নিমিত্ত এই রব তুলিয়া দিল যে, স্পিউরি

কেসিয়সের মনে মনে কোন অভীষ্ট আছে, ল্যাটিন ও হর্নিসীয়দিগের সহায়তা দ্বারা সেই অভীষ্ট লাভের আশয়ে তিনি তাহাদিগের চিত্তসন্তোষ জন্মাইবার জন্য রোমের চিরন্তন প্রাধান্য ও মহত্ত্ব বিলোপিত করিয়াও তাহাদিগের ইচ্ছানুরূপ সন্ধি বিধান করিয়াছেন। তিনি ল্যাটিন ও হর্নিসীয়দিগের সহিত যেরূপে সন্ধি করিয়াছেন, রোমকেরা কখন কাহারও সহিত সেরূপে সন্ধি করে নাই। সন্ধিকালে চিরকাল রোমকদিগের প্রাধান্য থাকে। রোমকেরা কখন কাহারও সমকক্ষ হইয়া সন্ধি করে না। স্পিউরিয়স কেসিয়স কেবল স্বার্থসাধনের নিমিত্তই লঘুতা স্বীকার করিয়া সন্ধি করিয়াছেন। এই কথা শুনিয়া প্লিবীয়েরা, স্পিউরিয়স কেসিয়স হইতে যথার্থই রোমের মানের লাঘব হইয়াছে ভাবিয়া, তাঁহার উপর বিরক্ত হইল। কিন্তু তৎকৃত-ভূমিবিভাগবিষয়ক প্রস্তাব আপনাদিগের স্বার্থসাধক ও মহোপকারক জ্ঞান হওয়াতে ঐ বিষয় বিধিবদ্ধ করাইবার নিমিত্ত নির্ব্বন্ধাতিশয় প্রদর্শন করিতে লাগিল। পেট্রিসীয়েরা প্লিবীয়দিগের নির্ব্বন্ধ উল্লঙ্ঘনে অসমর্থ হইয়া উহাদিগের প্রার্থিত বিষয় তৎকালে অগত্যা বিধিবদ্ধ করিল; কিন্তু কিরূপে ঐ নিয়ম রহিত করিবে তাহার সুযোগ দেখিতে লাগিল।

বৎসর পূর্ণ হইলে স্পিউরিয়স কেসিয়স এবং তাঁহার সহযোগী প্রকিউলস বর্জ্জিনিয়স কন্সলপদ পরিত্যাগ করিলেন। সর্ব্বিয়স কর্নিলিয়স এবং কুইণ্টস ফেবিয়স নূতন কন্সল হইলেন। পেট্রিসীয়েরা বৈরনির্যাতনের প্রকৃত সময় উপস্থিত জানিয়া স্পিউরিয়স কেসিয়সের প্রাণসংহারে উদ্যত হইল। কন্সল কুইণ্টস ফেবিয়সের ভ্রাতা কিসো ফেবিয়স এবং লুসিয়স ব্যালি-

রিয়স পেট্রিসীয়দিগের পরামর্শানুসারে পেট্রিসীয় সভায় স্পিউ-রিয়স কেসিয়সের নামে এই বলিয়া অভিযোগ করিল যে, স্পিউ-রিয়স কেসিয়স রাজা হইবার চেষ্টা করিতেছেন। পেট্রি-সীয়েরা সকলেই তাঁহার বিপক্ষ। বিপক্ষসন্নিধানে তাঁহার নির্দ্দোষতা সপ্রমাণ হওয়া কোন ক্রমে সম্ভাবিত নহে। অতএব পেট্রিসীয়দিগের সভার বিচারে তিনি দোষী হইলেন। তাঁহার প্রাণদণ্ডের অনুমতি হইল। রোম-প্রচলিত-ব্যবহারানুসারে ঘাতকেরা প্রথমে তাঁহাকে বেত্রাঘাত করিয়া পশ্চাৎ মস্তকচ্ছেদন করিল। অনন্তর পেট্রিসীয় সভার অনুমতি-ক্রমে তাঁহার বাসগৃহ ভূমিসাৎ হইল। মহাত্মা স্পিউরিয়স কেসিয়স পেট্রিসীয়দিগের চক্রে পতিত হইয়া খৃষ্টের পূর্ব্বে ৪৮৫ অব্দে এইরূপে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন।

স্পিউরিয়স কেসিয়স অতিশয় ক্ষমতাবান্ এবং মহাত্মা ছিলেন সন্দেহ নাই। তিনি তিনবার কন্সলপদ প্রাপ্ত হন; তিনবার যুদ্ধে জয়ী হইয়া জয়মহোৎসব দ্বারা সভাজিত হন; এবং ল্যাটিন ও হর্নিসীয়দিগের সহিত সন্ধি বিধান করিয়া রোমের ভাবী মহত্ত্ব লাভের বীজ বপন করিয়া যান। তাঁহার দয়া ও ন্যায়পরতা গুণের প্রশংসা করিয়া শেষ করিতে পারা যায় না। তিনি কায়মনোবাক্যে স্বদেশের হিতসাধনে সদা ব্যাপ্রিয়মাণ ছিলেন। অন্য কথা কি, তিনি প্লিবীয়দিগের হিতার্থ স্বয়ং প্রাণ দান করেন। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই, তাঁহার অকৃতজ্ঞ দেশীয় লোকেরা তাঁহার অলোকসাধারণ বিমলগুণাবলীর সমুচিত সমাদর ও গৌরব না করিয়া অতিশয় নৃশংস ব্যবহার করে।

স্বার্থপরায়ণ পেট্রিসীয়েরা চক্রান্তদ্বারা স্পিউরিয়স কেসিয়সের প্রাণবধ করিয়া আপাততঃ কিয়ৎকাল তৎকৃত-ভূমিবিভাগবিধি-প্রচারণের বিঘ্ন জন্মাইল। কিন্তু ঐ বিধির ফলোপধায়কতার বিষয় ট্রিবিউনদিগের বোধগম্য হওয়াতে তাহারা উহার প্রচারণ-বিষয়ে সবিশেষ যত্নবান্ হইল এবং বারংবার উহার প্রচারণের প্রার্থনা করিতে লাগিল। খৃষ্টের পূর্ব্ব ৪৮১ অব্দে আইসিলিয়স নামে ট্রিবিউন ঐ বিষয়ের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ট্রিবিউন জেনিউসিয়স ৪৭৩ অব্দে ঐ বিষয়ের চেষ্টা করাতে তিনি প্রাণে নিহত হন। যাহা হউক, পেট্রিসীয়েরা লোভ প্রযুক্ত প্রতিবন্ধকতাচরণের বহু আয়াস পাইয়াও শেষরক্ষা করিতে পারে নাই। প্লিবীয়দিগের দৃঢ়তর প্রযত্ন দ্বারা শেষে কেসিয়সকৃত ভূমিবিভাগবিধি রোমে প্রচলিত হইয়াছিল। কেসিয়সকৃত ভূমিবিভাগবিধি লইয়া পেট্রিসীয় ও প্লিবীয় এই উভয় দলের যে বিষম বিসংবাদ উপস্থিত হয়, পর পরিচ্ছেদে তাহার সবিস্তর উল্লেখ করা যাইতেছে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

কেসিয়সকৃত ভূমিবিভাগবিধি লইয়া পেট্রিসীয় ও প্লিবীয় দলের পরস্পর বিরোধ। ফেবীয় বংশ। পব্লিলিয়স বলিরো।

স্পিউরিয়স কেসিয়সের মৃত্যুর পর পেট্রিসীয়েরা পুনরায় প্লিবীয়দিগের উপর অতিশয় অত্যাচার আরম্ভ করিল। তাহারা কেসিয়সকৃত ভূমিবিভাগবিধি প্রচারিত করিব বলিয়া পূর্ব্বে

অঙ্গীকার করিয়াছিল; কিন্তু এক্ষণে তাহাদিগের প্রবল শত্রু নিহত হওয়াতে ঐ নিয়ম একবারে রহিত করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইল। যে বিষয় পেট্রিসীয়দিগের সম্মতিক্রমে একবার বিধিবদ্ধ হয়, সেই বিষয় রহিত করা অনায়াসসাধ্য নহে। সে বিষয় রহিত করিবার কথা সহসা তুলিতে গেলে তুমুল কাণ্ড উপস্থিত হয়, এই ভয়ে ধূর্ত্ততর পেট্রিসীয়েরা কেসিয়সকৃত ভূমিবিভাগ-বিধি রহিত করিবার কথা স্পষ্টাভিধানে উল্লেখ না করিয়া কৌশলক্রমে ঐ বিষয় রহিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কন্সল-নিয়োগবিষয়ক পূর্ব্বপ্রথার পরিবর্ত্তন ব্যতিরেকে ঐ বিষয় রহিত করিবার সদুপায় হইতে পারে না, এই বিবেচনা করিয়া তাহারা পূর্ব্বনিয়ম পরিবর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইল। পূর্ব্বে এই নিয়ম ছিল, পেট্রিসীয়েরা কন্সলপদ প্রাপ্ত হইত, কিন্তু প্লিবীয়েরা কন্সল মনোনীত করিত। পেট্রিসীয়েরা ঐ নিয়ম পরিবর্ত্তিত করিয়া এই নিয়ম করিল যে, অদ্যাবধি পেট্রিসীয়েরা কন্সল মনোনীত করিবে। এরূপ নিয়ম নির্দ্ধারিত করিবার তাৎপর্য্য এই, পেট্রিসীয়দিগের মনোমত লোক কন্সলপদে অধিরূঢ় হইলে তিনি অবশ্যই পেট্রিসীয়দলের হিতান্বেষণে প্রবৃত্ত হইবেন, অতএব তাঁহার নিকটে পেট্রিসীয়দলের স্বার্থবিরোধী প্লিবীয়দিগের কোন আবেদন উপস্থিত হইলে গ্রাহ্য হইবে না।

পূর্ব্বোদিত নূতন নিয়ম নির্দ্ধারিত হইলে পর কেসিয়সের প্রধানবিপক্ষ কিসো ফেবিয়স এবং লুসিয়স ইমিলিয়স তদনুসারে কন্সলপদে অভিষিক্ত হইলেন। প্লিবীয়েরা নূতন কন্সলদিগের নিকটে কেসিয়সকৃত ভূমিবিভাগবিধি প্রচারণের প্রার্থনা করিল। পেট্রিসীয়দিগের অভিপ্রেত সিদ্ধি করাই কন্সলদিগের উদ্দেশ্য

ছিল। অতএব তাঁহারা প্লিবীয়দিগের প্রার্থিত বিষয় অগ্রাহ্য করিলেন। পর বৎসরও ঐরূপ স্পিউরিয়স কেসিয়সের অপর বিপক্ষ লুসিয়স ব্যালিরিয়স এবং কিসোর ভ্রাতা মার্কস ফেবিয়স কন্সলপদে অধিষ্ঠিত হইলেন।

প্লিবীয়েরা ঋণের জ্বালায় এবং পেট্রিসীয়দিগের অত্যাচারে রোম নগর পরিত্যাগ করিয়া যে সময়ে পবিত্রপর্ব্বতে আশ্রয় গ্রহণ করে, সেই কালে ট্রিবিউন পদের প্রথম সৃষ্টি হয়। কিন্তু ট্রিবিউনেরা এতদিন পর্য্যন্ত স্বপদের মহিমানুরূপ ক্ষমতা প্রকাশ করিবার প্রকৃত অবসর প্রাপ্ত হয় নাই। পেট্রিসীয়েরা কন্সল-নিয়োগবিষয়ক পূর্ব্বতন নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়া প্লিবীয়দিগের উপর অন্যায়াচরণ আরম্ভ করিলে পর ট্রিবিউনেরা স্বপদপ্রভাবে তাহাদিগকে আশ্রয়দান করিতে আরম্ভ করিল। কেইয়স মিনি-য়স নামে ট্রিবিউন পেট্রিসীয়দিগের অত্যাচারগ্রস্ত প্লিবীয়দিগের আশ্রয়দানে প্রথম প্রবৃত্ত হন। পেট্রিসীয়েরা শঠতাপূর্ব্বক কন্সলনিয়োগবিষয়ক পূর্ব্বনিয়ম পরিবর্ত্তিত করাতে প্লিবীয়েরা অভিলষিত কেসিয়সকৃত ভূমিবিভাগবিধি প্রচলিত করিতে সমর্থ হয় নাই। তন্নিবন্ধন তাহারা অতিশয় কুপিত হয়। তাহারা দুইবৎসরকাল ক্রোধবেগ সংবরণ করিয়া রাখিয়াছিল। শেষে অধৈর্য্য হইয়া উঠিল। যুদ্ধকালে কন্সলদ্বয় তাহাদিগকে সমর গমনের আদেশ করিলে তাহারা স্পষ্টাভিধানেই রণপ্রয়াণ অস্বী-কার করিল। কেইয়স মিনিয়স স্বপদপ্রভাবে তাহাদিগকে তৎকালে কুপিত কন্সলদিগের হস্ত হইতে মুক্ত করিলেন; কিন্তু শেষ রক্ষা করিতে পারিলেন না। নগরীর বহির্ভাগে কন্সলদিগের অপরিসীম ক্ষমতা ছিল। কন্সলেরা সেই সুযোগ পাইয়া রাজ-

ধানীর বাহিরে সেনা সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিলেন। প্লিবীয়দলীয় যে সমস্ত লোক কেইয়স মিনিয়সের সাহায্যবলদর্পিত হইয়া কন্সলদিগের আজ্ঞা অবহেলন করিয়াছিল, কন্সলেরা সেই অবাধ্য প্লিবীয়দিগের বাসগৃহ, শস্যসম্পত্তি ও অন্যান্য সঞ্চিত দ্রব্য সামগ্রী বিনাশিত ও ভস্মীভূত করিতে লাগিলেন। দরিদ্র প্লিবীয়েরা চক্ষুর উপর তাদৃশ ক্ষতি সহ্য করিতে না পারিয়া কন্সলদিগের আজ্ঞাবর্ত্তী হইল। কন্সলেরা এইরূপে আবশ্যক সৈন্য সংগ্রহ করিয়া সমরে গমন করিলেন। সুতরাং মিনিয়সের সমুদায় প্রযত্ন বিফল হইল। তাঁহার প্রযত্ন বিফল হইলেও তদ্দ্বারা মহোপকার দর্শিয়াছিল। তিনি প্রথমে যে পথ প্রদর্শন করিয়া যান, সেই পথের পথিক হইয়া ট্রিবিউনদিগের মধ্যে অনেকেই নিরাশ্রয় প্লিবীয়দিগের আশ্রয়দানে উন্মুখ হইয়াছিলেন। আর প্লিবীয়েরাও তাঁহাদিগের অকপট সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া পুনঃ পুনঃ সমরগমন প্রত্যাখ্যান করিয়া শেষে স্বাভিলষিত লাভ দ্বারা চরিতার্থ হইয়াছিল।

কেহ কখন ন্যায্য বিষয় অন্যায়রূপ অবগুণ্ঠনপট দ্বারা আবৃত করিয়া রাখিতে পারে না। প্লিবীয়েরা যে বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, সে অতি ন্যায্য বিষয়। পেট্রিসীয়েরা কেবল অন্যায় করিয়া তাহাদিগকে সেই বিষয় হইতে বঞ্চিত করিতে উদ্যুক্ত হইয়াছিল। অতএব পেট্রিসীয়দিগের মনস্কামনা সিদ্ধ হওয়া কোন ক্রমে সম্ভাবিত নহে। কেইয়স মিনিয়সের উদ্যোগ নিরর্থক হইলেও তদবধি প্লিবীয়দিগের স্বার্থসাধনবিষয়ে বিজাতীয় ঔৎসুক্য জন্মিল। পর বৎসর কন্সলনিয়োগের সময় উপস্থিত হইলে প্লিবীয়েরা সাহসী হইয়া কন্সলনিয়োগবিষয়ক পূর্ব্বপ্রথা

পুনঃ প্রবর্ত্তিত করিবার নিমিত্ত অতিমাত্র যত্নবান্ হইল। তন্নিবন্ধন পেট্রিসীয়দিগের সহিত ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হয়। পেট্রিসীয়েরা বহু বিবাদের পর প্লিবীয়পক্ষে পক্ষপাতী পেট্রিসীয়-বংশীয় এক ব্যক্তিকে কন্সলপদে মনোনীত করিয়া তাহাদিগকে কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা করিল। সে বৎসর এইরূপে অতীত হইল।

নূতন বৎসর আরম্ভ হইলে কন্সলনিয়োগের সময়ে প্লিবীয়েরা পুনর্ব্বার বিবাদে প্রবৃত্ত হইল। বহু বাদবিতণ্ডার পর উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে এই স্থির হইল, অতঃপর যে দুই ব্যক্তি কন্সলপদে নিয়োজিত হইবে, তাহার অন্যতর এক ব্যক্তিকে পেট্রিসীয়সভার সভ্যগণ মনোনীত করিবেন, আর এক ব্যক্তি পেট্রিসীয় ও প্লিবীয় এই উভয়দলসাধারণী সভা হইতে মনোনীত হইবে। এই নিয়ম দ্বারা প্লিবীয়দিগের পক্ষে সবিশেষ উপকার দর্শে নাই; কারণ পেট্রিসীয় ও প্লিবীয় উভয়দলসাধারণী সভায় পেট্রিসীয়দিগের পক্ষ লোকই অধিক ছিল। তাহারা কন্সলনিয়োগকালে পেট্রিসীয়পক্ষপাতী লোকের দিকে মত প্রদান করাতে পেট্রিসীয়দিগের মনোমত লোকই কন্সলপদে অধিরূঢ় হইতে লাগিল। তাহাতে প্লিবীয়দিগের অভীষ্টলাভের সম্ভাবনা ছিল না। যাহা হউক, পূর্ব্বনিয়মের পরিবর্ত্ত হওয়াতে প্লিবীয়েরা আপনাদিগকে জয়ী বোধ করিয়া সাতিশয় উল্লাসিত হইল। নূতন-নিয়মানুসারে কিসো ফেবিয়স পেট্রিসীয়সভায় মনোনীত হইয়া পুনর্ব্বার কন্সলপদে অধিরূঢ় হইলেন এবং পেট্রিসীয় ও প্লিবীয় উভয়দলসাধারণী সভায় মনোনীত হইয়া স্পিউরিয়স ফিউরিয়স দ্বিতীয় কন্সলপদ প্রাপ্ত হইলেন। কন্সল-নিয়োগবিষয়ক নিয়ম পরিবর্ত্তিত হওয়াতে প্লিবীয়েরা কিঞ্চিৎ

শান্ত হয় বটে, কিন্তু পেট্রিসীয়েরা কেসিয়সকৃত-ভূমি-বিভাগবিধি-প্রচারণবিষয়ে বিঘ্ন করাতে তাহাদিগের মনে যে ক্রোধ জন্মে, তাহা দূরীকৃত হয় নাই। ইকুয়ীয় ও বিয়াই দেশীয়দিগের সহিত সংগ্রাম উপস্থিত হইলে পর তাহারা পূর্ব্ববৎ কন্সলদিগের আজ্ঞা অবজ্ঞা করিয়া সমরগমন অস্বীকার করিল। স্পিউরিয়স লিসিনিয়স নামে ট্রিবিউন তাহাদিগের সাহায্যদানে উন্মুখ হইলেন। কিন্তু অপর ট্রিবিউনেরা লোভ প্রযুক্ত কন্সলদিগের সপক্ষতা করাতে তাঁহার সমুদায় প্রয়াস বিফল হইল। কন্সলেরা অনায়াসেই প্রয়োজনানুরূপ সৈন্য সংগ্রহ করিলেন। প্লিবীয়েরা গত্যন্তরবিরহে কন্সলদিগের আজ্ঞাবিধেয় হইয়া সখেদচিত্তে যুদ্ধে গমন করিল। যাহারা কিসো ফেবিয়সের সমভিব্যাহারে গমন করিয়াছিল, তাহারা রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া বিপক্ষদিগকে সম্মুখীন দেখিবামাত্র তৎক্ষণাৎ রণস্থল পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। যুদ্ধ ব্যতিরেকে রণে ভঙ্গ দিয়া তাহাদিগের পলায়ন করিবার কারণ এই, তাহারা পেট্রিসীয়দিগকে বিশেষতঃ কিসো ফেবিয়সকে অত্যন্ত শত্রু জ্ঞান করিত। কিসো ফেবিয়স সমর বিজয়ী হইয়া জয়মহোৎসব দ্বারা সভাজিত হইবেন, ইহা তাহাদিগের নিতান্ত অনভিপ্রেত ছিল। এই হেতু তাহারা যুদ্ধ না করিয়াই রণস্থল হইতে প্রস্থান করিল। কিসো ফেবিয়স বহুতর চেষ্টা পাইয়াও তাহাদিগকে সমরে পুনরানীত করিতে না পারিয়া নিতান্ত অবমানিত ও লজ্জিত হইয়া রোমে প্রত্যাগমন করিলেন।

কিসো ফেবিয়স রণস্থলে নিজসেনাগণের উপেক্ষিত ও অনাদৃত হওয়াতে ফেবীয়বংশীয় তেজস্বী পুরুষদিগের মনোমধ্যে সাতিশয় ঘৃণা জন্মিল। তাঁহারা মনে মনে এই বিবেচনা করি

লেন, যাহাদিগকে লইয়া যুদ্ধ করিতে হইবে তাহারা যদি সেনাপতির প্রতি অনুরক্ত হইয়া আন্তরিক যত্ন ও অনুরাগ সহকারে যুদ্ধ না করে তাহা হইলে তাহাদিগের উপর সৈনাপত্য গ্রহণ করিয়া যুদ্ধে গমন করা বিড়ম্বনামাত্র। এই বিবেচনা করিয়া তাঁহারা প্লিবীয়দিগের সৌনস্যসম্পাদনে যত্নবান্ হইলেন। ফেবীয়বংশ সর্ব্বাংশে সর্ব্বপ্রধান ছিল। খৃষ্টের পূর্ব্ব ৪৭৯ অব্দ অবধি ৪৮৫ অব্দ পর্য্যন্ত এই সাত বৎসর কাল ক্রমিক ঐ বংশের এক এক ব্যক্তি এক এক বর্ষে কন্সলপদে অধিরূঢ় হন। এতদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, ফেবীয়বংশ মানসম্ভ্রমাদি সর্ব্ববিষয়েই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছিল। ফেবীয়বংশীয় প্রধান পুরুষেরা কায়মনোবাক্যে যাবৎ পেট্রিসীয়দিগের অভীষ্টসাধনে প্রবৃত্ত ছিলেন, তাবৎ তাঁহাদিগের উপর প্লিবীয়দিগের বিষদৃষ্টি ছিল। মার্কস ফেবিয়স খৃষ্টের পূর্ব্ব ৪৮০ অব্দে কন্সলপদে অভিষিক্ত হইয়া প্লিবীয়দিগের চিত্তরঞ্জনে প্রবৃত্ত হইলেন। প্লিবীয়েরা তাঁহার সদয় ব্যবহার দর্শনে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত হইল। অতএব বিয়াইদেশীয়দিগের সহিত পুনর্ব্বার সমর সংঘটন হইলে তাহারা সমুৎসুকচিত্তে তাঁহার নিদেশবর্ত্তী হইয়া সমরে গমন করিল এবং রণস্থলে অসীম পরাক্রম প্রকাশ করিল। ঘোরতর সংগ্রামের পর রোমকেরা জয়ী হইল। মার্কস ফেবিয়সের ভ্রাতা ভূতপূর্ব্ব কন্সল কুইণ্টস ফেবিয়স রণস্থলে নিহত হইলেন। সমর অবসিত হইলে পর ফেবীয় বংশীয়েরা বিভাগক্রমে আহত সেনাগণের চিকিৎসা ও শুশ্রূষা কর্ম্মের ভার গ্রহণ করিলেন এবং অপর পেট্রিসীয়দিগকেও তদ্বিষয়ে প্রবর্ত্তিত করিলেন। ফেবীয়বংশীয়দিগের উপরেই অধিক লোকের চিকিৎসা

ও শুশ্রূষার ভার পতিত হয়। তাঁহাদিগের যেরূপ চিত্তের ঔদার্য্য ও অর্থসম্পত্তি, তাঁহারা তদনুরূপ দয়া ও দানশৌণ্ডতা প্রদর্শন করিয়া সেনাগণের স্বাস্থ্য সম্পাদন ও হৃদয়পরিতোষ জন্মাইলেন। প্লিবীয়েরা তাদৃশ উদার ব্যবহার দর্শনে পরম প্রীত হইয়া তাঁহাদিগের একান্ত অনুরক্ত হইল। পর বৎসর পেট্রিসীয়েরা কিসো ফেবিয়সকে পুনর্ব্বার কন্সলপদে অভিষিক্ত করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিলে, তাহারা অতিশয় আনন্দিত হইল।

খৃষ্টের পূর্ব্ব ৪৭৯ অব্দে পেট্রিসীয়েরা কিসো ফেবিয়সকে এবং প্লিবীয়েরা টাইটস বর্জ্জিনিয়সকে কন্সলপদে মনোনীত করিল। কিসো ফেবিয়স তৃতীয়বার কন্সলপদে অধিরূঢ় হইলেন। তিনি কন্সলপদ প্রাপ্ত হইয়াই অনন্যকর্ম্মা হইয়া প্লিবীয়দিগের হিতসাধনে মনোনিবেশ করিলেন। কেসিয়সকৃত ভূমিবিভাগবিধি বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। কিসো ফেবিয়স ঐ বিধি প্রচলিত করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়া মুক্তকণ্ঠে কহিলেন, প্লিবীয়েরা ঘর্ম্মাক্তকলেবর হইয়া স্বশোণিতব্যয়দ্বারা যে সমস্ত জনপদ জয় করে, তাহাদিগকে তত্রত্য ভূমির অংশ প্রদান করা কর্ত্তব্য; অংশ প্রদান না করিলে কেবল অন্যায় ও অত্যাচার করা হয় এবং পক্ষপাতদোষ প্রসক্ত হয়। কাল, অবস্থা ও অন্যান্য কারণ সহকারে মানুষের মতের পরীবর্ত্ত হইয়া থাকে। যে কিসো ফেবিয়সের মুখ হইতে এক্ষণে এবংবিধ উদার বাক্য বিনির্গত হইতেছে, ইনিই কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই বিষয়ের নিমিত্ত মহানুভাব স্পিউরিয়স কেসিয়সের প্রাণবিনাশের প্রধান উদ্‌যোগী ছিলেন। যাহা হউক, পেট্রিসীয়েরা তাঁহার মুখে তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া অবজ্ঞাসহকৃত উপহাস সহকারে কহিল, কিসো

ফবিয়স প্লিবীয়দিগের প্রশংসাবচনদ্বারা অতিশয় বিমোহিত ও নিতান্ত উন্মাদিত হইয়া আত্মবিস্মৃত হইয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার মুখে এই অশ্রুতপূর্ব্ব বাক্য শ্রবণ করা যাইতেছে। কসো ফেবিয়স এইরূপে পেট্রিসীয়দিগের উপহসিত হইয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন, অতঃপর রোমে অবস্থান শ্রেয়স্কর নহে; ইহার পর এস্থানে থাকিতে গেলে পেট্রিসীয়দিগের সহিত সর্ব্বদা বিসংবাদ উপস্থিত হইবে, তাহাতে কেবল উত্তরোত্তর অধিকতর আত্মীয়বিচ্ছেদ হইবার সম্ভাবনা; এই সময়ে ইহার কোন সদুপায় করা কর্ত্তব্য। এই বিবেচনা করিয়া তিনি স্বগোত্রজাত প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগের সহিত রোমপরিত্যাগের পরামর্শ করিলেন। তাঁহারা তাঁহার বাক্যে সম্মত হইলেন। অনন্তর, সকলে একত্র হইয়া পুত্রকলত্রাদির সহিত নগর পরিত্যাগ করিয়া ক্রুমিরানামক নদীতীরে গিয়া বাস করিলেন। যে সকল লোকের সহিত তাঁহাদিগের সবিশেষ আত্মীয়তা ও কুটুম্বিতা ছিল, তাহারাও তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারে গমন করিল। ক্রুমিরা-নদীতীরে তাঁহাদিগের বাস করিবার কারণ এই, তাঁহারা এই বিবেচনা করেন আমরা যদি এই স্থানে আবাস গ্রহণ করি, তাহা হইলে অনায়াসে বিয়াই-দেশীয়দিগের উপর শত্রুতা সাধন করিয়া জন্মভূমির উপকার সম্পাদনে সমর্থ হইব। এই বিবেচনা করিয়া তাঁহারা সেই স্থানে এক অভিনব নগর নিবেশিত করিলেন। ফবীয়-বংশীয়েরা রোম পরিত্যাগ করিয়াও ক্রমাগত দুইবৎসর কাল বিপুলতর প্রয়াস সহকারে শাত্রবগণকে সমরপরাহত, হত, বিধ্বস্ত করিয়া রোমের মহোপকার সম্পাদন করিয়াছিলেন। পরিশেষে তাঁহারা আপনাদিগের অনবধানতাদোষে সবংশে নিহত

হইলেন। প্রত্যবেক্ষী বিপক্ষগণ তাঁহাদিগের আত্মরক্ষণপ্রযত্নে শৈথিল্য দর্শনে প্রোৎসাহিত হইয়া সহসা আক্রমণ পূর্ব্বক ফেবীয় বংশ ধ্বংস করে এবং তাঁহাদিগের বাসভূমি সমভূমি করে।

যেরূপে বিয়াইদেশীয়দিগের সহিত রোমের বিবাদ আরম্ভ হয়, পরিণামে যেরূপে সেই বিবাদের মীমাংসা হয় এবং ফেবীয় বংশীয়েরা যেরূপে নিহত হন, এই সমস্ত বৃত্তান্ত সবিস্তর অবগত হইবার জন্য অনেকের মনে কুতূহল জন্মিতে পারে। অতএব এস্থলে ঐ সকল বিষয়ের ক্রমশঃ উল্লেখ করা যাইতেছে।

ইট্রুরিয়াদেশীয় মহাবল পরাক্রান্ত ভূপতি পর্সেনার সহিত রোমকদিগের যে যুদ্ধ হয়, তাহা শেষ হইলে পর কতিপয় বৎসর রোমক ও ইট্রুরিয় এই উভয় জাতি পরস্পর সদ্ভাবসম্পন্ন ছিল। খৃষ্টের পূর্ব্বে ৪৯২ অব্দে রোমনগরে দুর্ভিক্ষের সাতিশয় প্রাদুর্ভাব হইলে তৎকালে বোল্সীয়দিগের সহিত অত্যন্ত শত্রুতা থাকাতে রোমকেরা টাইবর নদীর বামপার্শ্ব হইতে কণমাত্রও শস্য সংগ্রহ করিতে পারে নাই। কিন্তু ইট্রুরিয়েরা রোমের দুঃখে দুঃখিত হইয়া রোমকদিগকে ইট্রুরিয়াদেশে শস্য ক্রয় করিবার অনুমতি দেয়। সেই শস্য দ্বারা রোমের সবিশেষ আনুকূল্য হইয়াছিল। এইরূপ বন্ধুভাবে নয়বৎসর অতীত হয়। নয়বৎসরের পর ইট্রুরিয়জাতির সহিত রোমকদিগের পুনর্ব্বার বিরোধ উপস্থিত হইল। ইট্রুরিয় যাবতীয় লোক ঐ বিবাদে লিপ্ত হয় নাই। ইট্রুরিয়ার অন্তঃপাতী বিয়াইদেশীয়েরা কেবল ঐ বিবাদ উপস্থিত করে। বিয়াইদেশীয়েরা রোমের অধিকৃত জনপদ আক্রমণ করাতে বিবাদানলের স্ফুলিঙ্গ প্রথম

চলিত হয়। অন্য সময় হইলে ঐ বিবাদ সহজেই প্রশমিত হইত। কিন্তু তৎকালে রোমীয় প্লিবীয়েরা কেসিয়সকৃত ভূমি-বিভাগবিধি প্রচলিত করিবার নিমিত্ত সাতিশয় আগ্রহ করাতে পেট্রিসীয়দিগের সম্পূর্ণ চেষ্টা হইয়াছিল যে, প্লিবীয়দিগকে কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত করিয়া কোন রূপে নিরস্ত করিয়া রাখে। তাহাতেই সমরানল নির্ব্বাণ না হইয়া প্রবল জ্বালা সহকারে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল।

খৃষ্টের পূর্ব্ব ৪৮৩ অব্দে বিয়াইদেশীয়দিগের সহিত রোমের যুদ্ধ আরম্ভ হয়। ঐ যুদ্ধ নয়বৎসর কাল অবিচ্ছেদে চলিয়াছিল। এই ব্যাপক কালের মধ্যে কোন পক্ষেই নিয়ত কাল জয় পরাজয় হয় নাই। অব্যবস্থ জয় পরাজয় দ্বারা নয় বৎসর অতিক্রান্ত হইলে উভয় পক্ষই অবসন্ন ও নিতান্ত শ্রান্ত হইয়া সন্ধিরূপ সলিলসেকদ্বারা সমরানল নির্ব্বাপিত করে। রোমীয় প্রাচীন গ্রন্থকারেরা এই যুদ্ধের যে সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়াছেন তাহাতে সম্যক্ আস্থা হয় না। কেবল এতাবন্মাত্র নিঃসন্দেহ রূপে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে যে, রোমকেরা প্রথমে বিয়াই-দেশীয়দিগের অধিকারমধ্যে নগর নিবেশিত করিয়া কিয়ৎকাল তথায় বাস করিয়াছিল এবং নানাপ্রকার উৎপাত করিয়া বিপক্ষ-গণকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। বিয়াইদেশীয়েরা রোমক-দিগের উপদ্রবে অতিশয় বিব্রত হইয়া অবশেষে অসীম সাহস সহকারে সহসা আক্রমণ করিয়া নবোপনিবেশিত-নগরবাসী রোমকদিগকে নিঃশেষরূপে নিহত করিল এবং উহাদিগের উপনিবেশিত নগর অধিকার করিয়া লইল। বিয়াইদেশীয়েরা এইরূপে রোমকদিগকে পর্য্যুদস্ত করিয়া পরিশেষে উহাদিগের

অধিকারমধ্যে প্রবিষ্ট হইল এবং জেনিকিউলম পর্ব্বতে অবস্থিতি করিয়া রোমকদিগের অধিকৃত প্রদেশ সকল বিলুণ্ঠন করিতে লাগিল। উহারা একবৎসরেরও অধিককাল তথায় বাস করিয়া রোমের বিস্তর ক্ষতি করিয়াছিল। পরিশেষে সমরপরাস্ত হইয়া জেনিকিউলম পর্ব্বত পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বদেশে প্রস্থান করে। ইহারা দুইবৎসর পরে উভয় পক্ষ সম্মত হইয়া চত্বারিংশদ্বর্ষকাল পরিমাণে সন্ধি সংস্থাপিত করিয়া সমর হইতে বিরত হয়।

বিয়াইদেশীয়দিগের সহিত যে সময়ে সংগ্রাম হয়, ইকুয়ীয় ও বোল্‌সীয়েরাও সেই সময়ে রোমের বিপক্ষ হইয়া অস্ত্র গ্রহণ করে। চতুর্দ্দিকে যুগপৎ সংগ্রাম উপস্থিত হওয়াতে রোমকেরা অতিশয় বিব্রত হইয়া পড়ে। রোমে বর্ষে বর্ষে দুই দুই ব্যক্তি কন্‌সলপদে অভিষিক্ত হইতেন। এক জন কন্‌সল ইকুয়ীয়দিগের সহিত আর এক জন বোল্‌সীয়দিগের সহিত যুদ্ধ করিতে গেলে বিয়াইদেশীয়দিগের উপদ্রব নিবারণ করে রোমে এমন কেহই থাকিত না। যে সময়ে রোমকদিগের এই প্রকার সঙ্কট উপস্থিত হয়, কিসো ফেবিয়স তৎকালে কন্‌সলপদে অধিরূঢ় ছিলেন। তিনি স্বগোত্রজাত প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগের সহিত রোমপরিত্যাগের পরামর্শ স্থির করিয়া সকলের প্রতিনিধি হইয়া সেনেটে উপস্থিত হইলেন এবং সেনেটরদিগকে কহিলেন, বিয়াইদেশীয়দিগের সহিত রোমের যে যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে, আমরা স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া সেই যুদ্ধের সমুদায় ভার গ্রহণ করিতেছি; তোমাদিগকে কোন বিষয়েরই ভার বহন করিতে হইবে না, আমরা তোমাদিগের নিকটে সৈন্যের সাহায্য প্রার্থনা করি

না, অর্থেরও সাহায্য প্রার্থনা করি না, কেবল তোমাদিগের সম্মতিলাভের আকাঙ্ক্ষা করি; এক্ষণে তোমাদিগের ইচ্ছাই প্রমাণ। সেনেটরেরা তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া আনন্দিতচিত্তে তাঁহার প্রার্থিত বিষয়ে সম্মতি প্রদান করিলেন। অনন্তর কিসো ফেবিয়স স্বগৃহে প্রত্যাগত হইয়া স্ববংশীয়দিগকে বলিলেন, তোমরা যুদ্ধবেশ পরিগ্রহ পূর্ব্বক অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ করিয়া কল্য প্রত্যূষে আমার আলয়ে উপস্থিত হইবে।

কুইরাইনাল পর্ব্বতে কিসো ফেবিয়সের বাসগৃহ ছিল। রজনী প্রভাত হইলে ফেবীয়বংশীয়েরা তাঁহার নিদেশানুরূপ বেশ পরিগ্রহ করিয়া অস্ত্র শস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার বাসগৃহের বহিঃপ্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলেন। রোমীয় সেনাপতিরা যুদ্ধকালে যে প্রকার পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন, কিসো সেই প্রকার পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইলেন এবং স্ববংশীয়দিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া যাত্রা করিলেন। ফেবীয়বংশীয় তিনশত ছয়ব্যক্তি রণসন্নাহ ধারণপূর্ব্বক শ্রেণীবদ্ধ হইয়া চারি হাজার ক্লায়েণ্ট ও অন্যান্য পরিজন সমভিব্যাহারে যখন রাজপথে উপনীত হইলেন, তখন এক অনির্ব্বচনীয় লোচনলোভনীয় শোভা হইল। নগরবাসী লোকেরা রাজপথগামী ফেবীয়বংশীয়দিগের অনুগামী হইল এবং মুহুর্মুহুঃ মুক্তকণ্ঠে আশীঃপ্রয়োগ করিয়া অনুক্ষণ তাঁহাদিগের শুভানুধ্যান করিতে লাগিল। ফেবীয়বংশীয়েরা এইরূপে আশীর্ব্বাদবর্দ্ধিত ও অভিনন্দিত হইয়া পুর হইতে বহির্গত হইলেন এবং অনুরক্ত পুরবাসীদিগকে বিদায় করিয়া টাইবর-নদী পার হইলেন। বিয়াইদেশীয়দিগের উপর শত্রুতা সাধন করা তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য ছিল। অতএব তাঁহারা

টাইবর পার হইয়াই শত্রুরাজ্যের সীমামধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন এবং ক্রমিরা-নদীর উপকণ্ঠে সেনাসন্নিবেশ করিলেন। পশ্চাৎ ঐ স্থানেই দৃঢ় দুর্ভেদ্য দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া অবস্থান করিতে লাগি-লেন। তাঁহারা স্বনির্ম্মিত দুর্গ হইতে বহির্গত হইয়া মধ্যে মধ্যে বিয়াইদেশীয়দিগের গৃহসামগ্রী ও পশুযূথ লুটিয়া লইতেন এবং তাহাদিগের ক্ষেত্রজাত শস্যসমৃদ্ধি সমুচ্ছেদিত করিতেন। এই-রূপে এক বৎসর অতীত হইল। বিপক্ষগণ বৎসরাধিককাল তাঁহাদিগের উপদ্রব সহ্য করিয়া কষ্টে কালযাপন করিল, কিন্তু তাহারা অনুক্ষণ তাঁহাদিগের নিধন চেষ্টা করিতে লাগিল। পরি-শেষে তাহাদিগের অভীষ্টসাধনের এক উত্তম অবসর উপস্থিত হইল।

কুইরাইনাল পর্ব্বত ফেবীয়বংশীয়দিগের পৈতৃক বাসস্থান। ঐ স্থানে তাঁহাদিগের কুলদেবতার আয়তন ছিল। তাঁহাদিগের এই প্রকার কৌলিক আচার ছিল, তাঁহারা বৎসরের মধ্যে এক দিন ঐ পর্ব্বতে কুলদেবতার সমক্ষে বলি প্রদান করিয়া মহোৎসব করিতেন। সেই উৎসবদিবস আগত হইলে ফেবীয়বংশীয় তিনশত ছয়ব্যক্তি শ্রেণীবদ্ধ হইয়া ক্রমিরা-নদীকূল পরিত্যাগ পূর্ব্বক রোমের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। শত্রুর দেশে বাস করিয়া যেরূপ সতর্ক ও সাবধান হইতে হয়, রোমনগরে গমন-কালে তাঁহারা সেরূপ সাবধান হন নাই। তাঁহারা ভাবিয়াছি-লেন, উৎসবকাল শত্রুতাসাধনের প্রতিষিদ্ধকাল; বিয়াইদেশী-য়েরা বীরব্রতে বিসর্জ্জন দিয়া উৎসবসময়ের নিষিদ্ধ শত্রুতা-চরণে কদাপি প্রবৃত্ত হইবে না। কিন্তু বিপক্ষগণ ঐ অবসরই প্রতীক্ষা করিয়া ছিল। তাহারা তাঁহাদিগের গমনোপক্রমে

সমাচার প্রাপ্ত হইবামাত্র সত্বর অগ্রে গমন করিয়া পথের পার্শে এক নিভৃত স্থানে লুকাইয়া রহিল এবং সৈন্যগণকে ফেবীয়বংশীয়দিগের আজ্ঞাতসারে পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন করিতে কহিল। ফেবীয়বংশীয়েরা ইহার বিন্দুবিসর্গ কিছুই জানিতে পারেন নাই। তাঁহারা বিস্রব্ধচিত্তে গমন আরম্ভ করিলেন। শত্রুগণ যে স্থানে লুকাইয়াছিল, কিয়ৎক্ষণ পরে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। বিপক্ষগণ তাহাদিগকে সমীপবর্ত্তী দেখিবামাত্র বেগে নির্গত হইল এবং ক্ষণকালমধ্যে তাঁহাদিগের বাম ও দক্ষিণ উভয় পার্শ্ব আক্রমণ করিল। ওদিকে পশ্চাদ্বর্ত্তী বিপক্ষসেনাগণ সহসা তাঁহাদিগের পৃষ্ঠদেশে আসিয়া পড়িল। বিপক্ষগণ এইরূপে তাঁহাদিগের তিন দিক্ রুদ্ধ করিয়া ফেলিল। কিন্তু কাহারও এমন সাধ্য হয় নাই যে, তাঁহাদিগের সম্মুখবর্ত্তী হইয়া যুদ্ধ করে। অতএব তাহারা দূর হইতে শরনিক্ষেপ করিতে লাগিল। ফেবীয়বংশীয়েরা অরিশরনিকরদ্বারা নিরন্তর নিচিত ও ক্ষত বিক্ষত হইয়াও কিয়ৎকাল স্বকুলোচিত পরাক্রম প্রকাশ করিয়া পরিশেষে সমরশায়ী হইলেন। ফেবীয়বংশীয় তিনশত ছয়ব্যক্তি ঐ স্থানে তনুত্যাগ করেন, কেবল একটী বালক তৎকালে রোমে ছিল, তাহা হইতেই বংশরক্ষা হইল।

ফেবীয়বংশীয়দিগের নিধনবৃত্তান্ত ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থকার ভিন্ন ভিন্নরূপে বর্ণন করিয়াছেন। অতএব তাঁহাদিগের নিধনবৃত্তান্তে সম্যক্ আস্থা হয় না। কবিগণ তাঁহাদিগের বৃত্তান্ত লইয়া মনোহর বাক্য বন্ধ করিয়াছেন। যিনি যে রূপে তাঁহাদিগের নিধনবৃত্তান্ত বর্ণন করুন তাঁহারা যে, বিপাকে পড়িয়া বিপক্ষহস্তে নিহত হইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। খৃষ্টের পূর্ব্ব ৪৭৭

অব্দে ঐ শোচনীয় ঘটনা হয়। ফেবীয়বংশীয়েরা যে সময়ে নিহত হন, টাইটস মিনিনিয়স নামে কন্‌সল তৎকালে সৈন্য সমভিব্যাহারে ক্রমিরা-নদীর অনতিদূরে ছিলেন। তিনি যত্নবান্ হইলে অনায়াসেই তাঁহাদিগের প্রাণরক্ষা করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই।

ফেবীয়বংশীয়দিগের নিধনসমাচার শ্রবণ করিয়া প্লিবীয়েরা অতিশয় শোকাকুল হইল এবং মিনিনিয়সের উপর যৎপরোনাস্তি রাগপ্রকাশ করিতে লাগিল। মিনিনিয়স তৎকালে কন্‌সলপদে অধিরূঢ় ছিলেন। কন্‌সলেরা যাবৎ স্বপদে অধিষ্ঠিত থাকিতেন, তাবৎ কেহ তাঁহাদিগের নামে অভিযোগ করিতে পারিত না। এই নিমিত্ত প্লিবীয়েরা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়াও তৎকালে মিনিনিয়সের উপেক্ষাদোষের দণ্ডদানে সমর্থ হইল না। বৎসর পূর্ণ হইলে মিনিনিয়স কন্‌সলপদ হইতে অবসৃত হইবামাত্র প্লিবীয়েরা ট্রিবিউনদিগের নিকটে তাঁহার নামে এই বলিয়া অভিযোগ করিল যে মিনিনিয়সের উপেক্ষাদোষেই ফেবীয়বংশীয়েরা নিহত হইয়াছেন। তাঁহার দোষ সপ্রমাণ হইল। প্লিবীয়েরা তাঁহার গুরুতর দণ্ড বিধানের নিমিত্ত আগ্রহ করিতে লাগিল। কিন্তু ট্রিবিউনেরা তাঁহার গুরু দণ্ড না করিয়া অল্পমাত্র অর্থদণ্ড করিলেন। মিনিনিয়স সেই অপমানে মনোদুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়া দেহত্যাগ করিলেন। অতঃপর প্রায় প্রতিবর্ষেই ট্রিবিউনেরা কন্‌সলদিগের নামে অভিযোগ করিতে আরম্ভ করিল। পর বৎসর স্পিউরিয়স সর্ব্বিলিয়স নামক কন্‌সলের নামে এই অভিযোগ হয় যে, রোমকেরা সর্ব্বিলিয়সের অনবধানতাদোষেই কেবল বিয়াইদেশীয়দিগের নিকটে পরাস্ত হইয়াছে

এবং রণস্থলে বহু সৈনিক পুরুষের প্রাণবিনাশ হইয়াছে। সর্ব্বিলিয়স ঐ অভিযোগে ভীত না হইয়া সাহসপূর্ব্বক আপনার নির্দ্দোষতা প্রমাণ করিয়া মুক্ত হন।

প্লিবীয়েরা এইরূপে ক্রমাগত দুই বৎসর কাল পেট্রিসীয়দিগের সমকক্ষ ও প্রতিযোগীর ন্যায় ব্যবহার করিয়া সাহসী হইয়া উঠিল এবং খৃষ্টের পূর্ব্ব ৪৭৪ অব্দে পুনর্ব্বার কেসিয়সকৃত ভূমিবিভাগবিধি প্রচারণের প্রার্থনা করিল। তদ্বর্ষীয় কন্সলদ্বয় ফিউরিয়স ও ম্যান্লিয়স নানাপ্রকার আপত্তি উত্থাপিত করিয়া তাহাদিগকে অভীষ্ট সিদ্ধি করিতে দিলেন না। তাহাতে প্লিবীয়েরা সাতিশয় রোষপরবশ হইল। কিন্তু তৎকালে কন্সলদিগের নামে অভিযোগ করিবার যো না থাকাতে তাহারা ক্রোধবেগ সংবরণ করিয়া রাখিল। নূতন বৎসর আরম্ভ হইলে পূর্ব্ব কন্সলেরা স্বপদ পরিত্যাগ করিলেন। তৎপদে নূতন কন্সল নিয়োজিত হইলেন। জেনিউসিয়স নামে ট্রিবিউন পূর্ব্ব বৎসরের কন্সলদিগের নামে এই বলিয়া অভিযোগ করিলেন যে, তাঁহারা প্লিবীয়দলের প্রার্থিত ভূমিবিভাগবিধি প্রচারণ বিষয়ে বিঘ্ন করাতে ঐ দলের বহুতর অনিষ্ট ঘটিয়াছে। পূর্ব্ব কন্সলদিগের নামে অভিযোগ হইলে পেট্রিসীয়েরা প্লিবীয়দিগের উত্তরোত্তর বর্দ্ধমান সাহস সন্দর্শন করিয়া সাতিশয় শঙ্কিত হইল এবং আপাততঃ আসন্ন বিপদ্ হইতে উদ্ধার হইবার আশয়ে প্লিবীয়দিগের পরম হিতৈষী বন্ধু জেনিউসিয়সের প্রাণসংহারের মন্ত্রণা করিল। মানুষ স্বার্থলোভে অন্ধ হইলে কোন কর্ম্মই তাহাদিগের গর্হিত বলিয়া বোধ থাকে না। পেট্রিসীয়েরা স্বার্থলোভে নিতান্ত অন্ধ হইয়াছিল। অতএব তাহারা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবিবেচনাশূন্য

হইয়া গোপনে জেনিউসিয়সের প্রাণবধের নিমিত্ত লোক নিযুক্ত করিল। সেই নিয়োজিত লোকেরা জেনিউসিয়সের গৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহার প্রাণ সংহার করিল। যেদিবসে অভিযুক্ত কন্সল্‌দিগের দোষের বিচার হইবার কথা স্থির হইয়াছিল, তাহার পূর্ব্ব রাত্রিতে ঐ নিদারুণ ব্যাপার উপস্থিত হয়।

রজনী প্রভাত হইলে জেনিউসিয়সের মরণবৃত্তান্ত নগরমধ্যে প্রচারিত হইল। প্লিবীয়েরা ঐ সমাচার শ্রবণ করিয়া অতিশয় ভীত হইল এবং আত্মরক্ষার উপায় চিন্তা করিতে লাগিল। কন্সলদিগের এই রীতি ছিল, প্লিবীয় দল হইতে কোন অনিষ্ট আশঙ্কিত হইলে তাঁহারা তাহাদিগকে সমর সময়ে ব্যাপৃত করিয়া তাহাদিগের সংহতি ভেদ করিয়া দিতেন। প্লিবীয় দলের পরম হিতৈষী জেনিউসিয়স নিহত হওয়াতে প্লিবীয়েরা ক্রোধপ্রযুক্ত পাছে পেট্রিসীয়দলের কোন অনিষ্ট করে, এই শঙ্কায় কন্সলেরা প্লিবীয়দিগকে ইকুয়ীয় ও বোল্‌সীয়দিগের সহিত সমরে ব্যাপৃত করিবার উদ্দেশে সৈন্যসংগ্রহ আরম্ভ করিলেন। ট্রিবিউনেরা জেনিউসিয়সের বিপত্তি দর্শন করিয়া তৎপ্রযুক্ত বাঙ নিষ্পত্তি না করাতে কন্সলেরা স্বচ্ছন্দে সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। দুর্ব্বুদ্ধি উপস্থিত না হইলে তাঁহারা তদ্বিষয়ে অনায়াসেই কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন। কিন্তু দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ পব্লিলিয়স বলিরো নামে একজন প্লিবীয়কে অপমান করাতে তাঁহাদিগের সমুদায় আয়াস বিফল হইল। পব্লিলিয়স বলিরো একজন সাহসী যোদ্ধা ছিলেন। তিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুদ্ধে প্রধান সৈনিক পুরুষের পদে অধিষ্ঠিত হইয়া যুদ্ধস্থলে গমন করেন। এক্ষণে কন্সলেরা তাঁহাকে সামান্য সৈনিক পুরুষে

পদ গ্রহণ করিবার আদেশ করাতে তিনি তৎক্ষণাৎ অস্বীকার করিলেন। তাহাতে কন্‌সলেরা অতিশয় কোপাবিষ্ট হইলেন এবং পব্‌লিলিয়স বলিরোকে ধৃত করিয়া ট্রিবিউনদিগের সমক্ষেই প্রহার করিবার অনুমতি করিলেন। পরিচরেরা কন্‌সলদিগের আজ্ঞাক্রমে পব্‌লিলিয়সকে ধরিবার উপক্রম করিল। কিন্তু পব্‌লিলিয়সের শরীরে অপরিমিত বল থাকাতে তিনি অবলীলাক্রমে তাহাদিগকে দূরে নিক্ষিপ্ত করিয়া প্লিবীয়দিগের দলের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। পরিচরেরা তাঁহাকে জনতামধ্য হইতে ধরিয়া আনিতে উদ্যত হইলে কুপিত প্লিবীয়েরা উহাদিগকে বিস্তর অপমান ও প্রহার করিয়া দূর করিয়া দিল। এই অচিন্তনীয় আকস্মিক অনর্থান্তর আপতিত হওয়াতে কন্‌সলেরা সৈন্য-সংগ্রহ-প্রয়াস পরিত্যাগ করিলেন। বিবাদের শান্তি হইল। সেবৎসর এইরূপে অতিক্রান্ত হইল।

পব্‌লিলিয়স বলিরো নিজসাহসগুণে কন্‌সলদিগের আজ্ঞাভঙ্গ করিয়া প্লিবীয়দিগের অতিশয় প্রিয় হইয়া উঠিলেন। খৃষ্টের পূর্ব্বে ৪৭২ অব্দে প্লিবীয়েরা তাঁহাকে ট্রিবিউনপদে নিয়োজিত করিল। পব্‌লিলিয়স্ ট্রিবিউনপদস্থ হইয়া ঔদার্য্য প্রযুক্ত পূর্ব্ব-কন্‌সলদিগের উপর বৈরনির্যাতনে প্রবৃত্ত হইলেন না। তিনি কেবল প্লিবীয়দলের হিতসাধনে যত্নবান্ হইলেন। পেট্রিসীয়েরা প্লিবীয়দিগের উপর অত্যাচার ও অন্যায়াচরণ করিত। সেই অত্যাচারনিবারণের নিমিত্ত ট্রিবিউনপদের সৃষ্টি হয়। ট্রিবিউনেরা পেট্রিসীয় ও প্লিবীয় এই উভয়দলসাধারণী সভায় মনোনীত হইয়া নিয়োগ প্রাপ্ত হইত। কিন্তু উভয়দলসাধারণী সভায় পেট্রিসীয়দিগের পক্ষ ও অনুগত লোকেরই সমধিক প্রাধান্য থাকাতে পেট্রি-

সীয়দিগের মতস্থ লোকেরাই প্রায় ট্রিবিউনপদে অধিরূঢ় হইত। কোন বিষয় লইয়া পেট্রিসীয় ও প্লিবীয় উভয় দলের বিরোধ উপস্থিত হইলে পেট্রিসীয়দিগের মতাবলম্বী ট্রিবিউনেরা পেট্রিসীয়দিগের সপক্ষতা করিত। সুতরাং প্লিবীয়দলের হিতৈষী ট্রিবিউনদিগের যত্ন ব্যর্থ হইয়া যাইত। অতএব প্লিবীয়েরা যে উদ্দেশে ট্রিবিউনপদের সংস্থাপনবিষয়ে যত্নবান্ হয়, পেট্রিসীয়দিগের মতাবলম্বী লোকেরা ট্রিবিউনপদে অধিরূঢ় হওয়াতে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। পব্লিলিয়স বলিরো ঐ অনিষ্টনিবারণের সঙ্কল্প করিয়া এই প্রস্তাব করিলেন যে, আজি অবধি পেট্রিসীয় ও প্লিবীয় উভয়দলসাধারণী সভায় ট্রিবিউন মনোনীত না হইয়া (১) প্লিবীয়সভায় মনোনীত হইবে। প্লিবীয়সভায় ট্রিবিউন মনোনীত করণের প্রস্তাব করিবার তাৎপর্য্য এই প্লিবীয়সভায় পেট্রিসীয়পক্ষীয় লোকদিগের কর্তৃত্ব করিবার ক্ষমতা ছিল না। অতএব ঐ সভায় ট্রিবিউন মনোনীত করণের প্রথা প্রবর্ত্তিত হইলে পেট্রিসীয়পক্ষীয় লোকদিগের ট্রিবিউনপদপ্রাপ্তির আর সম্ভাবনা থাকিবে না। প্লিবীয়েরা নিজসভায় আপনাদিগের মনোমত লোকদিগকেই ট্রিবিউনপদে নির্ব্বিবাদে নিয়োজিত করিতে পারিবে, এই অভিপ্রায়ে পব্লিলিয়স প্লিবীয়সভায় ট্রিবিউন মনোনীত করণের প্রস্তাব করেন। যোগ্যকালে নীতিপ্রয়োগ করিতে পারিলে নিঃসন্দেহ তাহার ফললাভ

(১) সর্ব্বিয়স টলিয়স প্লিবীয়দিগের হিতার্থ রোমনগর এবং তদধিকৃত জনপদ ত্রিশ অংশে বিভক্ত করেন। সেই ত্রিশ অংশে যে সকল প্লিবীয় বাস করিত, তাহাদিগের একটী স্বতন্ত্র সভা ছিল। প্লিবীয়সভা শব্দে সেই সভা বুঝিতে হইবে।

হয়। পব্লিলিয়স যৎকালে ঐ প্রস্তাব করেন, সে সময়ে প্লিবীয়েরা জেনিউসিয়সের হত্যাহেতু পেট্রিসীয়দিগের উপরে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়াছিল। অতএব তাহারা পব্লিলিয়সের প্রস্তাব শ্রবণমাত্র আগ্রহপুরঃসর গ্রহণ করিল।

রোমে নিয়ম ছিল, প্লিবীয়দিগের প্রার্থনীয় কোন বিষয় নূতন বিধিবদ্ধ করিতে হইলে প্রথমে প্লিবীয় সভায় তাহার প্রস্তাব করিতে হইত। প্রস্তাবিত বিষয় ঐ সভার সম্মত হইলে পশ্চাৎ তদ্বিষয়ে সেনেট ও পেট্রিসীয় সভার মতগ্রহণ করিতে হইত। ঐ দুই মহাসভার সম্মত না হইলে ঐ বিষয় রাজকীয় ব্যবস্থা বলিয়া নগরমধ্যে প্রচলিত হইত না এবং প্রজাগণও অনুল্লঙ্ঘনীয় বোধে তদনুসরণ করিত না। পব্লিলিয়স এই চিরাচরিত নিয়মের পরতন্ত্র হইয়া প্রথমে প্লিবীয় সভায় স্বসঙ্কল্পিত বিষয়ের প্রস্তাব করিলেন। পেট্রিসীয়েরা পব্লিলিয়সের কৃত প্রস্তাবের মর্ম্ম অবগত হইয়া সাতিশয় শঙ্কিত হইল। প্লিবীয়দলের উন্নতিলাভের সম্ভাবনা হইলে পেট্রিসীয়েরা অতিশয় ব্যাকুল হইত। যাহাতে সেই উন্নতি লাভ না হয়, স্বতঃ পরতঃ সতত সেই চেষ্টা করিত। ট্রিবিউনপদ সৃষ্ট হওয়াতেই প্লিবীয়দিগের উন্নতিলাভের প্রথম সোপান সংঘটিত হয়। কিন্তু এত দিন পর্য্যন্ত পেট্রিসীয়েরা নানা কৌশলে সেই পদে স্বপক্ষীয় লোকদিগকে নিয়োজিত করিয়া উহাদিগকে অভীষ্টসিদ্ধি করিতে দেয় নাই। পব্লিলিয়সকৃত প্রস্তাব বিধিবদ্ধ হইলে ট্রিবিউন নিয়োগ আপনাদিগের হস্তপরিভ্রষ্ট হইয়া যায়, এরূপ সম্ভাবনা দেখিয়া পেট্রিসীয়েরা অতিশয় চিন্তিত হইল এবং প্রাণপণে ঐ বিষয়ের প্রতিবন্ধকতাচরণে উদ্যত হইল। পেট্রিসীয়েরা প্লিবীয়-

দিগকে অতি নিকৃষ্ট জ্ঞান করিত। প্লিবীয়েরা নিকৃষ্ট হইয়াও মহত্বলাভদ্বারা সমকক্ষ হইয়া পেট্রিসীয়দিগের প্রতিযোগিতা করিবে, ইহা কোনরূপেই পেট্রিসীয়দিগের অভিমত নহে। এই নিমিত্ত তাহারা প্লিবীয়দিগের উন্নতিলাভের আকার দেখিলেই সশঙ্ক হইয়া প্রতিবন্ধকতাচরণে উদ্যত হইত। পব্লিলিয়স যে বিষয়ের প্রস্তাব করেন, সেই বিষয় যদি বিধিবদ্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে প্লিবীয়েরা কালক্রমে সমকক্ষ হইয়া উঠে, এই শঙ্কায় আকুলচিত্ত পেট্রিসীয়েরা প্লিবীয়দিগের মনোরথবৃক্ষের উদয়-কালেই তাহার মূলচ্ছেদ করিবার সংকল্প করিয়া পব্লিলিয়স-কৃত প্রস্তাবের প্রথম আরম্ভেই প্রাতিকূল্যাচরণ আরম্ভ করিল।

স্বার্থসাধনবিষয়ে পেট্রিসীয়দিগের বিলক্ষণ পটুতা ছিল যে সময়ে প্রতিবন্ধকতাচরণ করিতে হয়, তাহা তাহারা উত্তমরূপে বুঝিত। পব্লিলিয়সকৃত প্রস্তাব যদি প্লিবীয় সভার গ্রাহ্য হইয়া যায়, তাহার পর তাহার নিবারণ করা সুসাধ্য নহে। অতএব উৎপন্ন অনর্থ প্রতীকারের চেষ্টা করা অপেক্ষা অনর্থ প্রতিবন্ধ চেষ্টাই শ্রেয়ঃকল্প। এই বিবেচনা করিয়া পেট্রিসীয়েরা পরস্পর এই মন্ত্রণা করিল যে, পব্লিলিয়স যাহাতে প্লিবীয়সভায় স্বাভিল-ষিত বিষয়ের প্রস্তাব করিতে শক্ত না হয়, সেই চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য। এই মন্ত্রণা করিয়া তাহারা ঐ চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু ঐ চেষ্টা সফল করা তাহাদিগের পক্ষে নিতান্ত কঠিন হইয়া উঠিল। কারণ, বিরোধভঞ্জনের মুখ্য উপায় যে সাম আচরণ তদবলম্বন করিয়া প্লিবীয়দিগকে ক্ষান্ত করিবার চেষ্টা করা প্রথ-মতঃ তাহাদিগের উদ্দেশ্যই নহে; উদ্দেশ্য হইলেও প্লিবীয়েরা তৎকালে যেরূপ কুপিত হইয়াছিল, তাহাতে যে তাহারা পেট্রি-

সীয়দিগের মিষ্ট বাক্যে ভুলিয়া আপনাদিগের ইষ্ট বিষয় পরি-ত্যাগ করে কোন ক্রমেই তাহার সম্ভাবনা ছিল না। আর, কৌশলক্রমে পব্লিলিয়সকে হস্তগত করিয়া তাঁহার মুখ বন্ধ করিয়া দেওয়াও পেট্রিসীয়দিগের আয়ত্ত ছিল না। পেট্রিসীয়-দিগের উপর পব্লিলিয়সের বিজাতীয় বিদ্বেষবুদ্ধি ছিল; বিশে-ষতঃ যাহাতে প্লিবীয়দিগের হিতসাধন হয়, তদ্বিষয়ে তাঁহার আন্তরিক যত্ন ছিল; অতএব তাঁহাকে প্রারব্ধ বিষয় হইতে বিনি-বর্ত্তিত করিবার চেষ্টা করা বিফল ও বিড়ম্বনামাত্র। অপর, জেনিউসিয়সের ন্যায় পব্লিলিয়সের উপর অনার্য্য আচরণ দ্বারা অভিপ্রেতসিদ্ধি করিবার চেষ্টা করাও সাধ্যায়ত্ত নহে। সে চেষ্টা রিতে গেলে অভীষ্টসিদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক, বহুলতর অনিষ্ট টনা হইবারই অধিক সম্ভাবনা। ইত্যাদি নানা কারণে পেট্রি-ীয়েরা ঐ সকল চেষ্টা হইতে বিরত হয় এবং অশুভ বিষয়ের ালহরণরূপ উপায় অবলম্বন করে।

আমাদিগের দেশে ও অন্যান্য দেশে সাত দিনে যেরূপ সপ্তাহ ণনার প্রথা আছে, রোমে সেপ্রকার প্রথা প্রচলিত ছিল না। ামকেরা সপ্তাহস্থলে অষ্টাহ ব্যবহার করিত। প্রতি অষ্টাহে ক এক বার প্লিবীয়দিগের সভা হইত। ঐ সভায় প্লিবীয়েরা াপনাদিগের দলের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ের বিবেচনা করিত। ় সভার এই বিশেষ নিয়ম ছিল, সভার বিবেচনাযোগ্য াস্তাব্য বিষয়সকলের স্থূল বৃত্তান্ত সাধারণের গোচরার্থ দুই অষ্টাহ র্ব্বে প্রচারিত করিতে হইত। যে বিষয়ের স্থূল বৃত্তান্ত দুই ষ্টাহ পূর্ব্বে প্রচারিত না হইত, সে বিষয় ঐ সভায় শ্রবণযোগ্য ইত না। আর, যে বিষয় সভায় প্রস্তাবিত হইত, সায়ংকালের

মধ্যে তাহার নিষ্পত্তি না হইলে এক পক্ষের মধ্যে আর সে বিষয়ের পুনরুল্লেখ হইত না! পেট্রিসীয়েরা এই সুযোগ পাইয়া বহুতর অনুচর সমভিব্যাহারে ফোরমে উপস্থিত হইয়া গোলযোগ করিয়া পব্‌লিলিয়সের প্রস্তাবিত বিষয়ের মীমাংসা কর্ম্মের ব্যাঘাত জন্মাইতে আরম্ভ করিল। বিশেষতঃ পব্‌লিলিয়স যে বর্ষে ট্রিবিউন-নিয়োগ-বিষয়ক পূর্ব্ব নিয়ম পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব করেন, সেই বৎসর রোম নগরে অতিশয় মারীভয় উপস্থিত হয়। তাহাতে প্রায় সমুদায় রাজকীয় কার্য্য বন্ধ হইয়া যায়। পেট্রিসীয়দিগের শঠতা আর মারীভয় এই উভয় কারণে পব্‌লিলিয়স প্রথম বৎসরে কাঙ্ক্ষিত-ফল-লাভে বঞ্চিত হইলেন।

পর বৎসর নিয়োগকাল উপস্থিত হইলে পব্‌লিলিয়স পুনর্ব্বার ট্রিবিউন পদে অভিষিক্ত হইলেন। তাঁহার সৌভাগ্যক্রমে ঐ বৎসর কেইয়স লিটোরিয়স নামে এক ব্যক্তি ট্রিবিউন পদে অধিষ্ঠিত হন। লিটোরিয়স পব্‌লিলিয়স অপেক্ষা অধিকতর সাহসবান্, কার্য্যদক্ষ এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। অতএব লিটোরিয়সের সহায়তা লাভ পব্‌লিলিয়সের পক্ষে মহালাভ জ্ঞান হইল। পেট্রিসীয়েরা ভাবী কলহের আশঙ্কায় স্বভাবদারুণ দুরাশয় আপিয়স্ ক্লডিয়সকে পব্‌লিলিয়সের দর্পদলনসমর্থ বিবেচনা করিয়া কন্সল পদে নিয়োজিত করিল, এবং অতি উদারাশয় শান্তস্বভাব টাইটস কুইন্টিয়স পেট্রিসীয় ও প্লিবীয় এই উভয়দলসাধারণী সভায় মনোনীত হইলেন। নিয়োগকাল ব্যতীত হইলে পর পব্‌লিলিয়স লিটোরিয়সের সম্পূর্ণ সহায়তা প্রাপ্ত হইয়া স্বকৃত পূর্ব্বপ্রস্তাবের সহিত আর দুই নূতন প্রস্তাব করিলেন। অভিনব প্রস্তাব দ্বয়ের প্রথম প্রস্তাব এই, পূর্ব্বে এই

নিয়ম ছিল পেট্রিসীয় ও প্লিবীয় উভয়দলসাধারণী সভাতেই ইডাইল মনোনীত হইত। পব্লিলিয়স সেই নিয়ম রহিত করিবার অভিসন্ধিতে এই প্রস্তাব করিলেন যে, অতঃপর প্লিবীয় সভাতেই ইডাইল মনোনীত হইবে। দ্বিতীয় প্রস্তাবের মর্ম্ম এই, পূর্ব্বতননিয়মানুসারে প্লিবীয় সভায় প্লিবীয়দিগের বিষয় ভিন্ন অন্য বিষয়ের বিবেচনা করিবার ক্ষমতা ছিল না। পব্লিলিয়স ঐ সভার ক্ষমতা বৃদ্ধি করিবার অভিপ্রায়ে এই প্রস্তাব করিলেন যে, এই অবধি প্লিবীয়সভায় রাজ্যসংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়েরই বিবেচনা ও মীমাংসা হইবে। এই অভিনব প্রস্তাবদ্বয় পব্লিলিয়সের মুখ দ্বারা ব্যক্ত হয় বটে, কিন্তু লিটোরিয়স ইহার আদি উদ্ভাবয়িতা। যাহা হউক, অভিনব প্রস্তাবদ্বয় শ্রবণ করিয়া পেট্রিসীয়েরা একবারে ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। আপিয়স ক্লডিয়স অতিশয় অহঙ্কৃত ছিলেন। লিটোরিয়সের উত্থাপিত প্রস্তাবদ্বয় তাঁহার নিতান্ত অসহ্য হইল। অতএব তিনি লিটোরিয়সকে লক্ষ্য করিয়া নানা অবমানসূচক বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। লিটোরিয়স সহ্য করিতে না পারিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং শপথ পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা করিলেন, হয়, আগামিনী সভায় পব্লিলিয়সকৃত প্রস্তাবত্রয় সভ্যগণের অনুমত করিয়া চরিতার্থ হইব, নতুবা, সেই স্থানেই প্রাণ পরিত্যাগ করিব। এইরূপ বাক্‌কলহের পর প্লিবীয় সভার নিয়মিত দিবস উপস্থিত হইলে আপিয়স প্রতিজ্ঞারূঢ় লিটোরিয়সের দূরারোহিণী আশালতার সমুচ্ছেদ করিবার আশয়ে পেট্রিসীয়বংশীয় যুবক-সম্প্রদায়-পরিবেষ্টিত, অনুচরগণপরিবৃত এবং সুসজ্জিত হইয়া ফোরমে গমন করিলেন। লিটোরিয়স তাঁহাকে সভাস্থলে আগত দেখিয়া

এই আজ্ঞা প্রচার করিয়া দিলেন যে, প্লিবীয় সভার সহিত যে সকল লোকের কোন সম্পর্ক নাই, তাঁহারা এখনই এস্থান হইতে প্রস্থান করেন। আপিয়স ক্লডিয়স এবং তাঁহার সহচরগণ সেই আজ্ঞাবাক্য শ্রবণ করিয়াও তথা হইতে চলিয়া গেলেন না; প্রত্যুত লিটোরিয়সকে নানাপ্রকার উপহাস করিলেন। লিটোরিয়স তাহাতে অতিশয় কুপিত হইয়া নিজনিদেশবর্ত্তী কর্ম্মকরকে আপন আজ্ঞা সম্পাদনের আদেশ দিলেন। কর্ম্মকর ক্লডিয়সের সমীপবর্ত্তী হইবামাত্র তাঁহার পরিচরগণ তাহাকে দূর করিয়া দিল। ক্লডিয়স ক্রোধে অন্ধ হইয়া লিটোরিয়সকে ধরিয়া আনিবার আজ্ঞা করিলেন। প্লিবীয়েরা তাঁহার সাহায্যার্থ ধাবমান হইল। এইরূপে ক্রমে ক্রমে তুমুল কাণ্ড উপস্থিত হইল। লিটোরিয়স বিবাদস্থলে আঘাত প্রাপ্ত হইলেন। অপর কন্সল টাইটস কুইন্টিয়স মধ্যবর্ত্তী হইয়া উভয় পক্ষকে ক্ষান্ত করিয়া না দিলে ঐ স্থানেই নিঃসন্দেহ শোণিতনদী বাহিত হইত। যাহা হউক, তাঁহার অনুনয় বিনয় ও প্রকৃষ্ট যত্ন দ্বারা তৎকালে কলহানল নির্ব্বাণ হইল। কিন্তু প্লিবীয়েরা তাহাদিগের ট্রিবিউনের অনবমাননীয় পবিত্র শরীরে আঘাতচিহ্ন দর্শন করিয়া ক্রোধে অধীর হইল এবং জেনিউসিয়সের ন্যায় পাছে তাঁহার কোন অমঙ্গল ঘটনা হয়, এই আশঙ্কা করিয়া তাহারা অগ্রে সাবধান হইয়া তাঁহার প্রাণরক্ষার উপায়বিধানে ব্যগ্র হইল। পূর্ব্বে প্লিবীয়েরা পেট্রিসীয়দিগের উপর কোপ প্রযুক্ত যেরূপ নগর পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিল, এবারে সেরূপ নগর পরিত্যাগ না করিয়া অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক ক্যাপিটল আক্রমণ ও অধিকার করিয়া লইল। প্লিবীয়েরা বিশ্বস্ত প্রহরী নিযুক্ত করিয়া অহো-

রাত্র সাবধানে ক্যাপিটল রক্ষা করিতে লাগিল। লিটোরিয়স দুর্গ্রহ দুর্গ অধিকার পূর্ব্বক আত্মীয়গণবেষ্টিত হইয়া সচ্ছন্দে তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রতি প্লিবীয়দিগের যেরূপ ভক্তি ছিল, তিনি মনে করিলে তাহাদিগের সহায়তায় অনায়াসেই পেট্রিসীয়দিগকে পরাস্ত করিয়া রোম রাজ্যের অদ্বিতীয় অধীশ্বর হইতে পারিতেন। কিন্তু তাহা তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না। প্লিবীয়দিগের হিতসাধনই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। যাহা হউক, ক্যাপিটল প্লিবীয়দিগের হস্তগত দেখিয়া বিজ্ঞ ও বিবেচক পুরবাসিমাত্রেরই হৃদয়ে অতিশয় শঙ্কা জন্মিল।

এইরূপে বিষম সঙ্কট উপস্থিত হইলে পর সেনেটরদিগের চৈতন্য হইল। তখন তাঁহারা ব্যস্ত সমস্ত হইয়া প্লিবীয়দিগকে সান্ত্বনা করিবার উপক্রম করিলেন এবং কুইণ্টিয়সের আচরিত মধুর ব্যবহারের ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন। আপিয়স ক্লডিয়স এবং তন্মতপ্রবিষ্ট পেট্রিসীয়বংশীয় কতকগুলি লোকের প্লিবীয়দেগের উপর এত দ্বেষভাব ছিল যে, তাঁহারা তখন পর্য্যন্তও প্লিবীয়দিগের প্রতি সদয় ব্যবহার করিতে সম্মত ছিলেন না। কিন্তু সেনেটরেরা তাঁহাদিগের কুপরামর্শ শ্রবণ ও গ্রহণ না করিয়া প্লিবীয়দিগকে বলিয়া পাঠাইলেন, তোমাদিগের যে প্রার্থনীয় আছে, সেনেটে তাহার প্রস্তাব কর, তদ্বিষয়ের বিবেচনা হইবে। অনন্তর, প্লিবীয়েরা সেনেটে আপনাদিগের প্রার্থিত বিষয়ের আবেদন করিল। সেনেটরেরা তৎক্ষণাৎ তাহা গ্রাহ্য করিলেন এবং পেট্রিসীয় সভার সম্মতিলাভের নিমিত্ত সেই আবেদনপত্র তথায় পাঠাইয়া দিলেন। যে বিষয় প্লিবীয় সভায় সর্ব্ববাদি-সম্মত হইয়া সেনেটের পরিগৃহীত হইয়াছে তদ্বিষয়ে আপত্তি

করা বিফল, এই বিবেচনা করিয়া পেট্রিসীয় সভার বিজ্ঞতম প্রধান সভ্যগণ মত প্রদান করিলেন। অনিচ্ছু হইলেও অগত্যা অপর পেট্রিসীয়দিগকে মত প্রদান করিতে হইল। এইরূপ তুমুল কাণ্ডের পর পব্‌লিলিয়সের প্রস্তাবিত বিষয় বিধিবদ্ধ হইয়া রোমে প্রচলিত হইল।

পব্‌লিলিয়স যে তিনটী প্রস্তাব করেন, তাহা বিধিবদ্ধ হওয়াতে প্লিবীয়দিগের হর্ষের পরিসীমা ছিল না। তদ্দ্বারা উহাদিগের তিনটী মহোপকার লাভ হয়। প্রথমতঃ, প্লিবীয়দিগের প্রস্তাবিত বিষয় বিধিবদ্ধ হইয়া পূর্ব্বে কখন রোমে প্রচলিত হয় নাই, এই নূতন প্রচলিত হইল। দ্বিতীয়তঃ, পূর্ব্বে প্লিবীয়েরা আপনাদিগের সভায় উপবেশন করিয়া স্বসংক্রান্ত বিষয় ভিন্ন অন্য বিষয়ের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা করিতে পারিত না, এক্ষণে উহারা আপনাদিগের সভায় উপবিষ্ট হইয়া রাজ্যসংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়েরই কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইল। তৃতীয়তঃ, পূর্ব্বে পেট্রিসীয় ও প্লিবীয় উভয়দলসাধারণী সভায় ট্রিবিউন ও ইডাইল মনোনীত করণের প্রথা প্রবর্ত্তিত থাকাতে প্লিবীয়েরা আপনাদিগের আধিকরণিক আপনারা মনোনীত করিতে পারিত না, এক্ষণে উহারা সচ্ছন্দে আপনাদিগের আধিকরণিক আপনারা মনোনীত করিতে লাগিল।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

ইকুয়ীয় ও বোল্‌সীয়দিগের সহিত সংগ্রাম।
লুসিয়স কুইণ্টিয়স সিন্সিনেটস।
কেইয়স টিরেণ্টিলস আর্সা।
এথেন্সে লোক প্রেরণ।

যৎকালে পব্‌লিলিয়সকৃত প্রস্তাব লইয়া রোমে তুমুল কলহ উপস্থিত হয়, সেই সময়ে ইকুয়ীয় ও বোল্‌সীয় জাতীয়েরা রোমক ও ল্যাটিনদিগের উপরে অতিশয় উপদ্রব আরম্ভ করে। বিপক্ষগণ উহাদিগের অধিকারস্থ প্রদেশ সকল বিলুণ্ঠিত ও উৎসাদিত করিয়াই যে ক্ষান্ত হইয়াছিল এমত নহে, বহুতর ল্যাটিন নগরও অধিকার করিয়া লয়। সমর ব্যতিরেকে তাদৃশ ভয়ঙ্কর শত্রুর হস্ত হইতে নিস্তার পাইবার উপায়ান্তর না থাকাতে রোমকদিগকে সমরসাগরে অবতীর্ণ হইতে হইল। পব্‌লিলিয়সকৃত প্রস্তাবত্রয় বিধিবদ্ধ হইবার অব্যবহিত পরেই আপিয়স ক্লডিয়স সেনাগণপরিবৃত হইয়া যুদ্ধে যাত্রা করিলেন। আপিয়স অতিশয় অত্যাচারী ছিলেন। সৈন্যগণ তাঁহার প্রতি নিতান্ত বিরূপ ও বিরক্ত ছিল। বিশেষতঃ পব্‌লিলিয়স যে তিনটী প্রস্তাব করেন, ঐ প্রস্তাবত্রয় লইয়া যে সময়ে তুমুল কলহ হয়, তৎকালে আপিয়স অতিশয় অসৎ ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার উপর প্লিবীয় সেনাগণের কিছুমাত্র ভক্তি ছিল না। আপিয়স এবংবিধ অনমুরক্ত বলসমূহ লইয়া যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হইলেন। সেনা ও সেনাপতি উভয় পরস্পর অনুরক্ত না হইলে যুদ্ধে কখন জয়লাভ হয় না। রণস্থলে উপস্থিত হইবামাত্র রোমকেরা পরা-

জিত হইল। তাদৃশ রণপরাঙ্মুখ বিরক্তচিত্ত সৈন্য লইয়া জয়-লাভের আশয়ে পুনর্ব্বার সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে জয়লাভ দূরে থাকুক, কেবল লোকের নিকটে উপহাসাস্পদ হইতে হইবে, এই বিবেচনা করিয়া আপিয়স রণস্থল হইতে প্রস্থান করিলেন। পলায়নকালে বিপক্ষগণ তাঁহার পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া পুনর্ব্বার আক্রমণ করিল। সৈন্যগণ যুদ্ধের উপক্রমেই অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিল। আপিয়স প্লিবীয় সেনাগণের তাদৃশ দুর্ব্বৃত্ততা, অবাধ্যতা ও গর্হিত আচরণদ্বারা পুনঃ পুনঃ প্রতিহত, পরাভূত ও নিতান্ত অবমানিত হইয়া ক্রোধানলে দহ্যমান হইতে লাগিলেন। পূর্ব্বাবধিই সেনাগণের উপর তাঁহার ক্রোধ ছিল কিন্তু এতাদিন বৈরনির্যাতন করিবার প্রকৃষ্ট অবসর প্রাপ্ত হন নাই। এক্ষণে সৈনিকগণ রণস্থলে অবাধ্য হওয়াতে তিনি সেই চিরলালিত বৈর প্রতীকারের উত্তম অবসর প্রাপ্ত হইলেন শত্রুগণ পশ্চাদ্ধাবনে বিরত হইয়া প্রতিপ্রয়াত হইবামাত্র আপিয়স পলায়মান সমুদায় সেনাকে একত্র করিয়া অপরাদ্ধ ব্যক্তিদিগের দণ্ড বিধানে উদ্যত হইলেন। ল্যাটিন ও হার্নিসীয়দিগের সেনাও তাঁহার সৈন্যের অন্তর্গত ছিল। ঐ উভয়বিধ সেনা এবং পেট্রিসীয় সেনার সহায়তাক্রমে তিনি প্রথমতঃ অপরাদ্ধ সৈনিকদিগকে রুদ্ধ করিলেন। পশ্চাৎ অপরাদ্ধ সৈন্যগণকে শ্রেণী বদ্ধ রূপে দণ্ডায়মান করিয়া দিলেন এবং একাদিক্রমে গণনা করিয়া প্রতি দশম সৈনিক পুরুষের শিরশ্ছেদের আদেশ করিলেন আর, যে সকল ব্যক্তি শত সৈনিক পুরুষের অধিপতি হইয়া সমরে গমন করিয়াছিল, তাহাদিগেরও মস্তকচ্ছেদনের অনুমতি হইল অবাধ্য সেনাগণের দণ্ডবিধান না করিলে সাংগ্রামিক নিয়

ক্ষা হয় না, সেনাগণও কোনরূপে সুশাসিত ও বশীভূত থাকে
।। সাংগ্রামিক নিয়ম রক্ষার্থ অবাধ্য সৈনিকদিগের দণ্ড বিধান
রা অবশ্য কর্ত্তব্য ন্যায়ানুগত কর্ম্ম সন্দেহ নাই। কিন্তু কেবল
রসাধন উদ্দেশ করিয়া নিতান্ত নির্দ্দয় ও ক্রোধান্ধ হইয়া অতি-
ষ্ঠুর কঠিন দণ্ড করিলে নৃশংসের কর্ম্ম করা হয়। আপিয়স
ংগ্রামিক নিয়ম রক্ষা ছল করিয়া কেবল শত্রুতা সাধনের
দ্দেশে সেনাগণের প্রতি যেরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার করেন, যাহার
রীরে দয়ার লেশ আছে, সে কখন সেপ্রকার নিরনুক্রোশ ব্যব-
র করিতে পারে না। সাংগ্রামিক নিয়মের উপর রোমকদিগের
চলা ভক্তি ছিল। ঐ নিয়মের রক্ষার্থ আচরিত অতি নিষ্ঠুর ব্যব-
রও তাহারা অন্যায় কর্ম্ম বলিয়া গণনা করিত না। এই নিমিত্তই
াপিয়সের আচরিত তাদৃশ নৃশংস ব্যবহার দর্শন করিয়াও কেহ
চ্চবাচ্য করিল না। অন্যের কথা কি, প্লিবীয়েরা বিজাতীয়
াষপরবশ হইয়াও মৌনী হইয়া রহিল। বৎসর অতীত
ইল। বর্ত্তমান কন্সলদ্বয় স্বপদ হইতে অবসৃত হইলেন।

খৃষ্টের পূর্ব্ব ৪৬৮ অব্দে ব্যালিরিয়স এবং ইমিলিয়সনামে দুই
ক্তি কন্সলপদে অভিষিক্ত হইলেন। অভিনব কন্সলদ্বয় প্লিবীয়
ক্ষ পক্ষপাতী হইয়া সর্ব্বাগ্রে কেসিয়সকৃত ভূমিবিভাগবিধি
চারণ বিষয়ে মনোনিবেশ করিলেন। কিন্তু প্লিবীয়দিগের নিত্য
দ্বেষী দুরাত্মা আপিয়স ক্লডিয়স প্রবল প্রতিপক্ষ হইয়া তাঁহাদি-
র উদ্যোগ বিফল করিতে উদ্যত হইলেন। ডুইলিয়স এবং
সিনিয়স নামে তদ্বর্ষীয় ট্রিবিউনদ্বয় বৈরনির্য্যাতনের উত্তম অব-
উপস্থিত জানিয়া প্লিবীয় সভায় আপিয়সের নামে এই বলিয়া
ভযোগ করিলেন যে, আপিয়স প্লিবীয়দিগের নিত্য বিদ্বেষী;

প্লিবীয়দিগের যাহাতে অনিষ্ট হয়, ইহাঁর সেই চেষ্টাই সতত; ইনি সেনেটরদিগকে সর্ব্বদা কুপরামর্শ দিয়া থাকেন; ইহাঁর দোষে রোমকেরা বোল্‌সীয়দিগের নিকটে পরাস্ত হইয়া অতিশয় লজ্জিত ও অবমানিত হইয়াছে; ইনিই অনুল্লঙ্ঘনীয় নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া অনবমাননীয় ট্রিবিউন শরীরে আঘাত করিয়াছেন। আপিয়স এইরূপে অভিযুক্ত হইয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন প্লিবীয়েরা আমার উপর অতিশয় বিরক্ত, তাহাদিগের নিকটে দীনবচনে ক্ষমা প্রার্থনা করিলে প্রার্থিত সিদ্ধি না হইয়া কেবল কাপুরুষতাই প্রকাশ হইবে। এই ভাবিয়া আপিয়স অনুগ্রহাপেক্ষী হইয়া প্লিবীসয়ভার নিকটে নত হইলেন না, প্রত্যুত ঐ সভার প্রতি অত্যন্ত অনাস্থা প্রদর্শন করিলেন। আপিয়স ক্লডিয়স প্লিবীয় সভার সমক্ষে উপস্থিত হইয়া আত্মপক্ষ সমর্থন করেন কি না এবং প্লিবীয় সভার বিচারানুসারে তাঁহার দণ্ডবিধান হয় কি না, তাহার নিশ্চিত সমাচার প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কেহ কেহ কহেন তিনি অপমানের ভয়ে বিচারের পূর্ব্বদিবস রাত্রিতে আত্মহত্যা সম্পাদন করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার কুড়ি বৎসর পরে আপিয়স ক্লডিয়স নামে এক ব্যক্তির ডিসেম্বর-পদপ্রাপ্তির কথা কোন কোন গ্রন্থে উল্লিখিত দৃষ্ট হয়। তদ্দর্শনে কেহ কেহ এইরূপ অনুমান করেন যে, আপিয়স ক্লডিয়স আত্মবিপদ্‌ নিশ্চয় করিয়া তৎকালে রোম হইতে পলাইয়া রিজিলসে গিয়া বাস করেন। তথায় কতিপয় বৎসর বাস করিয়া সময় বুঝিয়া রোমে প্রত্যাগত হন এবং পুনর্ব্বার রাজকর্ম্মের ভার প্রাপ্ত হন।

ইহার পর ক্রমাগত দুইবৎসরকাল কেসিয়সকৃত ভূমিবিভাগবিধি লইয়া পেট্রিসীয় ও প্লিবীয় উভয় দলে ঘোরতর বিবা

উপস্থিত হয়, কিন্তু প্লিবীয়দিগের অভীষ্টসিদ্ধি হয় নাই। খৃষ্টের পূর্ব্ব ৪৬৩ অব্দে রোমকেরা আণ্টিয়ম নগর অধিকার করিয়া লইল। নগর অধিকারকালে যে সমস্ত দ্রব্য জয়লব্ধ হয়, তৎসমুদয় সৈন্যগণকে বিভাগক্রমে প্রদত্ত হইল। দরিদ্র প্লিবীয়েরা াহার অংশ প্রাপ্ত হইয়া কিয়ৎকাল সুস্থির ছিল। টাইবিরিয়স মিলিয়স ঐ বর্ষে কন্সলপদ প্রাপ্ত হন। তিনি কেসিয়সকৃত ভূমিবিভাগবিধি প্রচলিত করিবার নিমিত্ত সেনেটরদিগকে বহু অনুরোধ করিয়াছিলেন। বোধ হয়, ঐ সময়ে ঐ বিষয়ের কোন মীমাংসা হইয়া থাকিবেক। কারণ, ইহার পর কয়েক বৎসরকাল ঐ বিষয়ের কোন কথার আর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না।

ইকুয়ীয় ও বোল্‌সীয়জাতীয়েরা রোমকদিগের প্রবল বিপক্ষ ছিল। তাহারা সুযোগ পাইলেই সমরানল প্রজ্বলিত করিত। কেসিয়সকৃত ভূমিবিভাগবিধি লইয়া যে সময়ে পেট্রিসীয় ও ীয় উভয় দলের পরস্পর বিরোধ হয়, তখনও ঐ উভয় জাতি রে বিরত ছিল না। খৃষ্টের পূর্ব্ব ৪৬৫ অব্দে ইকুয়ীয় জাতির ইত রোমকদিগের তৃতীয়বার যুদ্ধঘটনা হয়। যুদ্ধ উপস্থিত ালে পর উভয় কন্সল বহুতর সৈন্য সমভিব্যাহারে রণস্থলে ন করিলেন। কিন্তু ইকুয়ীয়জাতীয়েরা তৎকালে সমরে াপৃত হইল না। তাহারা কতকগুলি সৈন্য লইয়া আল্‌জিডস র্বতে সেনাসন্নিবেশ করিয়া অবস্থান করিল। রোমীয় কন্সয় বিপক্ষগণকে রণপরাঙ্মুখ দেখিয়া উহাদিগের সম্মুখে শিবির াপন করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। এদিকে ইকুয়ীয়তীয় অপর সেনাগণ রোমকদিগের অধিকৃত জনপদ বিলুণ্ঠন রিতে আরম্ভ করিল। সে বৎসর এইরূপে অতীত হইল। পর

বৎসর ইসিট্রানগরের লোকেরাও রোমের বিপক্ষ হইয়া যুদ্ধের ঘোষণা করিয়া দিল। রোমকেরা অতিশয় ভীত হইয়া নগর-রক্ষার বিবিধ আয়োজন করিতে লাগিল। রাজধানীর চতুর্দ্দিকে প্রাচীরের উপর বহু সেনা সমাবেশিত হইল এবং পুরদ্বার সুন্দর-রূপে রক্ষিত হইল। রোমকেরা ভাবী বিপৎপাতের আশঙ্কায় পূর্ব্বে সাবধান হইয়া নগররক্ষাবিষয়ে একপ্রকার নিশ্চিন্ত হইল। কিন্তু কন্সলদ্বয় রণস্থলে শত্রুগণকে পরাভূত করিতে না পারিয়া আপনারাই বিপদ্গ্রস্ত হইলেন।

রোমের অধিকৃত জনপদ মধ্যে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর অধিকৃত উপদ্রব আরম্ভ হইল। জনপদবাসীরা শত্রুর জ্বালায় স্বদেশে তিষ্ঠিতে না পারিয়া নিজ বাসস্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনায়াসবাহ্য গৃহসামগ্রী ও পশুযূথ লইয়া নগরমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। কতিপয় দিবসের মধ্যে রোমনগর জনাকীর্ণ ও পশুযূথে পরিপূর্ণ হইল। তৎকালে গ্রীষ্মের সাতিশয় প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। খাদ্য সামগ্রীও ক্রমশঃ দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিল। একে দুরন্ত নিদাঘকাল, তাহাতে অল্পপরিসর-স্থানমধ্যে বহুপ্রাণীর সমাগম এবং আবশ্যক খাদ্যদ্রব্যাদির অসংযোগ, এই কয় কারণ একত্র সংঘটন হওয়াতে স্বল্পকালমধ্যে বিষম মারীভয় উপস্থিত হইল। কত শত মনুষ্য, কত শত পশু, দুরন্ত সাংক্রামিক রোগে আক্রান্ত হইয়া কালগ্রাসে পতিত হইল। কত গৃহ শূন্য হইয়া গেল। এই বিষম বিপদের সময়ে বোল্‌সীয়েরা ইকুয়ীয়জাতির সহিত সম্মিলিত হইয়া রোমের অতিসন্নিকর্ষে সেনাসন্নিবেশ করিল, কিন্তু তাহারা রাজধানী আক্রমণ করিবার কোন চেষ্টা করে নাই। বোধ হয়, সাংক্রামিক রোগের আক্রমণ শঙ্কায় তাহারা বিরত

ছিল। যাহা হউক, তাহারা দীর্ঘকাল তথায় অবস্থান করে নাই; সে স্থান হইতে ত্বরায় প্রস্থান করিল, এবং ল্যাটিয়মের যে যে স্থানে লুণ্ঠনীয়দ্রব্যলাভের কিঞ্চিন্মাত্র সম্ভাবনা ছিল, তত্তৎস্থান উৎসাদিত করিতে লাগিল। ল্যাটিন ও হর্নিসীয় এই উভয়জাতি একত্র হইয়া একদল সেনা সংগ্রহ করিয়া সমরে অবতীর্ণ হইল। কিন্তু উহাদিগের সংগৃহীত সৈন্যগণ অনতি-দীর্ঘকালমধ্যে সমরপরাহত হইল। ঐ যুদ্ধে ল্যাটিন ও হর্নি-সীয়দিগের বিস্তর লোক নিহত হয়। ইহার পর দুইবৎসরকাল বোল্‌সীয়দিগের যুদ্ধের কোন উল্লেখ নাই। তাহাতে বোধ হয়, রোমে আত্যন্তিক মারীভয় হওয়াতে সকলেই সমরে বিরত হইয়াছিল।

ইকুয়ীয়জাতির সহিত রোমকদিগের সন্ধি হইয়াছিল। কিন্তু ইকুয়ীয়জাতির সেনাপতি গ্রেকস ক্লিলিয়স সেই সন্ধি ভঙ্গ করিয়া অগণ্য সৈন্য সমভিব্যাহারে সমরে অবতীর্ণ হইলেন, এবং আল্‌জিডস পর্ব্বতের শিখরদেশে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। রোমকেরা ঐ সমাচার শ্রবণ করিয়া তাঁহার নিকটে দূত পাঠা-ইয়া দিল। রোমীয় দূতগণ আল্‌জিডস পর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, গ্রেকসের শিবির নব-পল্লব-শোভিত এক অত্যুচ্চ ওকবৃক্ষের ছায়াতে অবস্থাপিত আছে, সেনাপতিও নিজাসনে আসীন আছেন। দূতগণ সেনাপতি সমক্ষে উপস্থিত হইয়া বিনীতভাবে আপনাদিগের আগমনপ্রয়োজন ব্যক্ত করিলেন। তিনি সমুদায় শ্রবণ করিয়া উপহাস পূর্ব্বক কহিলেন, আমি এখন অতিশয় ব্যস্ত আছি, তোমাদিগের কথা শুনি, আমার এমন অবকাশ নাই; তোমাদিগের যদি কিছু বক্তব্য থাকে,

ঐ বৃক্ষের কাছে বলিয়া যাও। এই উপহাসবাক্য শ্রবণ করিয়া দূতগণের মধ্যে অন্যতম একব্যক্তি বলিয়া উঠিলেন, আমরা এই পবিত্রবৃক্ষকে এবং দেবগণকে সাক্ষী করিয়া বলিতেছি, তুমি অন্যায় করিয়া সন্ধি ভঙ্গ করিলে, অতএব দেবগণ অতি-শীঘ্র তোমার সমুচিত প্রতিফল প্রদান করিবেন। এই কথা কহিয়া দূতগণ ফিরিয়া গেলেন এবং সেনেটে উপস্থিত হইয়া সমুদায় বর্ণন করিলেন। সেনেটরেরা সমুদায় শ্রবণগোচর করিয়া যুদ্ধঘোষণা করিয়া দিলেন। সৈন্যগণ রণসজ্জা করিতে লাগিল। লুসিয়স মিনিউশিয়স নামক কন্সলের উপর যুদ্ধের ভার সমর্পিত হইল। লুসিয়স বহু সৈন্য সমভিব্যাহারে যুদ্ধে যাত্রা করিলেন।

গ্রেকসের যুদ্ধবিদ্যায় অতিশয় পাণ্ডিত্য ছিল। যে সমস্ত উপায় অবলম্বন করিলে অনায়াসে জয়লাভ হয়, তিনি তৎসমুদায় সুন্দররূপে অবগত ছিলেন। রোমকেরা তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী হইবামাত্র তিনি এইরূপ ভাব প্রকাশ করিলেন, যেন অতিশয় ভীত হইয়াছেন; এইরূপ ভান করিয়া পলাইতে আরম্ভ করিলেন। রোমকেরা তাঁহার চাতুরী বুঝিতে না পারিয়া অনুসরণক্রমে এক অপ্রশস্ত উপত্যকামধ্যে প্রবিষ্ট হইল। ঐ উপত্যকায় প্রবেশ করিবার কেবল একটী পথ ছিল। উহার তিন দিক অত্যুচ্চ উন্নতানত পর্ব্বতদ্বারা বেষ্টিত থাকাতে অন্য কোন দিকেই নির্গমনের পথ ছিল না। গ্রেকস রোমকদিগকে উপত্যকামধ্যে প্রবিষ্ট দেখিয়া নিজ সেনাগণকে গোপনে উপত্যকা প্রবেশপথ রুদ্ধ করিবার আদেশ দিলেন এবং স্বয়ং উপত্যকা পার্শ্ববর্ত্তী পর্ব্বতের উপরিভাগে শিবির স্থাপন করিলেন। উপ

ত্যকাপ্রবেশপথ রুদ্ধ হওয়াতে রোমকেরা সর্ব্বতোভাবে নিরুদ্ধ হইল। কিন্তু ইকুয়ীয় সেনাগণ যে সময়ে উপত্যকাপথ রুদ্ধ করে, সেই সময়ে রোমীয় অশ্বারোহ সৈন্যের অন্তর্গত পাঁচ ব্যক্তি উপত্যকা হইতে বহু কষ্টে বহির্গত হইয়াছিল। তাহারাই সত্বর রোমে আসিয়া কন্সলের আকস্মিক বিপৎপাতের সমাচার দিল।

ঐ সমাচার নগরমধ্যে প্রচার হইলে পর পুরবাসী তাবৎ লোকই অতিশয় দুর্ম্মনায়মান হইল। নগররক্ষক কুইণ্টিয়স ফেবিয়স তৎক্ষণাৎ সেবাইনীয়দিগের দেশে অপর কন্সলের নিকটে লোক পাঠাইয়া দিলেন। তদ্বর্ষীয় অপর কন্সল কেইয়স নশিয়স সেবাইনীয়দিগের দেশে যুদ্ধ করিতে গিয়াছিলেন। তিনি সংবাদ পাইবামাত্র অতি শীঘ্র রোমে আগমন করিলেন। সেনেটরেরা তাঁহার সহিত উপস্থিত বিষয়ের পরামর্শে প্রবৃত্ত হইয়া কহিলেন, লুসিয়স কুইণ্টিয়স সিন্সিনেটস ভিন্ন কোন ব্যক্তিই বিপদ্‌গ্রস্ত কন্সলকে উদ্ধার করিতে পারিবেন না; অতএব আমরা তাঁহাকে ডিক্‌টেটরপদে অভিষিক্ত করিতে বাসনা করি। সেনেটের এই প্রস্তাব সর্ব্বজনপরিগৃহীত হওয়াতে কেইয়স নশিয়স রোমপ্রচলিতপ্রথানুসারে তাঁহাকে ডিক্টেটর-পদে মনোনীত করিয়া স্বশিবিরে গমন করিলেন।

লুসিয়স কুইণ্টিয়সের আকুঞ্চিত লম্বমান কচোচ্চয় ছিল। তন্নিবন্ধন তিনি সিন্সিনেটস এই উপাধি প্রাপ্ত হন। ঐ উপাধি-দ্বারা তিনি সবিশেষ বিখ্যাত হইয়াছিলেন। সিন্সিনেটস অতিশয় মিতব্যয়ী ছিলেন। ধনতৃষ্ণা কখন তাঁহার হৃদয়দেশ স্পর্শ করিতে পারে নাই। অতি যৎসামান্য অশন বসন দ্বারাই

তিনি পরিতৃপ্ত ছিলেন। টাইবর নদীর পরপারে তাঁহার কিয়ৎ-দংশ ভূমি ছিল। তিনি সেই স্থানে স্বীয় প্রিয়তমা পত্নী র‍্যাসি-লিয়ার সহিত বাস করিয়া স্বহস্তে ক্ষেত্রের সমুদায় কৃষিকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। সেনেটরেরা অতি প্রত্যূষে তাঁহার নিকটে দূত প্রেরণ করিলেন। দূতগণ নদী পার হইয়া তৎসকাশে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণ ও প্রণাম করিয়া কহি-লেন, সেনেটরেরা আপনকার নিকটে আমাদিগকে পাঠাইয়া দিয়াছেন, তাঁহাদিগের কিছু বক্তব্য আছে, আপনি সেনেটের আদেশ-গ্রহণ-যোগ্য পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া সেই বাক্য শ্রবণ করুন। দূতগণ যে সময়ে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হন, তৎকালে তিনি স্বহস্তে খনিত্র ধারণ করিয়া ক্ষেত্রমধ্যে ভূমি খনন করিতে-ছিলেন। তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমুচিত পরিচ্ছদ দ্বারা সমাচ্ছাদিত ছিল না। তিনি অবিলম্বে আপন পত্নীকে পরিচ্ছদ আনয়নের আদেশ করিয়া দূতগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা এত প্রত্যূষে আসিয়াছ কেন? রাজ্যের কি কোন বিপদ্‌ঘটনা হই-য়াছে? অনন্তর, তাঁহার পত্নী পরিচ্ছদ আনিয়া দিলেন। তিনি পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া দূতগণের নিকটে উপস্থিত হইলে তাঁহারা পুনর্ব্বার তাঁহাকে প্রণিপাত করিয়া কহিলেন, কন্সল মিনিউশিয়স ইকুয়ীয়দিগের দেশে সসৈন্য অতিশয় বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছেন; তাঁহাকে সেই বিপদ্ হইতে উদ্ধার করে আর কাহা-রও এরূপ সামর্থ্য নাই; সেনেটরেরা আপনাকেই উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিয়া ডিক্টেটরপদে অভিষিক্ত করিয়াছেন; আপনি রোমে চলুন এবং কন্সলকে বিপদ্ হইতে উদ্ধার করুন। এই কথা কহিয়া দূতগণ তাঁহাকে লইয়া চলিলেন। নৌকা প্রস্তু

ছিল। তাঁহারা নৌকায় আরোহণ করিলেন এবং মুহূর্ত্তমধ্যে নদী পার হইয়া রোমে উপস্থিত হইলেন। সিন্সিনেটসের তিন পুত্র, জ্ঞাতি ও বান্ধবগণ এবং সেনেটরেরা তাঁহার প্রত্যুদ্গমনার্থ আগমন করিলেন এবং মহাসমৃদ্ধি করিয়া তাঁহাকে লইয়া গেলেন। কত লোক দর্শনার্থী হইয়া আগমন করিল। ক্ষণকাল-মধ্যে তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে লোকারণ্য হইল।

সিন্সিনেটস নগরে পদার্পণ করিয়াই যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। সর্ব্বাগ্রে লুসিয়স টার্কুইনিয়স নামে এক ব্যক্তিকে অশ্বসেনার অধিপতিপদে নিয়োজিত করিলেন। টার্কুইনিয়স পেট্রিসীয় বংশে জন্মগ্রহণ করেন। পেট্রিসীয় বংশীয়েরা রণস্থলে অশ্বারোহ সৈনিক পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যুদ্ধ করিত। কিন্তু টার্কুইনিয়সের অশ্বাদি ক্রয় করিবার সমাবেশ না থাকাতে তাঁহাকে সামান্য সৈনিক পুরুষের পদস্থ হইয়া যুদ্ধ করিতে হইত। তাঁহার অপরিসীম সাহস ছিল। সিন্সিনেটস অনেক-বার তাঁহার সাহসগুণের সবিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তন্নিমিত্ত তাঁহাকে পরম সমাদরে অশ্বারোহ সৈন্যের সেনাপতি করিলেন। অনন্তর, উভয়ে একত্র হইয়া সত্বর ফোরমে গমন করিয়া এই ঘোষণা করিয়া দিলেন, যাবৎ কন্সল মিনিউশিয়স বিপদ্ হইতে মুক্ত না হইবেন, তাবৎ কেহ স্বকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে পারিবেন না; আর, যে সকল ব্যক্তি কবচধারণযোগ্য বয়স প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে সুসজ্জিত হইয়া অদ্য সায়ংকালের মধ্যে মার্সক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে হইবে, প্রতি ব্যক্তিকে পাঁচ দিবসের মত আপনার খাদ্য সামগ্রী আহরণ করিয়া এবং বারটী করিয়া কাষ্ঠকীল সংগ্রহ করিয়া লইতে

হইবে। ডিক্টেটরের এই ঘোষণাবাক্য শ্রবণ করিয়া সেনাগণ কাষ্ঠকীল-সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইল। বৃদ্ধেরা সেনাগণের আহার সামগ্রী প্রস্তুত করিতে লাগিল। নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ডিক্টেটরের নিদেশানুরূপ সমুদায় আয়োজিত হইল। সেনাগণ প্রদোষকালে যাত্রা করিল। নিশীথসময়ের মধ্যে আল্‌জিডস পর্ব্বতে উপনীত হইল।

সেনাগণ শত্রুশিবিরসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া গমনে বিরত হইল। সিন্সিনেটস অশ্বে আরোহণ করিয়া একবার শিবির নিরীক্ষণ করিলেন। যেস্থানে যেরূপে শিবির সন্নিবেশিত হইয়াছে তৎসমুদায় অবগত হইলেন। পশ্চাৎ সেনাগণকে এই অনুমতি করিলেন, তোমরা কেবল আপন আপন অস্ত্র ও কাষ্ঠকীল হস্তে রাখিয়া আর সমুদায় দ্রব্য একস্থানে রাশি করিয়া রাখ। সেনাগণ তাহাই করিল। অনন্তর ডিক্টেটর উহাদিগকে অগ্রসর হইতে আদেশ করিলেন। উহারা রোম হইতে যেরূপে আসিয়াছিল, সেইরূপ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া পুনর্ব্বার গমন করিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে শত্রুশিবির বেষ্টন করিল। শত্রুশিবির বেষ্টিত হইলে পর ডিক্টেটরকৃতসঙ্কেতানুসারে সমুদায় সেনা এককালে সিংহনাদ করিয়া উঠিল, এবং যে, যে স্থানে দণ্ডায়মান ছিল সে সেইখানেই পরিখা খনন করিতে এবং স্বহস্তস্থিত কাষ্ঠকীল প্রোথিত করিতে আরম্ভ করিল। তাদৃশ নিস্তব্ধ, নিঃশব্দ নিশীথসময়ে আকস্মিক সিংহনাদ শ্রবণ করিয়া শত্রুগণের হৃদয় আকম্পিত ও শ্রবণ বিদারিত হইয়া উঠিল। উপত্যকামধ্যনিবদ্ধ রোমকেরা সিংহনাদ শ্রবণ করিয়া স্বরসংযোগদ্বারা বুঝিতে পারিয়া পরস্পর কহিতে লাগিল, আর আমাদিগের ভাবনা নাই; আমাদিগের

উদ্ধারার্থ রোম হইতে সেনাগণ আসিয়াছে। এই কথা কহিয়া উহারা প্রতি সিংহনাদ করিল এবং তৎক্ষণাৎ উপত্যকামধ্য হইতে বিপক্ষগণকে আক্রমণ করিল। উহাদিগের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। এদিকে ডিক্টেটরের সমস্তিব্যাহারী সৈন্যগণ শত্রুশিবিরের চতুর্দ্দিকে অবিরোধে পরিখাখনন ও স্বানীত কাষ্ঠকীল দ্বারা বৃতিবিধান করিতে লাগিল। এইরূপে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হইল। রজনীও অবসান হইল, উহাদিগেরও পরিখাখনন ও বৃতিবিধান পরিসমাপ্ত হইল। উহারা তখন প্রারব্ধ কার্য্য হইতে অবসৃত হইয়া যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। অরাতিগণ উভয়তঃ আক্রান্ত হইয়া নিতান্ত ব্যাকুল হইল এবং প্রাণরক্ষার উপায়ান্তর না থাকাতে ডিক্টেটরের শরণাপন্ন হইয়া অতিদীনভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিল। সিন্সিনেটস তাহাদিগকে এই উত্তর দিলেন, আমি দুই পার্শ্বে দুই বল্লম প্রোথিত করিয়া তাহার উপরিভাগে অপর এক বল্লম যোক্ত্রাকারে নিবদ্ধ করিব, তোমারা যদি অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধপরিচ্ছদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক উহার ভিতর দিয়া যাইতে সম্মত হও, এবং যেসকল ব্যক্তি তোমাদিগের মধ্যে প্রধান বলিয়া গণনীয় হইয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে এবং গ্রেকসকে বন্ধন পূর্ব্বক আমার নিকটে আনিয়া দাও, তাহা হইলে তোমাদিগের অপরাধ মার্জ্জনা করিতে পারি। এই কথা শ্রবণ করিয়া বিপক্ষগণ অগত্যা সম্মত হইল। গ্রেকসকে ও অন্যান্য প্রধান পুরুষদিগকে বন্ধন করিয়া সিন্সিনেটসের হস্তে সমর্পণ করিল, এবং অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধবেশ পরিত্যাগ করিয়া সিন্সিনেটসের নিবদ্ধ যোক্ত্রের নিম্নভাগ দিয়া গমন করিল।

পরাজিত ইকুয়ীয়েরা নিতান্ত অবমানিত ও লজ্জিত হইয়া শিবির পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বদেশে প্রস্থান করিল। উহাদিগের শিবিরমধ্যে বিস্তর দ্রব্য সামগ্রী ছিল, তৎসমুদায় রোমকদিগের হস্তগত হইল। সিন্সিনেটসের অনুমতি অনুসারে তৎসমভি-ব্যাহারী সৈন্যগণই যাবতীয় লুঠিত দ্রব্য বিভাগ করিয়া লইল। মিনিউশিয়সের সেনাগণ অংশপ্রাপ্তিবিষয়ে বঞ্চিত হইল। কিন্তু তাহারা তন্নিবন্ধন ক্ষোভ, রোষ অথবা অসন্তোষ প্রকাশ করিল না; প্রত্যুত সিন্সিনেটসের প্রতি সাতিশয় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া পরস্পর কহিতে লাগিল, সিন্সিনেটস উদ্ধার না করিলে আমাদিগের কি দুর্দ্দশা ঘটিত বলিতে পারি না, সিন্সিনে-টস আমাদিগের প্রাণ ও মান রক্ষা করিয়া পিতার কর্ম্ম করিয়া-ছেন, অতএব পুত্রের মত অনুগত হইয়া তাঁহার প্রতি ভক্তি প্রদ-র্শন করা আমাদিগের কর্ত্তব্যকর্ম্ম। এই কথা কহিয়া মিনিউশিয়-সের সমভিব্যাহারী সেনাগণ অগ্রসর হইয়া সিংহনাদ করিতে করিতে সিন্সিনেটসকে রোমনগরে লইয়া গেল।

সিন্সিনেটস রোমনগরসন্নিধানে উপনীত হইলে পর নগর-বাসীরা আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইল। পুরবাসীরা আগত সেনা-গণের সমাদরের নিমিত্ত চর্ব্ব্য, চূষ্য, লেহ্য, পেয় বিবিধ খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া প্রতিগৃহদ্বারে সাজাইয়া রাখিল। সেনেট-রেরা জয়মহোৎসব দ্বারা সিন্সিনেটসের অতিশয় মান বর্দ্ধন করিলেন। তিনি যখন পুরপ্রবেশ আরম্ভ করিলেন, তখন বহু লোক পতাকা লইয়া তাঁহার অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিল। সমর-বন্দীকৃত গ্রেকস এবং ইকুয়ীয়জাতীয় প্রধান প্রধান ব্যক্তি তৎ-পশ্চাতে যাইতে লাগিলেন। অনন্তর, সিন্সিনেটস অতি মনো

হর পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক অপূর্ব্ব শকটে আরোহণ করিয়া যাইতে লাগিলেন। তাঁহার পশ্চাতে সুসজ্জিত সেনাগণ শ্রেণী-বদ্ধ হইয়া গমন করিল। তাঁহার গমনকালে বিবিধ বাদ্যোদ্যম, আনন্দধ্বনি ও বহুবিধ নৃত্য গীত হইতে লাগিল। সিন্সিনেটস এইরূপ মহাসমারোহ করিয়া নগরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেনা-গণ পুরপ্রবিষ্ট হইয়া আত্মীয় বন্ধু বান্ধবের সহিত সাক্ষাৎকার করিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিল। পুরবাসীরাও উহাদিগের সহিত প্রীতিভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত হইল। সিন্সিনেটস নগরে প্রত্যাগমন করিয়াই ডিক্টেটরপদ পরিত্যাগ করিলেন এবং পূর্ব্ববাসস্থানে গমন করিয়া পুনর্ব্বার কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হই-লেন।

খৃষ্টের পূর্ব্ব ৪৫৮ অব্দে ইকুয়ীয়জাতীয়েরা কন্সল মিনিউ-শিয়সকে আল্‌জিডস পর্ব্বতে পরাভূত করিয়া শিবিরমধ্যে নিরুদ্ধ করিয়াছিল। এই সূত্র হইতে সিন্‌সিনেটসের অপূর্ব্ব উপাখ্যানের উদ্ভব হইয়াছে। এই বিষয় লইয়া কবিগণ সরস মনোরম কাব্য রচনা করিয়াছেন। ইতিহাসলেখকেরাও সেই কাব্য হইতে সঙ্কলন পূর্ব্বক সমধিক সম্ভাবিত করিয়া সিন্‌সিনে-টসের বৃত্তান্ত আপন আপন গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন। সিন্‌সি-নেটসের বৃত্তান্তের কোন্ অংশ সত্য ও কোন্ অংশ মিথ্যা তাহা অধুনা নির্ণয় করা অতিদুরূহ। যাহা হউক, ইকুয়ীয়জা-তীয়েরা আল্‌জিডস পর্ব্বতে রোমকদিগের নিকটে পরাস্ত হই-য়াই যে ক্ষান্ত হইয়াছিল এমত নহে, মধ্যে মধ্যে সমরানল প্রজ্বলিত করিয়াছিল। উহারা দীর্ঘকাল রোমকদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া পরিশেষে খৃষ্টের পূর্ব্বে ৪৪৬ অব্দে রোমকদিগের নিকটে

সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হয়। তাহার পর বহুকাল পর্য্যন্ত রোমক-দিগের বিপক্ষ হইয়া অস্ত্রগ্রহণে সমর্থ হয় নাই।

অধুনা যে সময়ের কথা উল্লেখ করা যাইতেছে ঐ সময়ে রোমনগরে সাংক্রামিক রোগের সাতিশয় প্রাচুর্ভাব হয়, এ কথা পূর্ব্বে সবিস্তর উল্লিখিত হইয়াছে। ঐ দুরন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়া কত শত প্রধানতম গণনীয় পেট্রিসীয় বংশ একবারে নিমীলিত হইয়া গেল। সচরাচর প্রায় দেখিতে পাওয়া যায়, সম্পদ সম্পদের, বিপদ বিপদের অনুগামী হইয়া থাকে। রোম-কেরা যেমন রোগ শোকে জর্জ্জরীভূত হইয়াছিল শত্রুগণও তেমনি উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছিল। তাহাতে রোমকেরা বিষম সঙ্কটে পতিত হয়। ভয়ঙ্কর মারীভয় ও রাজ্যের বহু বিপদ্ ঘটনা হইলে পর সচরাচর যেরূপ অন্যায় ও অত্যাচারের প্রাচু-র্ভাব হইয়া থাকে, রোমরাজ্যে সেইরূপ অন্যায় ও অত্যাচার সাতিশয় বিজৃম্ভমাণ হইয়া উঠিল। প্রবল লোকেরা দুর্ব্বল ব্যক্তি-দিগকে অত্যন্ত পীড়ন করিতে আরম্ভ করিল। নিপীড়িত ব্যক্তিরা বিচারার্থী হইয়া ধর্ম্মাধিকরণে গমন করিতে লাগিল। কিন্তু তাহাদিগের ইষ্টসিদ্ধি হইবার সম্ভাবনা ছিল না। বিচার-কর্ত্তারাই স্বয়ং অত্যাচারদোষে দূষিত হইয়াছিলেন। রাজ্যের এইপ্রকার অরাজকপ্রায় অবস্থা হইলে পেট্রিসীয়েরা সচ্ছন্দে প্লিবীয়দিগের উপর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিল। রাজ্যের দৈবী আপদ ঘটনা হওয়াতে প্লিবীয়েরা একে দুঃখসাগরে মগ্ন হইয়াছিল, তাহাতে আবার পেট্রিসীয়দিগের অত্যাচার এবং কন্সলদিগের অবিচার; এই সমুদায় কারণ একত্র সংঘটন হও-য়াতে প্লিবীয়দিগের দুঃখ দ্বিগুণতর হইয়া উঠিল।

টাকুইনিয়স সুপর্ব্বস রোমের শেষ রাজা ছিলেন। তাঁহার পর অবধি রোমে কন্সলনিয়োগপ্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। কন্সলেরা রাজস্থানীয় ছিলেন। তাঁহাদিগকে রাজ্যসংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের বিচার ও মীমাংসা করিতে হইত। কিন্তু তাঁহারা এতদিন পর্য্যন্ত বিচারসময়ে কোন ব্যবস্থাসংহিতার বশবর্ত্তী হইয়া চলেন নাই। রোমসাধারণ যে আচার ব্যবহার প্রচলিত ছিল, তদনুসারেই কার্য্যনির্ব্বাহ করিতেন। অধিকাংশস্থলে আপনাদিগের ইচ্ছানুসারেই কর্ম্ম করিতেন। যেস্থলে ব্যবস্থাসংহিতা লিপিবদ্ধ নাই এবং বিচারকদিগের ইচ্ছাই বলবতী, সেস্থলে কোনক্রমেই যথার্থ বিচার লাভের প্রত্যাশা করা যায় না। তবে যদি বিচারকর্ত্তা রাগদ্বেষশূন্য, পক্ষপাতবিহীন ও ক্রোধলোভবিবর্জ্জিত হন, তাহা হইলে যথার্থ বিচার লাভের আশা করা যাইতে পারে। কিন্তু সর্ব্বত্র সমদর্শী ন্যায়পরায়ণ বিচারকর্ত্তা অতিবিরল। আর, বিচারকর্ত্তা শুচি ও শুদ্ধহৃদয় হইলেও বিচারকালে তাঁহার মতিভ্রম হইবার আটক নাই। ফলতঃ লিপিবদ্ধ ব্যবস্থাসংহিতা বিচারকর্ত্তাদিগের পথপ্রদর্শক স্বরূপ না থাকিলে অবিচার হইবারই সম্ভাবনা। লিপিবদ্ধ ব্যবস্থাসংহিতা রোমীয় কন্সলদিগের পথপ্রদর্শক স্বরূপ না থাকাতে তাঁহারা বিচারকালে অন্যায় করিতেন। এই নিমিত্তই প্লিবীয়েরা দারুণ দুঃখগ্রস্ত হয়। টিরেণ্টিলস নামে ট্রিবিউন সমুদায় বিষয় প্রণালীবদ্ধ করিয়া কন্সলদিগের অত্যাচারদোষ দূরীকৃত করিবার আশয়ে প্লিবীয় সভায় এই প্রস্তাব করিলেন যে, ব্যবস্থাবিষয়ক সংহিতা নির্দ্দিষ্ট না থাকাতেই বহু বিষয়ের বিশৃঙ্খলা ঘটিতেছে, অতএব ব্যবস্থাসংহিতা প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত

উপযুক্ত দেখিয়া পাঁচ ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা উচিত। তাঁহারা পাঁচ জন একমত ও পক্ষপাতশূন্য হইয়া সমুদায় বিষয়ের বিধি সৃষ্টি করেন। তাঁহারা যে সকল নিয়ম নিবদ্ধ করিবেন, নগরবাসী সমুদায় লোককেই তদনুসারে চলিতে হইবে। খৃষ্টের পূর্ব্ব ৪৬২ অব্দে প্লিবীয় সভায় ঐ প্রস্তাব হয়।

প্লিবীয়েরা টিরেন্টিলসের প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া অতিশয় হৃষ্ট হইল। ঐ প্রস্তাব বিধিবদ্ধ হইলে রাজ্যসংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় প্রণালীবদ্ধ হইবে বলিয়াই যে কেবল তাহারা অহ্লাদিত হয় এমত নহে, বাস্তবিক তাহাদিগের বহুতর অনিষ্ট ঘটিতেছিল। রোমপ্রচলিত পূর্ব্বপ্রথার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ব্যতিরেকে ঐ সকল অনিষ্টনিবারণ কোনক্রমেই সম্ভাবিত নহে। টিরেন্টিলস যে প্রস্তাব করেন, তদ্দ্বারা পূর্ব্বপ্রথার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্ত হইবার আকার বোধ হওয়াতেই প্লিবীয়েরা তদ্বিষয়ে সবিশেষ যত্নবান্ হয়। পেট্রিসীয় ও প্লিবীয় উভয় দলের প্রধান ও নিকৃষ্টভাবই প্লিবীয়দিগের দুঃখের মূল কারণ। রাজ্যসংক্রান্ত কোন বিষয়েই উভয় দলের তুল্যাধিকার ছিল না। পেট্রিসীয়েরা যে সকল বিষয়ের অধিকারী ছিল, প্লিবীয়েরা সেই সকল বিষয়ের অংশ পাইবার যথার্থ যোগ্য পাত্র হইয়াও তাহাতে বঞ্চিত ছিল। উভয় দলের পরস্পর ভেদজ্ঞানই কেসিয়সকৃত ভূমিবিভাগ-বিধির প্রধান কল্পের প্রধান প্রতিবন্ধক হইয়াছিল। ঐ ভেদ-জ্ঞান দূরীকৃত না হইলে প্লিবীয়েরা পেট্রিসীয়দিগের সমকক্ষ হইয়া জয়লব্ধ ভূমির অংশ প্রাপ্ত হইতে পারে না। পেট্রিসীয়েরা প্লিবীয়দিগকে যদি আপনাদিগের তুল্য জ্ঞান করিত, তাহা হইলে উহারা প্লিবীয়দিগকে কখনই জয়লব্ধ ভূমির অংশদানে

বঞ্চিত করিয়া রাখিত না। পরস্পর ভেদজ্ঞান থাকিলে পরস্পরের প্রতি স্নেহসঞ্চার, পরস্পরের দুঃখে দুঃখবোধ এবং পরস্পরের হিতসাধনে আন্তরিক যত্ন হয় না; প্রত্যুত পরস্পরের শুভ হইবার সূচনা অথবা উন্নতিকরের সোপান হইলে পরস্পরের মনে দ্বেষ হিংসা ও মাৎসর্য্যের সঞ্চার হয়, তন্মূলক ক্রমশঃ শত্রুতা জন্মে। বিশেষতঃ প্লিবীয়দিগের পূর্ব্বাবস্থা তখন অনেক অংশে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। অতএব পূর্ব্বের ন্যায় তখন পর্য্যন্তও যে উহাদিগের নিকৃষ্টভাবে অবস্থান কোনক্রমেই যুক্তিসহ হইতে পারে না। উহারা যখন প্রথম রোমে আসিয়া বাস করে, তখন উহাদিগের নিকৃষ্টভাব কোন রূপে অশোভমান ছিল না। বিদেশীয় লোক দেশান্তরে গিয়া বাস করিলে তদ্দেশের আদিমনিবাসীব সহিত তাহার সহসা অভিন্নভাব হওয়া সহজ নহে। কাল সহকারে তাহার ভিন্নভাব দূরীকৃত হয় এবং সে ক্রমে ক্রমে তদ্দেশবাসীর সহিত একতা প্রাপ্ত হইয়া যায়। বহুকালাবধি প্লিবীয়েরা রোমে অবস্থিতি করিতেছে। বাস্তবিক বিবেচনা করিয়া দেখিলে পেট্রিসীয় ও প্লিবীয় উভয় দল একজাতি হইয়া গিয়াছে। উভয় দলের বাস্তবিক একতাপ্রাপ্তির পরও পরস্পর ভেদজ্ঞান রাখিতে গেলে কেবল পূর্ব্ব বৈর জাগরূক করিয়া রাখা হয়। মানুষের অবস্থা চিরকাল সমান থাকে না। কালক্রমে তাহার পরিবর্ত্ত হইয়া যায়। প্লিবীয়েরা যখন আপনাদিগের নিকৃষ্ট অবস্থা হইতে উৎকৃষ্ট অবস্থায় আরোহণ করিতে উদ্যত হইয়াছে, তখন তাহাদিগকে পর্য্যুদস্ত করিয়া রাখা সাধ্যায়ত্ত নহে। লোকসমাজ যে সময়ে প্রথম সংস্থাপিত হয়, তৎকালে জাতিবিভাগ, বর্ণবিভাগ ও শ্রেণীবিভাগ প্রভৃতি সমাজের নানা-

বিধ বিভাগ থাকে এবং কোন কোন জাতি ও কোন কোন বর্ণ শ্রেষ্ঠ, আর কোন কোন জাতি ও কোন কোন বর্ণ নিকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত হয়। পরে সমাজের যত উন্নতি ও সভ্যতা বৃদ্ধি হইতে থাকে, ততই সমাজান্তর্গত জাতিবিভাগাদি বিলোপ-পদবী প্রাপ্ত হয়। সমাজের প্রথম উদয়সময়ে জাতিবিভাগাদির সত্তা এবং সমাজের উন্নতিকালে জাতিবিভাগাদির ক্রমশঃ বিলোপ হওয়া উভয়ই ন্যায্য ও নৈসর্গিক নিয়মের অবিরুদ্ধ। সমাজের প্রথম আরম্ভসময়ে জাতিবিভাগাদির নিয়ম না থাকিলে সুচারুরূপে রাজ্যে যাবতীয় কার্য্য নির্ব্বাহ হওয়া দুর্ঘট হয়। এক এক জাতির উপর এক এক কার্য্যের ভার সমর্পিত হইলে তত্তৎ কার্য্য সুন্দররূপে নিষ্পাদিত হইতে পারে। কিন্তু যখন সমাজ সুন্দররূপে সংস্থাপিত হয় এবং সকল লোকের সকল কার্য্য করিবার ক্ষমতা জন্মে, তখন জাতিবিভাগাদি প্রচলিত রাখিয়া কতকগুলি লোককে এক বিষয়ের অধিকারী করিয়া রাখা আর কতকগুলিকে সেই বিষয়ে একবারে নিরাকৃত করা অতি অন্যায়।

টিরেণ্টিলস আর্সা যে প্রস্তাব করেন, তাহা শ্রবণ করিয়া পেট্রিসীয়েরা সাতিশয় শঙ্কিত হইয়া উঠিল এবং ঐ প্রস্তাব যাহাতে প্লিবীয় সভায় গ্রাহ্য না হয়, সেই চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু উহারা তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। ঐ প্রস্তাব প্লিবীয় সভার গ্রাহ্য হইয়া গেল, কেবল পেট্রিসীয় সভা এবং সেনেটের মতগ্রহণের অপেক্ষা রহিল। সে বৎসর এইরূপে অতীত হইল। পরবৎসর বর্জ্জিনিয়সনামা ট্রিবিউন টিরেণ্টিলস কৃত প্রস্তাব পুনর্ব্বার প্লিবীয় সভায় উপস্থিত করিল। পেট্রিসী

য়রাও পুনর্ব্বার দলবদ্ধ হইয়া প্লিবীয় সভার কার্য্যের ব্যাঘাত করিতে আরম্ভ করিল। সিন্সিনেটসের পুত্র কিসো কুইণ্টিয়স তদ্বিষয়ে প্রধান উদ্‌যোগী ছিলেন। প্লিবীয় দলের উপর তাঁহার অতিশয় দ্বেষ ছিল। তিনি সর্ব্বদাই প্লিবীয়দিগের অপকার ও অপমান করিতেন। সভার দিবস উপস্থিত হইলে কিসো আপন দল বল সমভিব্যাহারে ফোরমে উপস্থিত হইয়া অকারণ কলহ করিয়া প্লিবীয়দিগকে সভাস্থল হইতে দূরীকৃত করিয়া দিতে লাগিলেন। কিসোর অত্যাচারে এইরূপে প্লিবীয় সভার কার্য্যের ব্যাঘাত জন্মিল। কিন্তু ট্রিবিউনেরা একবাক্য হইয়া টেরেণ্টিলস আর্সার প্রস্তাব বিধিবদ্ধ করিবার নিমিত্ত সবিশেষ যত্নবান্ হইলেন। বর্জ্জিনিয়স, কিসো কুইণ্টিয়সের নামে প্লিবীয় সভায় এই বলিয়া অভিযোগ করিলেন যে, কিসো অহংমদে মত্ত হইয়া অনভিভবনীয় পবিত্র ট্রিবিউন শরীরে প্রহার করিয়াছেন। পেট্রিসীয়েরা কিসোর নামে অভিযোগবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া অতিশয় শঙ্কিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল। পেট্রিসীয়দিগের কাতরভাব দর্শন ও কাকুক্তি শ্রবণ করিয়া প্লিবীয় সভার সভ্যগণের এরূপ মানস হইয়াছিল যে, কিসো কুইণ্টিয়সের অপরাধ মার্জ্জনা করেন, কিন্তু ঐ সময়ে কিসোর আর এক গুরুতর দোষের কথা প্রকাশ হওয়াতে তাঁহারা সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন।

কয়েক বৎসর অতীত হইলে, বোল্‌সিয়স ফিক্টর নামে এক ব্যক্তি ট্রিবিউন পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। বর্জ্জিনিয়স যে সময়ে কিসো কুইণ্টিয়সের নামে অভিযোগ করেন, বোল্‌সিয়সও সেই সময়ে তাঁহার নামে এই অভিযোগ করিলেন যে, আমি

এবং আমার ভ্রাতা উভয়ে মারীভয়ের সময়ে এক দিবস বিশেষ প্রয়োজন বশতঃ স্থানান্তরে গমন করিয়াছিলাম, প্রত্যাগমন-কালে পথিমধ্যে কিসোর সহিত সাক্ষাৎকার হইল। আমরা দেখিলাম, কিসো আপন দল বল সমভিব্যাহারে পথিমধ্যে অতিশয় বিশৃঙ্খল ব্যবহার করিতেছেন। কথায় কথায় আমা-দিগের সহিত বিবাদ উপস্থিত হইল। আমার ভ্রাতা অত্যন্ত বৃদ্ধ ছিলেন, তাহাতে রোগাক্রান্ত হইয়াছিলেন, তখন পর্য্যন্তও সম্যক্‌রূপে রোগমুক্ত হইতে পারেন নাই। কিসো নির্দ্দয় হইয়া তাঁহাকে আঘাত করিলেন। আমরা ধরা ধরি করিয়া তাঁহাকে গৃহে লইয়া গেলাম। সেই দারুণ আঘাতেই তাঁহার দেহাবসান হইল। আমি প্রতি বৎসরেই কন্সলদিগের নিকটে ঐ বিষয়ের আবেদন করিয়া ছিলাম, কিন্তু কন্সলেরা আমার কথা গ্রাহ্য করেন নাই। সেই নিমিত্ত এত দিন পর্য্যন্ত ঐ বিষয়ের বিচার হয় নাই। প্লিবীয়েরা শ্রবণ করিয়া একবারে ক্রোধে অন্ধ হইয়া উঠিল। তাহারা এমনি রাগিয়াছিল যে, ট্রিবিউনেরা মধ্যবর্ত্তী না হইলে কিসোকে কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিত। যাহা হউক, ট্রিবিউনদিগের যত্নে তৎকালে কিসোর প্রাণরক্ষা হইল। কিসো ভয়প্রযুক্ত রোম পরিত্যাগ করিয়া ইট্রিউরিয়া দেশে পলায়ন করিলেন।

এইরূপ ঘটনা হওয়াতে পেট্রিসীয়দিগের মধ্যে অনেকে ভীত হইয়া বিরোধাচরণে বিরত হইল। কিন্তু প্লিবীয়দলের উপর যাহাদিগের নিতান্ত দ্বেষভাব ছিল, তাহারা ক্ষান্ত না হইয়া অপকারচেষ্টা করিতে লাগিল। প্লিবীয় সভার উপবেশন দিবস উপস্থিত হইলেই তাহারা দলবদ্ধ হইয়া গোলযোগ করিত

পূর্ব্ববৎ সভার কার্য্যের ব্যাঘাত করিতে আরম্ভ করিল। তাহাতে টিরেণ্টিলসকৃত প্রস্তাব বিধিবদ্ধ হওয়া ভার হইয়া উঠিল। প্লিবীয়দলবিদ্বেষী পেট্রিসীয়েরা সভার দিবসে গোল করিয়া কার্য্যের ব্যাঘাত জন্মাইত, কিন্তু সময়ান্তরে প্লিবীয়দিগের গৃহে উপস্থিত হইয়া কৃত্রিম আত্মীয়তা এবং মৌখিক সদ্ব্যবহার করিত। এইপ্রকার বিরুদ্ধ ব্যবহার করিবার তাৎপর্য্য এই, তাহারা মনে মনে এই বিবেচনা করিয়াছিল যে, যদি ভাগ্যবান্ লোকেরা দরিদ্র ব্যক্তিদিগের প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করে, তাহা হইলে দরিদ্রেরা অনায়াসেই ধনীর বশীভূত হয়, অতএব আমরা যদি প্লিবীয়দিগের সহিত মৌখিক সদ্ব্যবহার করিয়া কৃত্রিম স্নেহ প্রদর্শন করি, তাহা হইলে তাহারা অবশ্যই আমাদিগের বশ্য থাকিবে, আমরা নির্ব্বিঘ্নে মনোরথ সফল করিতে পারিব। এই বিবেচনা করিয়া পেট্রিসীয়েরা প্লিবীয়দিগের সহিত কাল্পনিক সদ্ব্যবহার করিতে লাগিল। কিন্তু উহাদিগের অকৃতপূর্ব্ব সদ্ব্যবহারদর্শনে প্লিবীয়দিগের মনে বিষম সন্দেহ জন্মিল। ঐ সময়ে নগরমধ্যে এই জনরব হইল যে, কিসো কতকগুলি পেট্রিসীয়ের সহিত মন্ত্রণা করিয়াছেন, প্লিবীয়দলের প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগের গোপনে প্রাণ সংহার করিবেন। এই জনরব নগরমধ্যে প্রচারিত হইলে প্লিবীয়েরা সাতিশয় শঙ্কিত হইল। এক দিবস রজনীযোগে সকলে নিদ্রিত আছে, এমত সময়ে কতকগুলি লোক ক্যাপিটলে অকস্মাৎ সিংহনাদ করিয়া উঠিল। সিংহনাদ শ্রবণ করিয়া সকলের নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেল। সুপ্তোত্থিত লোকেরা ব্যস্ত সমস্ত হইয়া নগররক্ষণের চেষ্টা করিতে লাগিল।

চারি হাজার বিবাসিতব্যক্তি বহুসংখ্য দাস সমভিব্যাহারে রাত্রিকালে ক্যাপিটল অধিকার করিয়া লয়। সেবাইনীয়জাতীয় আপিয়স হর্ডোনিয়স নামে এক ব্যক্তি ঐ দলের অধিপতি হইয়া আসিয়াছিল। কন্সলেরা ক্যাপিটলমধ্যে রাত্রিকালে আকস্মিক সিংহনাদ শ্রবণে সাতিশয় শঙ্কিত হইয়া প্রথমে পুরপ্রাচীরের উপর অসংখ্য লোক সমাবেশিত করিয়া দৃঢ়তর-রূপে পুরদ্বার রক্ষা করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ এই ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, যেসকল লোক যুদ্ধ উপস্থিত হইলে সৈনিক পুরুষের পদগ্রহণ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে সাংগ্রামিক নিয়মা-নুসারে শপথ পূর্ব্বক অবিলম্বে নগররক্ষার্থ সজ্জিত হইতে হইবে। প্লিবীয়েরা ঘোষণাবাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে করিল, সাংগ্রামিক নিয়মানুসারে শপথ করিয়া বদ্ধ হইলে কন্সলেরা যাহা বলিবেন তাহাই করিতে হইবে, এই ভাবিয়া তাহারা শপথ করিয়া সৈন্যশ্রেণীভক্ত হইতে সম্মত হইল না। ব্যালিরিয়স নামে তদ্বর্ষীয় কন্সল এই কথা কহিয়া প্লিবীয়দিগকে সম্মত করিলেন, তোমরা যদি এখন সাংগ্রামিক নিয়মানুসারে সৈন্যশ্রেণীভক্ত হইয়া নগররক্ষা কর, তাহা হইলে পরিণামে কেহই তোমাদিগের সভার কার্য্যের ব্যাঘাত করিতে পারিবে না। আর, আমি এই অঙ্গীকার করিতেছি, টিরেণ্টিলসকৃত প্রস্তাব যদি সর্ব্ববাদি-সম্মত হইয়া প্লিবীয়সভায় পরিগৃহীত হয়, তাহা হইলে ঐ প্রস্তাব যাহাতে বিধিবদ্ধ হয়, তদ্বিষয়ে সবিশেষ যত্নবান্ হইব। প্লিবী-য়েরা ব্যালিরিয়সের অঙ্গীকারবাক্য শ্রবণ করিয়া শপথ পূর্ব্বক সৈন্যশ্রেণীভক্ত হইয়া ক্যাপিটল আক্রমণ করিল। আক্রমণ-কালে কন্সল ব্যালিরিয়স এবং অন্যান্য অনেক প্রধান ব্যক্তি

সমরশায়ী হইলেন। কিন্তু যাহারা ক্যাপিটল অধিকার করিয়া লইয়াছিল, তাহারা পরাস্ত হইল। তাহাদিগের অধিকাংশ লোক বন্দীকৃত হইল, পশ্চাৎ তাহাদিগের শিরশ্ছেদের আজ্ঞা হইল। কেহ কেহ অনুমান করেন, কিসো কুইণ্টিয়স বিদ্রোহিগণের সমভিব্যাহারে ছিলেন এবং রণস্থলে প্রাণ পরিত্যাগ করেন।

যে বর্ষে ক্যাপিটল আক্রান্ত হয় সেই বৎসর আপিয়স ক্লডিয়স কন্সলপদে অভিষিক্ত ছিলেন। ব্যালিরিয়সের পরলোকগমনের পর ট্রিবিউনেরা তাঁহার নিকটে এই আবেদন করিলেন যে, ব্যালিরিয়স টিরেণ্টিলসকৃত প্রস্তাব বিধিবদ্ধ করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, আপনি সেই অঙ্গীকার প্রতিপালন করুন। আপিয়স ক্লডিয়স উত্তর করিলেন, আমি একাকী তোমাদিগের প্রার্থিতপরিপূরণে সমর্থ নহি, দ্বিতীয় ব্যক্তি যাবৎ কন্সলপদে অধিরূঢ় না হন, তাবৎ তোমরা ক্ষান্ত থাক। অনন্তর তিনি সেনেট এবং পেট্রিশীয় সভার সম্মতিক্রমে লুসিয়স কুইণ্টিয়স সিন্সিনেটসকে কন্সলপদে অভিষিক্ত করিলেন। সিন্সিনেটস কন্সলপদে আরোহণ করিয়াই, টিরেণ্টিলসকৃত প্রস্তাব যাহাতে বিধিবদ্ধ হইতে না পারে, সেই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সেই চেষ্টা করিয়াই তিনি ক্ষান্ত ছিলেন না। তিনি প্লিবীয়দিগকে আপন পুত্র কিসো কুইণ্টিয়সের প্রাণবধের মূল কারণ বিবেচনা করিয়া অতিশয় শত্রু জ্ঞান করিতেন। অতএব তিনি উহাদিগকে পূর্ব্বের ন্যায় অধীনতাশৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং নিরন্তর নানাপ্রকার অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। প্লিবী-

কৃত প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিল। অনন্তর, এথেন্স রাজ্যের এবং গ্রীস্‌দেশের অন্তঃপাতী অন্যান্য রাজ্যের ব্যবস্থার মর্মজ্ঞ হইবার নিমিত্ত তিন জন সেনেটর এথেন্সে প্রেরিত হইলেন। তাঁহারা গ্রীস্‌দেশ হইতে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলে রোমে যে সকল নূতন নিয়ম নিবদ্ধ হয়, তৎসমুদায়ের সহিত গ্রীস্‌দেশ-প্রচলিত নিয়মাবলীর বহু বৈলক্ষণ্য আছে। তদ্দর্শনে অনেকে এথেন্সনগরে লোক প্রেরণের কথায় সন্দেহ করিয়া থাকেন। যাহা হউক, তাঁহাদিগের এই সন্দেহ কোনরূপে সমূলক বো হয় না। কারণ, যাঁহারা এথেন্সে গমন করিয়াছিলেন, তাঁহা দিগের এরূপ উদ্দেশ্য ছিল না যে, তাঁহারা গ্রীস্‌দেশপ্রচলি ব্যবস্থা সকল সঙ্কলন করিয়া আনেন, কিরূপে এবং কি যুক্তি ব্যবস্থাসংহিতা প্রস্তুত হয়, তাহাই জানিবার নিমিত্ত তাঁহার গ্রীস্‌দেশে গমন করিয়াছিলেন, অতএব গ্রীস্‌দেশের ব্যবস্থা সংহিতার সহিত রোমীয় ব্যবস্থাসংহিতার যে বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয় তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

ব্যবস্থাপকনিয়োগ এবং তৎকৃত ব্যবস্থাসংহিতা।

গ্রীসদেশপ্রচলিত রাজকীয় বিধির মর্ম্মজ্ঞ হইবার নিমিত্ত রোমকেরা যে তিন ব্যক্তিকে এথেন্সনগরে পাঠাইয়া দেয়, তাঁহারা তথা হইতে প্রত্যাগত হইলে পর এই স্থির হইল যে, উপযুক্ত দেখিয়া দশ ব্যক্তিকে ব্যবস্থাপন কার্য্যে নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। কিন্তু লোকনিয়োগবিষয়ে পেট্রিসীয় ও প্লিবীয় উভয়-দলের পরস্পর বিবাদ আরম্ভ হইল। বিবাদের কারণ এই, প্লিবীয়েরা আপনাদিগের দলের পাঁচ ব্যক্তিকে ব্যবস্থাপকের পদে নিয়োজিত করিতে যত্নবান্ হয়। আর, পেট্রিসীয়েরা আপনাদিগের দলাক্রান্ত দশ ব্যক্তিরই নিয়োগবিষয়ে যত্ন করে। যাহা হউক, কিয়ৎকাল বিবাদের পর প্লিবীয়েরা ক্ষান্ত হইল। পেট্রিসীয় বংশীয় দশ ব্যক্তিই ব্যবস্থাপন কার্য্যে নিয়োজিত হইলেন। ঐ দশ ব্যক্তি (১) ডিসেম্ভর বলিয়া প্রসিদ্ধি প্রাপ্ত হন। খৃষ্টের পূর্ব্বে ৪৫১ অব্দে তাঁহারা কার্য্য আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা যাবৎ কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন, তাবৎ অন্য কোন বিচারকর্ত্তা ধর্ম্মাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন না। তাঁহা-দিগের উপরেই সমুদায় বিষয়ের ভার সমর্পিত ছিল। তাঁহারাই রাজ্যমধ্যে সর্ব্বে সর্ব্বা হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের অধিকার-

---

(১) ল্যাটিনভাষায় ডিসেম্ভরশব্দে দশ ব্যক্তি বুঝায়।

কালে ট্রিবিউনেরা স্বপদে অধিরূঢ় ছিলেন কি না, তদ্বিষয়ে অনেকেই সন্দেহ করিয়া থাকেন। কিন্তু যখন কন্সল প্রভৃতি প্রধান প্রধান আধিকরণিকেরা আপন আপন পদ হইতে অবসৃত হইলেন, তখন যে, ট্রিবিউনেরা স্বপদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন, ইহা কোন ক্রমেই সম্ভাবিত বোধ হইতেছে না। বিশেষতঃ প্লিবীয়দিগের যত্নেই ব্যবস্থাপকগণ নিয়োজিত হন। তাঁহারা যে, প্লিবীয়দিগের ইষ্ট সাধনে প্রবৃত্ত হইবেন না, ক্ষণকালও প্লিবীয়দিগের এরূপ মনে হয় নাই। অতএব তাহারা ট্রিবিউন-দিগকে স্বপদে অধিষ্ঠিত রাখিবার নিমিত্ত আগ্রহ করিবে কেন। অপর, কন্সলদিগের অত্যাচার নিবারণের নিমিত্তই ট্রিবিউন-পদের সৃষ্টি হয়, যদি কন্সল পদই উঠিয়া গেল, তবে ট্রিবিউন-দিগের স্বপদে অবস্থানের প্রয়োজন কি? এই সমুদায় বিবেচনা করিয়া ট্রিবিউন পদ বিলোপিত হয়। কিন্তু বিশিষ্টরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে ট্রিবিউন পদ বিলোপিত করা কেবল অবিবেচ-কতা ও মূর্খতার কর্ম্ম হইয়াছিল। কারণ পেট্রিসীয়দিগের অত্যাচার হইতে প্লিবীয়দিগকে রক্ষা করিবার নিমিত্তই ট্রিবি-উন পদের সৃষ্টি হয়। কিন্তু যখন পেট্রিসীয়বংশীয় দশ ব্যক্তি সমগ্র-প্রভু-শক্তিসম্পন্ন হইয়া রোমরাজ্যে একাধিপত্য করিতে প্রবৃত্ত হইল, তখন ট্রিবিউনদিগকে স্বপদ হইতে অবসৃত করা কোন ক্রমেই বিজ্ঞের কর্ম্ম হয় নাই। পেট্রিসীয়বংশীয়রা দশ ব্যক্তি সমগ্র-প্রভুশক্তিসম্পন্ন হইয়া ব্যবস্থাপন কার্যে নিয়োজিত হইল, তাহারাই স্বয়ং যদি ক্রোধলোভবিমোহিত প্লিবীয়দিগের উপর অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত হয়, অথবা, তাহা-দিগের সহায়তা প্রাপ্ত হইয়া পেট্রিসীয়েরা অত্যাচার করে

তাহা হইলে আশ্রয়দাতা ট্রিবিউন বিরহে প্লিবীয়দিগকে সেই অত্যাচারক্লেশ সহ্য করিতে হইবে সন্দেহ নাই।

অভিনব ব্যবস্থাপকগণ এইরূপে অপ্রতিহত সমস্ত রাজশক্তি হস্তগত করিয়া ব্যবস্থাপন কার্য্য আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা প্রথমে পক্ষপাতশূন্য হইয়া সুন্দররূপে কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা অনতিদীর্ঘকালমধ্যে সকল লোকেরই অতিশয় বিশ্বাস-পাত্র হইয়া উঠিলেন। তাঁহাদিগের তদানীন্তন ব্যবহার দর্শন করিয়া সকল লোকেরই এরূপ বোধ হইল যে, তাঁহারা সর্ব্বতো-ভাবে সকলের হিতসাধন করিবেন। ব্যবস্থাপকগণ গ্রীসদেশ হইতে আনীত ব্যবস্থাসংহিতা অবলম্বন করিয়া পারম্পর্য্যক্রমা-গত স্বদেশীয় আচার ব্যবহারের সহিত অবিসংবাদিত করিয়া নানা নিয়ম নিবদ্ধ করিলেন। গ্রীসদেশ হইতে যে সমস্ত সংহিতা আনীত হয়, রোমীয় ব্যবস্থাপকেরা তাহার অর্থবোধে অসমর্থ ছিলেন। ইফিসসদেশীয় হর্ম্মোডোরস নামে এক ব্যক্তি তৎ-সমুদায় ব্যখ্যা করিয়া তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দেন। তন্নিমিত্ত রোমকেরা কৃতজ্ঞ হইয়া তাঁহার এক প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া কমিটিয়মে স্থাপন করে।

ব্যবস্থাপকগণ কতিপয় মাস পরিশ্রম করিয়া যে সমস্ত ব্যবস্থা প্রস্তুত করিলেন, তৎসমুদায় সাধারণের গোচরার্থ এক প্রকাশিত স্থানে রাখিয়া দিলেন। সকলেই দেখিতে লাগিল। যে ব্যবস্থার যে অংশে যাঁহার যে দোষ বোধ হইল, তিনি তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা-পকগণের নিকট উপস্থিত হইয়া সেই দোষের উদ্ঘাটন করিতে লাগিলেন। যে যে দোষ ব্যবস্থাপকগণের যথার্থ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল, তাঁহারা তৎক্ষণাৎ সেই সকল দোষ সংশোধন

করিতে লাগিলেন। অভিনব নিয়মাবলী এইরূপে সংশোধিত হইয়া সেনেট, পেট্রিসীয় সভা এবং প্লিবীয় সভার বিবেচনার্থ সমর্পিত হইল এবং তাঁহাদিগের পরিগৃহীত হইল। অনন্তর ঐ সকল নিয়ম দশটী পিত্তলফলকে ক্ষোদিত হইয়া সর্ব্বজনগোচরার্থ কমিটিয়মে স্থাপিত হইল।

ব্যবস্থাপকগণ যৎকালে ব্যবস্থাপনকার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তখন রোমকদিগের মনে এরূপ আশা জন্মিয়াছিল যে, তাঁহারা ক্রোধ-লোভাদিবিবর্জ্জিত ও পক্ষপাতশূন্য হইয়া নিয়মাবলী নিবদ্ধ করিবেন এবং স্বদেশের হিতসাধনে সর্ব্বতোভাবে যত্নশীল হইবেন। ব্যবস্থাপকগণও তাঁহাদিগের সেই আশা পরিপূর্ণ করিয়াছেন। তাঁহারা যে সকল নিয়ম নিবদ্ধ করেন, তাহাতে দ্বেষাদি দোষের কিছুমাত্র সম্পর্ক ছিল না। তদ্দ্বারা তাঁহাদিগের বহুদর্শিতা ও বহুজ্ঞতার সবিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার পর রোমনগরে যে সকল নিয়ম নিবদ্ধ হয়, অধুনাতন ব্যবস্থাপকগণকৃত নিয়মাবলী তৎসমুদায়ের আদর্শস্বরূপ।

যে দেশের যে কালের প্রকৃত পুরাবৃত্ত নিতান্ত দুর্লভ, তদ্দেশের তৎকালপ্রচলিত নিয়মাবলী উত্তমরূপে জানিতে পারিলে তদ্দেশীয় লোকের তদানীন্তন আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি, বিদ্যা, বুদ্ধি প্রভৃতি বহু বিষয়ের সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে। অতএব যে দেশে যে সকল নিয়ম প্রচলিত আছে, ইতিহাসমধ্যে তৎসমুদায় সমাবেশিত করা কোন রূপেই অনাবশ্যক ও অসঙ্গত নহে। খৃষ্টের পূর্ব্বে ৪৫১ অব্দে রোমীয় ব্যবস্থাপকগণ যে সমস্ত নিয়ম নিবদ্ধ করেন এ স্থলে তৎসমুদয়ের সবিশেষ উল্লেখ করা অতি আবশ্যক, তাহা হইলে তদানীন্তন

রোমকদিগের আচার ব্যবহারাদি বহু বিষয় সমতিপরিস্ফুটরূপে পরিজ্ঞাত হইতে পারে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই, ঐ সকল নিয়মের অধিকাংশই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। লুপ্তাবশিষ্ট যে সমস্ত নিয়মের কথা প্রাচীন গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থে উল্লিখিত দৃষ্ট হয়, এস্থলে তাহার কতকগুলির সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাই-তেছে।

সন্তানের উপর পিতার প্রভুত্ব।

রোমপ্রচলিত ব্যবহারানুসারে সন্তানের উপর পিতার সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা ছিল। পুত্র যাবজ্জীবন পিতার নিতান্ত পরাধীন থাকিত। পিতা তাহার উপর যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারিতেন। ইচ্ছা করিলে পিতা তাহাকে বিক্রয় ও বধ করিতে পারিতেন। পিতার জীবিতকালের মধ্যে পুত্রের স্বাধীনতা-লাভের সম্ভাবনা ছিল না। পিতা যদি আপন পুত্রকে কাহারও নিকটে বিক্রয় করিতেন, তাহা হইলে বিক্রয়ের পূর্ব্বে পুত্রের উপর পিতার যেরূপ স্বামিত্ব ছিল, ক্রেতারও ক্রয়াধীন সেইরূপ স্বামিত্ব জন্মিত। সেই পুত্র ক্রেতার ক্রীতদাস হইত। ক্রেতা কোন কারণ বশতঃ তাহাকে দাসত্ব হইতে মুক্ত করিয়া দিলে তাহার উপর পিতার পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ স্বামিত্ব লাভ হইত। রোমকেরা যে দশ ব্যক্তিকে ব্যবস্থাপনকার্য্যে নিয়োজিত করে, তাঁহারা যে নূতন নিয়ম করেন, তদ্দ্বারা পূর্ব্বতন ব্যবহার কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্ত হয়। নূতন নিয়মদ্বারা এই নির্দ্ধারিত হয়, পিতা যদি আপন পুত্রকে তিনবার বিক্রয় করেন, আর শেষ ক্রেতা সেই পুত্রকে দাসত্ব হইতে মুক্ত করিয়া দেয়, তাহা হইলে তাহার উপর আর পিতার স্বামিত্ব জন্মিত না। পুত্র তদবধি স্বাধীনতা

লাভ করিতে পারিত। বারত্রয় বিক্রয়ের পর পুত্রের স্বাধীনতা-লাভের নূতন নিয়ম হওয়াতে পিতৃপারতন্ত্র্য হইতে মুক্ত হইবার একমাত্র উপায় সৃষ্ট হয়। কোন পুত্র স্বাতন্ত্র্যলাভের কামনা করিলে পিতা তাহাকে তিনবার বিক্রয় করিয়া স্বাধীন করিয়া দিতে পারিতেন। কিন্তু পিতার জীবদ্দশায় পুত্রের স্বাধীনতা-লাভ রোমকেরা অতিশয় গর্হিত বলিয়া বিবেচনা করিত। যে পুত্র পিতৃপারতন্ত্র্য হইতে মুক্ত হইত, সে পৈতৃক বিষয়ের অধিকারী হইত না। সে স্বাতন্ত্র্যলাভের আকাঙ্ক্ষায় পরের দাসত্ব স্বীকার করিয়াছে বলিয়া জনসমাজে অতিশয় অবজ্ঞাত হইত।

পিতৃকৃত বিভাগ।

রোমপ্রচলিত প্রথানুসারে সন্তানের উপর পিতার যেরূপ সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা ছিল, আত্মবিষয় বিনিযোগের বিষয়েও তাঁহার সেইরূপ প্রভুতা ছিল। পিতা আপনার বিষয়ের যথেচ্ছ বিনিযোগ করিতে পারিতেন। তিনি ইচ্ছা করিলে মৃত্যুকালে সকল পুত্রকে না দিয়া এক পুত্রকেই আপনার সমুদায় বিষয় দিয়া যাইতে পারিতেন, অথবা কোন পুত্রকে না দিয়া উদাসীন ব্যক্তিকে সমুদায় সমর্পণ করিয়া যাইতে পারিতেন। অভিনব ব্যবস্থাপকগণ পূর্ব্বপ্রথার বিশেষ পরিবর্ত্ত করেন নাই। তাঁহারা কেবল পূর্ব্বপ্রথা নিয়মবদ্ধ করেন। ফলতঃ মৃতব্যক্তি মরণকালে যে দানপত্র বা বিভাগপত্র করিয়া যাইত, কোন ক্রমেই তাহার ব্যতিক্রম হইত না। পিতা মৃত্যুকালে দানপত্র বা বিভাগপত্র না করিয়া লোকান্তর গমন করিলে পুত্র যাবতীয় পৈতৃক বিষয়ে অধিকারী হইত। যে পুত্র পৈতৃক বিষয়ের অধিকার প্রাপ্ত হইয়া অপব্যয়ী কিংবা দুষ্ক্রিয়াসক্ত হইত, সে আপন পৈতৃক

বিষয় হইতে বঞ্চিত হইত, পুত্রের পর যাহাদিগের অধিকার, তাহারাই সেই বিষয় গ্রহণ করিত। কিন্তু পিতা মরণকালে দানপত্র বা বিভাগপত্র করিয়া যাহাকে যে বিষয় দিয়া যাইতেন, সেই পুত্র সেই বিষয়ের অধিকার প্রাপ্ত হইয়া অপব্যয়ী ও দুষ্ক্রিয়াসক্ত হইলেও কেহ তাহাকে তদ্বিষয় হইতে বঞ্চিত করিতে পারিত না।

বিবাহ।

রোমে এইরূপ ব্যবহার ছিল, কোন স্ত্রী কোন পুরুষের সহিত একবৎসরকাল অবিচ্ছেদে সহবাস করিলে তাহার উপর সেই ব্যক্তির সম্পূর্ণ স্বামিত্ব জন্মিত। অসভ্য লোকেরা স্ত্রীজাতিকে সমধিক সমাদর করে না। স্বামী আপন পত্নীকে দাসীর ন্যায় জ্ঞান করিয়া থাকে। একবৎসরকাল অবিচ্ছিন্ন উপভোগদ্বারা অস্থাবর বস্তু ও দাসদাসীর উপর যেমন স্বামিত্বাভিমান জন্মে, রোমকেরা এক বৎসর সহবাস দ্বারা পত্নীর উপর সেই প্রকার স্বামিত্ব জ্ঞান করিত। রোমকদিগের নিয়োজিত ব্যবস্থাপকগণ পূর্ব্ব ব্যবহারের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্ত করিয়া এই নিয়ম করিয়া দিলেন যে, স্ত্রী যদি প্রতিবৎসর তিন দিন করিয়া স্বামিসন্নিধানে বাস না করে, তাহা হইলে তাহার উপর পুরুষের সম্পূর্ণ স্বামিত্ব থাকিবে না। এই অভিনব নিয়মদ্বারা পতিপারতন্ত্র্যপরিহারের একমাত্র উপায় স্পষ্ট হয়। কিন্তু যে স্ত্রী এই উপায় অবলম্বন করিয়া পতির পরাধীনতা পরিত্যাগ করিত, সে পতির বিষয় বিভবের উত্তরাধিকারিণী হইত না। কিন্তু তদ্গর্ভজাত পুত্রেরা পৈতৃক বিষয়ের অধিকারী হইত। রোমকেরা স্ত্রী পুরুষের একবৎসরকাল সহবাসকে বিবাহ বলিয়া গণনা করিত।

এতদ্ভিন্ন রোমে বিবাহবিষয়ক আর একটী স্বতন্ত্র প্রথা প্রচলিত ছিল। কিন্তু তাহার বিশেষ বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায় না।

স্ত্রীজাতিস্বাতন্ত্র্য।

আমাদিগের দেশে যেরূপ স্ত্রীগণের স্বাতন্ত্র্যলাভের বিধি নাই, রোমেও সেইরূপ স্ত্রীগণের স্বাতন্ত্র্যলাভের বিধি ছি না। কৌমারকালে পিতা আপন কন্যাকে রক্ষা করিতেন কন্যার শৈশবকালে পিতার মৃত্যু হইলে পিতা মৃত্যুকালে এ ব্যক্তিকে কন্যার রক্ষাকর্তৃত্বপদে নিযুক্ত করিয়া যাইতেন। সে ব্যক্তি আবিবাহকাল পরম যত্নে সেই কন্যার রক্ষণাবেক্ষণ করিত পিতা যদি দৈবাৎ মরণকালে কন্যার রক্ষকনিয়োগ করিয়া যাইতে না পারিতেন, তাহা হইলে সেই কন্যা আপন ভ্রাতার তদভাবে পিতার কোন অতিনিকট জ্ঞাতির অধীন থাকিত। বিবাহে পর স্ত্রী পতির পরতন্ত্র হইত। পতি যাবজ্জীবন তাহার ভরণ-পোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। স্ত্রীর জীবদ্দশায় স্বামীর মৃত্যু হইলে স্বামী মৃত্যুকালে যাহাকে রক্ষকের কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া যাইতেন, সেই ব্যক্তি আমরণকাল তাহাকে রক্ষা করিত। স্বামী মরণকালে কাহাকে রক্ষকের পদে নিয়োজিত করিয়া যাইতে না পারিলে স্ত্রীর আত্মীয় বন্ধুবান্ধবগণ তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিত। ঐরূপ বৃদ্ধাবস্থায় পুত্রেরা মাতার রক্ষনাবেক্ষণ করিত। রোমে এই নিয়ম প্রচলিত ছিল, পিতার লোকান্তরগমনের পর পুত্র ও কন্যা উভয়েরই তুল্যাধিকার হইত। কিন্তু রোমীয় রমণীগণের স্বাতন্ত্র্যাবলম্বনের নিয়ম না থাকাতে পৈতৃক বিষয়ে কন্যাও পুত্রের তুল্যাধিকারসূচক নিয়মের ফলোপধায়কতা ছিল না। কন্যা পুত্রের সহিত তুল্যাধিকারিণী হইলেও সে যাবজ্জীবন ভ্রাতা

সম্মতি ব্যতিরেকে অংশপ্রাপ্ত পৈতৃক ভূমির দানবিক্রয়াদি করিতে সমর্থ হইত না, সুতরাং তাহার সেই অধিকার কার্য্যকারী হইত না।

স্বত্বনির্ণয়।

একক্ষণে যে সময়ের কথা উল্লেখ করা যাইতেছে, রোমে তৎকালে সাধারণতন্ত্র প্রচলিত ছিল। রাজ্যে সকল লোকেরই সমান স্বামিত্ব ছিল। কোন দেশ নূতন জয়লব্ধ হইলে তাহাতে রাজ্যান্তর্ব্বর্ত্তী সমস্ত লোকেরই সমান স্বামিত্ব লাভ হইত। জয়ার্জ্জিত জনপদের ভূমিবিভাগকালে সকলেই সমান অংশ পাইত। অংশক্রমে যে ব্যক্তি যে ভূমি প্রাপ্ত হইত, তাহাতে তাহার সম্পূর্ণ স্বামিত্ব জন্মিত এবং সেই ভূমি তাহার নিজ সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইত। সে যাবজ্জীবন যাদৃচ্ছিক ব্যবহার করিয়া সেই ভূমি ভোগ করিতে সমর্থ হইত এবং মৃত্যুকালে যাহাকে ইচ্ছা দান করিয়া যাইতে পারিত। তাহার মৃত্যুর পর তাহার উত্তরাধিকারিগণও তত্তুল্য স্বত্ববান্ হইয়া যাবজ্জীবন স্বেচ্ছাক্রমে সেই ভূমি ভোগ করিতে শক্ত হইত।

রোমকদিগের জয়ার্জ্জিত জনপদের কিয়দংশভূমিমাত্র প্রজাগণকে বিভাগক্রমে প্রদত্ত হইত, কিন্তু অধিকাংশ ভূমি অনধিকৃত থাকিত। সেই অনধিকৃত ভূভাগের যাবৎ অংশকল্পনা না হইত, তাবৎ প্রজাগণ কর প্রদান করিয়া অধিকার করিত। কিন্তু তাহাতে কাহারও স্বত্ব জন্মিত না। সাধারণের স্বত্বাস্পদীভূত বস্তু একজন ভোগ করিলেই যে, তাহাতে তাহার স্বত্ব জন্মিবে, ইহা কোন ক্রমেই যুক্তিসিদ্ধ নহে। সাধারণ ভূমির উপভোগ বিষয়ে এইরূপ নিয়ম ছিল

যে, কেহ বর্ষশত ভোগ করিলেও তাহাতে তাহার স্বত্ব জন্মিত না। কিন্তু প্রজাগণের নিজ নিজ বিষয়ের ব্যবস্থা স্বতন্ত্র ছিল। একের ভূমি অন্য ব্যক্তি দুইবৎসরমাত্র ভোগ করিলেই তাহাতে তাহার স্বামিত্ব জন্মিত। কিন্তু ভোগকর্ত্তা বল অথবা প্রবঞ্চনা করিয়া ভোগ করিতেছে, এরূপ প্রমাণ হইলে দুইবৎসর উপভোগ দ্বারা পূর্ব্বস্বামীর স্বত্বনাশ হইত না। অস্থাবর বিষয়ে বর্ষমাত্র ভোগই ভোগকর্ত্তার স্বত্বসম্পাদনে পর্য্যাপ্ত হইত। দাস দাসীর বিষয়েও ঐ নিয়ম প্রচলিত ছিল। কোন দাস কোন ব্যক্তির গৃহে এক বৎসরকাল বাস করিয়া দাসকর্ত্তব্য সমুদায় কর্ম্ম নিয়ত নির্ব্বাহ করিলে তাহার উপর সেই ব্যক্তির নির্ব্বিবাদ স্বামিত্ব জন্মিত। বিশিষ্ট কারণ থাকিলে এরূপ হইবার সম্ভাবনা ছিল না।

জয়লব্ধ জনপদে রোমীয় সমুদায় প্রজারই সমস্বামিত্ব ছিল। যে প্রজা অংশক্রমে যে ভূমি প্রাপ্ত হইত, সেই ভূমি সেই প্রজার নিজ সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইত। তদ্ভিন্ন সংগ্রামস্থলে সেনাগণ যে সমস্ত অবস্থার বস্তু প্রাপ্ত হইত, তাহা তাহাদিগেরই নিজ সম্পত্তি হইত। রোমীয়ব্যবহারানুসারে স্থাবরাস্থাবর বিষয়ে প্রজাগণের যেরূপে স্বামিত্বলাভ হইত, তাহা সংক্ষেপে নির্ণীত হইল, অধুনা সেই স্বত্বাস্পদীভূত বিষয়ের ক্রয়বিক্রয়ব্যবহার রোমীয়নিয়মানুসারে নিরূপিত হইতেছে।

ক্রয়-বিক্রয়-ব্যবহার।

রোমে গো অশ্ব প্রভৃতি যানাদি বহনোপযোগী পশুগণের এবং গৃহ ভূমি প্রভৃতি স্থাবর বস্তুর ক্রয় বিক্রয়ের দুইপ্রকার প্রথা প্রবর্ত্তিত ছিল। একপ্রকার প্রথা এই, গৃহ-ভূম্যাদি

অন্যতম কোন দ্রব্যের বিক্রয়কালে প্রাপ্তবয়স্ক নগরীয় পাঁচ ব্যক্তি সাক্ষিস্বরূপ তথায় উপস্থিত থকিত। আর এক ব্যক্তিকে তুলাদণ্ড লইয়া তথায় উপস্থিত থাকিতে হইত। ক্রেতা ক্রেতব্য দ্রব্যের মূল্যস্বরূপ তৎকালপ্রচলিত যে তাম্রমুদ্রা প্রদান করিত, তুলাধারী তৎসমুদায় ওজন করিয়া লইত। পাঁচ জন সাক্ষী আর তুলাধারী এক ব্যক্তি এই ছয় ব্যক্তি বিক্রয়স্থলে উপস্থিত থাকিলেই বিক্রয় সিদ্ধ হইত। বিক্রয়ের প্রামাণ্যপ্রতিপাদনার্থ সাক্ষী ভিন্ন অন্য কোন প্রমাণ রাখিবার আবশ্যকতা ছিল না। রোমকেরা লেখ্য ব্যবহার করিত না। তাহারা মুখে মুখেই ক্রয় বিক্রয় সমাধান করিত। ক্রেতা ক্রয়কালে ক্রেতব্য বস্তু হস্তদ্বারা স্পর্শ করিয়া এই কথা উচ্চারণ করিত "আমি উচ্চৈঃস্বরে কহিতেছি এই বস্তু এক্ষণে আমার স্বত্বাস্পদীভূত হইল, এই তুলাদণ্ড দ্বারা সম্প্রতি যে মুদ্রা ওজন হইল, তদ্দ্বারা আমি এই বস্তু ক্রয় করিলাম।" এতাবন্মাত্র অনুষ্ঠান দ্বারাই ক্রয়বিক্রয়-ব্যবহার সম্পাদিত হইত। অপর প্রথা এই, কেহ কাহারও নিকটে কোন বস্তু ক্রয় করিতে অভিলাষী হইলে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ে প্রাড়্‌বিবাকের নিকটে গমন করিয়া আপনাদিগের প্রার্থনা জানাইত। প্রাড়্‌বিবাক স্বয়ং বিক্রয়স্থলে উপস্থিত থাকিয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। ক্রেতা প্রাড়্‌বিবাকের সমক্ষে ক্রেতব্য বস্তু স্পর্শ করিয়া কহিত, এই বস্তু এক্ষণে আমার হইল। প্রাড়্‌বিবাক সেই কথা শুনিয়া বিক্রেতাকে জিজ্ঞাসা করিতেন, কেমন তোমার কোন আপত্তি আছে কি না? সে উত্তর করিত, না আমার কোন আপত্তি নাই। অনন্তর প্রাড়্‌বিবাক সেই বিষয় ক্রেতাকে সমর্পণ করিতেন। এইরূপে ক্রয়

বিক্রয় নিষ্পন্ন হইত। রোমকেরা যে দশ ব্যক্তিকে ব্যবস্থাপন কার্য্যে নিয়োজিত করে, তাঁহারা যে সকল নিয়ম করেন, তদ্বারা পূর্ব্বপ্রথাই দৃঢ়ীভূত হয়।

মৃত-পুংধনাধিকার-নিরূপণ।

রোমপ্রচলিত নিয়মানুসারে মৃতধনে পুত্র, কন্যা ও পত্নী এই তিনেরই যুগপৎ অধিকার হইত। জ্যেষ্ঠত্ব ও কনিষ্ঠত্ব নিবন্ধন বিভাগের ইতর বিশেষ ছিল না। সকল পুত্র ও সমুদায় কন্যাই সমান অংশ পাইত। কিন্তু কন্যাগণ মৃত পিতার স্থাবর-রাস্থাবর বিষয়ের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াও ভ্রাতার অনুমতি ব্যতি-রেকে সেই বিষয়ের দান বিক্রয়াদি করিতে পারিত না। পত্নী পতিপারতন্ত্র্য হইতে মুক্ত হইত, সে মৃত পতির ধনাধিকারিণী হইত না। আর, যে পুত্র পিতৃপারতন্ত্র্য হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীনতা লাভ করিত, সেও মৃত পিতার ধনাধিকারে বঞ্চিত হইত। পুত্রের অভাবে মৃতধনে সমুদায় পৌত্র ও পৌত্রীর, পৌত্রের অভাবে সমুদায় প্রপৌত্র ও প্রপৌত্রীর তুল্য অধিকার হইত। প্রপৌত্র পর্য্যন্তের অভাবে মৃতধনে জ্ঞাতিগণ পর পর অধিকারী হইত। আমাদিগের দেশে দৌহিত্র যেমন মৃত মাতামহের ধনাধিকারী হইয়া থাকে, রোমে সেরূপ অধিকারী হইত না। দৌহিত্র ভিন্নগোত্র বলিয়া ব্যবস্থাপকগণ মাতামহ-ধনে তাহার অধিকারবিধি নিরূপণ করেন নাই।

ব্যবহারদর্শননিয়ম।

ব্যবস্থাপকগণ যে সমস্ত নিয়ম নিবদ্ধ করিয়া যান, অনেক স্থলে তাহার তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়া কার্য্য করিতে হয়, তাহা না করিয়া নিয়মের কেবল অক্ষরার্থ গ্রহণ করিয়া কার্য্য করিলে

গেলে অনেক বিষয়ের মীমাংসা হওয়া ভার হইয়া উঠে। রোম-কেরা যে দশ ব্যক্তিকে ব্যবস্থাপন কার্য্যে নিয়োজিত করে, তাঁহারা যে সমস্ত বিধি বিধান করেন, প্রাডবিবাকেরা তৎসমুদা-য়ের অক্ষরার্থ গ্রহণ করিয়া কার্য্য করিতেন। নিম্নলিখিত উদা-হরণ দ্বারা ইহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। রোমে সামা-ন্যতঃ ফলোৎপাদক বৃক্ষ ছেদনের নিষেধক নিয়ম প্রচলিত ছিল। নিয়মমধ্যে বৃক্ষ বা লতা বিশেষের নামোল্লেখ ছিল না। যদি কোন ব্যক্তি ধর্ম্মাধিকরণে উপস্থিত হইয়া আপন প্রতিবেশ-বাসীর নামে এই বলিয়া অভিযোগ করিত, অমুক বলপূর্ব্বক আ-মার দ্রাক্ষালতার ছেদন করিয়াছে তাহা হইলে প্রাড্‌বিবাকেরা সেই অভিযোগ গ্রাহ্য করিতেন না। অভিযোগ অগ্রাহ্য করিবার কারণ এই, প্রাড় বিবাকেরা এই বিবেচনা করিতেন যে, নিয়ম-মধ্যে দ্রাক্ষা ছেদনের কোন কথার উল্লেখ নাই, অতএব আমরা কিরূপে এই অভিযোগ গ্রাহ্য করিতে পারি।

যে যে স্থলে বিশেষ বিধি ছিল না, সেই স্থলেই প্রায় রোমক-দিগের নিয়মানুসারে সপণ ব্যবহার প্রচলিত ছিল। কোন বিষয়ে বিবদমান হইয়া ধর্ম্মাধিকরণে উপস্থিত হইলে অর্থী প্রত্যর্থী উভয়কেই পণপূর্ব্বক ব্যবহার ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হইতে হইত। রোমনগরে তৎকালপ্রচলিত সহস্র কিংবা সহস্রাধিক মুদ্রা বিবা-দপদ বিষয়ের মূল্য নিরূপিত হইলে পাঁচশত মুদ্রা, সহস্রের ন্যূন হইলে পঞ্চাশ মুদ্রা পণ করিতে হইত। আর যদি এমন কোন মোকদ্দমা উপস্থিত হইত যে, এক ব্যক্তি এক ব্যক্তির নামে দাস বলিয়া অভিযোগ করিতেছে, অভিযুক্ত ব্যক্তি বাস্ত-বিক দাস নহে, সে স্থলে অর্থী প্রত্যর্থীকে পঞ্চাশ মুদ্রার অধিক

পণ করিতে হইত না। সে স্থলে অধিক পণের বিধি থাকিলে প্রত্যর্থীকে দাসত্বাভিযোগ হইতে মুক্ত করিবার পথ নিরুদ্ধ করা হয়। কারণ, যখন এক ব্যক্তি এক ব্যক্তির নামে এ আমার দাস বলিয়া অভিযোগ করিতেছে, তখন সেই অভিযুক্ত ব্যক্তির উদ্ধারার্থ তাহার মিত্রগণকে প্রায়ই তদ্বিষয়ে লিপ্ত হইতে হয়। তাহারা তদ্বিষয়ে লিপ্ত না হইলে তাহার উদ্ধার হওয়া অতিশয় দুর্ঘট হইয়া উঠে। এমন স্থলে যদি অধিক পণ দিবার বিধি থাকে, তাহা হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তির বন্ধু বান্ধবগণ এই বিবেচনা করিয়া পরাঙ্মুখ হইতে পারে যে, যদি আমরা বিবাদে পরাজিত হই, তাহা হইলে আমাদিগকে বহু ক্ষতি সহ্য করিতে হইবে। অতএব এতাদৃশ স্থলে স্বল্পপণ বিধানই ন্যায্য ও যুক্তিমার্গানুসারী সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি বিবাদে পরাজিত হইত, তাহার যে কেবল বিবাদাস্পদ বিষয় হস্তান্তর হইয়া যাইত এমত নহে, তাহাকে পণীকৃত মুদ্রাও প্রদান করিতে হইত। সেই মুদ্রা অর্থী প্রত্যর্থীর অন্যতর কোন ব্যক্তিই প্রাপ্ত হইত না; রাজভাণ্ডারে যাইত।

অর্থী প্রত্যর্থী উভয়কে ধর্ম্মাধিকরণে উপস্থিত হইয়া প্রাড়্বিবাকের সমক্ষে প্রথমে নিজ নিজ প্রার্থয়িতব্য নিবেদন করিতে হইত। পশ্চাৎ যে বিষয় লইয়া বিবাদ, সেই বিষয় ধর্ম্মাধিকরণে লইবার যোগ্য হইলে তাহা ধর্ম্মাধিকরণে নীত হইত। অর্থী এক হস্তে এক যষ্টি ও অপর হস্তে সেই বিবাদাস্পদ বস্তু গ্রহণ করিয়া এই কথা কহিত যে, এই বস্তুতে আমার স্বামিত্ব আছে। এই কথা কহিয়া সে আপন হস্তস্থিত যষ্টি সেই বিবাদাস্পদ বস্তুর উপর নিক্ষেপ করিত। প্রত্যর্থীও অর্থীর ন্যায় বিবাদা-

স্পদ বস্তু গ্রহণাদি দ্বারা আপন স্বত্ব সমর্থন করিত। অনন্তর, প্রাড়্বিবাক উভয়কেই ধৃত বস্তু ছাড়িয়া দিতে কহিতেন। উভয়ে ছাড়িয়া দিলে অর্থী, প্রত্যর্থীর অভিমুখীন হইয়া তাহাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিত, তুমি কি কারণে এই বিষয় তোমার বিষয় বলিতেছ? প্রত্যর্থী উত্তর করিত, এই বিষয় আমার নিজের বিষয়, এইহেতু ন্যায়মার্গানুসারে ইহাতে আপন স্বত্ব সমর্থন করিতেছি। এই কথা শুনিয়া অর্থী পুনর্ব্বার কহিত, যেহেতু তুমি অন্যায় করিয়া এই বিষয়ে স্বাধিকার প্রতিপাদন করিতেছ এইহেতু আমি এই ধর্ম্মাধিকরণে তোমার নামে অভিযোগ করিতেছি এবং পাঁচশত মুদ্রা পণ করিতেছি, যদি বিবাদে পরাজিত হই, তাহা হইলে আমি পাঁচশত মুদ্রা হারিব। প্রত্যর্থীও অর্থীর ন্যায় প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক পাঁচশত মুদ্রা পণ করিত। অর্থী ও প্রত্যর্থীর বাক্য অবসান হইলে পর প্রাড়্বিবাক সেই বিবাদাস্পদ বস্তু ঐ উভয় ব্যক্তির অন্যতর এক ব্যক্তির হস্তে সমর্পণ করিয়া কহিতেন, যাবৎ বিবাদ শেষ না হইবে, তাবৎ এই বস্তু তোমার হস্তেই থাকিবে, কিন্তু তোমাকে একটী জামিন দিতে হইবে। প্রতিভূ প্রদানের প্রয়োজন এই, যদি তুমি বিবাদে পরাস্ত হও, তাহা হইলে এই বিষয় তোমার বিপক্ষকে ফিরিয়া দিতে হইবে এবং যত দিন এই বিষয় তোমার হস্তে থাকিবে, তত দিন ইহার যে উপস্বত্ব হইবে তাহাও তোমাকে ফিরিয়া দিতে হইবে; তুমি যদি ইহার কোন ব্যতিক্রম কর তাহা হইলে তোমার দত্ত প্রতিভূর নিকট হইতে সমুদায় আদায় করিয়া লওয়া যাইবে। এইপ্রকার মীমাংসার পর প্রাড়্বিবাক অর্থী ও প্রত্যর্থী উভয়ের নিকটেই এই কথা বলিয়া প্রতিভূ গ্রহণ

করিতেন যে, তোমরা বিবাদস্থলে যে পণ করিয়াছ, যিনি পরাজিত হইবেন তাঁহাকে সেই পাণীকৃত মুদ্রা প্রদান করিতে হইবে; কিন্তু কাহার পরাজয় হইবে, এখন তাহার নিশ্চয় নাই, অতএব তোমাদিগের উভয়েরই প্রতিভূ প্রদান করা উচিত। এইরূপে প্রতিভূ গ্রহণ করিয়া তৎকালে অর্থী ও প্রত্যর্থী উভয়কে বিদায় করিয়া দিতেন; পশ্চাৎ নির্ণীত দিবসে বিচারের পর প্রত্যর্থীর পরাজয় হইলে প্রাড়্‌বিবাক তাহাকে অর্থিপ্রাপ্য অর্থ দানের আদেশ করিতেন। সে যদি তৎপ্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হইত, তাহা হইলে অর্থী স্বয়ংই তাহাকে ধরিয়া আপন গৃহে লইয়া যাইত। যাবৎ অর্থিপ্রাপ্য অর্থ নিঃশেষরূপে প্রদত্ত না হইত, তাবৎ তাহাকে অর্থীর গৃহে রুদ্ধ থাকিতে হইত।

পূর্ব্বে এই নিয়ম ছিল এক ব্যক্তি, এ আমার দাস বলিয়া অপর ব্যক্তির নামে অভিযোগ করিলে যাবৎ বিবাদের মীমাংসা না হইত, তাবৎ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অর্থীর অধীন থাকিতে হইত। কিন্তু রোমকেরা যে দশ ব্যক্তিকে ব্যবস্থাপন কার্য্যে নিযুক্ত করে, তাঁহারা এই নিয়ম করিয়া দেন যে, দাসত্বের অভিযোগ স্থলে অভিযুক্ত ব্যক্তি বিবাদের মীমাংসা কাল পর্য্যন্ত স্বাধীন থাকিবে, অর্থী তাহাকে আটক করিয়া রাখিতে পারিবে না।

ঋণাদানবিষয়ক যে নিষ্ঠুর বিধি রোমে প্রচলিত ছিল তাহার বিষয় পূর্ব্বে সবিস্তর উল্লিখিত হইয়াছে, অতএব তদ্বিষয়ের পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নাই। অভিনব ব্যবস্থাপকগণ উক্ত নিষ্ঠুর বিধির বিশেষ পরিবর্ত্ত করেন নাই, কেবল এইমাত্র পরিবর্ত্ত করিয়াছিলেন, পূর্ব্বে ন্যূনাধিক বৃদ্ধি গ্রহণের বিধি

নিষেধ ছিল না, অধুনা শতকরা দশটাকা হিসাবে সুদ লইবার নিয়ম হয়।

দণ্ডপারুষ্য।

রোমনগরে এই ব্যবহার প্রচলিত ছিল, যদি কেহ কাহার এরূপে অঙ্গবৈকল্য সম্পাদন করিত যে, কোন রূপে তাহার প্রতীকার হইতে পারে না, তাহা হইলে অপকারকর্ত্তার তদ্-স্বরূপ দণ্ড বিধান হইত। কেহ কাহার চক্ষুরুৎপাটন করিলে কিংবা দন্ত ভাঙিয়া দিলে রোমীয় নিয়মানুসারে অপকারকর্ত্তার দন্ত ভগ্ন ও চক্ষুরুৎপাটিত হইত। কিন্তু অপকৃত ব্যক্তি অপ-কারীর অন্যবিধ দণ্ড বিধানে সন্তুষ্ট হইলে আর চক্ষুর নিমিত্ত চক্ষু এবং দন্তের নিমিত্ত দন্ত দিতে হইত না। যদি কেহ কাহার অস্থি ভগ্ন ও চূর্ণ করিয়া দিত, তাহা লইলে সেই প্রহর্ত্তার তৎকালপ্রচলিত তিনশত মুদ্রা দণ্ড হইত। এতদ্ব্যতিরিক্ত অন্যবিধ শারীরিক আঘাত করিলে অঘাতকর্ত্তার পঞ্চবিংশতি মুদ্রা দণ্ড হইত। কোন কোন গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, তদানীন্তন রোমকেরা এরূপ দীনভাবাপন্ন ছিল যে, এই অর্থদণ্ডই তাহারা গুরুতর দণ্ড জ্ঞান করিত এবং দণ্ডদানকালে তাহাদিগের বিষম ভার জ্ঞান হইত। পঞ্চবিংশতি মুদ্রা দণ্ড দান করা তদানীন্তন রোমকদিগের মধ্যে বহু লোকের দুর্ব্বহ ভারস্বরূপ জ্ঞান হইত বটে, কিন্তু পেট্রিসীয় বংশীয় অনেকেই এই দণ্ডকে অতি সামান্য জ্ঞান করিত। এই অর্থদণ্ডের বিধি প্রচলিত থাকাতে তাহাদিগকে কুকর্ম্মে এক প্রকার প্রশ্রয় দেওয়া হইয়াছিল। কিসো কুইণ্টিয়স এবং তাঁহার সহচর ও অনুচরগণ এই অর্থ-

দণ্ডকে সামান্য জ্ঞান করিয়া দরিদ্র প্রজাগণের উপর অহরহঃ নানাবিধ অত্যাচার করে।

চৌর্য্য।

গৃহস্থের আলয়ে রাত্রিকালে চোর ধৃত হইলে রোমকদিগের নিয়মানুসারে তাহার প্রাণবধ অবিহিত ছিল না। দিবাভাগে চোরের প্রাণনিগ্রহ নিষিদ্ধ ছিল, কিন্তু চোর যদি শস্ত্রগ্রহণ পূর্ব্বক আত্মরক্ষণে উদ্যত হইত, তাহা হইলে সে বধ্য হইত। চোর গৃহস্থের ভবনে সন্ধি ফুটাইতেছে, অথবা চৌর্য্যক্রিয়া করিতেছে, এমতকালে ধরা পড়িলে রোমকদিগের নিয়মানুসারে প্রথমতঃ সেই চোরের বেত্রাঘাত হইত, পশ্চাৎ সেই চোর গৃহস্থের হস্তে সমর্পিত হইত। গৃহস্থ তস্করের নিকট হইতে যাবৎ অপহৃত দ্রব্যের চতুর্গুণ দ্রব্য না পাইত, তাবৎ তাহাকে স্বগৃহে শৃঙ্খলবদ্ধ করিয়া রাখিত। চৌর্য্যক্রিয়াকালে ধৃত না হইয়া পশ্চাৎ ধরা পড়িলে চোরকে অপহৃত দ্রব্যের দ্বিগুণ দণ্ড দিতে হইত। যে গৃহস্থের দ্রব্য সামগ্রী অপহৃত হইত, তাহার যদি এরূপ সন্দেহ জন্মিত যে, প্রতিবেশবাসীর গৃহে তাহার চোরিত দ্রব্য আছে, আর সে যদি সেই দ্রব্যের অনুসন্ধান করিতে যাইত, তাহা হইলে তাহাকে কটিদেশে একখানি বস্ত্র-মাত্র ধারণ করিয়া আর সমুদায় অঙ্গ অনাচ্ছাদিত রাখিয়া এবং আপন মস্তকে একটী পাত্র গ্রহণ করিয়া দুই হস্তদ্বারা সেই পাত্রটী ধরিয়া প্রতিবেশীর আবাসে যাইতে হইত। এইপ্রকার অনু-সন্ধানের পর প্রতিবেশীর গৃহে চোরিত দ্রব্য লক্ষিত হইলে, চোর চৌর্য্যক্রিয়াকালে ধরা পড়িলে তাহার যে দণ্ড বিধান ছিল,

অনুসন্ধান কালে অনুসন্ধানকর্ত্তাকে দুই হস্তে ধরিয়া মস্তকে একটী পাত্র গ্রহণ করিয়া নগ্নপ্রায় হইয়া প্রতিবাসীর গৃহমধ্যে যাইতে হইত। এই রূপে যাইবার কারণ এই, কখন কখন দেখিতে পাওয়া যায়, দুষ্ট লোকেরা আপনাদিগের গৃহ হইতে গোপনে কোন দ্রব্য লইয়া যাহার উপরে রাগ থাকে সেই প্রতিবাসীর গৃহে নিক্ষেপ করে এবং ইনি আমার এই দ্রব্য অপহরণ করিয়াছেন বলিয়া সেই নিরপরাধ প্রতিবাসীকে বিপদে ফেলে। রোমীয় নিয়মকর্ত্তারা দুষ্ট লোকের এইরূপ দুষ্টতা দর্শন করিয়া এই বিবেচনা করেন যে, যদি অনুসন্ধানকর্ত্তার হস্তদ্বয় বিষয়ান্তরে ব্যাপৃত থাকে এবং তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমধিক বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিত না থাকে, তাহা হইলে অনুসন্ধানকর্ত্তা কোন ক্রমেই কোন দ্রব্য গোপনে প্রতিবেশীর গৃহে নিক্ষেপ করিতে পারিবে না। এই বিবেচনা করিয়া ব্যবস্থাপকগণ উক্ত অদ্ভুত নিয়ম রোমে প্রচলিত করেন।

অপবাদকারীর দণ্ড।

রোমকেরা যে দশ ব্যক্তিকে ব্যবস্থাপন কার্য্যে নিয়োজিত করে, তাঁহারা সকলেই পেট্রিসীয় বংশীয় ছিলেন। পেট্রিসীয়েরা প্রায়ই অত্যন্ত গর্ব্বিত ছিল। গর্ব্বিত লোকেরা প্রাণান্তেও অন্যের কথা সহ্য করিতে পারে না। কেহ কোন রূঢ় কথা কহিলে অথবা অপবাদসূচক কোন বাক্য প্রয়োগ করিলে গর্ব্বিত ব্যক্তিরা অতিশয় রুষ্ট হইয়া উঠে এবং অপরাধীর অপরাধাধিক দণ্ড দানে উদ্যত হয়। বোধ হয়, এই কারণেই রোমীয় ব্যবস্থাপকগণ অপবাদকারীর গুরুতর দণ্ড বিধান করেন। কোন কোন গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, রোমে এইরূপ নিয়ম ছিল, যদি

কোন ব্যক্তি আপন প্রতিবেশীর দ্বেষ করিয়া এরূপ কোন কথা লিখিত অথবা এরূপ কোন কথা কহিত যে তাহাতে তাহার অপমান ও ক্ষতি হয়, তাহা হইলে সেই অপবাদকারীর প্রাণবধরূপ দণ্ড হইত। কোন কোন গ্রন্থকার কহেন, সেই অপবাদকারী অতিশয় অপদস্থ হইত, পূর্ব্বে নাগরিক বলিয়া তাহার যে সকল ক্ষমতা ও মানসম্ভ্রমাদি ছিল, তাহাকে তৎসমুদায় হইতে বঞ্চিত হইতে হইত। অপবাদকারীর এইরূপ গুরুতর দণ্ডের বিধি রোমে প্রচলিত থাকাতে তদ্দ্বারা উপকার না দর্শিয়া বহুতর অনিষ্ট ঘটিয়াছিল। প্রবল লোক বহু দোষের আকর হইলেও কেহ ভয় প্রযুক্ত তাহার দোষোল্লেখ করিতে সাহসী হইত না। তদানীন্তন কবিগণ প্রধান ব্যক্তিদিগের চিত্তসন্তোষ জন্মাইবার নিমিত্ত কল্পিত গুণানুবাদ করিয়া গিয়াছেন। পুরাবৃত্তলেখকেরাও সেই কবিগণের অনুসরণ করিয়াছেন। তাহাতে এই বিপরীত ফল হইয়াছে যে, যে ব্যক্তির বাস্তবিক যে গুণ দোষ ছিল, ইতিহাসলেখকেরা ভয় প্রযুক্ত তাহার স্বরূপাখ্যান করিতে না পারিয়া ইতিহাসমধ্যে কেবল অলীক গুণাবলীর বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। দুরাত্মা ব্যক্তিও সাধু বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। অন্যের কথা কি, অতি নৃশংস যে মেরিয়স ও সল্লা তাহাদিগেরও সমধিক প্রশংসাবাক্য ইতিহাসমধ্যে বিন্যস্ত হইয়াছে।

অপরাধবিশেষে দণ্ডবিশেষ।

রোমে সকল অপরাধ সমানরূপে গণ্য হইত না। ভিন্ন ভিন্ন অপরাধে ভিন্ন ভিন্ন দণ্ডের বিধি ছিল। কেহ হত্যাপরাধে অপরাধী হইলে পেট্রিসীয় ও প্লিবীয় উভয় দল সাধারণী সভা অথবা প্রজাগণের নিয়োজিত প্রাড়্বিবাকের সমক্ষে সেই হত্যা

কারীর বিচার হইয়া বধদণ্ড হইত। মাতৃপিতৃহত্যা, পরগৃহে অগ্নিদান, কূটসাক্ষ্য, রাত্রিকালে প্রতিবেশীর শস্যবিনাশ, রাজ-বিদ্রোহ প্রভৃতি অপরাধ মনুষ্যহত্যার তুল্যাপরাধ বলিয়া পরি-গণিত হইত। যে সকল ব্যক্তি ইহার অন্যতম অপরাধে অপ-রাদ্ধ হইত, তাহাদিগের বধদণ্ড হইত। কিন্তু তাহাদিগের প্রাণবধের একরূপ নিয়ম নির্দ্ধারিত ছিল না। কাহার ফাঁসী কাহার বা শিরশ্ছেদ হইত; কোন কোন ব্যক্তি টার্পিয় পর্ব্বত হইতে নিক্ষিপ্ত হইত; কাহাকে বা জিয়ন্ত দগ্ধ করিত। রোম-করা যে দশ ব্যক্তিকে ব্যবস্থাপনকার্য্যে নিয়োজিত করে, তাঁহারা পরগৃহে অগ্নিদাতার জীবদবস্থায় দাহ করার বিধি বিশেষরূপে নির্দ্দেশিত করেন। যাহারা যুদ্ধকালে স্বপক্ষ পরি-ত্যাগ পূর্ব্বক পরপক্ষ আশ্রয় করিত, তাহাদিগের এবং কৃতঘ্ন-দিগের ঐ দণ্ড বিহিত হয়।

প্রতিভূপ্রদান।

রোমে হত্যা প্রভৃতি গুরুতর অপরাধকারীদিগের প্রতিভূ-প্রদানের বিধি ছিল না। অপরাদ্ধ ব্যক্তির দোষ সপ্রমাণ হইলে তার কারারুদ্ধ থাকিতে হইত। পক্ষান্তরে অবগত হওয়া যায়, গুরুতর অপরাধী ব্যক্তিদিগের মধ্যেও অনেকে যাবদ্বিচারকাল বন্দীরুদ্ধ থাকিয়া পরিশেষে রাষ্ট্র হইতে পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষা করিয়াছে। তাহাতে এই বোধ হইতেছে, রোমে প্রতিভূ-প্রদান একবারে নিষিদ্ধ ছিল না। বিচারকর্ত্তারা স্থলবিশেষে ব্যক্তিবিশেষের নিকটে প্রতিভূ গ্রহণ করিতেন। নতুবা সচরা-চর স্থলে অপরাধী ব্যক্তিকে যাবদ্বিচারকাল কারারুদ্ধ থাকিতে হইত।

রোমকেরা যে দশ ব্যক্তিকে ব্যবস্থাপন কার্য্যে নিয়োজিত করে, তাঁহারা সাধারণ নিয়ম ব্যতিরিক্ত রাজ্যতন্ত্র সংক্রান্ত যে যে বিষয়ের পরিবর্ত্ত করেন, তাহার কোন কোন বিষয়ের কথা সংক্ষেপে উল্লিখিত হইতেছে।

১। প্রাড়্‌বিবাকের নিকটে যে সকল বিষয়ের বিচার হইত, অর্থী ও প্রত্যর্থীর অন্যতর কোন ব্যক্তি তাহাতে অসন্তুষ্ট হইলে প্রজাগণের নিকটে সেই বিষয়ের পুনর্ব্বিচার প্রার্থনা করিতে পারিত।

২। প্রজাগণ যে বিষয়ের যে মীমাংসা করিত, অন্য ধর্ম্মাধিকরণে তাহার পুনর্ব্বিচার হইত না।

৩। পেট্রিসীয় ও প্লিবীয় উভয় দল সাধারণী সভা ভিন্ন অন্যস্থলে হত্যা প্রভৃতি গুরুতর অপরাধের বিচার হইত না।

৪। পেট্রিসীয় ও প্লিবীয় উভয় দল পরস্পর কন্যা আদান প্রদান করিতে পারিত না। কোন পেট্রিসীয় কোন প্লিবীয় কন্যার পাণিগ্রহণ করিলে সেই স্ত্রীর গর্ভে যে সন্তান জন্মিত, সেই সন্তান মাতৃসজাতীয় হইত এবং পিতৃধনের উত্তরাধিকারী হইতে পারিত না। কিন্তু পিতা মৃত্যুকালে কোন সন্তানকে কিছু দান করিয়া গেলে সে তাহার অধিকারী হইত।

ষোড়শ অধ্যায়।

দ্বিতীয়বার ব্যবস্থাপকনিয়োগ। বর্জ্জিনিয়া। ক্যানিউলিয়স। সেন্সরনিয়োগ। স্পিউরিয়স মিলিয়স। ইট্রিউরিয়দিগের সহিত সংগ্রাম। বিয়াই দেশ গ্রহণ।

রোমকেরা যে দশ ব্যক্তিকে ব্যবস্থাপন কার্য্যে নিয়োজিত বে, তাঁহারা পক্ষপাতশূন্য হইয়া উত্তমরূপে রাজ্যশাসন ও জাপালন করিয়াছিলেন, তদ্দর্শনে সকল লোকই তাঁহাদিগের পরে অতিশয় তুষ্ট হইয়াছিল। অনেকের এরূপ ইচ্ছা হইল য, দশ ব্যক্তি পুনরায় প্রজাপালন কার্য্যে নিয়োজিত হন। বশেষতঃ ব্যবস্থাপকগণের মধ্যে কেহ কেহ এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন যে, তাঁহাদিগের প্রারব্ধ ব্যবস্থাপন কার্য্য তখন র্য্যন্ত নিঃশেষরূপে পরিসমাপ্ত হয় নাই; কোন কোন বিষয়ের তন নিয়ম নিরূপণের আবশ্যকতা আছে। অতএব পুনর্ব্বার ডসেম্ভরনিয়োগের কল্প অবধারিত হইল।

যে সকল ব্যক্তি প্রথম বৎসর ব্যবস্থাপকপদে অধিরূঢ় হন, াপিয়স ক্লডিয়স তন্মধ্যে ছিলেন। আপিয়স ক্লডিয়স অতিশয় ূর্ত্ত ও স্বার্থসাধনকল্পে বিলক্ষণ দক্ষ ছিলেন। তিনি প্রথম বৎসর আপনার স্বভাব কথঞ্চিৎ গোপনে রাখিয়া মৌখিক অমায়িক ভাব ও মধুর ব্যবহার দ্বারা লোকের মনোরঞ্জন করিয়া বিলক্ষণ প্রতিপন্ন ও সকলের প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। ব্যবস্থাপক-নিয়োগের দিবস উপস্থিত হইলে তিনি সভাস্থলে অধ্যক্ষতা করিয়া কৌশলক্রমে স্বয়ং মনোনীত হইলেন, এবং পেট্রিসীয় পক্ষীয়প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগের সহায়তাক্রমে, প্লিবীয়দলের

উপর যাহাদিগের আত্যন্তিক বিদ্বেষবুদ্ধি ছিল, তাঁহাদিগকেই ব্যবস্থাপকপদে মনোনীত করিলেন। আপিয়স এইরূপে সসহায় হইয়া পুনর্ব্বার ব্যবস্থাপকপদে অধিরূঢ় হইলেন। কিন্তু তিনি পদস্থ হইয়াই ভূতপূর্ব্ব ব্যবহারের বিপরীত আচরণ করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে তিনি প্রজাগণের মনোরঞ্জনের নিমিত্ত কৃত্রিম মধুর ব্যবহার ও মৌখিক অমায়িক ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন। এক্ষণে তৎসমুদায় একবারেই পরিত্যাগ করিলেন।

পূর্ব্ব বৎসর যে সকল ব্যক্তি ব্যবস্থাপন কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা যে সমস্ত ব্যবস্থা প্রস্তুত করেন তৎসমুদায় দশ অংশে বিভক্ত হয়। যাঁহারা নূতন নিযুক্ত হইলেন, তাঁহারা যে সকল বিধি বিধান করিলেন তাহা অংশদ্বয়ে বিভক্ত হইল। নবনিয়োজিত ব্যবস্থাপকগণ সঙ্কল্পিত ব্যবস্থাপন কার্য্য সমাপন করিয়া যাদৃচ্ছিক ব্যবহার করিতে লাগিলেন এবং প্লিবীয়দিগে উপরে অতিশয় অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। পূর্ব্বে প্লিবীয় দিগের ট্রিবিউন ছিল, তাহারাই উহাদিগকে রক্ষা করিত। কিং প্লিবীয়েরা পূর্ব্ববৎসরের ব্যবস্থাপকগণের সদ্ব্যবহারদর্শনে বিশ্বং হইয়া ট্রিবিউন নিয়োগের নিমিত্ত যত্নবান্ হয় নাই। অতএ ব্যবস্থাপকগণ নির্ব্বিঘ্নে প্লিবীয়দিগের উপর রাগ দ্বেষ প্রকা করিয়া মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে লাগিলেন। আশ্রয়দাতা ট্রিবিউন বিরহে প্লিবীয়দিগকে নিতান্ত নিরুপায় হইয়া ব্যবস্থাপকগণের কৃত অত্যাচারক্লেশ সহ্য করিতে হইল।

ব্যবস্থাপকগণ এক বৎসরের নিমিত্ত নিয়োজিত হন; কিং তাঁহারা যে রীতিতে কার্য্য করিতে লাগিলেন, তদ্দর্শনে সকলেরই এরূপ বোধ হইল যে, তাঁহারা কোন কালেই কর্ম্ম পরিত্যাগ

করিবেন না। পূর্ব্বের রীতি ছিল, কোন নূতন নিয়ম প্রস্তুত হইলে প্রজাগণের সম্মতি লইয়া সেই নিয়ম প্রচলিত করিতে হইত, অভিনব ব্যবস্থাপকগণ যে যে নিয়ম করিলেন তদ্বিষয়ে প্রজাগণের সম্মতি গ্রহণের অপেক্ষা করিলেন না; আপনারাই তাহা প্রচার করিয়া দিলেন। বৎসরও শেষ হইয়া আসিল। রোমকদিগের প্রথা ছিল, বৎসর শেষে পর বৎসরের কন্সল নিয়োগের অনুষ্ঠান হইত। ব্যবস্থাপকগণ তাহার অনুষ্ঠান করিলেন না। বৎসর অতীত হইয়া গেল, তথাপি তাঁহারা স্বপদ হইতে অবসৃত হইলেন না। তাহাতে কি পেট্রিসার কি প্লিবীয় সকলেই সাতিশয় শঙ্কিত হইল। ঐ সময়ে সেবাইনীয় ও ইকুয়ীয় এই উভয় জাতি রোমকদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। উহারা ল্যাটিয়ম নগর এবং রোমকদিগের অধিকৃত জনপদে উপদ্রব আরম্ভ করে। রোমকেরা যুদ্ধের উদ্যোগ করিতে লাগিল। সেনেটরেরা যুদ্ধের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ প্রজাগণের নিকট হইতে কর-গ্রহণের অনুমতি করিলেন। ডিসেম্ভরেরা প্রজাগণের নিকট হইতে যুদ্ধার্থ কর গ্রহণ করিতে লাগিলেন। করগ্রহণকার্য্য সমাপন হইলে তাঁহাদিগের মধ্যে আট ব্যক্তি সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক যুদ্ধে যাত্রা করিলেন। আপিয়স ক্লাডিয়স এবং তাঁহার এক জন সহকর্ম্মা উভয়ে নগরমধ্যে রহিলেন। রোমকদিগের এক দল সৈন্য ইরিটমের অনতিদূরে সেবাইনীয় জাতির নিকটে পরাস্ত হইল। ইকুয়ীয়েরা রোমকদিগের আর এক দল সেনাকে আলজিডস পর্ব্বতে পরাভূত করিয়া তাহাদিগের শিবির অধিকার করিয়া লইল। পরাজিত সেনাগণ পলাইয়া টস্কিউলমে আশ্রয় গ্রহণ করিল। রণস্থলে সেনাগণের এইরূপে পরাজয়

হওয়াতে রোমকেরা অতিশয় শঙ্কিত হইল। বিপক্ষগণ কখন্ আক্রমণ পূর্ব্বক নগর অধিকার করিয়া লয়, এই চিন্তাই নিরন্তর তাহাদিগের অন্তরে উদিত হইতে লাগিল। নগররক্ষার বিবিধ আয়োজন হইল এবং রণস্থলে পরাজিত সেনাগণের সাহায্যার্থ নূতন সৈন্য প্রেরিত হইল।

অত্যুচ্চ হইলেই শীঘ্র পতন হয়। দুরাত্মাদিগের অধিকার প্রায় অধিককাল স্থায়ী হয় না। যে ব্যক্তি দীনগণের প্রতি দয়াবান্ ও স্নেহবান্ না হইয়া নিয়ত নিষ্ঠুর আচরণ করে, পৃথিবী সেই নৃশংস পামরের গুরুভার দীর্ঘকাল বহন করেন না। অতি-স্বল্পকালমধ্যেই সেই দুরাত্মার বিনিপাত হইয়া থাকে। ইতি-হাস পাঠ করিলে ইহার ভূরি ভূরি উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়। রোমকেরা ব্যবস্থাপন কার্য্যে নিয়োজিত করিয়া যে দশ ব্যক্তির উপরে রাজ্যশাসনের ভার সমর্পণ করে, তাহারা প্লিবী-য়দিগের উপর অতিশয় অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিল। কিন্তু নিরপরাধ প্লিবীয়দিগকে সেই অত্যাচার দীর্ঘকাল সহ্য করিতে হয় নাই। ঐ দুরাত্মারা যে দুই গর্হিতকর্ম্মের আচরণ করে, তদ্দ্বারা তাহাদিগের অধিকার বিলুপ্ত হইয়া গেল। রোমক-দিগের যে সেনাদল সেবাইনীয়দিগের সহিত যুদ্ধ করিতে যায়, সিসিনিয়স ডেণ্টেটস নামে প্লিবীয়দলীয় এক ব্যক্তি সেই যুদ্ধে গমন করিয়াছিল। ঐ ব্যক্তি অতি সাহসবান্ এক জন প্রসিদ্ধ যোদ্ধা। ঐ ব্যক্তি বহু যুদ্ধে জয়ী হইয়া বহুবার জয়সম্মান দ্বারা সম্মানিত হইয়াছিল। যে দশ ব্যক্তি ব্যবস্থাপন কার্য্যে নিযোজিত হন, তাঁহাদিগের উপরে তাহার অতিশয় রাগ ছিল। সে তাঁহাদিগের মুখের উপরেই বলিত, প্লিবীয়েরা একবার যেমন

যুদ্ধকালে অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া ট্রিবিউনপদ স্থাপন করিয়াছিল, এবারেও সেইরূপ অস্ত্র শস্ত্র ত্যাগ করিয়া ট্রিবিউনপদ স্থাপিত করিবে। ব্যবস্থাপকগণ তাহার এইরূপ প্রগল্ভতা দেখিয়া শঙ্কিত হইলেন এবং পরস্পর মন্ত্রণা করিলেন, ইহাকে যেরূপ মুখর ও অহঙ্কৃত দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, এ যদি সৈন্যমধ্যে দীর্ঘকাল অবস্থান করে, তাহা হইলে সেনাগণ ইহার বশবর্ত্তী হইয়া বিদ্রোহে প্রবৃত্ত হইবে সন্দেহ নাই; অতএব কোনরূপে ইহার হস্ত হইতে মুক্ত হওয়া কর্ত্তব্য। এইরূপ মন্ত্রণার পর গোপনে তাহার প্রাণসংহারের পরামর্শ স্থির করিলেন। অনন্তর, তাঁহারা এক দিবস ডেণ্টেটসকে কহিলেন, ডেণ্টেটস! এখন যে স্থানে শিবির স্থাপিত আছে, এস্থানে শত্রুকৃত উপদ্রবের অধিকতর শঙ্কা আছে; অতএব আমরা স্থানান্তরে শিবিরসন্নিবেশের বাসনা করিয়াছি, সেনাগণ নিরুদ্বেগে অবস্থান করিতে পারে এমন একটী স্থান নির্ণয় করা আবশ্যক; কিন্তু যে সে সেই স্থান নির্ণয় করিলে আমাদিগের প্রত্যয় জন্মে না, আমরা তোমাকেই স্থান নির্ণয়ার্থ পাঠাইতে ইচ্ছা করি; তোমার সঙ্গে লোক দিতেছি, তুমি গিয়া একটী উত্তম স্থান নির্ণীত করিয়া আইস। এই কথা কহিয়া ডেণ্টেটসকে পাঠাইয়া দিলেন। তাহার সমভিব্যাহারে যে সকল লোক গমন করিল, ডিসেম্ভরেরা তাহাদিগকে গোপনে ডেণ্টেটসের প্রাণ বধ করিবার আদেশ করিলেন। অনন্তর, ডেণ্টেটস এক বিজন প্রদেশে উপনীত হইলে তাহার সমভিব্যাহারী লোকেরা একবারে চতুর্দ্দিক্ হইতে আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করিল। সে অনেকের প্রাণ সংহার করিয়া পরিশেষে আপনি প্রাণত্যাগ

করিল। ডিসেম্ভবেরা এইরূপে গোপনে আত্ম অভীষ্ট সম্পা-দন করিয়া সাতিশয় উল্লাসিত হইলেন। কিন্তু ধর্ম্মের কর্ম্ম এমনি, তাঁহাদিগের সেই পাপ কর্ম্ম প্রকাশ হইয়া পড়িল। ডেণ্টেটসের মৃতদেহ সেনাগণের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। সেনাগণ সেই মৃতদেহ দর্শন করিয়া নানাপ্রকার বিতর্ক করিতে লাগিল। কেহ কেহ কহিল, সেবাইনীয়েরাই ডেণ্টেট-সের প্রাণ সংহার করিয়াছে। কিন্তু অনেকেই বিপ্রতীপবাদ হইয়া বলিল, সেবাইনীয়েরা গোপনে এক জন সৈনিক পুরুষের প্রাণ বধ করিবে কেন? ইহাতে তাহাদিগের কি পৌরুষ হইবে? গোপনে এক জনের প্রাণ হত্যা করা কাপুরুষের কর্ম্ম; সেবাই-নীয়েরা বীরপুরুষ, তাহাদিগের এই কাপুরুষের কর্ম্মে প্রবৃত্তি হইবে কেন? ডেণ্টেটসের উপর ডিসেম্ভবদিগের রাগ ছিল, তাঁহাদিগের হইতেই এই কর্ম্ম সম্পন্ন হইয়াছে। এইরূপ নানা বিতর্কের পর সেনাগণ একপ্রকার স্থির করিল যে, ডিসেম্ভবেরাই ডেণ্টেটসের প্রাণবধ করিয়াছেন। সেনাগণ পূর্ব্বাবধিই ডিসে-ম্ভরদিগের উপরে বিরক্ত ছিল। ডেণ্টেটসের হত্যা ব্যাপার দ্বারা তাহাদিগের ক্রোধানল অতিশয় উদ্দীপিত হইয়া উঠিল। আসন্নকালে লোকের বিপরীত বুদ্ধি উপস্থিত হয়। আসন্নকাল বলিয়াই ডেণ্টেটসের প্রাণবধে ডিসেম্ভরদিগের দুষ্প্রবৃত্তি জন্মি-য়াছিল। এই গর্হিত ব্যাপারের অব্যবহিত পরেই অ পিয়স ক্লডিয়স যে গর্হিত আচরণ করেন তাহাতেই ডিসেম্ভরপদ একবারে উঠিয়া যায়।

ইকুয়ীয় জাতির সহিত রোমকদিগের যে যুদ্ধ ঘটনা হয়, বর্জ্জিনিয়স নামে এক ব্যক্তি প্রধান সৈনিক পুরুষের পদে অধি-

ষ্ঠিত হইয়া সেই যুদ্ধে গমন করেন। তাঁহার এক অবিবাহিতা পরমা সুন্দরী যুবতী কন্যা ছিল। ঐ কন্যার নাম বর্জ্জিনিয়া। বর্জ্জিনিয়া প্রতিদিন পাঠশালায় অধ্যয়ন করিতে যাইত। এক দিবস বর্জ্জিনিয়া পাঠশালায় গমন করিতেছিল, আপিয়স ক্লডিয়স তাহাকে দেখিতে পাইল, দেখিবামাত্র আপিয়সের অন্তঃকরণ চঞ্চল হইয়া উঠিল। তিনি কিরূপে সেই স্ত্রীরত্ন লাভ করিবেন ভাবিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ চিন্তার পর ঐ স্ত্রীরত্ন প্রাপ্তির উপায় স্থির করিয়া মার্কস ক্লডিয়সের নিকটে আত্মমনোরথ ব্যক্ত করিলেন। মার্কস তাঁহার নিতান্ত অনুগত ছিল। আপিয়স যেমন অধার্ম্মিক ও দুরাত্মা মার্কসও তদনুরূপ। আপিয়স যখন যাহা বলিতেন, নিতান্ত গর্হিত হইলেও মার্কস তৎসম্পাদনে পরাঙ্মুখ হইত না। বর্জ্জিনিয়া এক দিবস এক ধাত্রী সমভিব্যাহারে পাঠশালায় যাইতেছে এমত সময়ে মার্কস ক্লডিয়স আসিয়া তাহার হস্ত ধরিয়া কহিল, এ আমার ক্রীত দাসীর কন্যা, আমি ইহাকে আপন গৃহে লইয়া যাইব। ধাত্রী শুনিয়া অতিশয় কাতর হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিল। রথ্যাবাহী লোকেরা ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণ করিয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং ধাত্রীকে বারংবার আগ্রহ পুরঃসর কারণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। ধাত্রী কহিল, এই বালিকাটী বর্জ্জিনিয়সের কন্যা; ইহার পিতা ইহার বাগ্দানক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছেন; ভূতপূর্ব্ব ট্রিবিউন আইসিলিয়সের সহিত ইহার বিবাহসম্বন্ধ স্থির হইয়াছে; এই ব্যক্তি সহসা আসিয়া এই কন্যাটীকে বল পূর্ব্বক আপন গৃহে লইয়া যাইতে উদ্যত হইয়াছে; আমরা অকস্মাৎ এই বিপদ্গ্রস্ত হইয়াছি; আমরা তোমাদিগের শরণাপন্ন

হইলাম, তোমরা আমাদিগকে আশ্রয় প্রদান কর। এই কথা শুনিয়া আগন্তুক লোকেরা মার্কসের উপরে অত্যন্ত কুপিত হইয়া উঠিল এবং বর্জ্জিনিয়ার হস্ত ছাড়িয়া দিতে কহিল। মার্কস উত্তর করিল, এই কন্যার উপরে বল প্রকাশ করা আমার মানস নহে, আমি ইহাকে ধর্ম্মাধিকরণে লইয়া যাই, তোমরা আইস, বিচারকর্ত্তা বিচার করিয়া যে আজ্ঞা দিবেন তাহাই করিব। এই কথা কহিয়া মার্কস বর্জ্জিনিয়ার হস্ত ধরিয়া ধর্ম্মাধিকরণে লইয়া গেল। পথিক লোকেরাও সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

সকলে ধর্ম্মাধিকরণে উপনীত হইল। আপিয়স ক্লডিয়স ধর্ম্মাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি যেন উপস্থিত বিষয়ের বিন্দু বিসর্গ জানেন না, এইরূপ ভান করিয়া ব্যবহার দর্শনে প্রবৃত্ত হইলেন। মার্কস অর্থী, বর্জ্জিনিয়া প্রত্যর্থী। দর্শকগণ চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান হইল। মার্কস বিচারকর্ত্তার অগ্রে আবেদন করিল, এই যে কন্যাটী আপনকার সম্মুখে দণ্ডায়মান আছে, লোকে ইহাকে বর্জ্জিনিয়সের কন্যা বলিয়া জানে কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে; এ আমার ক্রীতদাসীর গর্ভজাত কন্যা; বর্জ্জিনিয়সের সন্তান না হওয়াতে তাঁহার পত্নী সতত খিদ্যমান ছিলেন এই কন্যাটী ভূমিষ্ঠ হইলে বর্জ্জিনিয়সের স্ত্রী ইহার মাতার নিকট হইতে ইহাকে ভিক্ষা করিয়া লন এবং আমার কন্যা জন্মিয়াছে বলিয়া বর্জ্জিনিয়সের হর্ষ বর্দ্ধন করেন। যাহা হউক্ বর্জ্জিনিয়স নগরে আইলে আমি এ বিষয় প্রমাণ করিয়া দিব; যত দিন তিনি না আইসেন, তাবৎ এই কন্যাটী আমার নিকটে থাকুক; আমার প্রার্থনা এই, এক্ষণে আপনকার ইচ্ছাই প্রমাণ।

বর্জ্জিনিয়ার আত্মীয়গণ উত্তর করিলেন, বর্জ্জিনিয়স এক্ষণে নগরে নাই, তিনি রাজ্যের কার্য্যে গমন করিয়াছেন, তিনি যাবৎ না আইসেন তাবৎ এই বিষয়ের বিচার না হয়; যে পর্য্যন্ত এই বিষয়ের মীমাংসা না হইবে, তাবৎ বর্জ্জিনিয়া আপন পিতার আলয়ে থাকিবে; বর্জ্জিনিয়া বস্তুতঃ দাসীগর্ভজাতা নহে; অপরিচিত ব্যক্তির হস্তে সমর্পণ করিয়া ইহার অকলঙ্ক নাম কলঙ্কিত করা কোনক্রমে বিধেয় নহে; অপর, এমত স্থলে এরূপ বিধিও আছে, যদি কেহ কাহার নামে এ আমার দাস অথবা দাসী বলিয়া অভিযোগ করে, তাহা হইলে সেই বিষয়ের যাবৎ মীমাংসা না হয়, তাবৎ সেই অভিযুক্ত ব্যক্তি পরতন্ত্র না হইয়া স্বতন্ত্র থাকিতে পারে, অতএব বর্জ্জিনিয়ার পিতৃগৃহে অবস্থান কোনরূপে যুক্তি ও প্রচলিত বিধির বিরুদ্ধ নহে।

আপিয়স ক্লডিয়স বর্জ্জিনিয়ার বান্ধবগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, তোমরা যে বিধির কথা উল্লেখ করিতেছ, তাহা আমি ভাল জানি, ঐ বিধি অতি উত্তম ও যথার্থ বিধি সন্দেহ নাই; ঐ বিধি আমি আপনিই করিয়াছি; যাহা হউক্, এ কন্যা কোনরূপেই স্বাধীন থাকিতে পারে না; হয ইহাকে আপন পিতার নিকটে নতুবা আপন প্রভুর নিকটে থাকিতে হয়; ইহার পিতা এখন এখানে নাই, সুতরাং ইহাকে মার্কস ক্লডিয়সের নিকটে থাকিতে হইবে। আপিয়স ক্লডিয়স যখন এই আজ্ঞা বাক্য উচ্চারণ করেন, সেই সময়ে আইসিলিয়স এবং বর্জ্জিনিয়ার অন্যান্য আত্মীয়গণ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং অন্যায় আজ্ঞা বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিশয় কুপিত হইয়া দর্শকগণকে সম্বোধন করিয়া বারংবার কহিতে লাগিলেন, তোমরা দেখ, কি

অন্যায়! কি অবিচার! যাঁহারা স্বয়ং নিয়ম সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহারাই স্বকৃত নিয়ম ভঙ্গে উদ্যত হইয়াছেন। বিচারকর্ত্তার অবিচার দেখিয়া দর্শকগণও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। আপিয়স ক্লডিয়স তদ্দর্শনে ভীত হইয়া কহিলেন, আমি তোমাদিগের অনুরোধে অর্থীকে এক দিবস প্রতীক্ষা করিতে কহিতেছি, ইনি আজি থাকুন, কালি এই বিষয়ের বিচার হইবে, কিন্তু বর্জ্জিনিয়স যদি কালি না আইসেন, তাহা হইলে আমাকে যথার্থ বিচার করিতে হইবে। বর্জ্জিনিয়া এই রূপে আপাততঃ নিষ্কৃতি পাইলেন। তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহাকে গৃহে লইয়া গেলেন এবং ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া বর্জ্জিনিয়সের নিকটে লোক পাঠাইয়া দিলেন।

বর্জ্জিনিয়সের বন্ধুগণ যে লোক পাঠাইয়া দেন ঐ লোক ঐ দিবস সন্ধ্যাকালেই তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল। বর্জ্জিনিয়স সমাচার প্রাপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ সেনাপতির নিকটে বিদায় লইলেন এবং ঐ রাত্রিতেই রোমে যাত্রা করিলেন। এ দিকে দুরাত্মা আপিয়স বর্জ্জিনিয়সকে শিবিরে আটক করিয়া রাখিবার অনুরোধ করিয়া সেনাপতিদিগের নিকটে লোক প্রেরণ করেন। কিন্তু তাঁহার লোক শিবিরে উপনীত হইবার পূর্ব্বে বর্জ্জিনিয়স চলিয়া গিয়াছিলেন; তাহাতেই তাঁহার সমুদায় চেষ্টা বিফল হইল।

পরদিন প্রাতঃকালে আপন কন্যাকে সমভিব্যাহারে লইয়া বর্জ্জিনিয়স অতিহীনবেশে দীনভাবে বিচারস্থলে চলিলেন। তাঁহার আত্মীয়গণ এবং রোমের প্রধান প্রধান পুরন্ধ্রীগণ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন। বিচারস্থল নিমেষমধ্যে জনসমূহে পরিপূর্ণ হইল। দুরাত্মা আপিয়স ধর্ম্মাসনে উপবেশন

করিলেন। মার্কস ক্লডিয়স অর্থিভাবে এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইল। বর্জ্জিনিয়স বহু লোকের সমাগম দেখিয়া বিনয়বাক্যে সকলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, উপস্থিত বিষয়ে আপনারা বিশিষ্টরূপে আমার সহায়তা করুন, আপনারা এরূপ বিবেচনা করিবেন না যে. এবিষয়ে অবিচার হইলে কেবল আমার অনিষ্ট হইবে, এ অনিষ্ট আপনাদিগের সকলের অনিষ্ট জ্ঞান করিতে হইবে, কারণ দুরাত্মারা আমার বিষয়ে অবিচার করিয়া প্রশ্রয় পাইলে ক্রমে ক্রমে আমার ন্যায় সকলের দুর্দ্দশা ঘটাইবে। বর্জ্জিনিয়স অতিকাতরস্বরে এই কথা কহিয়া অশ্রুমুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। আইসিলিয়সও ঐরূপ বাক্য বিন্যাস করিয়া সকলের অন্তঃকরণে করুণা সঞ্চারিত করিতে লাগিলেন। সমাগত পুরপুরন্ধ্রীগণ ইতস্ততঃ নিস্পন্দ দণ্ডায়মান হইয়া অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের নয়নবিনির্গত বারি নিরীক্ষণ করিয়া দর্শকগণের মন অধিকতর কাতর হইয়া উঠিল। বিচারস্থলের চতুর্দ্দিকে এইরূপ করুণাজনক ব্যাপার উপস্থিত হইল। এই সমস্ত দর্শন ও শ্রবণ করিলে অতিকঠোরহৃদয় ব্যক্তিরও অন্তঃকরণ করুণারসে সিক্ত হয়। কিন্তু দুরাত্মা আপিয়স এমনি পাষণ্ড যে, তাহার পাষাণহৃদয়ে করুণার লেশমাত্রও জন্মিল না। তিনি অন্ধ ও বধির প্রায় হইয়া আসনে বসিয়া রহিলেন, অন্য কোন দিকে দৃষ্টিপাত বা অন্য কোন বিষয়ে মনোনিবেশ করিলেন না, কেবল বর্জ্জিনিয়ার মনোহর রূপ লাবণ্য নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন এবং কতক্ষণে আপনার অসদভিসন্ধি সাধন করিবেন তদ্গত হইয়া কেবল তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার এমনি চিত্তের ব্যাকুলতা জন্মিয়াছিল যে, তিনি অর্থি-

বাক্যের অবসান পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিতে পারিলেন না ; প্রত্যর্থীকেও অর্থিবাক্যের উত্তর দিতে দিলেন না। সহসা এই আজ্ঞা করিয়া বসিলেন যে যাবৎ উপস্থিত বিষয়ের মীমাংসা না হইবে তাবৎ বর্জ্জিনিয়াকে নিজ প্রভু মার্কস ক্লডিয়সের নিকটে থাকিতে হইবে।

যখন এই অনৈসর্গিক যুক্তি ও বিধি বিরুদ্ধ বাক্য বর্জ্জিনিয়স এবং তাঁহার বন্ধুগণের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল, তখন তাঁহাদিগের এই বোধ হইল, যেন মস্তকে অকস্মাৎ বজ্রাঘাত হইল। উদাসীন দর্শকগণ শুনিয়া চমৎকৃত হইল। মার্কস ক্লডিয়স বিচারকর্ত্তার আজ্ঞানুসারে যখন বর্জ্জিনিয়ার হস্ত ধরিতে উদ্যত হইল, তখন তাহার সমীপস্থ রোমীয় মহিলাগণ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন। তাহার বন্ধুগণ মার্কসকে দূর করিয়া দিলেন। অনেক শস্ত্রধারী পেটি সীয়বংশীয় যুবা পুরুষ আপিয়সের সমভিব্যাহারে আসিয়াছিল, তিনি তাহাদিগের সাহায্যবলে দর্পিত হইয়া অনুচরদিগকে অনুমতি করিলেন, তোমরা শীঘ্র বর্জ্জিনিয়ার নিকট হইতে সকলকে অপসারিত কর। অনুচরেরা তাঁহার নিদেশানুসারে তৎক্ষণাৎ সকলকে সরাইয়া দিল। বর্জ্জিনিয়া বিচারাসনের নিকটে একাকিনী দণ্ডায়মান রহিল। বর্জ্জিনিয়স দেখিলেন, আর উপায় নাই। তখন তিনি আপিয়সের নিকটে এই প্রার্থনা করিলেন, মহাশয়! বর্জ্জিনিয়ার সমক্ষে উহার ধাত্রীকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করিবার বাসনা আছে, আপনকার অনুমতি হইলে তাহাকে নির্জ্জনে জিজ্ঞাসা করি। আপিয়স বর্জ্জিনিয়সের সাবনয় প্রার্থনা বাক্য শ্রবণ করিয়া উত্তর করিলেন ভাল, হানি কি জিজ্ঞাসা কর। বর্জ্জিনি-

য়স-অনুমতি-প্রাপ্ত হইয়া বর্জ্জিনিয়াকে এবং উহার ধাত্রীকে এক পার্শ্বে লইয়া গেলেন। ঐ স্থানে এক কসাইর দোকান ছিল। বর্জ্জিনিয়স সেই দোকান হইতে এক ছোরা তুলিয়া লইলেন এবং মা! এই তোমার সতীত্ব, সম্ভ্রম ও স্বাধীনতা রক্ষার একমাত্র উপায়, এই কথা কহিয়া আপন কন্যার বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন। বর্জ্জিনিয়া বাতাহত কদলীর ন্যায় ভূতলে পতিত হইয়া নিমেষমধ্যে তনু ত্যাগ করিলেন। চতুর্দ্দিকে ক্রন্দন-কোলাহল ও হাহাকার শব্দ উঠিল। আপিয়স বর্জ্জিনিয়সকে অবরুদ্ধ করিবার অনুজ্ঞা করিলেন। কিন্তু অনুচরেরা সেই আজ্ঞাসম্পাদনে সমর্থ হইল না। বর্জ্জিনিয়স আপন কন্যার বক্ষঃস্থলে আঘাত করিয়াই অমনি সেই জনসম্বাধ স্থান হইতে দ্রুতবেগে নির্গত হইলেন, দেখিতে দেখিতে সেই শোণিতাক্ত ছুরিকাহস্ত পুর হইতে বহির্গত হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে শিবিরাভিমুখে ধাবমান হইলেন।

বর্জ্জিনিয়স এইরূপে শিবিরাভিমুখে গমন করিলেন, এদিকে আইসিলিয়স এবং বর্জ্জিনিয়সের অপর বন্ধুগণ বর্জ্জিনিয়ার শোণিতবাহী মৃত দেহ সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টিপথে স্থাপিত করিয়া, যে কারণে এবং যেরূপে বর্জ্জিনিয়ার মৃত্যুঘটনা হইয়াছে তাহা আমূলতঃ বর্ণন করিলেন তত্রত্য লোকেরা তাদৃশ দুঃশ্রব শ্রবণ ও তাদৃশ দুর্দ্দর্শ দর্শন করিয়া একবারে ক্রোধে অন্ধ হইয়া উঠিল। প্রায় পুরবাসী তাবৎ লোক ক্রমে ক্রমে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। নিমেষমধ্যে তথায় লোকারণ্য হইল। অনবরত কোলাহল হইতে লাগিল। "দুরাত্মা ডিসেম্ভর" "দুরাত্মা আপিয়স" এইরূপ শব্দই কেবল চতুর্দ্দিক্ হইতে শ্রুতি-

পথে আবির্ভূত হইতে লাগিল। ফলতঃ রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হয় এইরূপ আকার হইয়া উঠিল। পেটি সীয় বংশীয় ব্যালিরিয়স ও হোরেশস নামে দুই ব্যক্তি প্লিবীয়দিগের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। বিশেষতঃ ডিসেম্ভরদিগের উপরে তাঁহাদিগের অতিশয় বিদ্বেষ বুদ্ধি ছিল। তাঁহারা দেখিলেন, ডিসেম্ভরদিগের উন্মূলনের এবং প্লিবীয়দিগের সৌভাগ্যের উদয় হইবার প্রকৃত সময় উপস্থিত হইয়াছে, অতএব তাঁহারা সত্বর সেই স্থানে আগমন করিয়া বিবিধ উত্তেজক বাক্য প্রয়োগ দ্বারা প্লিবীয়দিগে উৎসাহ বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। দুরাত্মা আপিয়স এবং তাহার অনুচর ও পারিপার্শ্বিকগণ প্রথমে উপস্থিত বিদ্রোহের নিবারণে যত্নবান্ হইয়াছিল, কিন্তু প্লিবীয় দল প্রবল হওয়াতে তাহারা পরাস্ত হইয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল। আপিয়স ক্লডিয়সের সহকর্ম্মা স্পিউরিয়স আপিয়স বিদ্রোহবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া আপিয়সের সাহায্যার্থ আসিতেছিলেন। কিন্তু তিনি দেখিলেন, প্লিবীয়দল দুর্নিবার হইয়া উঠিয়াছে। অতএব তিনি বিদ্রোহনিবারণের চেষ্টা না করিয়া সভাস্থলে সেনেটরদিগকে আহ্বান করিলেন। সেনেটরেরা একত্র সমবেত হইলেন বটে, কিন্তু কোন বিষয়েরই মীমাংসা হইল না। প্রথমতঃ ডিসেম্ভরদিগের উপরে সেনেটরদিগের কিছুমাত্র ভক্তি ছিল না, প্রত্যুত বিদ্বেষ বুদ্ধি ছিল। অতএব তাঁহারা যে, ডিসেম্ভরদিগের হিতসাধনে যত্নবান্ হইবেন তাহা কোনক্রমেই সম্ভাবিত নহে। দ্বিতীয়তঃ সেনেটরেরা ট্রিবিউনের নাম শুনিলে জলিয়া উঠিতেন; প্লিবীয়েরা পূর্ব্বের ন্যায় অস্ত্র শস্ত্র ও রোম পরিত্যাগ করিয়া পাছে পুনর্ব্বার ট্রিবিউন পদ স্থাপন বিষয়ে যত্নবান্ হয়, এই ভয়ে

তৎকালে সৈনেটরদিগের চিত্ত নিতান্ত অস্থির হইয়াছিল। এই হেতু বশতঃ তাঁহারা তৎকালে কোন বিষয়ের কর্ত্তব্যাবধারণে সমর্থ হইলেন না।

এদিকে বর্জ্জিনিয়স অতিদ্রুতবেগে স্বল্পকালমধ্যে শিবিরে উপনীত হইলেন। নগরবাসী বহু লোক তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে শিবিরমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। সমাগত পুরবাসীদিগের বস্ত্র পরিধানের পরিপাটী নাই, সঙ্গেও অস্ত্র শস্ত্র নাই, বর্জ্জিনিয়সের হস্তে এক শোণিতাক্ত ছুরিকা মাত্র এবং শরীরময় রক্ত। এই সমস্ত দর্শন করিয়া সৈন্যগণ বিস্ময়াপন্ন হইয়া উহাদিগের চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান হইল। বর্জ্জিনিয়স সেনাগণের সমক্ষে বর্জ্জিনিয়ার নিধন-বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিয়া কহিলেন, যদি আমার প্রতি তোমাদিগের স্নেহ থাকে এবং দুরাত্মা আপিয়সের গর্হিত ব্যবহার তোমাদিগের অসহ্য হইয়া থাকে তাহা হইলে বৈরনির্য্যাতন কর। সেনাগণ শ্রবণমাত্র অতিশয় কুপিত হইয়া উঠিল এবং অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক রোমের অভিমুখে যাত্রা করিল। সেনাপতিগণ বহু নিষেধ করিলেন, কিন্তু সেনাগণ তাঁহাদিগের বাক্য অগ্রাহ্য করিয়া তৎক্ষণাৎ শিবির হইতে বহির্গত হইয়া অনতিদীর্ঘকালমধ্যে রোমে উপস্থিত হইল। তাহারা রাজপথ দিয়া যাইবার সময়ে উচ্চৈঃস্বরে প্লিবীয়দিগকে কহিতে লাগিল, তোমাদের সুসময় উপস্থিত হইয়াছে. যদি তোমাদিগের প্রভীষ্ট লাভের বাসনা থাকে, এই বেলা ট্রিবিউনপদের পুনঃসংস্থাপনবিষয়ে যত্নবান্ হও। এই কথা কহিতে কহিতে সেনাগণ আবেণ্টাইন পর্ব্বতে উত্তীর্ণ হইল এবং অস্ত্র শস্ত্র সহিত সুসজ্জিত হইয়া সেই স্থানে অবস্থান করিল। সেনেটরেরা সেনাগণের তাদৃশ

ব্যবহার দর্শন করিয়া সাতিশয় শঙ্কিত হইলেন এবং অবিলম্বে তাহাদিগের নিকটে দূত পাঠাইলেন। দূতগণ সমক্ষে উপস্থিত হইলে সেনাগণ কহিল, আমরা ব্যালিরিয়স ও হোরেশস ভিন্ন আর কাহারও কথা শুনিব না, তাঁহারা যদি আইসেন তাহা হইলেই এ বিষয়ের সমাধান হইতে পারে। এই কথা শুনিয়া দূতগণ অকৃতার্থ হইয়া ফিরিয়া গেলেন। বর্জিনিয়স ঐ অবসরে সেনাগণকে এই পরামর্শ দিলেন, তোমরা আত্মরক্ষার নিমিত্ত ট্রিবিউনপদে লোক নিয়োজিত কর; নিয়োজিত ব্যক্তিরা তোমাদিগের রক্ষা এবং তোমাদিগের অধিনায়কতা কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন। অনন্তর ট্রিবিউনপদে দশ ব্যক্তি নিয়োজিত হইলেন। অতঃপর ঐ সকল ব্যক্তি সৈনিকদিগের ট্রিবিউন বলিয়া বিখ্যাত হন।

ক্রাইডিনির নিকটে রোমদিগের আর একদল সৈন্য ছিল। আইসিলিয়স এবং বর্জিনিয়সের অপর বন্ধুগণ সেই স্থানে গমন করেন। তাঁহারা সেনাগণের সমক্ষে বর্জিনিয়ার শোকাবহ মরণবৃত্তান্ত অবিকল বর্ণন করিয়া বিবিধ কোপোদ্দীপন বাক্যে তাহাদিগকে রাগাইয়া তুলিলেন। সেনাগণ বিদ্রোহে প্রবৃত্ত হইল এবং সেনাপতিদিগের কথা অগ্রাহ্য করিয়া তৎক্ষণাৎ রোমে যাত্রা করিল। আইসিলিয়সও তাহাদিগের নিকটে ট্রিবিউন নিয়োগের প্রস্তাব করিলেন। সেনাগণ তাহাতে সম্মত হইয়া দশ ব্যক্তিকে ট্রিবিউনপদে নিয়োজিত করিল এবং তাহাদিগের আজ্ঞাবহ হইয়া সত্বর রোমে উপস্থিত হইয়া আবেণ্টাইন পর্ব্বতে অপর সেনাগণের সহিত মিলিত হইল।

সেনেটরেরা এই সমস্ত ব্যাপার দর্শন করিয়া সাতিশয় শঙ্কিত

হইলেন, কিন্তু আশু প্রতিকারের কোন উপায় বিধান করিলেন না। তাঁহারা মনে করিলে ডিসেম্ভরদিগকে পদচ্যুত করিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে বিবাদ ভঞ্জন করিতে পারিতেন, কেবল প্লিবীয়দিগের উপরে ঈর্ষা বশতঃ তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হইলেন না। পক্ষান্তরে ডিসেম্ভরদিগের উপরে প্লিবীয়দিগের অত্যন্ত রাগ ছিল। তাহারা এই প্রতিজ্ঞা করিল. যাবৎ ডিসেম্ভরেরা স্বপদ হইতে দূরীকৃত না হইবে, তাবৎ আমরা ক্ষান্ত হইব না। এইরূপ পরস্পর বিদ্বেষ ও ঈর্ষা থাকাতে বহুকাল বৃথা অতীত হইল ; কোন বিষয়ের মীমাংসা হইল না। অবশেষে সেনাগণ আবেণ্টাইন পর্ব্বত পরিত্যাগ করিয়া পবিত্র পর্ব্বতে গমন করিল। প্লিবীয়দিগের স্ত্রী পুত্র প্রভৃতি পরিবার-গণও সেই সমভিব্যাহারে গেল।

প্লিবীয়েরা স্ত্রী পুত্রাদি সহিত রোম হইতে চলিয়া গেলে পর সেনেটরদিগের চৈতন্য হইল। তখন তাঁহারা ব্যস্ত সমস্ত হইয়া উপস্থিত বিদ্রোহ নিবারণের পরামর্শ করিতে লাগিলেন। পরি-শেষে স্থির হইল, প্লিবীয়দিগের নিকটে দূত প্রেরণ করা কর্ত্তব্য। ব্যালিরিয়স ও হোরেশস এই দুই ব্যক্তির উপরে প্লিবীয়দিগের অতিশয় ভক্তি ছিল। তাঁহারাই প্লিবীয়দিগের নিকটে প্রেরিত হইলেন। তাঁহাদিগের উপরে উপস্থিত বিবাদ মীমাংসা করিবার সম্পূর্ণ ভার সমর্পিত হয়। ব্যালিরিয়স ও হোরেশস উভয়ে পবিত্র পর্ব্বতে সেনাগণের নিকটে উপনীত হইলে তাহারা তাঁহা-দিগের অতিশয় সমাদর করিল। তাঁহারা সেনেটের প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়া যে সকল কথা বলিলেন, সেনাগণ তৎসমুদায় অভি-নিবেশ পূর্ব্বক শ্রবণ করিল। অনন্তর আইসিলিয়স সেনাগণের প্রতিনিধি হইয়া এই প্রার্থনা করিলেন যে, পুনর্ব্বার ট্রিবিউনপদ

সংস্থাপিত হয়; পূর্ব্বে যে নিয়ম ছিল, অর্থী প্রত্যর্থীর অন্যতর কোন ব্যক্তি প্রাড্‌বিবাকের বিচারে অসন্তুষ্ট হইলে প্লিবীয়-সভায় পুনর্ব্বিচারের প্রার্থনা করিতে পারিত, এখনও সেই নিয়ম প্রচলিত হয়; যে সকল ব্যক্তি প্রধান হইয়া সেনাগণকে বিদ্রোহাচরণে প্রবর্ত্তিত করিয়াছে, তাহাদিগের অপরাধ মার্জ্জনা হয়; অপর, ডিসেম্ভরেরা স্বপদ পরিত্যাগ করে এবং তাহাদিগের প্রাণদণ্ড হয়।

ব্যালিরিয়স এবং হোরেশস সেনাগণের প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া উত্তর করিলেন, তোমরা ডিসেম্ভরদিগের প্রাণদণ্ডের যে অসঙ্গত প্রার্থনা করিতেছ, তাহা পরিত্যাগ কর, এতদ্ভিন্ন তোমাদিগের আর আর যে প্রার্থনা আছে, তৎসমুদায় যাহাতে পরিপূর্ণ হয় তাহার চেষ্টা করিব। এই কথা কহিয়া দূতগণ রোমে প্রতিগমন করিলেন এবং সেনেটে উপস্থিত হইয়া সেনাগণের প্রার্থনা জানাইলেন। সেনেটরেরা ডিসেম্ভরদিগের প্রাণদণ্ড প্রার্থনা ব্যতিরিক্ত সেনাগণের আর সমুদায় প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। ডিসেম্ভরেরা স্বপদ পরিত্যাগ করিলেন। সেনাগণ আবেণ্টাইন পর্ব্বতে প্রত্যাগমন করিল। তথায় তাহাদিগের এক সভা হইল। ঐ সভায় ট্রিবিউন নিয়োগ হইল। ট্রিবিউননিয়োগের পর কন্সলনিয়োগের প্রস্তাব উত্থাপিত হইল। ব্যালিরিয়স এবং হোরেশস এই উভয় ব্যক্তি কন্সলপদে অভিষিক্ত হইলেন।

প্লিবীয়েরা এইরূপে ইষ্টলাভ করিলে পর ট্রিবিউন ডুইলিয়স প্লিবীয়সভায় এক এক করিয়া ডিসেম্ভরদিগের নামে অভিযোগ করিতে আরম্ভ করিলেন। সর্ব্বাগ্রে আপিয়স ক্লডিয়স কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। যে দিবস তাঁহার অপরাধের বিচার

হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছিল, তাহার পূর্ব্বদিন তিনি আত্মহত্যা সম্পাদন করেন। তাঁহার সহকর্ম্মা স্পিউরিয়স আপিয়সও ঐরূপে কারাগারে প্রাণত্যাগ করিলেন। অপর ডিসেম্ভরেরাও ক্রমে ক্রমে ধর্ম্মাধিকরণে নীত হইলেন, তাঁহাদিগের দোষও সপ্রমাণ হইল, কিন্তু তাঁহাদিগের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা না হইয়া তাঁহারা রাষ্ট্র হইতে বিবাসিত হইলেন। পেট্রিসীয়বংশীয় যে সকল ব্যক্তি ডিসেম্ভরদিগের কুকর্ম্মের সহায়তা করিয়াছিল, ডুইলিয়স ঔদার্য্য প্রদর্শন করিয়া তাহাদিগের নামে অভিযোগ করিলেন না।

ব্যালিরিয়স এবং হোরেশস উভয়ে রাজ্যের যাবতীয় বিষয় শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া পশ্চাৎ যুদ্ধে যাত্রা করিলেন। ইকুয়ীয় ও বোল্‌সীয় জাতীয়েরা আল্‌জিডস পর্ব্বতের উপরিভাগে শিবির স্থাপন করিয়া শত্রুগণের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। ব্যালিরিয়স সেনাগণ সমভিব্যাহারে আল্‌জিডস পর্ব্বতে গমন করিলেন। হোরেশস সেবাইনীয়দিগের দেশে যাত্রা করিলেন। আল্‌জিডস পর্ব্বতে বিপক্ষগণের সহিত ব্যালিরিয়সের ঘোরতর সংগ্রাম হইল। ব্যালিরিয়স জয়ী হইলেন। শত্রুগণ পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিল। শত্রুশিবির ব্যালিরিয়সের হস্তগত হইল। এদিকে হোরেশস সেবাইনীয়দিগের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন। তাঁহার সেনাগণ ব্যালিরিয়সের জয়সমাচার শ্রবণ করিয়া অধিকতর উৎসাহী হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। অনতিদীর্ঘকালমধ্যে সেবাইনীয়েরা পরাভূত হইল। রোমকেরা উহাদিগের শিবির অধিকার করিয়া লইল। এই যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া সেবাইনীয়েরা দীর্ঘকাল রোমকদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত

হয় নাই। ইহার পর ১৫০ বৎসর কাল রোমকদিগের সহিত সেবাইনীয় জাতির যুদ্ধের কোন কথা শুনিতে পাওয়া যায় না। ব্যালিরিয়স এবং হোরেশস রণস্থলে অতিশয় সাহস ও পৌরুষ প্রদর্শন করিয়া সমরে জয় লাভ করিয়াছিলেন। অতএব তাঁহারা জয় সম্মান লাভের যথার্থ যোগ্যপাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু প্লিবীয়দল পক্ষপাতী বলিয়া তাহাদিগের উপরে অত্যন্ত দ্বেষ থাকাতে সেনেটরেরা তাঁহাদিগকে জয়সম্মানদ্বারা সভাজিত করিতে সম্মত হইলেন না। ট্রিবিউন আইসিলিয়স সেনেটের তাদৃশ অনুচিত ব্যবহার দর্শনে সাতিশয় কুপিত হইয়া (১) প্রজাগণের সভায় ঐ বিষয়ের প্রস্তাব করিলেন। প্রজাগণ একবাক্য হইয়া জয়সভাজনের অনুমতি করিল। অনন্তর উভয় কন্সল মহাসমারোহে জয়সম্মানদ্বারা সভাজিত হইলেন। সেনেটের অনুমতি ব্যতিরেকে এতকাল পর্য্যন্ত কখন রোমে জয়মহোৎসব সম্পাদিত হয় নাই, এই নূতন হইল।

---

(১) সর্ব্বিয়স টলিয়স রোম নগর এবং তদধিকৃত জনপদ ত্রিশ অংশে বিভক্ত করিয়া যান। ঐ ত্রিশটী অংশ ত্রিশটী প্রদেশ বলিয়া পরিগণিত হয়। তথায় পেট্রিসীয় ও প্লিবীয় উভয় দলই বাস করিত। সর্ব্বিয়স্ তত্রত্য প্লিবীয়দিগের শ্রেণী বিভাগ করেন। ডিসেম্ভরদিগের পূর্ব্বে তত্তৎপ্রদেশবাসী পেট্রিসীয়েরা সর্ব্বিয়সকৃত শ্রেণীবিভাগের অন্তর্নিবেশিত ছিল না। কিন্তু ডিসেম্ভরদিগের ব্যবস্থাপনকার্য্যের পর অবধি তত্তৎপ্রদেশবাসী পেট্রিসীয় ও প্লিবীয় উভয় দলই সর্ব্বিয়সকৃত শ্রেণীবিভাগের অন্তর্নিবেশিত হয়। অতএব অতঃপর যে যে স্থলে প্রজাগণ এই শব্দের উল্লেখ থাকিবে, সেই সেই স্থলে পেট্রিসীয় ও প্লিবীয় উভয়কেই বুঝাইবে।

অধুনা যে বৎসরের কথা উল্লেখ করা যাইতেছে তদ্বর্ষীয় কন্সল এবং তদ্বর্ষীয় ট্রিবিউনদিগের উপরে প্রজাগণের অতিশয় ভক্তি ও বিশ্বাস ছিল। এই নিমিত্ত বৎসর অতীত হইলে প্রজাগণ তাঁহাদিগকেই পুনর্ব্বার কন্সল ও ট্রিবিউন পদে নিয়োজিত করিতে অভিলাষী হইল। কিন্তু কন্সলেরা এবং ট্রিবিউনেরা সমধিক শিষ্টতা ও ঔদার্য্য প্রদর্শন করিয়া প্রজাগণকে তদ্বিষয় হইতে বিরত করিলেন। খৃষ্টের পূর্ব্ব ৪৪৮ অব্দে নূতন কন্সল এবং নূতন ট্রিবিউন নিয়োগ হইল। পূর্ব্বে প্লিবীয়বংশীয়েরাই কেবল ট্রিবিউন পদে অধিরূঢ় হইত। কিন্তু ৪৪৮ অব্দে পেট্রিসীয়বংশীয় দুই ব্যক্তি ঐ পদে অভিষিক্ত হয়।

পূর্ব্বে পেট্রিসীয় ও প্লিবীয় উভয় দলের পরস্পর কন্যা আদান প্রদান প্রথা প্রচলিত ছিল না। কোন পেট্রিসীয় কোন প্লিবীয়কে কন্যা প্রদান করিলে কিংবা কোন প্লিবীয়কন্যার পাণিগ্রহণ করিলে সে জনসমাজে সাতিশয় বিনিন্দিত হইত এবং সেই পরিণীত বিপ্লীয়কন্যার গর্ভে পেট্রিসীয়ের ঔরসে যে পুত্র জন্মিত সে পিতৃধনের অধিকারী হইত না। খৃষ্টের পূর্ব্ব ৪৪৫ অব্দে ক্যানিউলিয়স নামে ট্রিবিউন এই প্রস্তাব করিলেন যে, পেট্রিসীয় ও প্লিবীয় এই উভয় দলের পরস্পর বিবাহপ্রথা প্রচলিত হয়। ঐ সময়ে আর নয়জন ট্রিবিউন একবাক্য হইয়া আর এক প্রস্তাব করেন। সে প্রস্তাবের তাৎপর্য্য এই, পূর্ব্বে যেমন পেট্রিসীয়েরাই কেবল কন্সলপদে অধিরূঢ় হইত, প্লিবীয়েরা তদ্বিষয়ে নিরাকৃত ছিল, এখন সেরূপ না হইয়া প্লিবীয়বংশীয় এক এক ব্যক্তি কন্সলপদে অভিষিক্ত হন। এই প্রস্তাবদ্বয় শ্রবণ করিয়া পেট্রিসীয়েরা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল এবং

প্লিবীয়েরা যাহাতে কৃতকার্য্য হইতে না পারে, প্রাণপণে সেই চেষ্টা করিতে লাগিল। পক্ষান্তরে প্লিবীয়েরা এই প্রতিজ্ঞা করিল, আমরা যেরূপে পারি প্রস্তাবিত বিষয় সুসিদ্ধ করিয়া তুলিব। উভয়দল এইরূপে অধ্যবসায়ারূঢ় হওয়াতে ঘোরতর বিবাদ হইতে লাগিল। ত্বরায় বিবাদের শান্তি হয় এরূপ সম্ভাবনা ছিল না। পরিশেষে ধূর্ত্তচূড়ামণি পেট্রিসীয়েরা চাতুরী করিয়া স্বাভীষ্টসাধনের উপক্রম করিল। যখন যখন পেট্রিসীয়দিগের অনভিমত কোন বিষয় লইয়া প্লিবীয়দিগের সহিত বিবাদ উপস্থিত হইত, তখনই তাহারা প্লিবীয়দিগকে সত্বর সমরে ব্যাপৃত করিয়া সেই বিষয়ের ব্যাঘাত করিবার চেষ্টা করিত। এবারও তাহারা সেই চেষ্টা করিতে লাগিল। ঐ সময়ে ইকুয়ীয়, বোল্‌সীয় ও বিয়াইদেশীয়দিগের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল। সেনেটরেরা সেনাগণকে সত্বর সমরসজ্জা করিতে আজ্ঞা করিলেন। সৈন্যসংগ্রহকার্য্য আরম্ভ হইল। ক্যানিউলিয়স দেখিলেন, সেনেটরেরা চতুরতা করিয়া তাঁহার প্রস্তাবিত বিষয়ের ব্যাঘাত জন্মাইতে উদ্যত হইয়াছেন। তিনি ট্রিবিউনপদে অভিষিক্ত ছিলেন। ট্রিবিউনদিগের এরূপ ক্ষমতা ছিল, তাঁহারা সকল বিষয়েরই নিষেধ করিতে পারিতেন। তাঁহারা যে বিষয়ের নিষেধ করিতেন, সে বিষয় সহজে সম্পন্ন হইত না। ক্যানিউলিয়স স্বপদপ্রভাবে সৈন্যসংগ্রহকার্য্যের নিষেধ করিয়া কহিলেন, আমি প্রজাগণের সভায় যে বিষয়ের প্রস্তাব করিয়াছি, যাবৎ তাহার মীমাংসা না হইবে, তাবৎ প্লিবীয়েরা যুদ্ধে যাইতে পারিবে না। এই কথা শুনিয়া পেট্রিসীয়েরা নিরুপায় হইল। ক্যানিউলিয়সের কৃত প্রস্তাব অগত্যা বিধিবদ্ধ করিতে হইল।

পেট্রিসীয়েরা যে অধিক বিবাদ না করিয়া অগ্রে অগ্রে ক্যানিউলিয়সের প্রার্থনা-পরিপূরণ করে, তাহার কারণ এই, পেট্রিসীয়েরা তৎকালে বিবেচনা করিয়াছিল, যদি আমরা ক্যানিউলিয়সের কৃত বিবাহবিষয়ক প্রস্তাব বিধিবদ্ধ করি, তাহা হইলে অপর ট্রিবিউনেরা প্লিবীয়দিগের কন্সলপদে নিয়োগবিষয়ক যে প্রস্তাব করিয়াছে, প্লিবীয়েরা তাহার সুসিদ্ধিবিষয়ে সমধিক যত্নবান্ হইবে না। অপর, পেট্রিসীয় ও প্লিবীয় উভয় দলের পরস্পর কন্যা আদান প্রদান প্রথা বিধিবোধিতরূপে প্রচলিত ছিল না বটে, কিন্তু পেট্রিসীয়বংশীয় অনেকেই প্লিবীয়কন্যার পাণিগ্রহণ করিত; সেই প্লিবীয়কন্যার গর্ভে যে সন্তান জন্মিত, তাহারা প্লিবীয় হইয়া যাইত; তাহাতে পেট্রিসীয়বংশ ক্রমশঃ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া যাইতেছিল এবং প্লিবীয়বংশের বৃদ্ধি হইতেছিল; অতএব পেট্রিসীয়েরা এই বিবেচনা করে, যদি আমরা পেট্রিসীয় ও প্লিবীয় উভয় দলের পরস্পর বিবাহপ্রথা প্রচলিত না করি, তাহা হইলে উত্তরোত্তর প্লিবীয়দলের অধিকতর পুষ্টি হইবে, প্লিবীয়দলের পুষ্টি হইলে উত্তরকালে উহাদিগের নিকটে আমাদিগকে পর্য্যুদস্ত ও অপদস্থ হইতে হইবে। এই বিবেচনায় পেট্রিসীয়েরা ক্যানিউলিয়সের কৃত প্রস্তাব বিধিবদ্ধ করিতে কথঞ্চিৎ সম্মত হয়।

পেট্রিসীয়েরা ক্যানিউলিয়সকৃত প্রস্তাব বিধিবদ্ধ করিতে থঞ্চিৎ সম্মত হইয়াছিল, কিন্তু অপর ট্রিবিউনেরা প্লিবীয়দিগের কন্সলপদপ্রাপ্তিবিষয়ক যে প্রস্তাব করেন, তদ্বিষয় বিধিবদ্ধ করিতে কোন ক্রমেই সম্মত ছিল না। অতএব তাহারা প্লিবীয়দিগের চিত্তসন্তোষ জন্মাইবার জন্য প্লিবীয়-

দিগের কন্সলপদপ্রাপ্তিবিষয়ক প্রস্তাব পরিবর্ত্তিত করিয়া এই নিয়ম প্রচলিত করিল যে, অতঃপর কন্সলস্থানে ট্রিবিউন নিয়োজিত হইবে, তাহাদিগের কন্সল তুল্য ক্ষমতা থাকিবে. কি পেট্রিসীয় কি প্লিবীয় সকলেই উক্ত ট্রিবিউনপদ প্রাপ্ত হইতে পারিবে। এই নিয়ম প্রচলিত করিয়া পেট্রিসীয়েরা মনে মনে বিবেচনা করিল, প্লিবীয়দিগকে কন্সলপদপ্রাপ্তিবিষয়ে বঞ্চিত করিয়া তাহাদিগকে অভীষ্টসিদ্ধি করিতে দিলাম না। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্লিবীয়দিগের অভীষ্টসিদ্ধির ব্যাঘাত জন্মে নাই। তাহারা কন্সলপদ প্রাপ্ত হইলে যে ফল লাভ হইত, কন্সলস্থানীয় ট্রিবিউন নিয়োগদ্বারা সেই ফল লাভ হইয়াছিল। কন্সলস্থানীয় ট্রিবিউনেরা পদের গৌরবাংশে কন্সলদিগের অপেক্ষা ন্যূন ছিল বটে, কিন্তু ক্ষমতা অংশে ন্যূন ছিল না। কোন বৎসর কেবল কন্সল আর কোন কোন বৎসর কেবল কন্সলস্থানীয় ট্রিবিউন নিয়োজিত হইত। কন্সলস্থানীয় ট্রিবিউন নিয়োগের ভার সেনেটের উপরে সমর্পিত হয়। সেনেটরেরা মনে করিলে কন্সলনিয়োগ না করিয়া কেবল কন্সলস্থানীয় ট্রিবিউন নিয়োগ করিতে পারিতেন। খৃষ্টের পূর্ব্ব ৪৪৪ অব্দে (১) কন্সলস্থানীয় ট্রিবিউন নিয়োগ হইল। ঐ বর্ষে কেবল পেট্রিসীয়েরাই ঐ পদে অধিরূঢ় হয়; প্লিবীয়দিগের

(১) কোন্ বৎসর কয় ব্যক্তি কন্সলস্থানীয় ট্রিবিউন পদে নিয়োজিত হয়, অধুনা তাহা অবগত হওয়া যায় না। কোন বৎসর তিন জনের, কোন বৎসর বা চারি জনের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। খৃষ্টের পূর্ব্ব ৪০৫ অব্দ অবধি বহুকাল পর্য্যন্ত ছয়জনের ন্যূন কন্সলস্থানীয় ট্রিবিউনপদে নিয়োজিত হয় নাই, কোন কোন বৎসর আটজনও নিয়োজিত হইয়াছিল।

মধ্যে এক ব্যক্তিও ঐ পদ প্রাপ্ত হয় নাই। তাহাতে প্লিবীয়েরা অসন্তুষ্ট হইল না। তাহারা এই বিবেচনা করিল, যখন আমা- দিগের ঐ পদপ্রাপ্তির বিধি হইয়াছে, তখন আমরা বৎসরান্তে ঐ পদ প্রাপ্ত হইতে পারিব সন্দেহ নাই। ৪৪৪ অব্দের কন্সল- স্থানীয় ট্রিবিউন নিয়োগ কার্য্য ন্যায়পূর্ব্বক সম্পাদিত হয় নাই। এই নিমিত্ত তদ্বর্ষীয় কন্সলস্থানীয় ট্রিবিউনেরা তিন মাসের অধিক স্বপদে থাকিতে পারেন নাই। তাঁহাদিগের পরিবর্ত্তে ঐ বর্ষেই কন্সল নিয়োগ হইল।

পেট্রিসীয়েরা কন্সলস্থানীয় ট্রিবিউন নিয়োগ দ্বারা প্লিবীয়- দিগকে আপাততঃ সান্ত্বনা করিল বটে, কিন্তু তাহারা বিবেচনা করিয়া দেখিল, প্লিবীয়দিগকে দীর্ঘকাল কন্সলপদপ্রাপ্তিবিষয়ে বঞ্চিত করিয়া রাখা সুসাধ্য নহে। অতএব তাহারা পরস্পর মন্ত্রণা করিল, অতঃপর এরূপ কোন পদ স্থাপিত করা উচিত, যে, তাহা কেবল পেট্রিসীয়দিগেরই হস্তগত থাকে, প্লিবীয়েরা কোন- রূপে তৎপদ প্রাপ্ত না হয়। এইরূপ মন্ত্রণার পর ৪৪১ অব্দে সেন্সর পদ স্থাপিত হইল। পূর্ব্বে যাঁহারা কন্সলপদে অধিরূঢ় ছিলেন, তাঁহারাই ঐ পদ প্রাপ্ত হইলেন। প্রথমে সেন্সরপদে দুই ব্যক্তি নিয়োজিত হন। সেন্সরদিগকে যে যে কর্ম্ম করিতে হইত তাহার সবিশেষ বিবরণ এই, প্রথম, তাঁহারা নগরবাসী- দিগের নাম ও বাসস্থান নির্ণয় করিয়া লিখিয়া রাখিতেন। দ্বিতীয় যাহার যেমন পদ, মান ও সম্ভ্রম এবং সমাবেশ তৎ- সমুদায় বিবেচনা করিয়া প্রজাগণের দেয় কর নিরূপণ করিতেন। তৃতীয়, প্রজাগণের নিকট হইতে আদায় হইয়া যে কর রাজ- কোষে সঞ্চিত হইত, তাহার রক্ষকতাকার্য্য সম্পাদন করিতেন।

পাঁচ বৎসর অন্তরে এক এক বার করিয়া সেন্সরদিগকে প্রজাগণের নাম ধামাদির তালিকা করিতে হইত। যাঁহারা প্রথম সেন্সরপদে অধিষ্ঠিত হন তাঁহারা পাঁচ বৎসর করিয়া ঐ পদে থাকিতেন। পরে খৃষ্টের পূর্ব্ব ৪৩৪ অব্দে ইমিলিয়স এই নিয়ম করেন যে, আঠার মাসের অধিক কেহ সেন্সরপদে থাকিতে পারিবেন না। প্লিবীয়েরা পাছে কন্সলপদে অধিরূঢ় হয়, পূর্ব্বে পেট্রিসীয়দিগের এই শঙ্কা ছিল, সেন্সর পদ স্থাপিত হইলে পর তাহাদিগের সেই শঙ্কা দূরীকৃত হইল। সেন্সরপদ স্থাপিত হওয়াতে কন্সলপদের প্রতি তাহাদিগের আর তাদৃশ আস্থা ছিল না। যে কেহ কন্সলপদে অধিষ্ঠিত হউক, তাহাতে তাহারা আর ক্ষতি বোধ করিত না।

পেট্রিসীয়েরা প্লিবীয়দিগকে এইরূপে পর্য্যুদস্ত করিয়া রাখিবার নিমিত্ত বিস্তর চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু তাহাদিগের সেই চেষ্টা সফল হয় নাই। এতদিন পর্য্যন্ত রোমকদিগের পেট্রিসীয় ও প্লিবীয় বলিয়া যে প্রভেদ ছিল, তাহা ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইতে লাগিল। ক্যানিউলিয়সের যত্নে উভয় দলের বিবাহপ্রথা প্রচলিত হওয়াতে পরস্পর বিদ্বেষবুদ্ধি ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া গেল। কিয়ৎকাল সকলেই সুস্থির ও স্বস্থচিত্ত ছিল। রাষ্ট্রমধ্যে কোন উচ্চবাচ্য ছিল না। খৃষ্টের পূর্ব্ব ৪৪০ অব্দে রোমনগরে দুর্ভিক্ষের অতিশয় প্রাদুর্ভাব হয়। তাহাতে বিবাদানল পুনর্ব্বার প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। নগরমধ্যে দুর্ভিক্ষের এমত প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল যে, অনেকেই অন্নাভাবে প্রাণত্যাগ করে। সেনেটরেরা মিনিউশিয়সকে শস্যক্রয়ার্থ নিয়োজিত করিলেন। তিনি দেশান্তর হইতে শস্য আনয়নের নিমিত্ত

অতিশয় প্রয়াস পাইলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। উত্তরোত্তর দুর্ভিক্ষের সাতিশয় প্রকোপ হইতে লাগিল। অন্নাভাবে প্রজাগণের যৎপরোনাস্তি কষ্ট হইল। অনেকেই সেই দুঃসহ দুঃখের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার আশয়ে আত্মহত্যা সম্পাদন করিল। কেহ কেহ নিদারুণ জঠরানল জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া টাইবর নদীতে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। নগরে হাহাকার শব্দ উত্থিত হইল। চতুর্দ্দিকে ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণগোচর হইতে লাগিল। সকলেই কাতর, সকলেই ম্রিয়মাণ। এই নিদারুণ সময়ে স্পিউরিয়স মিলিয়স নামে পরম কারুণিক প্লিবীয়বংশীয় এক ব্যক্তি কর্ণধার হইয়া অপার দুঃখপারাবারে পতিত প্রজাগণের প্রাণ রক্ষা করিলেন। মিলিয়স অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি ছিলেন। তিনি বাণিজ্য করিতেন। বাণিজ্য নিবন্ধন তাঁহার নানা দেশে গমনাগমন ছিল। অনেকের সহিত পরিচয় ছিল। তিনি নিজ অর্থ ব্যয় দ্বারা নানা দেশ হইতে বিস্তর শস্য ক্রয় করিলেন এবং স্বল্পমূল্যে স্বদেশে বিক্রয় করিতে লাগিলেন। যাহারা নিতান্ত দুঃস্থ, তাহাদিগকে বিনামূল্যে দান করিতে লাগিলেন। তিনি আপনার অকৃত্রিম বদান্যতা ও ঔদার্য্য গুণ দ্বারা স্বল্পকালমধ্যে সকলের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। প্রজাগণ দিন দিন তাঁহার প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত হইল। পেট্রিসীয়েরা তাঁহার বদান্যতা গুণে প্রীত না হইয়া সাতিশয় শঙ্কিত হইল এবং মনে মনে এই কুতর্ক করিল, মিলিয়স এত ঔদার্য্য প্রদর্শন করিতেছেন কেন, তাঁহার মনোমধ্যে কোন দুষ্ট অভিসন্ধি আছে; সেই অভিসন্ধি সাধনের নিমিত্ত প্লিবীয়দিগকে হস্তগত করিতেছেন, বোধ হয়, পরিণামে

তাঁহা হইতে রাজ্যের মহা অনিষ্ট ঘটনা হইবে। যে সময়ে পেট্রিসীয়দিগের মনে এইরূপ কুতর্কের উদয় হয়, সেই সময়ে নগরমধ্যে এই জনরব হইল যে, স্থানে স্থানে প্লিবীয়দিগের সভা হইতেছে, সেই সভায় একত্র সমবেত হইয়া প্লিবীয়েরা রাষ্ট্রবিপ্লাবনের পরামর্শ করিতেছে। এই জনশ্রুতি বাস্তবিক হউক বা না হউক কুতর্কপরায়ণ পেট্রিসীয়েরা তাহা বাস্তবিক জ্ঞান করিয়া অবিলম্বে তৎপ্রতীকারে প্রবৃত্ত হইল।

লুসিয়স কুইণ্টিয়স সিন্সিনেটস প্লিবীয়দিগের অতিশয় দ্বেষ্টা এবং পেট্রিসীয়দিগের নিতান্ত হিতৈষী ছিলেন। পেট্রিসীয়েরা খৃষ্টের পূর্ব্ব ৪৩৯ অব্দে তাঁহাকে ডিক্টেটর পদে অভিষিক্ত করিল। সর্ব্বিলিয়স আহালা নামে একব্যক্তি অশ্বসেনার অধিপতিপদে নিয়োজিত হইলেন। সিন্সিনেটস ডিক্টেটরপদে অধিরূঢ় হইয়া ফোরমে আপনার আসন স্থাপন করিলেন। প্রজাগণ আকস্মিক ডিক্টেটর নিয়োগ দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইল এবং তত্ত্ব জানিবার জন্য সকলে ডিক্টেটরের সম্মুখে উপস্থিত হইল। মিলিয়স সেই সঙ্গে সঙ্গে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মিলিয়সের প্রাণ সংহারার্থ পেট্রিসীয়দিগের এই আরম্ভ, একথা তৎকালে কাহারও বোধগম্য হয় নাই। মিলিয়স আসিবামাত্র সর্ব্বিলিয়স আহালা তাঁহাকে ডিক্টেটরের নিকটে উপস্থিত হইতে আজ্ঞা করিলেন। মিলিয়স সর্ব্বিলিয়সের সাহঙ্কার আজ্ঞা বচন শ্রবণ এবং আকার ইঙ্গিত দর্শন করিয়া বুঝিতে পারিলেন তাঁহার সঙ্কটসময় উপস্থিত, অতএব তিনি ডিক্টেটরের নিকটে না গিয়া সেস্থান হইতে প্রস্থান করিবার উদ্যম করিলেন। সর্ব্বিলিয়সও তাঁহাকে ধরিবার উপক্রম

করিলেন। মিলিয়স গত্যন্তর না পাইয়া সন্নিহিত এক কসাইর দোকান হইতে এক ছোরা তুলিয়া লইলেন। সেই ছোরা হস্তে লইয়া আত্মরক্ষা করিতে করিতে জনতামধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। প্রজাগণ তৎকালে তাঁহাকে আশ্রয় প্রদান করিল। সর্ব্বিলিয়স তাঁহার পশ্চাৎ ধাবনে বিরত না হইয়া কতকগুলি উদ্ধত পেট্রিসীয় যুবক সমভিব্যাহারে পুনর্ব্বার আক্রমণ করিয়া তাঁহার প্রাণসংহার করিলেন। প্রজাগণ ডিক্টেটরের ভয়ে ভীত হইয়া সর্ব্বিলিয়সকে নিবারণ করিতে শক্ত হইল না। পেট্রিসীয়েরা মিলিয়সের উপর যে দোষের আরোপ করে, তাহা সপ্রমাণ হয় নাই। তিনি নিরপরাধ, কেবল পেট্রিসীয়দিগের কোপে পতিত হইয়া নিহত হইয়াছিলেন। তাঁহার বাস ভবন ভূমিসাৎকৃত হইল। তাঁহার গৃহে যে শস্যরাশি সঞ্চিত ছিল, তাহা বিক্রীত হইল।

সর্ব্বিলিয়স অকারণ মিলিয়সের প্রাণ বধ করাতে তাঁহার উপরে প্রজাগণের আত্যন্তিক রাগ হইয়াছিল। মিলিয়সের প্রাণ হন্তা বলিয়া প্রজাগণের সভায় তাঁহার নামে অভিযোগ হইল। তিনি বিচারের দিবস পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেশান্তরে গমন করিলেন। তাহাতেই তাঁহাকে সমুচিত দণ্ড ভোগ করিতে হইল না। অন্য সময় হইলে এই ব্যাপার লইয়া তুমুল কাণ্ড উপস্থিত হইত এবং এই উপলক্ষে রাষ্ট্রবিপ্লাবন হইত সন্দেহ নাই। এক্ষণে সেরূপ হইল না। প্লিবীয়েরা তৎকালে কেবল কনসলস্থানীয় ট্রিবিউন নিয়োগের বিষয়ে সাতিশয় যত্নবান্ ছিল। পেট্রিসীয়েরা তাহাদিগের সেই অভীষ্ট সিদ্ধি করাতে তাহারা আর কোন উৎপাত না

করিয়া ক্ষান্ত রহিল। বৎসর অতীত হইলে পর পেট্রিসীয়েরা কন্‌সলের পরিবর্ত্তে কন্‌সলস্থানীয় ট্রিবিউন নিয়োগ করিল। কিন্তু যে কয়েক জন ট্রিবিউনপদে নিয়োজিত হইল, তাহারা সকলেই পেট্রিসীয়, তন্মধ্যে এ কজনও প্লিবীয় ছিল না। যাহা হউক, অতঃপর এক এক করিয়া প্লিবীয়দিগের কতকগুলি ইষ্ট-লাভ হয়।

এইরূপে রোমকদিগের গৃহবিবাদের শান্তি হইল। ঐ সময়ে বিয়াই দেশীয়দিগের সহিত রোমকদিগের দ্বিতীয় বার যুদ্ধ উপস্থিত হয়। খৃষ্টের পূর্ব্ব ৪৩৮ অব্দে ঐ যুদ্ধ ঘটনা হয়। ফাইডিনি নগরীগদিগের বিদ্রোহাচরণই ঐ যুদ্ধের মূল কারণ। যে সময়ের কথা এক্ষণে উল্লেখ করা যাইতেছে ইহার বহুকাল পূর্ব্বে রোমকেরা ফাইডিনি নগর অধিকার করিয়া লয় এবং রোম হইতে কতকগুলি লোক গিয়া তথায় বসতি করে। ফাই-ডিনি নগরীয়েরা সুদুঃসহ অরিপরিভব সহ্য করিতে না পারিয়া নিতান্ত অসুখিত ছিল। রোমকদিগকে কিরূপে স্বদেশ হইতে দূরীকৃত করিয়া দিবে, তাহারা সর্ব্বদা এই চেষ্টা করিত। কিন্তু এতদ্দিন পর্য্যন্ত তাহাদিগের চেষ্টা সফল হয় নাই। বিয়াই এবং ফেলিরিয়াই নগরীয়েরা ৪৩৮ অব্দে উহাদিগের আনুকূল্য করিবার অঙ্গীকার করে। উহারা তাহাতে সাহসী হইয়া বিদ্রো-হাচরণে প্রবৃত্ত হয় এবং রোমকদিগকে স্বদেশ হইতে দূরীকৃত করিয়া দেয়। রোমকেরা কারণ জানিবার জন্য ফাইডিনি নগরে তিন জন দূত প্রেরণ করেন। দূতগণ তথায় উপস্থিত হইলে বিয়াই দেশের রাজা টলম্‌নিয়স তাঁহাদিগের প্রাণবধের আজ্ঞা করিলেন। দূতগণ অবধ্য, দূতের প্রাণ বধ করা রাজধর্ম্মের

নিতান্ত বিরুদ্ধ কর্ম্ম। কিন্তু ফাইডিনি নগরীয়েরা মোহ প্রযুক্ত টলমুনিয়সের আজ্ঞাবশবর্ত্তী হইয়া দূতগণের প্রাণবধ করিল। ফাইডিনি নগরীয়েরা রোমীয় দূতগণের প্রাণবধ করিয়াই যে ক্ষান্ত হইল এমত নহে, তাহারা অবিলম্বে রোমকদিগের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল এবং অগ্রসর হইয়া রোমের পুরদ্বারের অতি সন্নিকর্ষে উপস্থিত হইল। রোমকেরা সর্ব্বিলিয়স প্রিস্কসকে ডিক্টেটরপদে অভিষিক্ত করিল। প্রিস্কস সেনাগণ সমভিব্যাহারে সমরে অবতীর্ণ হইয়া বিপক্ষগণকে পরাস্ত করিলেন এবং খৃষ্টের পূর্ব্ব ৪৩৫ অব্দে ফাইডিনি নগর পুনর্ব্বার অধিকার করিয়া লইলেন। যাহারা বিদ্রোহাচরণের প্রধান উদ্‌যোগী ছিল, তাহারা নিহত হইল। অনন্তর ফাইডিনি নগরে বাস করিবার নিমিত্ত রোম হইতে পুনর্ব্বার লোক প্রেরিত হইল। তাহারা তথায় গিয়া বসতি করিল। ঐ সকল লোক খৃষ্টের পূর্ব্ব ৪২৬ অব্দ পর্য্যন্ত ফাইডিনি নগরে নিরুদ্বেগে বাস করিয়াছিল। ঐ অব্দে বিয়াই দেশীয়দিগের সহিত পুনর্ব্বার যুদ্ধ উপস্থিত হওয়াতে রোমকেরা বিপক্ষহস্তে পরাভব প্রাপ্ত হয়। সেই সুযোগে ফাইডিনি নগরীয়েরা পুনরায় স্বাধীনতা লাভ করে এবং নিতান্ত নির্দ্দয় হইয়া স্বদেশবাসী রোমকদিগের প্রাণ সংহার করে।

রোমকেরা ফাইডিনিনগরীয়দিগের তাদৃশ দুর্ব্ব্যবহার দর্শন করিয়া সাতিশয় কুপিত হয় এবং উহাদিগের দর্প চূর্ণ করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়। ঐ উপলক্ষে বিয়াই দেশীয়দিগের সহিত রোমকদিগের পুনর্ব্বার সংগ্রাম উপস্থিত হইল। ইমিলিয়স ডিক্টেটরপদে অভিষিক্ত হইয়া ঐ যুদ্ধে গমন করিলেন। যে

ব্যক্তি অশ্বসেনার অধিপতি হইয়া তাঁহার সমভিব্যাহারে গমন করিয়াছিলেন, তিনি রণস্থলে স্বহস্তে বিয়াইদেশের রাজা টলম্নিয়সের প্রাণ সংহার করিলেন এবং শত্রুর যাবতীয় দ্রব্য সামগ্রী লুণ্ঠিত করিয়া জুপিটর ফেরিট্রিয়সকে উৎসর্গ করিয়া দিলেন। অনন্তর, রোমকেরা ফাইডিনি নগর অধিকার করিয়া নিঃশেষরূপে সমুৎসাদিত করিল এবং নগরবাসীদিগকে দাস বলিয়া বিক্রয় করিল। ঐ নগর তদবধি নির্ম্মনুষ্য হইয়া গেল।

বিয়াইদেশীয়েরা ইমিলিয়সের নিকটে যুদ্ধে পরাজিত হইয়া সন্ধি প্রার্থনা করিল। রোমকেরা সন্ধিবন্ধনে অসম্মত ছিল না। উহারা ঔৎসুক্য সহকারে সন্ধি বন্ধন করিল। উহাদিগের আগ্রহপুরঃসর সন্ধি বিধান করিবার কারণ এই, তৎকালে ইকুয়ীয ও বোল্সীয় জাতীয়েরা পুনর্ব্বার সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। তাহাতে উহারা এই বিবেচনা করিল, যদি উভয় দিকে যুগপৎ সমরানল প্রজ্বলিত হয়, তাহা হইলে একবারে উভয় দিক্ রক্ষা করা বিষম ভার হইবে। এই বিবেচনা করিয়া রোমকেরা বিয়াই দেশীয়দিগের সহিত সন্ধি করিয়া সেনাগণ সমভিব্যাহারে ইকুয়ীয় ও বোল্সীয়দিগের অভিমুখে ধাবমান হইল। পষ্টিউমিয়স টিউবর্টসের উপরে যুদ্ধের সমুদায় ভার সমর্পিত হইল। পষ্টিউমিয়স যুদ্ধস্থলে গমন করিলেন, দেখিলেন বিপক্ষগণ অতিশয় প্রবল। রণস্থলে অনবধানতা হইলে তাদৃশ প্রবল বিপক্ষগণকে পরাস্ত করা দুর্ঘট হইয়া উঠিবে, প্রত্যুত আপনাদিগকেই বিপদ্গ্রস্ত হইতে হইবে। এই ভাবিয়া তিনি সাংগ্রামিক নিয়ম রক্ষার্থ এই আজ্ঞা প্রচার করিয়া দিলেন যে, কেহ তাঁহার অনুমতি ব্যতিরেকে যুদ্ধ করিতে পারিবে না; যদি কেহ যুদ্ধ করে

তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রাণদণ্ড হইবে। পষ্টিউমিয়সের পুত্র রণস্থলে উপস্থিত ছিলেন। তিনি এক দিবস দেখিলেন শত্রুগণ অনবহিত আছে, এই সুযোগ দেখিয়া তিনি পিতার আজ্ঞাগ্রহণের কাল প্রতীক্ষা না করিয়া সমরে প্রবৃত্ত হইলেন এবং স্বল্পকালমধ্যে যুদ্ধে জয়ী হইলেন। এই সমাচার তাঁহার পিতার কর্ণগোচর হইলে পর তাঁহার যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদ উভয় উপস্থিত হইল। তাঁহার হর্ষের কারণ এই যে, তাঁহার পুত্র দুর্জ্জয় শত্রু জয় করিয়াছেন, বিষাদের কারণ এই যে, তাঁহার আজ্ঞা ভঙ্গ হইয়াছে। আজ্ঞা ভঙ্গ হওয়াতে তিনি এই বিবেচনা করিলেন, যদি আমার পুত্রই আমার আজ্ঞা ভঙ্গ করিল, তবে অপর সেনাগণ কখনই আমার আজ্ঞাবশবর্ত্তী হইবে না; তাহারা অনায়াসেই উচ্ছৃঙ্খল হইয়া স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হইবে; সেনাগণ রণস্থলে স্বেচ্ছাচারী হইলে জয়লাভপ্রত্যাশা করা বিফল ও বিড়ম্বনা মাত্র; যাহাতে সেনাগণের সুন্দররূপে সাংগ্রামিক নিয়ম রক্ষা হয়, সেই চেষ্টা করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। পষ্টিউমিয়স মনোমধ্যে এইরূপ বিবেচনা করিয়া সাংগ্রামিক নিয়ম প্রতিপালনার্থ আপন পুত্রের প্রাণদণ্ডের অনুমতি করিলেন। তাঁহার আজ্ঞানুসারে তাঁহার পুত্রের প্রাণদণ্ড হইল।

এই অনৈসর্গিক কাণ্ড উপস্থিত হইবার পর ল্যানিউবিয়ম এবং টস্কিউলম নগরের অনতিদূরে দুই যুদ্ধ হয়। ঐ যুদ্ধে বিপক্ষগণ সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইয়া রোমের অধীনতা স্বীকার করে। তদবধি কতিপয় বৎসর ইকুয়ীয় ও বোল্‌সীয় জাতির সহিত রোমকদিগের যুদ্ধের আর কোন কথা শুনিতে পাওয়া যায় না। খৃষ্টের পূর্ব্ব ৪২৩ অব্দে ঐ উভয় জাতি মিলিত হইয়া

পুনর্ব্বার সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। সেম্প্রোনিয়স আট্রাটাইনস ডিক্টেটরপদে অভিষিক্ত হইয়া যুদ্ধে গমন করিলেন। তিনি রণস্থলে আপনার ক্ষমতা ও রণপাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিতে পারিলেন না, প্রত্যুত পদে পদে তাঁহার প্রমাদ প্রকাশ পাইতে লাগিল। তিনি এক দিবস এমন অনবধানতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন যে, তাঁহার সমুদায় সৈন্য শত্রুহস্তে নিপতিত হইয়া বিনাশিত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। অবশেষে সার্ব্বিলিয়স প্রিস্কস খৃষ্টের পূর্ব্ব ৪১৮ অব্দে ডিক্টেটরপদে অভিষিক্ত হইয়া আল্জিডস পর্ব্বতে বিপক্ষপক্ষকে পরাভূত করিলেন। ল্যাবিসাই গৃহীত হইল। খৃষ্টের পূর্ব্ব ৪০৭ অব্দে বোল্সীয় জাতির সহিত রোমকদিগের পুনর্ব্বার যুদ্ধ হয়। ঐ যুদ্ধে রোমকেরা জয় লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই; কেবল আঙ্জর নগর উহাদিগের হস্তগত হয় এই মাত্র।

বিয়াই দেশীয়দিগের সহিত রোমকদিগের যে সন্ধি হয়, তাহার কালকৃত নিয়ম ছিল। ৪০৭ অব্দে সেই নিয়মিত কাল অতীত হইলে বিয়াইদেশীয়েরা সংগ্রামে পুনঃ প্রবৃত্ত হইল। রোমে যুদ্ধের উদ্‌যোগ হইতে লাগিল। পূর্ব্বে রোমকদিগের নির্দ্দিষ্ট স্বতন্ত্র সৈন্য ছিল না। শস্ত্রগ্রহণযোগ্য পুরুষ মাত্রই সৈনিক বলিয়া পরিগণিত হইত। যুদ্ধ উপস্থিত হইলে সকলকেই যুদ্ধে যাইতে হইত। সেনাগণ বেতন প্রাপ্ত হইত না। প্রতি সৈনিক পুরুষকে যুদ্ধ স্থলের আবশ্যক ব্যয়াদি নির্ব্বাহ করিতে হইত। রোমকদিগের স্বতন্ত্র সৈন্য না থাকাতে বিস্তর অসুবিধা ঘটিত। প্রথমতঃ প্লিবীয়দিগের মধ্যে অধিকাংশ লোকই নিতান্ত নিঃস্বভাবাপন্ন ছিল। সহসা যুদ্ধ উপস্থিত

হইলে সত্বর সমরসজ্জা করিয়া রণস্থলে উপস্থিত হওয়া তাহাদিগের পক্ষে অতিশয় কঠিন হইত। দ্বিতীয়তঃ পেট্রিসীয় ও প্লিবীয় উভয় দলের চির শত্রুতা ছিল। যুদ্ধ উপস্থিত হইলে প্লিবীয়েরা প্রায়ই স্বেচ্ছাপূর্ব্বক রণস্থলে যাইতে সম্মত হইত না। তাহাদিগকে অনুনয় বিনয় দ্বারা বশীভূত করিয়া পাঠাইতে হইত। অননুরক্ত সেনাগণ দ্বারা প্রবল বিপক্ষগণকে পরাভূত করিয়া জয় লাভ করা কোন রূপে সুসাধ্য নহে। রোমীয় সেনাপতিগণ যখন যখন অননুরক্ত সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে যুদ্ধে গমন করিয়াছেন, তখনই তাঁহারা শত্রুহস্তে পরাভব প্রাপ্ত হইয়াছেন। সেনেটরেরা বহুকালাবধি এই অসুবিধা ভোগ করিয়া পরিশেষে তৎপ্রতীকারে যত্নবান্ হইলেন। বিয়াইদেশীয়দিগের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হওয়াতে সেনেটরেরা বিবেচনা করিলেন, বিপক্ষগণ অতিশয় দুর্দ্দান্ত, প্রবলপরাক্রমশালী এবং সমৃদ্ধিসম্পন্ন; উহাদিগকে সমরে নিরস্ত করা অনায়াসসাধ্য হইবার নহে; উৎসাহসমন্বিত সেনাগণ ব্যতিরেকে উহাদিগের সম্মুখীন হওয়াই দুষ্কর; অতএব যাহাতে সেনাগণের উৎসাহবৃদ্ধি হয় এরূপ কোন উপায় নির্ণয় করা কর্ত্তব্য। এইরূপ বিবেচনা করিয়া সেনেটরেরা এই আজ্ঞা প্রচার করিয়া দিলেন যে, অদ্যাবধি সেনাগণ বেতন প্রাপ্ত হইবে। এই আজ্ঞাবাক্য শ্রবণ করিয়া সেনাগণ অতিশয় হৃষ্ট হইল এবং বেতন গ্রহণ পূর্ব্বক সৈনিক পদে নিয়োজিত হইতে সম্মত হইল। ট্রিবিউনেরা এই কথা কহিয়া উহাদিগকে বিস্তর বারণ করিলেন যদি তোমরা এখন বেতনগ্রাহী হইয়া সৈনিক পদে নিয়োজিত হও, তাহা হইলে তোমাদিগের বহুতর অনিষ্ট হইবে। কিন্তু

সেনাগণ সে কথা গ্রাহ্য করিল না। বেতনগ্রহণই উত্তম কল্প বিবেচনা করিয়া তাহাই স্বীকার করিল।

অপরিণামদর্শী সামান্যবুদ্ধি ব্যক্তিদিগের রীতিই এই, তাহারা অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা করিতে পারে না। তাহারা কোন নূতন কাণ্ড উপস্থিত দেখিলেই ইষ্টসাধন জ্ঞান করিয়া তদভিমুখে ধাবমান হয়। যাহাতে আশু ইষ্টলাভ হয়, সেই বিষয়কেই মহোপকারক জ্ঞান করিয়া থাকে, এবং সেই বিষয় বাস্তবিক বহু অনিষ্টের আকর হইলেও মোহান্ধ হইয়া সেই বিষয়ে প্রবৃত্তি বিধান করে। সেনাগণ যাবৎ বেতনভোগী না হইয়াছিল তাবৎ তাহারা পরম সমাদরে ছিল এবং তাহাদিগের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল। যখন তাহারা বেতনগ্রাহী হইল, তখনই তাহাদিগের সেই অমূল্যধন স্বাধীনতা বিলোপিত হইল। অমূল্যধন স্বাধীনতা বিসর্জ্জন করিয়া বেতনগ্রাহী হওয়া অতি অবিবেচকের কর্ম্ম হইয়াছিল সন্দেহ নাই। যাহা হউক, সেনাগণ বেতন পাইবার আশয়ে সাতিশয় উল্লাসিত হইয়া সমরে গমন করিল। সমরগামী হইয়া খৃষ্টের পূর্ব্বে ৪০৫ অব্দে বিয়াইনগর অবরোধ করিল। বিয়াই নগর অতি সমৃদ্ধ নগর, বিশেষতঃ ঐ নগর শস্যসম্পত্তিতে পরিপূর্ণ ছিল। রোমকেরা স্বল্পায়াসে ঐ নগর স্ববশে আনয়ন করিতে না পারিয়া শিবির সন্নিবেশ পূর্ব্বক তথায় বাস করিতে লাগিল। শীতের প্রাদুর্ভাব হইলে উহারা তথায় থাকিতে না পরিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিল। শীতকাল অতীত হইলে ঐ নগর পুনরবরোধ করিল। কিন্তু কোন রূপেই অবরুদ্ধ নগরবাসীদিগকে পরাভূত করিতে সমর্থ হইল না। রোমকেরা প্রতিবর্ষেই শীতান্তে বিয়াই নগর অবরোধ করিয়া তথায় বাস

করিত। শীতকাল উপস্থিত হইলেই স্বদেশে প্রত্যাগমন করিত। এইরূপে কতিপয় বৎসর বৃথা অতিবাহিত হইল। কোন ফলোদয় না হওয়াতে রোমকেরা পরিশেষে এই বিবেচনা করিল, আমরা প্রতিবৎসর শীতকালে নিরুদ্ধ নগর পরিত্যাগ করিয়া যাই, তাহাতেই বিপক্ষগণকে স্ববশে আনয়ন করিতে পারিতেছি না, অতএব অতঃপর নিরুদ্ধ নগর পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া কর্ত্তব্য নহে। এই বিবেচনা করিয়া রোমকেরা গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া অবিচ্ছেদে তথায় বাস করিতে লাগিল। তথাপিও অরিনগর হস্তগত করিতে পারিল না। এইরূপে নয় বৎসর অতীত হইয়া গেল। দশম বর্ষে (খৃ০ পূ০ ৩৯৬ অব্দে) রোমকেরা ফিউরিয়স ক্যামিলসকে ডিক্টেটরপদে অভিষিক্ত করিল। ক্যামিলস সৈনাপত্যকার্য্যে বিলক্ষণ দক্ষ ছিলেন। তিনি স্ববুদ্ধিপ্রভাবে বিয়াই নগর অধিকার করিয়া লইলেন।

বিয়াই নগর গ্রহণ ও তাহার অবরোধ বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বর্ণিত হইল। এই সংক্ষেপবর্ণিত স্থূল বৃত্তান্তেই বিশ্বাস হয়। এতদ্বিষয়ক আর যে যে বৃত্তান্ত সবিস্তর বর্ণিত আছে, তাহার একটী বৃত্তান্তেও প্রত্যয় জন্মে না। কবিগণ ঐ বিষয় লইয়া স্বকপোলকল্পিত অলীক বচন দ্বারা এমত অদ্ভুত উপাখ্যান রচনা করিয়াছেন যে, তাহা কোন রূপেই প্রকৃত ইতিহাসমধ্যে নিবেশিত হইতে পারে না। কবিগণ যে উপাখ্যান রচনা করিয়াছেন সে উপাখ্যান এই, বিয়াই নগর রোমকদিগের হস্তে নিপতিত হইবার পূর্ব্বে নানা অশুভ লক্ষণ লক্ষিত হইতে লাগিল। গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাব হইলে সরোবর, নদ, নদী, হ্রদ প্রভৃতি প্রায় সমুদায় জলাশয়েরই জল কমিয়া যায়। কিন্তু কি

আশ্চর্য্য! বিষম গ্রীষ্মের সময়ে আল্‌বানগরীয় হ্রদের সহসা জলবৃদ্ধি হইয়া উঠিল। জল উথলিয়া তীরদেশ প্লাবিত করিল। তীরস্থ লোকদিগের গৃহদ্বারাদি সমুদায় ডুবিয়া গেল। ক্রমেই জল বাড়িতে লাগিল। হ্রদের চতুষ্পার্শ্বে যে সকল উচ্চতর পর্ব্বত ছিল, তাহার অধিত্যকা পর্য্যন্ত জল উঠিল। নিম্নপর্ব্বত সকল একবারেই ডুবিয়া গেল। অত্যুচ্চ তরু পর্ব্বত প্রভৃতি ভাসিয়া অতিশয় বেগে প্রবাহ বহিতে লাগিল। সন্নিহিত জনপদ জলে প্লাবিত হইল। রোমকেরা বিয়াই নগর অবরোধ করিয়া তাহার উপকণ্ঠে শিবির স্থাপন পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছিল। তাহারা ঐ অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিয়া বিস্ময়াপন্ন ও অতিশয় শঙ্কিত হইল এবং মনে মনে বিবেচনা করিল, দেবগণ ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, তাহাতেই এই অলৌকিক কাণ্ড উপস্থিত হইয়াছে, অতএব যাহাতে উপস্থিত উৎপাতের শান্তি এবং দেবগণের প্রসন্নতাসম্পাদন হয় এমন কোন প্রকরণ করা কর্ত্তব্য। এই বিবেচনা করিয়া রোমকেরা মহাসমারোহ পূর্ব্বক নানা উপহার দ্বারা দেবগণের পূজাকর্ম্ম সম্পন্ন করিল, কিন্তু কোন ফল দর্শিল না। হ্রদের জল ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। পরিশেষে রোমকেরা ডেল্‌ফিতে লোক পাঠাইয়া দিল। ডেল্‌ফিতে আপোলোদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল। কোন ব্যক্তি কোন কামনা করিয়া ডেল্‌ফিতে গমন করিলে তাহার প্রতি আপোলোদেবের প্রত্যাদেশ হইত। আপোলোদেবের প্রত্যাদেশ অমোঘ বলিয়া সর্ব্বদেশপ্রসিদ্ধ ছিল।

রোমকেরা ডেল্‌ফিতে লোক পাঠাইয়া সপ্রত্যাশ হইয়া

তাহার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিয়া রহিল। ঐ অবসরে আল্‌বা-নগরীয় হ্রদের জলবৃদ্ধির কথা লইয়া তুমুল আন্দোলন হইতে লাগিল। এই বৃত্তান্ত লোকপরম্পরায় বিয়াই-নগরীয়দিগের কর্ণ-গোচর হইল। বিয়াই-নগরীয় অতি প্রাচীন এক ব্যক্তির সহিত রোমীয় এক জন সৈনিক পুরুষের অতিশয় সদ্ভাব ছিল। ঐ বৃদ্ধ ব্যক্তি এক দিবস নগরের প্রাচীরের উপরে উপবিষ্ট হইয়া নিজবন্ধু রোমীয় সৈনিক পুরুষের সহিত কথোপকথন করিতেছিল। ইতিমধ্যে প্রসঙ্গক্রমে আল্‌বানগরীয় হ্রদের জলবৃদ্ধির কথা উত্থিত হইল। তাহাতে সৈনিক পুরুষ এই কথা কহিল, মিত্র! আমি তোমার নিমিত্ত বড় চিন্তিত হইয়াছি, বিয়াই নগর উৎ-সাদিত হইবার বড় বিলম্ব নাই; দেশ উৎসন্ন হইলে তোমার অতিশয় কষ্ট হইবে, তোমার কষ্ট হইলেই আমার কষ্ট, এই নিমিত্ত আমি অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত আছি। সৈনিক পুরুষের এই কথা শুনিয়া বৃদ্ধ হাসিতে হাসিতে উত্তর করিল, বন্ধু, তুমি এত উৎকণ্ঠিত হইতেছ কেন, আল্‌বানগরীয় হ্রদের জল যাবৎ নির-বশেষরূপে নিঃসারিত না হইবে এবং এক্ষণে হ্রদের যে জল উচ্ছ্বাসিত হইয়া দেশ প্লাবিত করিয়া অতিবেগে সমুদ্রে পতিত হইতেছে, ঐ জলোচ্ছ্বাসের সমুদ্রগমনপথ যাবৎ নিরুদ্ধ না হইবে, তাবৎ কেহ বিয়াই নগর উৎসাদিত করিতে পারিবে না। সৈনিক পুরুষ বৃদ্ধ ব্যক্তির এই কথা শ্রবণ করিয়া অতিশয় উদ্বিগ্ন হইল এবং মনে মনে বিবেচনা করিল, এই বৃদ্ধ ব্যক্তি কালত্রয়দর্শী বলিয়া সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ আছেন, আমিও বিলক্ষণ-রূপে জানি, ইনি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই কালত্রয়ের যাবতীয় বৃত্তান্ত প্রত্যক্ষবৎ দেখিতে পান; ইনি যখন যে বাক্য

বলেন, সে বাক্য অমোঘ হয়; ইনি এখন যে কথা বলিলেন ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় হইতে পারে না। এইপ্রকার নানা চিন্তার পর সৈনিক পুরুষ সে দিবস স্বস্থানে গমন করিল। বৃদ্ধও গৃহে চলিয়া গেল। পর দিবস ঐ সৈনিক পুরুষ সেই বৃদ্ধের সহিত পুনর্ব্বার সাক্ষাৎকার করিয়া কহিল, মিত্র! তোমার নিকটে আমার একটী জিজ্ঞাস্য আছে, সে গোপনীয় কথা, সর্ব্বসমক্ষে জিজ্ঞাসা করা বিধেয় নহে; তুমি যদি অনুগ্রহ পূর্ব্বক একবার নির্জ্জন স্থানে আগমন কর, তাহা হইলে বিস্রব্ধ-চিত্তে তোমাকে জিজ্ঞাসা করি এবং তোমার পরামর্শ গ্রহণ করিয়া চিত্তের সংশয় দূরীকৃত করিতে পারি। বৃদ্ধ, সৈনিক পুরুষের কপট ভাব ও কাল্পনিক বাক্য বুঝিতে না পারিয়া তাহার অনুরোধে নগর হইতে বহির্গত হইয়া এক জনশূন্য প্রদেশে গমন করিল। সৈনিক পুরুষ বৃদ্ধকে নির্জ্জন প্রদেশে প্রাপ্ত হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ ধরিয়া সেনাপতিদিগের নিকটে লইয়া গেল এবং আমূলতঃ সমুদায় বৃত্তান্ত বর্ণন করিল। সেনাপতিগণ বৃদ্ধকে রোমে সেনেটরদিগকে পাঠাইয়া দিলেন। সেনেটরেরা বৃদ্ধকে আল্‌বানগরীয় হ্রদের জলোচ্ছ্বাসের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। বৃদ্ধ উত্তর করিল, হ্রদের জল উচ্ছ্বাসিত ও প্রবাহিত হইয়া যাবৎ সমুদ্রে পতিত হইবে তাবৎ রোমকদিগের কষ্টের পরিসীমা থাকিবে না; কিন্তু যদি কেহ ঐ জল সমুদ্রে পতিত হইতে না দিয়া স্থানান্তরে নীত করিতে পারে তাহা হইলেই বিয়াই নগর উৎসন্ন হইবে। সেনেটরেরা বৃদ্ধের বাক্য শ্রবণ করিলেন, কিন্তু তাহার বাক্যে সমধিক আস্থা না হওয়াতে তদুপদেশিত উপায়াবলম্বনে বিলম্ব করিতে লাগিলেন,

এবং ডেল্ফিতে যে দূতগণ প্রেরিত হইয়াছিল তাহাদিগের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন।

কিয়দ্দিবসের পর দূতগণ ডেল্ফি হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। ডেল্ফিতে যে দৈববাণী হয়, ঐ দৈববাণীর সহিত বিয়াই-নগরীয় বৃদ্ধ ব্যক্তির বাক্য তাৎপর্য্যে অবিকল সমান হইল। ডেল্ফির দৈববাণী এই, তোমরা সাবধান হও, দেখ যেন আল্বানগরীয় হ্রদের একটু জলও হ্রদমধ্যে থাকিতে না পারে, এবং ঐ জল প্রবাহবাহী হইয়া সাগরে পতিত হইতে না পারে; তোমরা হ্রদের তাবৎ জল হ্রদ হইতে নিঃসারিত কর এবং ঐ জলদ্বারা আপনাদিগের শস্যক্ষেত্র অভিষিক্ত কর। রোমকেরা দৈববাণীর অর্থগ্রহ করিয়া আল্বানগরীয় হ্রদের জলনির্গমের পথ করিবার নিমিত্ত বহু লোক নিয়োজিত করিল। নিয়োজিত লোকেরা হ্রদের নিকটে উপস্থিত হইয়া হ্রদের পার্শ্ববর্ত্তী পর্ব্বত সকলের নিম্ন প্রদেশ খনন করিতে লাগিল। কতিপয় দিবসের মধ্যে জলনির্গমের সহস্র সহস্র পথ প্রস্তুত হইল। ঐ পথ দিয়া হ্রদের জল নির্গত হইয়া সমীপতরবর্ত্তী নিম্ন প্রদেশ সকল প্লাবিত করিল। ঐ জল দ্বারা রোমকদিগের শস্যক্ষেত্র সমুদায় সিক্ত হইল। পূর্ব্বে হ্রদের জল উচ্ছ্বাসিত হওয়াতে হ্রদের নিকটবর্ত্তী উচ্চতর তরু পর্ব্বত প্রভৃতি ডুবিয়া গিয়াছিল, এক্ষণে জল কমিয়া যাওয়াতে সেই সকল তরু পর্ব্বতাদি প্রকাশ হইয়া পড়িল। জলের সমুদ্রগমনের পথও রুদ্ধ হইল। এইরূপে আল্বানগরীয় হ্রদের তাবৎ জল নিঃসারিত হওয়াতে হ্রদ স্বল্পকালমধ্যে জলশূন্য হইল। হ্রদ জলশূন্য হইলে রোমকেরা পরস্পর কহিতে লাগিল, বিয়াই নগর বিনাশের আর অধিক

বিলম্ব নাই; দেবগণের নিতান্ত ইচ্ছা হইয়াছে, যে, আমরা বিয়াই নগর অধিকার করিয়া লইব।

মার্কস ফিউরিয়স ক্যামিলস ডিক্টেটরপদে অভিষিক্ত হইয়া বিয়াইনগরগ্রহণে সাতিশয় যত্নবান্ হইলেন। বিয়াইনগরী-য়েরা দেখিল, তাহাদিগের আসন্নকাল উপস্থিত হইয়াছে, অত-এব তাহারা নত হইয়া রোমকদিগের নিকটে দূত প্রেরণ করিয়া সন্ধিপ্রার্থনা জানাইল। রোমকেরা তাহাদিগের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিল। বিয়াই-নগরীয় অতি প্রধান প্রধান লোক দৌত্যকার্য্যে নিয়োজিত হইয়া রোমে গমন করিয়াছিলেন। দূতগণের মধ্যে এক ব্যক্তি সেনেট হইতে বাহির্গমনকালে সেনেটরদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া এই কথা কহিলেন, আমরা নত হইয়া তোমা-দিগের নিকটে সন্ধি প্রার্থনা করিলাম, আমাদিগের কাতরতা দর্শন করিয়া তোমাদিগের নির্দ্দয় হৃদয়ে করুণা সঞ্চার হইল না; তোমরা অম্লানবদনে আমাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিলে, এবং আমাদিগের দেশ উৎসাদিত করিবে বলিয়া বারংবার ভয়প্রদ-র্শন করিলে; তোমরা দেব ও মানবগণের কিছুমাত্র ভয় কর না; কিন্তু দেবগণ তোমাদিগের এই গর্ব্ব চূর্ণ করিবেন এবং সমুচিত প্রতিফল দিবেন; তোমরা যেমন আমাদিগের দেশ উৎসাদিত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছ, তেমনি তোমাদিগের দেশও অচিরাৎ উৎসাদিত হইবে। এই কথা কহিয়া দূতগণ অকৃতার্থ হইয়া ফিরিয়া গেলেন।

দূতগণ অকৃতার্থ হইয়া ফিরিয়া গেলে ফিউরিয়স ক্যামিলস বিয়াইনগরগ্রহণে অধিকতর যত্নবান্ হইলেন। তাঁহার সম-ভিব্যাহারে বিস্তর সৈন্য ছিল। তিনি তাহাদিগকে এই আজ্ঞা

করিলেন, তোমরা মৃত্তিকার ভিতর দিয়া শীঘ্র একটী পথ প্রস্তুত কর, ঐ পথ নগরের প্রাচীরের নিম্নভাগ দিয়া পুরমধ্যে প্রবিষ্ট হইবে। সেনাপতির এইরূপ আজ্ঞাবাক্য শ্রবণ করিয়া সেনাগণ তৎক্ষণাৎ কার্য্য আরম্ভ করিল। সেনাগণ ছয় দলে বিভক্ত হইয়া দিবারাত্র পর্য্যায়ক্রমে মৃত্তিকা খনন করিতে লাগিল। সেনাগণের শ্রমাতিরেক ও যত্নাতিশয় দ্বারা সেনাপতির আদিষ্ট পথ কতিপয় দিবসের মধ্যে প্রস্তুত হইল। ঐ পথ বরাবর মৃত্তিকার ভিতর দিয়া জুনোর মন্দিরের নিকট পর্য্যন্ত গমন করিল। ঐ পথের উপরকার মৃত্তিকা একটুও স্খলিত হয় নাই। এই নিমিত্ত নগরবাসীরা কিছুই জানিতে পারে নাই।

সেনাপতির অভিপ্রেত পথ প্রস্তুত হইলে পর ঐ সমাচার রোম নগরে প্রচারিত হইল। সমরগতাবশিষ্ট নগরবাসীরা সমাচার শ্রবণ করিয়া সাতিশয় উল্লাসিত হইল এবং পরস্পর কহিতে লাগিল, বিয়াই-নগরাধিকারের আর বিলম্ব নাই; আমরা যদি এই সময়ে সেনাগণের সহিত মিলিত হইতে পারি, তাহা হইলে বিয়াইনগরবিলুণ্ঠনকালে আমরাও অপর্য্যাপ্ত লুণ্ঠিত দ্রব্য প্রাপ্ত হইতে পারিব। এই কথা কহিয়া পুরবাসী রোমকেরা পালে পালে রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইল। সেনাপতি ক্যামিলস বিয়াই নগরে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে এই সঙ্কল্প করিলেন, যদি আমি অরিনগরগ্রহণে সমর্থ হই, তাহা হইলে নগরমধ্যে যে লুণ্ঠিত দ্রব্য লব্ধ হইবে, তাহার দশমাংশ ডেলফির আপোলোদেবকে উৎসর্গ করিয়া দিব। বিয়াই নগরে জুনোদেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল। নগর অধিকার করিয়া লইলে দেবী পাছে কুপিতা হন, এই ভয়ে ক্যামিলস কৃতাঞ্জলিপুটে এই

নিবেদন করিলেন, হে দেবি! যদি আপনি আমার প্রতি প্রসন্না হন এবং আপনকার প্রসাদে যদি আমি বিয়াই নগর অধিকার করিতে সমর্থ হই, প্রতিজ্ঞা করিতেছি রোমনগরমধ্যে আপনকার মহিমানুরূপ এক সুসমৃদ্ধ মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিব; আপনি বিয়াই নগর পরিত্যাগ করিয়া সেই স্থানে অধিষ্ঠান ও নিত্য বিরাজমান হইবেন। এইরূপ প্রার্থনার পর ক্যামিলস রোমকদিগকে অনুজ্ঞা করিলেন, তোমরা একবারে অরিনগরের চতুর্দ্দিক্ আক্রমণ কর, আমি কতকগুলি সৈন্য লইয়া ভূমির অন্তর্গত পথ দিয়া অরিপুরে প্রবেশ করি। এই আদেশ করিয়া তিনি কতকগুলি সৈন্য সমভিব্যাহারে সুরুঙ্গামধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। অপর সেনাগণ ভয়ঙ্কর সিংহনাদ করিয়া রিপুনগর আক্রমণ করিল। বিয়াইনগরীয়েরা বিপক্ষগণের আকস্মিক সিংহনাদ শ্রবণ করিয়া চমকিয়া উঠিল এবং অস্তে ব্যস্তে পুরপ্রাচীরের উপরিভাগে উত্থিত হইল। রোমকদিগের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। ঐ যুদ্ধের সময়ে বিয়াই নগরের রাজা উপস্থিত আপদের শান্তি কামনা করিয়া জুনোর মন্দিরে বলিপ্রদান করিতেছিলেন। তাঁহার নিকটে একজন দৈবজ্ঞ দণ্ডায়মান ছিলেন। তিনি উপহৃত পশুর দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, মহারাজ! আমি জ্ঞানচক্ষু দ্বারা দেখিতে পাইতেছি, যিনি এই উপহৃত পশুর নাড়ী ভুঁড়ি দেবতোদ্দেশে দান করিবেন, তাঁহারই জয়লাভ হইবে। দৈবজ্ঞ যে সময়ে উচ্চৈঃস্বরে এই কথা উচ্চারণ করেন সেই সময়েই রোমকেরা সুরুঙ্গাপথবাহী হইয়া মন্দিরের সন্নিহিত ভূমির অভ্যন্তরে উপনীত হইয়াছিল। দৈবজ্ঞ-

বাক্য তাহাদিগের কর্ণগোচর হইবামাত্র তাহারা ভূমি ভেদ করিয়া উত্থিত হইল এবং অতিবেগে মন্দিরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া রাজহস্ত হইতে উপহৃত পশুর নাড়ী ভুঁড়ি কাড়িয়া লইল। ক্যামিলস তৎসমুদায় দেবতোদ্দেশে দান করিলেন। অনন্তর, রোমকেরা মন্দির হইতে ত্বরিতপদে অবতীর্ণ হইয়া পুরদ্বারাভিমুখে ধাবমান হইল এবং নিমেষমধ্যে পুরদ্বার উদ্ঘাটিত করিল। পুরবহিঃস্থিত রোমকেরা পুরদ্বার উদ্ঘাটিত দেখিয়া নক্ষত্রবেগে প্রবিষ্ট হইল এবং মুহূর্ত্তমধ্যে শত্রুপুরী অধিকার করিয়া লইল। নগরমধ্যে লুঠ আরম্ভ হইল। সেনাগণ কতিপয় নিমেষের মধ্যে নগর একবারে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিল।

রোমীয় সেনাগণ নগর বিলুণ্ঠন করিয়া বিস্তর লুণ্ঠিত দ্রব্য প্রাপ্ত হইল এবং বিপক্ষপক্ষীয় অসংখ্য লোকের প্রাণসংহার করিল। যে সময়ে এই সমস্ত ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইতেছিল, তৎকালে ক্যামিলস বিয়াইনগরীয় দুর্গের উপরিভাগে দণ্ডায়মান হইয়া নগর নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। নগরের শোভা, সমৃদ্ধি ও মহত্ত্ব দর্শন করিয়া তাঁহার চিত্ত গর্ব্বিত হইয়া উঠিল। তিনি মনে মনে করিতে লাগিলেন, এই ধনজনপূর্ণ অতিবিশাল সুসমৃদ্ধ মহানগর আমার করতলগত হইয়াছে; আমি অসাধ্য সাধন করিয়াছি; আমার মত আর কে আছে; ভূমণ্ডলে আমার মত ভাগ্যবান্ দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই। ক্যামিলস অহঙ্কারবিমোহিত হইয়া কিয়ৎক্ষণ এইপ্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরেই তাঁহার চৈতন্য হইল। তখন তিনি আপনাকে ধিক্কার করিয়া কহিতে লাগিলেন, হায় আমি কি নির্ব্বোধ! আমি এমনি অহঙ্কারবিমূঢ় হইয়াছি যে নিতান্ত

বিচেতন হইয়া এই ক্ষণবিনশ্বর সৌভাগ্য লাভের বৃথা গর্ব্ব ও গৌরব করিতেছি; আমার মত নির্ব্বুদ্ধি আর নাই; আমি এক্ষণে যে সৌভাগ্যের গর্ব্ব করিতেছি ক্ষণকালমধ্যেই এই সৌভাগ্য বিনষ্ট হইতে পারে; জগতের রীতিই এই, কোন বিষয় চিরকাল সমান ভাবে থাকে না, পর্ব্বতপ্রমাণ অতিবৃহদাকার পদার্থও ক্ষণকালমধ্যে তিলপ্রমাণ হইয়া যায়, আর তিলপ্রমাণ পদার্থও কালসহকারে পর্ব্বতাকার হইয়া উঠে; আজি আমি সৌভাগ্যের গর্ব্ব করিতেছি, কিন্তু হয়ত কালি আমি এমন বিপদে পড়িব যে, তাহা হইতে উদ্ধার হওয়া আমার সাধ্যাতীত হইবে। এইপ্রকার চিন্তার পর ক্যামিলসের অন্তঃকরণে ভয় সঞ্চার হইল। দেবগণ তাঁহার গর্ব্ব দেখিয়া পাছে রুষ্ট হন এই ভয়ে তিনি কৃতাঞ্জলি হইয়া দেবগণের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। রোমকদিগের এই প্রথা ছিল, তাহারা প্রার্থনাকালে মুখ বস্ত্রাবৃত করিয়া প্রার্থনাবাক্য উচ্চারণ করিত এবং প্রদক্ষিণ হইত। ক্যামিলস সেই প্রথার অনুসারে নিজ বদন বসনাবৃত করিয়া প্রার্থনাবাক্য উচ্চারণ করিতে করিতে প্রদক্ষিণ হইতে লাগিলেন। প্রদক্ষিণ হইতে হইতে পদদ্বয় স্খলিত হওয়াতে তিনি ভূতলে পতিত হইলেন। কিন্তু কিঞ্চিন্মাত্র ভীত হইলেন না, প্রত্যুত এই বলিয়া চিত্তকে প্রবোধ দিলেন, দেবগণ আমার প্রার্থনাবাক্য শ্রবণ করিয়াছেন; গর্ব্ব করিলেই গর্ব্ব চূর্ণ হয়; আমি যেমন অহঙ্কার করিয়াছিলাম তেমনি শাস্তি পাইলাম; অল্পে অল্পে নিস্তার পাইলাম এই আমার সৌভাগ্য। এই কথা কহিয়া তিনি ভূমি হইতে উত্থিত হইলেন।

ক্যামিলস বিয়াই নগরে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা

করিয়াছিলেন, জুনোর প্রতিমূর্ত্তি রোমে লইয়া যাইবেন। এক্ষণে সেই প্রতিজ্ঞাবাক্য স্মৃতিপথে উদিত হওয়াতে তিনি কতিপয় যুবক সৈনিক পুরুষকে আদেশ করিলেন, তোমরা দেবীকে এস্থান হইতে লইয়া চল। সৈনিক পুরুষেরা সেনাপতির আদেশানুসারে হস্ত পদাদি প্রক্ষালন পূর্ব্বক ধৌত শুভ্র বস্ত্র পরিধান করিয়া দেবীর মন্দিরাভিমুখে গমন করিল। মন্দিরসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া দণ্ডবৎ প্রণিপাত করিল। দেবীর নিয়ত পরিচারক ও পূজক স্বতন্ত্র পুরোহিত নির্দ্দিষ্ট ছিল। সেই পুরোহিতবংশ ব্যতিরেকে অন্য কেহ দেবীর প্রতিমূর্ত্তি স্পর্শ করিতে পারিত না। ক্যামিলসের প্রেরিত সৈনিকগণ সহসা দেবীর প্রতিমূর্ত্তি স্পর্শ করিতে সাহসী না হইয়া দেবীর নিকটে কৃতাঞ্জলিপুটে এই প্রার্থনা করিল, যদি আপনকার ইচ্ছা হইয়া থাকে, বলুন, আমরা আপনাকে রোমে লইয়া যাই। সৈনিক পুরুষদিগের সবিনয় প্রার্থনাবাক্য শ্রবণ করিয়া দেবী প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, আমি তোমাদিগের প্রতি বিরূপ নহি, তোমরা লইয়া চল, আমি রোমে যাইব। দেবীবদনবিনির্গত অমৃতায়মান বচন শ্রবণ করিয়া সেনাগণ সাতিশয় হৃষ্ট হইল এবং দেবীর প্রতিমূর্ত্তি স্পর্শ করিবামাত্র ঐ প্রতিমূর্ত্তি আপন ইচ্ছায় স্বস্থান হইতে বিচলিত হইল। রোমকেরা এই রূপে দেবীকে প্রসাদিত করিয়া রোমে লইয়া গেল এবং আবেন্টাইন পর্ব্বতে দেবীর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহার নামে উৎসর্গ করিয়া দিল।

বিয়াই নগর অধিকৃত হইলে পর রোমকদিগের আনন্দের পরিসীমা ছিল না। সেনাগণ মুহুর্ম্মুহুঃ আনন্দকোলাহল করিতে লাগিল। রোম নগর আনন্দময় হইল।

নগরমধ্যে যত দেবমন্দির ছিল তাহার দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল। পুরবাসীরা ক্রমাগত চারি দিবস সেই সকল মন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া দেবগণের বন্দনা ও প্রণাম করিতে লাগিল। ক্যামিলস রণস্থল হইতে প্রত্যাগত হইয়া মহাসমারোহে পুর প্রবেশ করিলেন। পুরপ্রবেশকালে অতিশয় জনতা হইল। দর্শনার্থী লোকেরা পথের দুই ধারে দণ্ডায়মান হইল। ক্যামিলস পরম সুশোভন শকটে আরোহণ করিয়া পথিমধ্যে যাইতে লাগিলেন। তাঁহার শকটে শুভ্রবর্ণ চারি অশ্ব যোজিত ছিল। অশ্বসৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিয়া বিজ্ঞ লোকেরা কহিতে লাগিলেন, ক্যামিলস দিবাকর ও জুপিটর দেবের অশ্বের ন্যায় শ্বেতবর্ণ অতিমনোহর পরম সুন্দর চারি অশ্ব আপন শকটে যোজিত করিয়াছেন, ইহাতে কেবল ইহাঁর অহঙ্কার প্রকাশ পাইতেছে; দেবগণ ইহাঁর অহঙ্কারদর্শনে রুষ্ট হইয়া যদি পরিশেষে অমঙ্গল না করেন তাহা হইলেই ভাল।

বিয়াই নগরের অবরোধ এবং তদ্‌গ্রহণবিষয়ক যে উপাখ্যান প্রসিদ্ধ আছে এস্থলে তাহা উদ্ধৃত হইল। এক্ষণে প্রকৃত-ইতিহাসগ্রাহ্য কয়েটী বিষয়ের কথা ক্রমশঃ উল্লেখ করা যাই-তেছে। বিয়াইনগরবিনাশবৃত্তান্ত উপাখ্যানে যেরূপে বর্ণিত হউক, বস্তুতঃ যে, বিয়াই নগর বিনাশিত হইয়াছিল তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। বিয়াই নগর রোমকদিগের হস্তগত হইলে পর রোমরাজ্য বহু দূর বিস্তৃত হইল। বিয়াই নগরের সহিত রোম-কদিগের যে যুদ্ধ হয়, ঐ যুদ্ধ দীর্ঘকালব্যাপী হইয়াছিল। রোম-কেরা যাবৎ যুদ্ধকাল বিয়াই নগরের উপকণ্ঠে বাস করিয়া সন্নি-হিত-জনপদবাসীদিগের উপরে নানা উপদ্রব করে। সন্নিহিত-

জনপদবাসীরা বিয়াই নগরের অধীন ছিল। তাহারা আত্মরক্ষার্থ বিয়াই নগরের অধীনতা পরিত্যাগ করিয়া রোমকদিগের শরণাগত হয়। বিয়াইনগরবিনাশের পূর্ব্বে এই রূপে অনেকদেশ রোমকদিগের হস্তগত হয়। আর, যে সকল দেশ পূর্ব্বে রোমকদিগের পরাধীনতাস্বীকারে পরাঙ্মুখ ছিল, তাহারাও প্রধাননগরবিনাশকালে বিনাশিত হইয়াছিল। তাহাতে টাইবরনদীর দক্ষিণ দিকে প্রায় ছয় সাত ক্রোশ পথ পর্য্যন্ত রোমকদিগের অধিকার বিস্তারিত হয়।

বিয়াই নগর ইট্রুউরিয়ার অন্তঃপাতী ছিল। বিয়াইনগরপরাজয়ের পর বৎসর রোমকেরা ইট্রুউরিয়ার অন্তর্বর্ত্তী বহু নগর অধিকার করিয়া লয়। ক্যাপিনিয়া নগরের লোকেরা বিয়াইনগরীয়দিগের পরম মিত্র ছিল। মিত্রের বিপদ্ সময়ে তাহারা আন্তরিক যত্নসহকারে প্রাণপণে সহায়তা করিয়াছিল। মিত্র নগরের বিপৎপাত হইবার পর উহারা এক বৎসর কাল স্বাধীন ছিল। এক বৎসরের পর রোমকেরা উহাদিগকে পরাজয় করিয়া উহাদিগের দেশ উৎসাদিত করে।

যে বৎসর ক্যাপিনিয়া অধিকৃত হয় তাহার পর বৎসর রোমকেরা ফেলিরিয়াই নগর অধিকার করিয়া লয়। ফেলিরিয়াই অধিকার কালে ক্যামিলস কন্সলস্থানীয় ট্রিবিউনপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনিই ঐ নগর স্ববশে আনয়ন করেন। ফেলিরিয়াই-নগরাধিকার-বৃত্তান্ত-সংক্রান্ত একটী গল্প প্রসিদ্ধ আছে; ঐ গল্পটী এস্থলে উপন্যস্ত হইতেছে। ফেলিরিয়াই নগরে এক বিদ্যালয় ছিল। ঐ বিদ্যালয়ে নগরের প্রধান প্রধান লোকের সন্তানেরা অধ্যয়ন করিত। বিদ্যালয়ের শিক্ষক এক-

দিবস সুযোগক্রমে বিদ্যালয়ের বালকগুলিকে সঙ্গে করিয়া নগর হইতে বহির্গত হইল এবং ক্রমে ক্রমে রোমকদিগের শিবিরসন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া বালকগুলিকে শত্রুহস্তে সমর্পণ করিল। শিক্ষক মনে ভাবিয়াছিল, রোমকেরা নগরের প্রধান প্রধান লোকদিগের সন্তানগণকে হস্তে পাইলে নগর-জয় তাহাদিগের সুখসাধ্য হইবে, অতএব তাহারা প্রীত হইয়া আমার পুরস্কার করিবে। এই আশা করিয়া শিক্ষক অতিশয় হৃষ্ট হইয়া রোমকদিগের শিবিরে উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহার আশার বিপরীত ফল হইল। ক্যামিলস শিবিরমধ্যে সেনাপতির আসনে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি দুরাচার শিক্ষকের কৃতঘ্নতা দর্শন করিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং বাল-কদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, শিশুগণ! আমরা তোমা-দিগের সহিত যুদ্ধ করিতে আসি নাই; এই দুরাত্মা তোমাদি-গকে বিপক্ষহস্তে নিক্ষেপ করিয়া বিশ্বাসঘাতকের কর্ম্ম করি-য়াছে; আমি তোমাদিগকে অনুমতি করিতেছি, তোমরা এই কৃতঘ্নকে কশাঘাত করিতে করিতে নগরমধ্যে লইয়া যাও। ফেলিরিয়াই-নগরীয়েরা ক্যামিলসের এই উদার ব্যবহার দর্শন করিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইল এবং শত্রুতাচরণে বিরত হইয়া সন্ধি প্রার্থনা করিল। সন্ধিবন্ধনকালে ফেলিরিয়াই-নগরীয়েরা রোমীয় সেনাগণের এক বৎসরের বেতন দান করে এবং আপ-নাদিগের অধিকৃত জনপদের কিয়দংশ পরিত্যাগ করে। ফেলি-রিয়াই-নগরীয়েরা রোমকদিগের অধীনতা স্বীকার করিলে পর বলসিনিয়াই-নগরীয়দিগের সহিত রোমকদিগের যুদ্ধ উপস্থিত হয়। রোমকেরা ঘোরতর সংগ্রামের পর জয়ী হইল। খৃষ্টের

পূর্ব্ব ৩৯১ অব্দে ঐ যুদ্ধ ঘটনা হয়। বিপক্ষেরা [illegible] হইয়া রোমকদিগের নিকটে সন্ধি প্রার্থনা করিল। [illegible] বংশতি বৎসর কাল নিয়ম করিয়া উহাদিগের [illegible] করিল। নিপিটি ও পিউট্রিয়ম প্রভৃতি আর কতিপয় নগর রোমকদিগের হস্তগত হইয়াছিল। ঐ সকল নগরের সহিত কি কারণে বিবাদ উপস্থিত হয়, আর রোমকেরাই বা কিরূপে ঐ সকল নগর অধিকার করিয়া লয়, তাহার সবিশেষ বিবরণ অবগত হওয়া যায় না।

বিয়াই নগর রোমকদিগের হস্তগত হইলে পর তত্রত্য ভূমির অংশ লইয়া মহাবিবাদ উপস্থিত হইল। পেট্রিসীয়দিগের যেমন চিরকালের রীতি ছিল, তাহারা সেই রীতির অনুগামী হইয়া বিজয়লব্ধ জনপদের ভূমি সকল স্বহস্তে রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু ট্রিবিউনেরা এই আপত্তি করিল, জয়লব্ধ জনপদে পেট্রিসীয় ও প্লিবীয় উভয় দলেরই সমান স্বামিত্ব আছে, একদল জয়লব্ধ ভূমির অধিকারী হইবে, অপর দল নিরাকৃত থাকিবে এ অতি অন্যায় কথা; জয়লব্ধ জনপদের ভূমি এবং সেই ভূমিস্থিত গৃহাদি সকলকে বিভাগ করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। সেনেটরেরা প্রথমে ট্রিবিউনদিগের এই আপত্তি অগ্রাহ্য করিলেন। ট্রিবিউনদিগের মধ্যেও কেহ কেহ সেনেটরদিগের সহিত যোগ দিলেন। তাহাতে বিবাদ কিয়ৎ-কাল সমভাবে রহিল। পরিশেষে সেনেটরেরা খৃষ্টের পূর্ব্ব ৩১৩ অব্দে প্লিবীয়দিগকে বিবাদাস্পদ ভূমির অংশ দিবার অনু-মতি করিলেন।

ক্যামিলস বিয়াইনগর জয় করিয়া প্রথমে সেনাপতের [illegible]-

ভাজন হইয়াছিলেন। কিন্তু জয়োৎসবকালে তাঁহার অত্যন্ত অহঙ্কার প্রকাশ হওয়াতে সকলে তাঁহার প্রতি বিরূপ হইয়া তাঁহার বিজাতীয় বিরাগ করিতে লাগিল। ক্যামিলস বিয়াইনগরে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, লুণ্ঠিত দ্রব্যের দশমাংশ ডেল্‌ফির আপোলোদেবকে দান করিবেন। কিন্তু একথা তিনি প্রথমে কাহারও নিকটে ব্যক্ত করেন নাই। সেনাগণ লুণ্ঠিত দ্রব্য অংশ করিয়া লইয়া ব্যয় করিয়া ফেলিলে তিনি ঐ কথা ব্যক্ত করিলেন। ব্যয়িত দ্রব্যের অংশ প্রদান করা সেনাগণের অতিশয় কষ্টসাধ্য হইল; তন্নিমিত্ত সকল লোকেই তাঁহার উপরে অতিশয় বিরক্ত হইয়া উঠিল। বিশেষতঃ ট্রিবিউনেরা যখন বিয়াইনগরের ভূমিসকল পেট্রিসীয় ও প্লিবীয় উভয় দলকে বিভাগ করিয়া দিবার প্রস্তাব করেন, তখন ক্যামিলস অতিশয় প্রতিকূলতাচরণ করেন, তাহাতেও তাঁহার উপরে অনেকের কোপ হয়। অতএব তাঁহাকে অপদস্থ করিবার নিমিত্ত সকলেই চেষ্টা করিতে লাগিল। আপিউলিয়স নামে একজন ট্রিবিউন খৃষ্টের পূর্ব্ব ৩৯১ অব্দে তাঁহার নামে এই বলিয়া অভিযোগ করিলেন যে, বিয়াইনগরবিলুণ্ঠনকালে যে সকল দ্রব্য লব্ধ হয়, ক্যামিলস তাহার কিয়দংশ গোপন করিয়া রাখিয়াছেন। আপিউলিয়স ঐ বিষয় সপ্রমাণ করিয়া দিলেন। ক্যামিলস দণ্ডভয়ে স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া আর্ডিয়ানগরে গিয়া বাস করিলেন। তিনি যখন স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া যান, তখন এই প্রার্থনা করিলেন, রোমকদিগের ঝটিতি যেন এরূপ কোন বিপদ উপস্থিত হয় যে, তাহারা আমার বিবাসন জন্য অনুতাপ করে।

সপ্তদশ অধ্যায়।

গলজাতির আগমন। রোমনগরের ভস্মীকরণ গলজাতির প্রস্থান।

রোমকেরা যে সময়ে বিয়াই নগর এবং ইট্রিউরিয়ার অন্তঃপাতী অপর কতিপয় নগর অধিকার করিয়া লয়, তাহার কিছুকাল পূর্ব্বে গল নামে এক অসভ্য জাতি আল্প পর্ব্বত পার হইয়া পো নদীর উত্তরাংশে আসিয়া বাস করে এবং তত্রত্য গ্রাম নগরাদি হস্তগত করিয়া লয়। ঐ অসভ্য জাতি পো নদীর উত্তরাংশে বাস করিয়া ইট্রিউরিয়া দেশে অতিশয় উপদ্রব আরম্ভ করে। ইট্রিউরিয়েরা উহাদিগের উপদ্রবে অতিশয় বিব্রত হইয়া আপন আপন ধন প্রাণ রক্ষার্থ ব্যস্ত সমস্ত হইয়াছিল। পরস্পর পরস্পরের সাহায্য করে, তৎকালে তাহাদিগের এরূপ ক্ষমতা ছিল না। তাহাতেই রোমকেরা বিয়াইপ্রভৃতি কতিপয় নগর অধিকার করিতে শক্ত হয়। গলজাতি অতিশয় অসভ্য ছিল। তাহাদিগের আকার অতি বৃহৎ; বদন বিকট; অঙ্গের কিছুমাত্র লালিত্য ও সৌষ্ঠব ছিল না; পারিচ্ছদেরও পারিপাট্য ছিল না। তাহাদিগকে দেখিলে ভয় জন্মিত। উহাদিগের আকার, প্রকার, রীতি, চরিত্র দর্শন করিয়া প্রতিবেশবাসীরা সদা সশঙ্ক হইয়া ছিল। উহাদিগের সহিত ইট্রিউরিয়াদেশীয়দিগের কয়েক বার যুদ্ধ হয়। ইট্রিউরিয়েরা প্রতি বারেই পরাস্ত হইয়াছিল।

গলজাতীয়েরা বহুগোষ্ঠী ছিল। তাহারা নানা দলে বিভক্ত হয়। সিননিস নামে যে একটী দল ছিল, ব্রেনস তাহার অধিপতি ছিলেন। ব্রেনস স্বজাতীয় ব্যক্তিদিগের সাহায্য প্রাপ্ত

হইয়া খৃষ্টের পূর্ব্ব ৩৯১ অব্দে নিজ দল বল সমভিব্যাহারে ক্লুসিয়ম নগর আক্রমণ করেন। ক্লুসিয়ম নগরের লোকেরা সমরে শক্ত না হইয়া রোমকদিগের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিল। সেনেটরেরা ফেবিয়স আম্বষ্টসের তিন পুত্রকে দৌত্য-কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া ব্রেনসের নিকটে পাঠাইয়া দিলেন এবং এই কথা বলিয়া পাঠাইলেন, হয়, তোমরা এ দেশ পরিত্যাগ করিয়া যাও, নতুবা, রোমকদিগের সহিত যুদ্ধ কর। সেনেটরেরা ভাবিয়াছিলেন, গলজাতীয়েরা রোমকদিগের নাম শ্রবণ করিলেই ক্লুসিয়ম পরিত্যাগ করিয়া ভয়ে পলায়ন করিবে। কিন্তু গল-জাতীয়েরা তাহা না করিয়া দূতগণকে এই উত্তর দিল, আমা-দিগের দেশ অতি সঙ্কীর্ণ, আমরা বহুগোষ্ঠী হইয়াছি, তথায় বাস সমাবেশ হয় না, এই নিমিত্ত আমরা স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া বিদেশে আসিয়া বাস করিতেছি; এতদ্দেশের লোকেরা যদি আমাদিগকে একটী প্রদেশ একবারে ছাড়িয়া দেন, তাহা হইলে আর আমাদিগের সহিত বিবাদ থাকে না। ক্লুসিয়মের লোকেরা গলজাতির বাক্যে সম্মত না হওয়াতে যুদ্ধ উপস্থিত হইল। রোমীয় দূতগণ ক্লুসিয়মবাসীদিগের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিতে গেলেন। উঁহাদিগের মধ্যে অন্যতম এক ব্যক্তি রণ-স্থলে গলজাতীয় এক প্রধান ব্যক্তিকে নিহত করিয়া তাহার বসন ভূষণ গ্রহণ করিতেছিলেন এমত সময়ে গলজাতীয়েরা দেখিতে পাইল এবং তাঁহাকে রোমক বলিয়া চিনিতে পারিয়া একবারে ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিল। উহাদিগের এত ক্রোধ হইবার কারণ এই, প্রথমতঃ রোমকদিগের সহিত উহাদিগের বিবাদ ছিল না, রোমকেরা অকারণ বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিল; দ্বিতী-

যতঃ সর্ব্বজাতিরই এই নিয়ম আছে কেহ দূতগণের সহিত যুদ্ধ করে না, দূতগণও কাহার সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হয় না, রোমীয় দূতগণ সেই বিশ্বজনীন ব্যবহারবিরুদ্ধ আচরণ করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়াতে গলজাতীয়েরা অতিশয় রাগিয়া উঠে। উহারা এমনি রাগান্ধ হইয়াছিল যে, তখনই রোম আক্রমণ করিতে যাইতেছিল। উহাদিগের মধ্যে যাহারা সমধিক শিষ্ট তাহারা এই কথা কহিয়া সকলকে নিবারণ করিল যে, অগ্রে রোমে দূত প্রেরণ করা কর্ত্তব্য; দূতগণ রোমে উপনীত হইয়া সেনেটের নিকটে রোমীয় দূতগণের অন্যায়াচরণের কথা বিজ্ঞাপন করুক; সেনেটরেরা অপরাদ্ধ ব্যক্তিদিগকে যদি আমাদিগের হস্তে সমর্পণ করেন তাহা হইলে যুদ্ধে প্রয়োজন নাই। এই কথায় সকলে নিরস্ত হইল। তৎক্ষণাৎ রোমে দূত প্রেরিত হইল। গলজাতীয় দূতগণ সেনেটে উপস্থিত হইয়া রোমীয় দূতগণের অন্যায়াচরণের কথা আনুপূর্ব্বিক সমুদায় নিবেদন করিল এবং সেনেটরদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিল, আপনারা অপরাধী ব্যক্তিদিগকে আমাদিগের হস্তে সমর্পণ করুন। গলজাতীয় দূতগণের প্রার্থনা অন্যায় ও অসঙ্গত না হইলেও সেনেটরেরা অহঙ্কার প্রযুক্ত তাহাতে সম্মত হইলেন না; প্রজাগণের সভায় ঐ বিষয়ের মীমাংসাভার সমর্পণ করিলেন। প্রজাগণ গলজাতীয় দূতগণের বাক্য অগ্রাহ্য করিল। অপরাদ্ধ ব্যক্তিদিগের কোন দণ্ড বিধান করিল না। প্রত্যুত পর বৎসর অপরাধীদিগকে কন্সলস্থানীয় ট্রিবিউনপদে অভিষিক্ত করিল। গলজাতীয় দূতগণ অকৃতার্থ হইয়া ফিরিয়া গেলে গলজাতির অধিপতি দূতমুখে সমুদায় শ্রবণ করিয়া সাতিশয় রোষপরবশ হইলেন এবং

ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া সত্তর হাজার সৈন্য সমভিব্যাহারে রোমের অভিমুখে ধাবমান হইলেন।

গলজাতির অধিপতি ব্রেনস রোম আক্রমণ করিতে আসিতেছেন, শুনিয়া তদ্বর্ষীয় কন্সলস্থানীয় ট্রিবিউনেরা সেনাগণকে সমরসজ্জা করিতে কহিলেন এবং ল্যাটিন ও হর্নিসীয় জাতির নিকটে আনুকূল্য প্রার্থনা করিলেন। স্বল্পকালমধ্যে চল্লিশ হাজার সৈন্য সংগৃহীত হইল। ট্রিবিউনেরা সমুদায় সৈন্য সমভিব্যাহারে লইয়া রোম হইতে বহির্গত হইলেন।

এদিকে গলজাতীয়েরা অম্ব্রিয়ার নিকটে টাইবর নদী পার হইয়া নদীর বামপার্শ্ব দিয়া সেবাইনীয়দিগের দেশে প্রবিষ্ট হইল। তথা হইতে ল্যাটিয়মের অভিমুখে যাত্রা করিল। যখন এই সমাচার রোমকদিগের কর্ণগোচর হইল, তখন তাহাদিগের আর ভয়ের পরিসীমা ছিল না। শত্রুগণ পাছে রোমের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হয়, এই শঙ্কায় রোমীয় সেনাগণ অতি দ্রুতপদে যাইতে লাগিল। রোমের ছশ ক্রোশ অন্তরে আলিয়ানদীতীরে শত্রুগণের সহিত উহাদিগের সাক্ষাৎ হইল। শত্রুগণকে দেখিবামাত্র রোমকেরা গমনে বিরত হইয়া ব্যূহরচনা করিল। ব্যূহের দক্ষিণপার্শ্বস্থ সেনাগণ এক উন্নত প্রদেশে দণ্ডায়মান হইল। উহাদিগের সম্মুখে আলিয়া নদী রহিল এবং উহাদিগের পার্শ্বভাগ বন ও পর্ব্বতময় প্রদেশ দ্বারা রক্ষিত হইল। ব্যূহের বামপার্শ্বে সুশিক্ষিত সেনাগণ দণ্ডায়মান হইল। উহাদিগের পার্শ্বদেশে টাইবর নদী রহিল।

রোমকেরা এই রূপে ব্যূহ রচনা করিয়া শত্রুসম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। গলজাতীয়েরা রোমকদিগকে সৈন্য সহ সমাগত

দেখিয়া সাতিশয় সমরোৎসুক হইল। গলজাতীয়েরা অসভ্য ছিল বটে, কিন্তু তাহারা রণস্থলে বিলক্ষণ রণপাণ্ডিত্য ও অতি-শয় বুদ্ধিমত্তা প্রদর্শন করিল। গলজাতির অধিপতি ব্রেনস নিজ সৈন্য হইতে সার সার দেখিয়া কতকগুলি যোদ্ধা বাচিয়া লই-লেন। ঐ সকল মনোনীত যোধগণ সমভিব্যাহারে রোমকদি-গের ব্যূহের দক্ষিণভাগ আক্রমণ করিলেন। রোমকদিগের ব্যূহের দক্ষিণভাগে যে সকল সৈন্য ছিল, তাহারা পূর্ব্বে কখন যুদ্ধে আইসে নাই; যুদ্ধস্থলে কিরূপে অস্ত্রপ্রয়োগ করিতে হয় তদ্বিষয়ে তাহারা নিতান্ত অজ্ঞ ছিল। ঐ অকৃতাস্ত্র অশিক্ষিত সেনাগণ গলজাতির ভয়ঙ্কর সিংহনাদ শ্রবণ করিয়া ভয়ে বিহ্বল হইল। উহাদিগের হস্তে যে দারুময় ফলক ছিল, তাহা গল-জাতির তরবারি প্রহার দ্বারা চূর্ণায়মান হইল। উহারা শত্রু-গণের আক্রমণবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া পলায়ন আরম্ভ করিল। যে সকল সুশিক্ষিত সৈন্য ব্যূহের বামভাগে নদীর অতি নিকটে দণ্ডায়মান হইয়াছিল, তাহারা তথায় থাকিতে না পারিয়া ব্যূহের দক্ষিণভাগস্থ সৈন্যগণের পশ্চাৎ গমন করিল। ব্যূহের দক্ষিণভাগস্থ সৈন্যগণ যখন পলাইতে আরম্ভ করে, তখন তাহারা ভয়প্রযুক্ত সুশিক্ষিত সৈন্যগণের উপরে চাপিয়া পড়িল। তাহাতে উহাদিগের শ্রেণীভঙ্গ হইয়া গেল। গলজাতীয়েরা এই সুযোগ পাইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বেগে রোমকদিগকে আক্র-মণ করিল। ক্ষণকালমধ্যে রোমকদিগের সমুদায় সৈন্য ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। যাহারা ব্যূহের বামভাগ হইতে দক্ষিণভাগে আসিয়াছিল, তাহারা টাইবর নদীর দিকে যাইতে লাগিল। তাহারা এই মনস্থ করিয়াছিল যে, নদী পার হইয়া বিয়াই নগরে

পলায়ন করিবে। কিন্তু তাহাদিগেব সেই মনোরথ পরিপূর্ণ হইল না। বিপক্ষেরা তাহাদিগের অধিকাংশ লোককেই নদী-তীরে সংহার করিল। নদীতীরে শবরাশি হইল। অপর, যে সকল ব্যক্তি নদী পার হইয়া পলাইবার আশয়ে জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াছিল, বিপক্ষগণ তাহাদিগকে বল্লম ফেলিয়া মারিতে লাগিল। তাহাতেও অনেকে নিহত হইল। রোমীয় সুশিক্ষিত সেনাগণ এইরূপে টাইবর নদীর তীরে ও নীরে নিধন প্রাপ্ত হইল। যে সকল লোক ব্যূহের দক্ষিণপার্শ্বে ছিল, তাহারা ঊর্দ্ধ-শ্বাসে রোমের অভিমুখে ধাবমান হইল। কতকগুলি পলায়ন-পথের নিকটবর্ত্তী নিবিড় অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া সমস্ত দিন লুকাইয়া রহিল। আর, কতকগুলি কোথাও বিশ্রাম না করিয়া একবারে রোমে গিয়া উপস্থিত হইল। খৃষ্টের পূর্ব্ব ৩৯০ অব্দে রোমকদিগের ঐ বিপদ্‌ঘটনা হয়।

গলজাতীয়েরা অতিশয় পথশ্রান্ত ও সমরখিন্ন হইয়াছিল। এই নিমিত্ত তাহারা পলায়নপর রোমকদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ কিয়দ্দূরমাত্র গমন করিয়া নিবৃত্ত হইল। তাহাদিগের এই রীতি ছিল, যে যেশত্রুকে হনন কবিত, সে সেই নিহত শত্রুর মস্তক সেনাপতির নিকটে লইয়া যাইত। সেনাপতি তদ্দর্শনে তাহাব বীরত্ব ও পৌরুষের পরিচয় প্রাপ্ত হইতেন, এবং জানিতে পারি-তেন যে, সৈনিক পুরুষ যথার্থই সৈনিককর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়াছে। অতএব তিনি তাহাকে লুণ্ঠিত দ্রব্যের অংশ প্রদান করিতেন। যে সৈনিক পুরুষ নিহত শত্রুর মস্তক আনয়ন করিতে না পারিত, সে লুণ্ঠিত দ্রব্যের অংশপ্রাপ্তিবিষয়ে বঞ্চিত হইত। গলজা-তীয় সৈনিক পুরুষেরা কেবল যে, লুণ্ঠিত দ্রব্যের অংশ পাইবার

আশয়ে নিহত শত্রুগণের মস্তক সংগ্রহ করিত এমত নহে, উহাদিগের পুত্র পৌত্রাদি সন্তান সন্ততি উত্তরকালে ঐ সকল মস্তক দেখিয়া উহাদিগের বীরত্ব ও পৌরুষের পরিচয় প্রাপ্ত হইবে বলিয়া উহারা নিহত শত্রুর মস্তক স্বগৃহে সংগ্রহ করিয়া রাখিত। গলজাতীয় যোধগণ নিহত শত্রুর মস্তকসংগ্রহকার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া দিবা অবসান করিল। রাত্রিকাল ঐ স্থানে অবস্থান করিল।

গলজাতীয়েরা রণস্থলে অবস্থান করিয়া এইরূপে রজনী যাপন করিতে লাগিল। ওদিকে পলায়মান রোমকেরা রোমে উপস্থিত হইয়া বিপৎপাতের সমাচার প্রদান করিল। পুরবাসীরা সমাচার শ্রবণ করিয়া ভয়বিহ্বল হইয়া কর্ত্তব্যাবধারণে অসমর্থ হইল। উহারা একবার মনে করিল সর্ব্ব প্রযত্নে নগররক্ষার চেষ্টা করে, কিন্তু পরক্ষণেই উহাদিগের এই বোধ হইল, নগররক্ষার চেষ্টা করা বিফল। যে সকল সুশিক্ষিত সেনাগণ হইতে নগররক্ষা হইবে তাহারা আর নগরে নাই। তাহাদিগের অধিকাংশই টাইবর নদীর তীরে ও নীরে নিপাতিত হইয়াছে। যাহারা জীবিত আছে, তাহারাও রণস্থল হইতে প্রস্থান করিয়া বিয়াইনগরে অবস্থান করিতেছে, তাহাদিগের স্বদেশ রক্ষার চেষ্টা নাই। যাহারা নগরমধ্যে ছিল, তাহারা পরাভবসমাচার শ্রবণ করিয়া আপন আপন পরিজন ও অনায়াসবাহ্য গৃহসামগ্রী লইয়া নগর হইতে প্রস্থান করিতে লাগিল। প্লিবীয়েরা এইরূপে ক্রমে ক্রমে নগর পরিত্যাগ করিলে পর পেট্রিশীয়েরা নগর রক্ষার উপায় কল্পনে নিতান্ত নিরাশ হইল। অতঃপর উহারা নগর রক্ষার চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া কেবল দুর্গরক্ষার

চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইল। দুর্গমধ্যে রোমকদিগের দেবালয় ছিল। ধর্ম্মবুদ্ধি তেই হউক, অথবা স্বদেশের প্রতি অনুরাগ প্রযুক্তই হউক, দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া পেট্রিসীয়দিগের প্রাণপরিত্যাগ করা অপেক্ষাও অধিকতর ক্লেশকর হইল। অতএব উঁহারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া দুর্গরক্ষণে সমধিক যত্নবান্ হইল।

রাত্রি প্রভাত হইলে পর গলজাতীয়েরা রোম আক্রমণ করিতে গমন করিল। নগরের নিকটে উপস্থিত হইয়া দেখিল, পুরপ্রাচীরের উপরে লোক জন নাই, নগররক্ষার কোন অনুষ্ঠান নাই, নগর নিঃশব্দ, পুরদ্বার রুদ্ধ রহিয়াছে। এই সমস্ত দর্শন করিয়া গলজাতীয়েরা সহসা রোমনগর আক্রমণ করিতে সাহসী হইল না। তাহারা সে দিবস নগরবহির্ভাগে অবস্থান করিল। পরদিবস পুরদ্বার ভাঙিয়া পুরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিল, পুরবাসীরা পলায়ন করিয়াছে। কেবল কতকগুলি লোক ক্যাপিটোলাইনপর্ব্বতস্থ দুর্গ রক্ষা করিতেছে। গলজাতীয় প্রধান পুরুষেরা ক্যাপিটলের সম্মুখবর্ত্তী প্যালাটাইন পর্ব্বতে অবস্থিতি করিল। অপর সেনাগণ নগর বিলুণ্ঠিত, উৎসাদিত ও দাহিত করিতে লাগিল। গলজাতির রোমনগরে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই নগরবাসী প্লিবীয়েরা নগর ত্যাগ করিয়া পুত্র কলত্রাদি সমভিব্যাহারে দেশান্তরে পলায়ন করিয়াছিল। যাহারা আলিয়ানদীতীরে সমরপরাভূত হয়, সেই সুশিক্ষিত সেনাগণ আর নগরে আইসে নাই। অস্ত্রধারণসমর্থ পেট্রিসীয়েরা ক্যাপিটলের রক্ষার্থ তথায় গমন করে। যাঁহারা ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠানে নিয়োজিত ছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই নগর পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন। এই রূপে নগরবাসী প্রায় সমুদায়

লোকই আত্মরক্ষা সম্পাদন করিয়াছিল। কেবল পৌরপ্রধান মহারাজ কতকগুলি লোক আত্মরক্ষার চেষ্টায় বিমুখ ছিলেন। তাহার কারণ এই, তাঁহারা অতিশয় বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, অস্ত্র গ্রহণ করিয়া ক্যাপিটল রক্ষা করেন, তাঁহাদিগের এরূপ সামর্থ্য ছিল না। এই নিমিত্ত তাঁহারা ক্যাপিটলে যাইতে সম্মত হই-লেন না। তাঁহারা এই বিবেচনা করিলেন, আমরা যদি ক্যাপি-টলে গমন করি তাহা হইলে আমাদিগের হইতে কোন উপকার হইবে না, প্রত্যুত বহুতর অপকার হইবে; ক্যাপিটলে অধিক খাদ্যসামগ্রী সঞ্চিত নাই, সেনাগণকে যদি অধিক কাল ক্যাপি-টলে থাকিতে হয় তাহা হইলে তাহাদিগেরই সচ্ছন্দে চলা ভার হইবে; আমরা আবার ক্যাপিটলে গমন করিলে ঐ খাদ্য-সামগ্রী অল্প দিনের মধ্যেই নিঃশেষিত হইবে; অতএব ক্যাপি-টলে গিয়া সেনাগণের গলগ্রহ হওয়া কোন রূপেই কর্ত্তব্য নহে। এই বিবেচনা করিয়া তাঁহারা ক্যাপিটলে গমন করিলেন না। আর স্বদেশের মায়া পরিত্যাগ করিয়া দেশান্তরেও পলা-য়ন করিলেন না। রোমেই রহিলেন। বৃদ্ধ সকল মরণ অবধারণ করিয়া আপন আপন পদের গৌরবসূচক সুসমৃদ্ধ পরিচ্ছদ পরিধান করিলেন এবং ফোরমে গমন করিয়া দ্বিরদদশনময় আসনে উপবিষ্ট হইয়া রহিলেন। গলজাতীয়েরা নগর বিলুণ্ঠন করিতে করিতে বৃদ্ধগণের সম্মুখে উপনীত হইল। বৃদ্ধগণ নিস্পন্দ উপবিষ্ট ছিলেন। অসভ্যেরা তাঁহাদিগের আকার প্রকার এবং রোমনগর জনশূন্য দর্শন করিয়া মনে মনে তর্ক করিতে লাগিল, বোধ হয়, রোমকেরা দেবগণের উপরে নগর-রক্ষার ভার সমর্পণ করিয়া প্রস্থান করিয়াছে, দেবগণ তাহাদি-

গর প্রতি প্রসন্ন হইয়া নগররক্ষার্থ আগমন করিয়াছেন। অতএব কাহারও এরূপ সাহস হইল না যে, তাঁহাদিগের শরীর স্পর্শ করে। অনন্তর, গলজাতীয় এক ব্যক্তি মার্কস পেপিরিয়-সের অতিনিকটে উপস্থিত হইয়া ভক্তিসহকারে তাঁহার শ্মশ্রু স্পর্শ করিল। পেপিরিয়স দেবগণের পূজক ও পরিচারক ছিলেন। ম্লেচ্ছহস্তস্পর্শ তাঁহার নিতান্ত অসহ্য হইয়া উঠিল। তিনি তৎক্ষণাৎ স্বহস্তস্থিত হস্তিদন্তনির্ম্মিত দণ্ড দ্বারা গলজাতীয় সৈনিক পুরুষের মস্তকে আঘাত করিলেন। পেপিরিয়সকে দেখিয়া গলজাতীয় সৈনিক পুরুষের মনে প্রথমে ভক্তির উদ্রেক হইয়াছিল, এক্ষণে সেই ভক্তি দূরে গেল, ক্রোধের উদয় হইল। সে তৎক্ষণাৎ পেপিরিয়সের প্রাণ বধ করিল। একজন সৈনিকের অপমান হওয়াতে সমুদায় সৈন্যই রাগিয়া উঠিল। বৃদ্ধগণ একে একে নিহত হইলেন।

নগরমধ্যে ভয়ঙ্কর ব্যাপার উপস্থিত হইল। স্থানে স্থানে গৃহদাহ হইতে লাগিল। অনলশিখা প্রবল হইয়া গগনতলে উঠিল। নগর ধূমে আকুলিত হইল। অপমূর্দ্ধ কলেবর ভূতলে পতিত হইয়া লুট্যমান হইতে লাগিল। স্থানে স্থানে সেনাগণ থাকিয়া থাকিয়া এক একবার সিংহনাদ করিয়া উঠিতে লাগিল। কিয়ৎকাল এইরূপ ভয়ানক কাণ্ড করিয়া গলজাতীয়েরা পরি-শেষে ক্যাপিটল আক্রমণ করিতে গেল। ক্যাপিটলে উঠিবার একটী বই পথ ছিল না। গলজাতীয় সেনাগণ সেই পথ দিয় উঠিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। রোমকেরা উপর হইতে উহা-দিগকে প্রতিহত করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে রোমকের গলজাতিকে পরাভূত করিল। উভয় জাতির পরস্পর পরাভব

সংগ্রামে গলজাতীয় অধিকাংশ লোক নিহত হইল গলেরা পরাজয় প্রাপ্ত হইয়া পরিশেষে ক্যাপিটল অবরোধ করিয়া রহিল। কতক সৈন্য ক্যাপিটল অবরোধ করিয়া রহিল, আর কতক সৈন্য প্রতিবেশবাসী ল্যাটিনদিগের অধিকৃত জনপদ লুট করিতে গেল।

রোমকদের যে সমস্ত সেনাগণ আলিয়ানদীতীরে শত্রুহস্তে পরাস্ত হইয়া বিয়াইনগরে গমন করিয়াছিল, তাহারা ক্রমে ক্রমে তথায় দলবদ্ধ হয়। দলপুষ্টি হইলে পর তাহারা ক্যাপিটলবাসী রোমকদিগের সাহায্যদান করিবার বাসনায় পণ্টিয়স কমিনিয়স নামে এক যুবা ব্যক্তিকে ক্যাপিটলে পাঠাইয়া দিল। ঐ যুবা ব্যক্তি রজনীযোগে বিয়াইনগর হইতে যাত্রা করিল। সন্তরণ দ্বারা টাইবর নদী পার হইয়া রোমনগরে প্রবেশ করিল এবং ক্যাপিটলে আরোহণ পূর্ব্বক রোমকদিগের নিকটে আপনার আগমন প্রয়োজন বিজ্ঞাপন করিয়া তথা হইতে বিয়াইনগরে গমন করিল। গলেরা ইহার বিন্দু বিসর্গও জানিতে পারে নাই। পরদিন প্রাতঃকালে তাহারা দেখিতে পাইল, ক্যাপিটল পর্ব্বতের এক পার্শ্বে চরণচিহ্ন রহিয়াছে। তদর্শনে তাহারা মনে করিল, কেহ এই স্থান দিয়া ক্যাপিটলে আরোহণ করিয়া থাকিবে। অতএব তাহারা ঐ স্থান দিয়া রাত্রিকালে ক্যাপিটলে আরোহণ করিবার সঙ্কল্প করিল। রাত্রি উপস্থিত হইলে তাহারা ক্যাপিটলে উঠিতে গেল। তাহারা যে স্থান দিয়া পর্ব্বতে উঠিতে গিয়াছিল, সে স্থানে রোমকদিগের রক্ষিসৈন্য ছিল না। উপরিভাগও প্রাকার দ্বারা পরিরক্ষিত ছিল না। সকলেই নিদ্রিত ছিল, কেহ উহাদিগকে দেখিতে পাইল না। উহাদিগের মধ্যে এক ব্যক্তি পর্ব্বতশিখরে আরোহণ করিয়া জুনোদেবীর মন্দিরের

নিকটে উপস্থিত হইল। ঐ মন্দিরে জুনোদেবীর কতকগুলি রাজহংসী ছিল। তাহারা ঐ ব্যক্তির পদশব্দ শ্রবণ করিবামাত্র কলরব করিয়া উঠিল। জুনোর মন্দিরের অনতিদূরে মার্কস্ ম্যান্‌লিয়সের বাসগৃহ ছিল। তিনি নিজগৃহে নিদ্রিত ছিলেন। হংসীগণের আকস্মিক পক্ষশব্দ ও চীৎকারধ্বনি শ্রবণ করিয়া তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ শয্যা হইতে উত্থিত হইয়া শস্ত্র গ্রহণ করিলেন এবং আপন সহচর ও অনুচরগণকে ডাকিয়া নক্ষত্রবেগে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া জুনোর মন্দিরাভিমুখে ধাবমান হইলেন। মন্দিরসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, গলজাতীয় এক ব্যক্তি পর্ব্বতের শিখরদেশে উঠিয়াছে। ম্যানলিয়স বিপক্ষকে লক্ষ্য করিয়া স্বহস্তস্থিত ফলক দ্বারা তাহার মুখে আঘাত করিলেন। সে তৎক্ষণাৎ পর্ব্বত হইতে পতিত হইল। যাহারা তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ উঠিতেছিল, ঐ ব্যক্তি তাহাদিগের উপরে পতিত হওয়াতে তাহারাও হস্তপদস্খলিত হইয়া পর্ব্বত হইতে পড়িয়া গেল। এই অবসরে রোমকেরা জাগরিত হইয়া উঠিল। ম্যান্‌লিয়সের সাহসগুণে ক্যাপিটল রক্ষা হওয়াতে তাহারা আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইল এবং সাধ্যানুসারে তাঁহার পুরস্কার করিল।

গলজাতীয়েরা ছয়, সাত মাস অবিচ্ছেদে ক্যাপিটল অবরোধ করিয়া ছিল। শরৎকালে রোমে অতিশয় মারীভয় হয়, গলজাতীয়েরা তাহাতেও ভগ্নোৎসাহ হয় নাই। রোমকেরাও যাবদবরোধকাল প্রযত্নাতিশয় সহকারে ক্যাপিটল রক্ষা করিয়াছিল। গলজাতি যুদ্ধসংক্রান্ত উপাখ্যানে এই সকল কথা উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু এ সকল কথার কোনরূপে বিশ্বাস

করা যাইতে পারে না। গলজাতীয়েরা অতিশয় অসভ্য ছিল। তাহারা যে, দীর্ঘকাল স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া ক্যাপিটল অবরোধ করিয়া থাকিতে সমর্থ হইয়াছিল, এ কথায় কোন ক্রমে প্রত্যয় জন্মে না। অপর, আলিয়া নদীর তীরে যে যুদ্ধ হয়, তাহার পর পঞ্চ দিবস গলজাতীয়েরা রোম আক্রমণ করে। রোমকেরা এক দিবসের মধ্যে এত দ্রব্য সামগ্রী কিরূপে আহরণ করিল যে তাহারা ছয়, সাত মাস কাল অবাধে ক্যাপিটল রক্ষা করিতে শক্ত হইয়াছিল। যাহা হউক, রোমকেরা পরিশেষে অতিশয় অবসন্ন হইয়া পড়িল। তাহাদিগের আহৃত খাদ্য সামগ্রী নিঃশেষিত হইল। তখন তাহারা নিতান্ত হতাশ হইয়া শত্রুর সহিত সন্ধির চেষ্টা করিতে লাগিল। অনন্তর, তাহারা নিষ্ক্রয়-স্বরূপ বার মন কুড়ি সের স্বর্ণ দান অঙ্গীকার করিয়া গলজাতীয়-দিগকে ক্যাপিটল পরিত্যাগ করিবার কথা বলিয়া পাঠাইল। বেনিশীত জাতি আপিনাইন পর্ব্বত পার হইয়া গলজাতীয়দিগের দেশ আক্রমণ করিতে গিয়াছিল। উহারা সেই সমাচার শুনিয়া অবধি অতিশয় উদ্বিগ্ন ছিল এবং স্বদেশে যাইবার নিমিত্ত অতিশয় ব্যস্ত হইয়াছিল। এই নিমিত্ত রোমকেরা সন্ধির প্রস্তাব করিবামাত্র উহারা আগ্রহ পূর্ব্বক গ্রহণ করিল। যে সময়ে স্বর্ণ-দান হইতেছিল, ক্যামিলস সেই সময়ে সসৈন্য রোমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং রোমকদিগের ক্রিয়মাণ সন্ধি বিঘটিত করিয়া দিলেন।

বিয়াইনগরগ্রহণের পর ক্যামিলস প্রজাগণের কোপে পতিত হইয়া দেশান্তরিত হন। তদবধি দেশান্তরেই ছিলেন। গলজাতীয়েরা রোম আক্রমণ করিলে পর যে সকল লোক রোম

নগর পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছিল, তাহারা ক্রমে ক্রমে বিয়াইনগরে গিয়া একত্র হয়। আর, যাহারা আলিয়ানদী-তীরে যুদ্ধের পর বিয়াইনগরে প্রস্থান করে, তাহারাও ঐ স্থানে ছিল। বিয়াইনগরে ক্রমে ক্রমে বিংশতিসহস্র রোমক একত্র হইয়া ক্যামিলসকে আনয়ন করিতে লোক প্রেরণ করিল। ক্যামিলস ক্যাপিটলের অবরোধবার্ত্তা এবং বিয়াইনগরে লোক-দিগের সমাগমসমাচার শ্রবণ করিয়া সত্বর বিয়াইনগরে গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইলে তত্রত্য রোমকেরা তাঁহাকে ডিক্টেটরপদে অভিষিক্ত করিল। ক্যামিলস ডিক্টেটরপদে অভিষিক্ত হইয়া সৈন্য সমভিব্যাহারে রোমে যাত্রা করিলেন এবং তথায় উপস্থিত হইয়া স্বপদপ্রভাবে রোমকদিগের নিষ্ক্রয়দান রহিত করিয়া দিলেন। ঐ বিষয় লইয়া তাঁহার সহিত ব্রেনসের বাদানুবাদ হইতে লাগিল। এদিকে তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী সৈন্যগণ রোমে আসিয়া উপস্থিত হইল। সৈন্যগণ উপস্থিত হইবামাত্র ক্যামিলস যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। ঘোরতর সংগ্রামের পর বিপক্ষ-গণকে পরাভূত করিয়া নগর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। বিপক্ষেরা নগর হইতে বহির্গত হইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। ক্যামিলসও সসৈন্য উহাদিগের পশ্চাৎ ধাবমান হই-লেন। বিয়াইনগরের পথে দ্বিতীয় বার যুদ্ধ হইল। রোমকেরা ঐ যুদ্ধে এমনি পৌরুষ প্রকাশ করিয়াছিল যে, বিপক্ষপক্ষীয় তাবৎ লোকই ঐ স্থানে সমরশায়ী হইল। স্বদেশে পরাজয়-সমাচার লইয়া যায় এমন এক ব্যক্তিও জীবিত ছিল না। ব্রেনস বন্দীকৃত হইয়া রোমে নীত ও নিহত হইলেন। ক্যামিলস জয় মহোৎসব করিয়া রোমে প্রবেশ করিলেন।

গলজাতির রোমে আক্রমণ, রোম সমুৎসাদন এবং রোম হইতে পলায়ন, এতদ্বিষয়ক যে উপাখ্যান প্রসিদ্ধ আছে এস্থলে তাহা উল্লিখিত হইল। ঐই উপাখ্যানমধ্যে সত্য মিথ্যা উভয়ই একত্র সমাবেশিত আছে, কিন্তু কোন্ অংশ সত্য আর কোন্ অংশ মিথ্যা অধুনা তাহার নির্ণয় করা দুরূহ। পলিবিয়স বলেন বেনিশীয় জাতি গলদেশ আক্রমণ করিয়াছে, শুনিয়া গলজাতীয়েরা রোম পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে গমন করে। পথিমধ্যে উহাদিগের কোন বিঘ্ন হয় নাই। ডাইয়োডোরস ক্যামিলসের ডিক্টেটরপদাভিষেকের কোন কথা উল্লেখ করেন নাই। এই সমস্ত আলোচনা করিয়া বিলক্ষণ বোধ হইতেছে, গলজাতির রোমনগরের আক্রমণবৃত্তান্ত কবিগণের স্বকপোলকল্পিত অলীকাংশ ও অত্যুক্তিতে পরিপূর্ণ হইয়াছে। গলজাতি কোন্ বর্ষে রোম নগর আক্রমণ করে, তাহার নির্ণয় নাই। কেহ কেহ বলেন, খৃষ্টের পূর্ব্ব ২৯৪ অব্দে, কেহ ৩৯৮ অব্দে, কেহ ২৯০, কেহ ৩৮৮ অব্দে, এইরূপ নানা জন নানা কথা কহিয়া থাকেন।

সমাপ্ত।